যাদে রাহ্

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের সঠিক ধারণা লাভ
আত্মশুদ্ধি অর্জন, নৈতিক মানোন্নয়ন এবং ব্যাপক
দীনি তা'লীম ও তরবিয়ত লাভের বিশেষ
উপযোগী একটি সেরা হাদীস গ্রন্থ্

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

হাদীস শরীফ

যাদে রাহ্

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের সঠিক ধারণা লাভ
আত্মশুদ্ধি অর্জন, নৈতিক মানোন্নয়ন এবং ব্যাপক
দীনি তা'লীম ও তরবিয়ত লাভের বিশেষ
উপযোগী একটি সেরা হাদীস গ্রন্থ

সংকলন : আল্লামা জলীল আহসান নদভী
সম্পাদনা : আবদুস শহীদ নাসিম
অনুবাদ : নিযামুদ্দীন মোল্লা

বিবিসি
বর্ণালি বুক সেন্টার

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকের ভূমিকা

মাওলানা জলীল আহসান নদভী ভারত উপমহাদেশের একজন উচুঁমানের খ্যাতনামা আলেমে দীন এবং মুহাদ্দিস। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য স্বীকৃত।

'যাদে রাহ' হাদীস শাস্ত্রে তাঁর এক সোনালি সংকলন। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের সঠিক ও ব্যাপক ধারণা লাভ, আত্মশুদ্ধি অর্জন, নৈতিক মানোন্নয়ন এবং ময়দানের পূর্নাংগ তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যেই তিনি সংকলন করেছেন এ হাদীস গ্রন্থটি। সংকলনটির নাম দিয়েছেন তিনি 'যাদে রাহ'। 'যাদে রাহ' মানে - পাথেয় বা পথের সম্বল। সত্যিই গ্রন্থখানি আল্লাহর পথের সৈনিকদের পাথেয়।

মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় সংকলিত। এর বংগানুবাদ হয়েছে পশ্চিম বঙ্গে। কিন্তু এই অনুবাদ, বিশেষ করে বাংলাদেশী পাঠকদের জন্যে এই অনুবাদের ভাষা ও বাকরীতি সম্পাদিত হওয়া জরুরি ছিলো।

সম্পাদিত গ্রন্থটির শুরুতে হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কিত একটি অধ্যায় জুড়ে দেয়া হলো। এখন গ্রন্থটি পাঠকদের আরো বেশি উপকারে আসবে ইনশাল্লাহ।

আবদুস শহীদ নাসিম
৯.২.২০০০

www.bjilibrary.com

সংকলকের ভূমিকা

এ পৃথিবীটা মানুষের আখিরাত তথা প্রকৃত গন্তব্যের লক্ষ্যে চলার পথ। আখিরাতমুখী মানুষের কাফেলা অবিরামভাবে এ পথ অতিক্রম করে চলছে। গোটা জীবনের বিরামহীন চলার পথে এখানে প্রতিটি মানুষ পথিক। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়, সবাইকেই জীবনের এ পথ অতিক্রম করতে হয়। একজন পথিক যেমন নিজের পথ ও গন্তব্যের জন্যে পাথেয় সম্পর্কে চিন্তা না করে পারেনা। পাথেয় ছাড়া যেমন পথিকের দীর্ঘ ভ্রমণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তেমনি জীবনের পথিককেও পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে হবে। এই হাদীস সংকলনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাথেয় সংগ্রহের সন্ধান দান করা। জীবনের পথিকদের এ সংগ্রহে রসূলুল্লাহ্‌র আদর্শ ও সাহাবাদের আদর্শ নামে দুটি পৃথক অধ্যায়ও রয়েছে।

'জামে' (ব্যাপক বিষয় সম্বলিত) হাদীসের একটি পৃথক অধ্যায় এতে রাখা হয়েছে। এ অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ্‌র সেইসব হাদীস সংকলিত করা হয়েছে, যেগুলোতে তিনি একাধারে বহু বিষয়ের কথা এরশাদ করেছেন।

আমি নিজের জ্ঞান মতে সেইসব হাদীস সংকলন থেকে বিরত থেকেছি, মুহাদ্দিসগণের অভিমতে যেগুলো বিশ্বস্ততার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ নয়।

ব্যাখ্যা যাতে দীর্ঘ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ভাষা সহজবোধ্য ও সরল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

হে আল্লাহ! এ সংকলনকে তোমার বান্দাদের জন্য কল্যাণকর এবং সংকলকের জন্যে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম ও মুক্তির উপায় বানিয়ে দাও।

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল আলীম।

জলীল আহ্‌সান

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
	● হাদীসে রসূল সম্পর্কে কিছু কথা	১৭
১.	নিয়্যতের পবিত্রতা	২৭
	● মানুষের আমল কবুল হবার ভিত্তি	২৭
	● পরকালে প্রতিদান লাভের ভিত্তি	২৭
	● দুনিয়া পূজারী আলিমদের অশুভ পরিণতি	২৮
	● পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনি ইলম শিক্ষা করা	২৮
	● কুরআনের ইলম ও নিয়্যতের নিষ্ঠা	২৯
	● রিয়াকারদের নিকৃষ্টতম ঠিকানা	৩০
	● প্রভুর প্রতি অসম্মান	৩০
	● নিয়্যতের নিষ্ঠার গুরুত্ব	৩১
	● রিয়া একটি শিরক	৩১
	● আল্লাহর সাহায্য লাভের অধিকারী কে?	৩২
	● পরকালের উদ্দেশ্যে কাজ করার সুফল	৩২
	● নিয়্যতের নিষ্ঠা ও পরকালের প্রতিদান	৩৩
	● নিয়্যতের নিষ্ঠার পুরস্কার	৩৩
	● ইখলাসের বিরাট প্রতিদান	৩৪
২.	ঈমানের তাৎপর্য	৩৫
	● ঈমান ইসলাম ইহসান ও কিয়ামতের নিদর্শন	৩৫
	● কলেমা তাইয়্যেবা ও ইখলাস	৩৭
	● উত্তম আমলের বরকত	৩৭
	● ঈমানের বৈশিষ্ট্য	৩৮
৩.	আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতে রসূলের অনুসরণ	৩৯
	● অধিকার ও কর্তব্যের গুরুত্ব	৩৯
	● কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক	৩৯
	● রসূলুল্লাহ সা.-এর শ্রেষ্ঠ অসীয়ত	৪০
	● সুন্নতে রসূল পুনরুজ্জীবনের গুরুত্ব	৪০
	● ইত্তেবায়ে সুন্নতের বিস্ময়কর পুরস্কার	৪১

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪. ইবাদতের তাৎপর্য	৪২
● মিসওয়াকে আল্লাহর সন্তুষ্টি	৪২
● অযু মুসলিমের নিদর্শন	৪২
● আযানে আযাব থেকে পরিত্রাণ	৪৩
● আযানে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি	৪৩
● প্রথম হিসাব হবে সালাতের	৪৪
● পাপের আগুন নিভানোর উপায়	৪৪
● আল্লাহর প্রিয়জন	৪৪
● মসজিদের প্রতি আকর্ষণ ঈমানের প্রমাণ	৪৫
● যে কদম চলে মসজিদের দিকে	৪৫
● সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে ফজর ও এশার জামা'ত মিস্ করা	৪৬
● সতর্ক হতে হবে ইমামকে	৪৬
● নফল সালাত ঘরে পড়ার ফযীলত	৪৭
● সালাত আদায়ে চোরামী	৪৭
● ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হওয়া	৪৭
● যাকাতের গুরুত্ব	৪৮
● যাকাত আল্লাহর অধিকার	৪৮
● রমযান, রোযা ও তারাবীহ	৪৯
● সেহেরী খাবার তাকিদ	৪৯
● রোযা শরীরের যাকাত	৫০
● রোযা একটি ঢাল	৫০
● ইফতারের দু'আর সুফল	৫১
● রোযার আদব	৫১
● মুসাফিরের (ভ্রমণকালীন) রোযা	৫১
● রমযানের রোযার ফযীলত	৫৩
● বেরোযাদারদের অশুভ পরিণতি	৫৩
● ঈদ হলো পুরস্কারের দিন	৫৪
● ফরয হজ্জ দ্রুত আদায় করো	৫৫
● হজ্জ না করার পরিণতি	৫৫
● হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান	৫৬
● মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরা	৫৬
● প্রকৃত হজ্জ	৫৬
● আরাফাতে অবস্থানকারীদের মর্যাদা	৫৭
● কুরবানী ও নিয়্যতের নিষ্ঠা	৫৭
● দুর্ভাগা	৫৮
● চারটির একটিও বাদ দিলে চলবেনা	৫৮

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫. পারস্পারিক অধিকার	৬০
● মা-বাবার অধিকার	৬০
● মায়ের পদতলে জান্নাত	৬১
● মা-বাবার জন্যে দু'আ করা	৬১
● মৃত্যুর পর মা-বাবার সাথে সুসম্পর্ক রাখার উপায়	৬২
● খালার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা	৬২
● শিক্ষককে সম্মান করো	৬৩
● স্বামীর অধিকার	৬৪
● স্ত্রীর অধিকার	৬৫
● সন্তানের অধিকার	৬৬
● পরিজনের প্রশিক্ষণ	৬৬
● গরীব মিসকীনদের অধিকার	৬৭
● মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করা	৬৭
● অসহায়কে সাহায্য করা	৬৮
● সৎ পরামর্শের সুফল	৬৮
● কর্মচারীদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করা	৬৮
● সাধ্যমত কাজ দেয়া	৬৯
● কর্মচারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের পুরস্কার	৬৯
● প্রাণীদের প্রতি দয়া	৭০
● পশু পাখীদের প্রতি নিশানবাজী করা যাবেনা	৭০
● একটি উটের গল্প	৭১
● যবেহ্র পূর্বে ছুরিতে ধার দাও	৭২
● এক পশুকে অন্য পশুর সামনে যবেহ্ করোনা	৭২
● অংগচ্ছেদ নিষিদ্ধ	৭৩
৬. পারস্পারিক আচার ব্যবহার	৭৪
● হালাল উপার্জন	৭৪
● পরিশ্রমের উপার্জন সর্বোত্তম উপার্জন	৭৪
● শ্রমজীবি মুমিনরা আল্লাহর প্রিয়	৭৪
● সৎ ব্যবসায়	৭৫
● উপার্জনের সঠিক দৃষ্টিভংগ	৭৫
● অর্থ সম্পদের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টি ভংগি	৭৬
● ঋণ দানের ফযীলত	৭৭
● ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়ার পুরস্কার	৭৭
● সুদ খোরী	৭৯
● সুদ খোরীর নিকৃষ্ট পরিণতি	৭৯

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
● ওয়ারিশকে বঞ্চিত করার অপরাধ	৮০
● মানবাধিকারের গুরুত্ব	৮১
৭. সৎ গুণাবলী ও অসৎ গুণাবলী	৮৩
● তাওয়াক্কুল	৮৩
● সবর	৮৩
● দৃঢ়তা	৮৪
● গোপনীয়তা রক্ষা করা	৮৫
● ভালো ব্যবহার করা	৮৫
● মজলিসের আদব	৮৬
● লেবাস	৮৬
● লোভ ও কৃপণতা	৮৭
● পরানুকরণ নিষিদ্ধ	৮৭
● কুকর্ম	৮৯
● কুচিন্তা লালন করা	৯০
৮. ব্যাপক বিষয় সম্বলিত হাদীস	৯২
● তিন ব্যক্তির দ্বিগুণ পুরস্কার	৯২
● ইসলাম, হিজরত ও হজ্জ	৯২
● আমানত, অযু ও সালাত	৯৩
● অটলতা, অযু ও সালাত	৯৪
● দশটি সেরা কাজ	৯৪
● ঈমান ইসলাম হিজরত ও জিহাদের পরিচয়	৯৬
● বেহেশতী লোকের ছয়টি কাজ	৯৭
● সালাত সাওম ও সাদাকা	৯৮
● ছয়টি কাজ জান্নাতের জামানত	৯৯
● সালাত ও জিহাদ	৯৯
● রসূলুল্লাহ সা.-এর দশটি অসীয়ত	১০০
● কিয়ামতের দিন নবীর সাথি	১০২
● তিনটি না জায়েয কাজ	১০২
● বড় অকর্মা ও বড় বখীল	১০৩
● কর্তব্য পালন ও অধিক যিকর করা	১০৩
● যাকাত প্রদান ও আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক	১০৪
● সালাত আদায় এবং যবানের সংযম	১০৫
● জিহাদ, রোযা ও জীবিকা উপার্জন	১০৫
● সালাত সাওম ও যাকাত প্রতিপালনকারী	১০৫
● তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে	১০৬

www.bjilibrary.com

বিষয় | পৃষ্ঠা

- কোন্ ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবেনা ১০৭
- নবীর সাথি হবার সৌভাগ্য হবে কার? ১০৮
- জান্নাতের অধিকারী কারা এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত কারা? ১০৯
- সাতটি মহাপাপ ১১০
- রসূল সা. কাদের প্রতি অসন্তুষ্ট? ১১০
- তিনটি ভালো কাজের সুফল ১১০
- মর্যাদা বাড়ে কিসে? ১১১
- পবিত্র থাকো মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো ১১১
- তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র সাহায্য পায় ১১২
- দানের ব্যাপকত্ব ১১২
- তিনটি অসীয়ত ১১৩
- পাঁচটি ভালো কাজের পাঁচটি সুফল ১১৪
- যেসব কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় ১১৫
- প্রিয় বান্দা, প্রতিবেশীর হক, হারাম অর্থ ১১৬
- দানের ব্যপক রূপ ১১৭
- দাস মুক্তি, এতীমের সাথে ভালো ব্যবহার ১১৮
- কার দান কবুল হবেনা? ১১৯
- এগারটি অসীয়ত ১২০
- মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে উম্মতের প্রতি অসীয়ত ১২০
- প্রতিবেশীর অধিকার ১২১
- ঈমান শুদ্ধ হবার উপায় ১২২
- ইব্রাহীম আ. ও মূসা আ.-এর কিতাবে বর্ণিত উপদেশ ১২৩
- কোন্ ব্যক্তির সাথে ঈর্ষা করা যায়? ১২৬
- আল্লাহ্র আযাবের উপযুক্ত হয় কারা? ১২৬
- পুঁজের চৌবাচ্চায় কাদের রাখা হবে? ১২৭
- চারটি উপদেশ ১২৭
- যুল্ম, লোভ, কৃপণতা ১২৯
- পাঁচটি নিকৃষ্ট কাজ ১২৯
- কিয়ামতের পূর্বে যেসব খারাবী প্রকাশ হবে ১৩০
- দুটি সতর্ক বাণী ১৩২
- কিয়ামতের দিন কারা কাঁদবে ১৩২
- আল্লাহর তিন প্রিয় বান্দা ১৩৩
- বিদ্বেষ নয়, ভালোবাসা ও সালাম ১৩৩
- ভালো লোকের সাথীত্ব ১৩৪
- যিনা ও পরনিন্দার শাস্তি ১৩৫
- তিনটি শয়তানী কাজ ১৩৬

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
● নবীর প্রিয় লোক কে? ঘৃণিত লোক কে?	১৩৭
● রসূল সা.-এর চারটি অসীয়ত	১৩৭
● ভাগ্যবান কে?	১৩৭
● তিন ব্যক্তি আপদ	১৩৮
● সন্দেহ থেকে দূরে থাকো	১৩৮
● তিনটি অনুগ্রহ	১৩৯
● নয়টি কাজের নির্দেশ	১৪০
৯. দাওয়াতে দীন	১৪১
● ইসলাম কি?	১৪১
● কলেমা তাইয়েবার তাৎপর্য	১৪২
● ইসলামের দাওয়াত কবুল করাই কল্যাণের পথ	১৪৩
● একটি আদর্শ দাওয়াতী ভাষণ	১৪৪
● ক্ষমতাসীনরা ইসলামী দাওয়াত পছন্দ করেনা	১৪৫
● আমরা দাওয়াত দিচ্ছি আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের	১৪৭
● শান্তি ও নিরাপত্তার পথ	১৪৮
● জামায়াত গঠনের নির্দেশ	১৪৮
● দলবদ্ধতা	১৪৯
● জামায়াতী জীবনের সুফল	১৫০
● আমীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫১
● নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের কর্তব্য	১৫১
● দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি	১৫২
● ক্ষতিগ্রস্ত বক্তা	১৫৩
● ক্ষমা ও বিনয় দা'য়ীর বৈশিষ্ট	১৫৩
● দাওয়াত ও ধৈর্য	১৫৪
● দাওয়াতী কাজে আধুনিক পন্থা অবলম্বন	১৫৫
● দাওয়াতের সাথে আমলের সামঞ্জস্য	১৫৫
● বাতিলের কর্তৃত্বের যুগে হকপন্থীদের করণীয়	১৫৭
১০. ইকামতে দীনের পথে	১৫৮
● হক পন্থীদের বৈশিষ্ট	১৫৮
● আমি তাদের নই, তারাও আমার লোক নয়	১৫৯
● শাহাদাতের তামান্না	১৬০
● বিভিন্ন প্রকার শাহাদাত	১৬০
● প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলেও শহীদ	১৬১
● দাওয়াতী কাজ না করার পরিণতি	১৬১
● জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি	১৬১

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
১১. ইসলামী কর্মীদের শক্তির উৎস	১৬৩
● তাহাজ্জুদ	১৬৩
● তাহাজ্জুদ পড়ার জন্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহযোগিতা করবে	১৬৪
● ঘরে নফল সালাত পড়বে	১৬৫
● নফল সালাতের তাকিদ	১৬৫
● আল্লাহর পথে দান (ইনফাক)	১৬৭
● দানে বৃদ্ধি	১৭০
● দান হাশরের ময়দানে ছায়া দেবে	১৭১
● দান জাহান্নাম থেকে বাঁচায়	১৭১
● আত্মীয়দের দান করলে দিগুণ পুরস্কার	১৭২
● উত্তম দান	১৭৩
● অভাবীর দান সর্বোত্তম দান	১৭৩
● সদকায়ে জারিয়া কি কি?	১৭৩
● উত্তম দাতা উত্তম গ্রহীতা	১৭৫
● তোমার সম্পদ আল্লাহ্র কাছে জমা রাখো	১৭৫
● কুরআন চর্চাকারীরা আল্লাহ্র লোক	১৭৭
● কুরআন পাঠের আদব	১৭৮
● তওবা ও ইস্তেগফার	১৭৮
● ইস্তেগফার অন্তরকে পরিশোধন করে	১৭৯
● ছোট ছোট গুনাহ্ থেকেও দূরে থাকো	১৭৯
● তওবা গুনাহ্ মুছে দেয়	১৭৯
● সাচ্চা তওবা	১৮০
● গুনাহ্কে খাটো করে দেখোনা	১৮১
● আল্লাহ্পাকের অসীম মেহেরবাণী	১৮২
১২. যিক্র ও দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন	১৮৩
● যিক্র শয়তান থেকে রক্ষা করে	১৮৩
● যিকর ও দু'আয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি	১৮৪
● যে আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসে	১৮৬
● দু'আর আদব	১৮৬
● প্রার্থনাকারী অন্তত একটি ফল পাবেই	১৮৭
● খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জা পান	১৮৮
● রসূলুল্লাহ সা.-এর কতিপয় ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ	১৮৮
● আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের দু'আ	১৯৫

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩. আখিরাতের চিন্তা	১৯৬
● আখিরাতমুখীতা	১৯৬
● দুনিয়া নয়, পরকালের চিন্তা করো	১৯৬
● দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হও	১৯৭
● বিশ্বস্ত বন্ধু	১৯৭
● সুহৃদ	১৯৮
● মুমিন কামনা করে আল্লাহর দীদার	১৯৯
● সর্বশক্তি দিয়ে জান্নাতের সন্ধান করো	১৯৯
● পরকালের পয়লা মনযিল-কবর	২০০
● মুমিন ও কাফিরের কবর জীবন	২০১
● যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে	২০৫
● হাশরের ভয়াবহতা	২০৫
● সুবিচার লাভের দিন	২০৫
● যমীন সাক্ষ্য দেবে	২০৬
● পরকালের ব্যাপারে গাফলতির পরিণতি	২০৭
● পরিপূর্ণ সুবিচার	২০৮
● গীবত নেক আমল মিটিয়ে ফেলে	২০৯
● শাফা'আত	২০৯
● জাহান্নাম ও আহ্‌লে জাহান্নাম	২১১
● মানুষের বিরুদ্ধে অংগ প্রত্যংগের সাক্ষ্য	২১৩
● বিভিন্ন পাপের কঠিন কঠিন আযাব	২১৪
● জান্নাত বাসীদের শুভ পরিণাম	২১৯
১৪. প্রিয় নবীর উত্তম আদর্শ	২২৭
● সালাতে প্রশান্তি	২২৭
● সালাতে খুশূ-খুজূ	২২৭
● কির'আতে তারতিল	২২৮
● সালাতের ব্যাপারে সতর্কতা	২২৮
● দীর্ঘ রাত ধরে তাহাজ্জুদ পড়তেন	২২৯
● কুরআনের অনুরূপ চরিত্র	২২৯
● বন্ধু সুলভ ভালোবাসা	২৩০
● শিশুদের প্রতি ভালবাসা	২৩২
● শিশুদের সাথে হাস্যরস	২৩২
● শিশুদের চুমু খেতেন	২৩২
● হাসি খুশি	২৩৩
● আপন ঘরে	২৩৩

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
● স্ত্রীদের প্রতি সমতা ও সুবিচার	২৩৬
● স্ত্রীদের তরবিয়ত প্রদান	২৩৬
● দানবীর	২৩৭
● সুপারিশ-এর প্রেরণা দান	২৩৭
● মিষ্টি হাসি	২৩৭
● তরবিয়ত পদ্ধতি	২৩৮
● পানাহারের আদব	২৩৯
● বিনয়	২৪০
● রোগীর সেবা	২৪০
● শোক বার্তা	২৪১
● সফরকালীন আদর্শ	২৪৩
● সাথিদের মাঝে	২৪৪
● বিপদকালে সম্মুখভাগে	২৪৫
● তরবিয়তের জন্যে দোষ প্রকাশ	২৪৫
● সহকর্মীদের সাথে চমৎকার ব্যবহার	২৪৫
● পরিচ্ছন্ন লেনদেন	২৪৬
● মানবাধিকারের গুরুত্ব	২৪৭
● দারিদ্র ও দুঃখ কষ্ট	২৪৯
১৫. সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ	**২৫৪**
● সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ অনুসরণ করো	২৫৪
● সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করো	২৫৫
● শয়তানী অস্অসায় অস্বস্তি	২৫৬
● খারাপ চিন্তায় মনোকষ্ট	২৫৭
● আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান সহজ	২৫৭
● মুনাফেকী থেকে দূরত্ব	২৫৮
● সাহাবাদের দিনরাত	২৫৮
● সত্যের সম্মানবোধ	২৫৯
● সাহাবীগণের সমাজ	২৬০
● রসূলুল্লাহ্র অনুকরণ	২৬০
● তারা ছোটদের সালাম দিতেন	২৬৩
● রসূলের পদাংক অনুসরণ	২৬৩
● সফর সংগীদের সেবা	২৬৫
● বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার	২৬৬
● রসূলের আনুগত্য	২৬৬
● ঈমান পুনরুজ্জীবনের আহ্বান	২৬৮
● দীনি সভার মহত্ব	২৬৯
● জ্ঞান লাভ ও জ্ঞান প্রচারের উদ্যম	২৭০
● মিথ্যা ছিলো তাদের অজ্ঞাত	২৭১

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
● মহিলাদের জ্ঞানার্জনের আগ্রহ	২৭১
● যবানের হিফাযত	২৭২
● সালামের ব্যাপক প্রচলন	২৭৩
● ক্ষমা করতেন এবং উপেক্ষা করতেন	২৭৩
● ক্ষমা করার শিক্ষা	২৭৫
● সবর	২৭৬
● বৈঠকে বসার আদব	২৭৭
● প্রতিশ্রুতি পালন	২৭৮
● সাধারণ জীবন যাপন	২৭৮
● পশু-পাখিদের প্রতি দয়া	২৭৯
● মেহমানদারি	২৭৯
● সফরে কে উত্তম	২৮১
● ইজতেমায়ী খানার আদব	২৮২
● সাংগঠনিক নিয়ম শৃঙ্খলা	২৮৩
● দানে অগ্রগামিতা	২৮৫
১৬. দলীয় ও সামাজিক জীবনের আদর্শ	২৮৯
● পিতামাতার বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে ভালো ব্যবহার	২৮৯
● সেবক ও চাকর বাকরদের সাথে ভালো ব্যবহার	২৯০
● এতীমদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখা	২৯১
● আত্মত্যাগ	২৯১
● হালাল উপার্জন	২৯২
● ঋণ ও আমানতের ব্যাপারে সতর্কতা	২৯২
● দীনের পথে দুঃখ কষ্ট	২৯৩
● দীনের কাজে পুরস্কার	২৯৭
● ইসলামী কর্মীদের জীবনে অভাব	২৯৮
১৭. পরকালের চিন্তা ও জান্নাতের তামান্না	৩০২
● কবরের চিন্তা	৩০২
● কিয়ামতের চিন্তা	৩০৩
● পরকালের ভাবনা	৩০৩
● তিনটি ভয়াবহ সময়	৩০৪
● বিনয় ও পরিশুদ্ধি	৩০৫
● হালকা হয়ে যাও	৩০৬
● পরকালীন মুক্তির পথ	৩০৭
● জান্নাতের তামান্না	৩০৯
● জান্নাত লাভের তীব্র চেতনা	৩১১

www.bjilibrary.com

●

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

আর (হে পরজীবনের পথিক!) পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। জেনে রাখো, সর্বোত্তম পাথেয় হলো 'তাকওয়া'। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

●

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ -

"রসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন, তা তোমরা পরিত্যাগ করো আর আল্লাহকে ভয় করো।" (সূরা হাশর ঃ ৭)

●

اُطْلُبْ قَلْبَكَ فِىْ ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ : عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْاٰنِ وَفِىْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَفِىْ اَوْقَاتِ الْخَلْوَةِ، فَاِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِىْ هٰذِهِ الْمَوَاطِنِ، فَسَلِ اللّٰهَ اَنْ يَّمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ، فَاِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ -

তিনটি সময় নিজের অন্তরকে খুঁজে দেখো ঃ কুরআন শোনার সময়, শিক্ষা ও উপদেশের মজলিসে এবং একাকীত্বে। যদি এই তিনটি সময় নিজের কাছে অন্তরকে খুঁজে না পাও (অর্থাৎ এই তিন কাজে যদি তোমার মন না লাগে এবং আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট না হয়) তবে তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো যেনো তিনি দয়া করে তোমাকে একটি অন্তর দান করেন। কারণ তোমার কোনো অন্তর নেই। (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.)

●

www.bjilibrary.com

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

www.bjilibrary.com

হাদীসে রসূল সম্পর্কে কিছু কথা*

আবদুস শহীদ নাসিম

১. হাদীস কাকে বলে?

'হাদীস' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো : কথা, বাণী, সংবাদ, বিষয়, অভিনব ব্যাপার ইত্যাদি।

পারিভাষিক ও প্রচলিত অর্থে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, সমর্থন, আচরণ এমনকি তাঁর দৈহিক ও মানসিক কাঠামো সংক্রান্ত বিবরণকে হাদীস বলে।[১]

পূর্বকালে সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস বলা হতো। অবশ্য পরে উসূলে হাদীসে তাঁদের কথা, কাজ ও সমর্থনের নাম দেয়া হয়েছে 'আসার' (اثار) এবং 'হাদীসে মওকূফ' (حديث موقوف)। তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের নাম দেয়া হয়েছে 'ফতোয়া' (فتوي)।[২]

২. হাদীস ও সুন্নাহ

'সুন্নত' শব্দের অর্থ হলো : কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি ও চলার পথ। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত কর্মপন্থা ও কর্মনীতিকে সুন্নাহ বলা হয়।[৩]

প্রাচীন উলামায়ে কিরাম হাদীস এবং সুন্নাহর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য করেননি। অতীতে মুহাদ্দিসগণ উভয় শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করতেন।[৪]

তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এতোটুকু যে, 'হাদীস' হলো : রসূলে করীমের কথা, কাজ, সমর্থন ও পরিবেশের বিবরণ। আর 'সুন্নাহ' হলো : আল্লাহর রসূল হিসাবে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত সার্বিক নীতি ও কর্মপন্থা। হাদীস ভান্ডারের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে সুন্নতে রসূল।

---

* এ অধ্যায়টি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত

১. মুকাদ্দমা সহীহ আল বুখারী; মুকাদ্দমা মিশকাতুল মাসাবীহ।

২. ইবনে হাজর আসকালানী : তাওজীহুন নযর।

৩. আল্লামা রাগিব ইসপাহানী : মুফরাদাত।

৪. তাওজীহুন নযর, নূরুল আনওয়ার।

www.bjilibrary.com

৩. হাদীস ও সুন্নাহর বিস্তারিত ধারণা

মানুষের হিদায়াত বা পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল নিযুক্ত করেন। আর হিদায়াতের গাইড বুক হিসেবে তাঁর প্রতি নাযিল করেন আল কুরআন। কুরআন মানুষকে পড়ে শুনানো এবং সেই সাথে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তিনি রসূলের উপর অর্পণ করেন। সুতরাং কুরআন বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে কুরআনের ব্যাখ্যা দান করাও ছিলো রসূলের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। আর ব্যাখ্যা তিনি নিজের মনগড়াভাবে দেননি। বরং সেটাও দিয়েছেন আল্লাহ্র নির্দেশরই আলোকে। এ কারণে রসূলের উপর কুরআন ছাড়াও আরেক ধরণের অহী নাযিল হয়েছে।

মানুষ কিভাবে কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করবে? কিভাবে সে তার ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পরিচালনা করবে? আর কিভাবেই বা সে কুরআনের আদর্শে নৈতিক কাঠামো এবং সমাজ কাঠামো গড়ার চেষ্টা সাধনা করবে? এসকল বিষয়েই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশনা দান করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এসব বিষয়ে কর্মনীতি কর্মপন্থা অবলম্বন করে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। জানিয়ে দিয়ে গেছেন। রসূল হিসেবে আল্লাহর দীন অনুযায়ী জীবন যাপন করবার জন্যে তিনি কুরআন ছাড়াও যে জ্ঞান দান করে গেছেন, যেসব কর্মনীতি কর্মপন্থা জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন এবং বাস্তাবে যেসব শিক্ষা প্রদান করে গেছেন, তাই হলো সুন্নতে রসূল। কুরআনে অবশ্য এই সুন্নতে রসূলকে 'হিকমাহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই হিকমাহও যে আল্লাহর নিকট থেকেই নাযিল হয়েছে, সে কথা স্পষ্টভাবেই বলে দেয়া হয়েছে ।

أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا - (النساء : ١١٣)

"হে নবী। আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমাহ্ নাযিল করেছেন। তাছাড়া তুমি যা জানতেনা, তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আসলে তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।" (সূরা আননিসা ঃ ১১৩)

তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলে গেছেন ঃ

اَلَا اِنِّىْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ - (ابوداود، ابن ماجه)

"জেনে রেখো, আমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে আর সেই সাথে দেয়া হয়েছে অনুরূপ আরেকটি জিনিস।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

এই 'হিকমাহ' এবং 'কুরআনের অনুরূপ' জিনিসটা কি? এ যে কুরআন থেকে পৃথক জিনিস, তাতো উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীসটি থেকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা

www.bjilibrary.com

যাচ্ছে। মূলত এটাই হলো হাদীসে রসূল।[৫] এই সুন্নাহ এবং হাদীস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাঁর কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনের মাধ্যমে উম্মাহকে জানিয়ে, বুঝিয়ে এবং শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, যা আমাদের কাছে এখন সুসংরক্ষিত হয়ে আছে।

৪. কুরআন এবং হাদীস

কুরআন যে সরাসরি মহান আল্লাহর বাণী সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কুরআন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ অহী। অক্ষরে অক্ষরে তা আল্লাহর অহী। তার ভাষাও আল্লাহ্‌র এবং বক্তব্যও আল্লাহ্‌র।

আর হাদীস? হাঁ, হাদীসও নিঃসন্দেহে অহী। তবে কুরআনের অহীর মতো নয়। এই দুই ধরনের অহীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কুরআনের অহী পুরোটাই আল্লাহ তা'আলা জিব্রীল আমীনের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অক্ষরে অক্ষরে মুখস্ত করে নিয়েছেন। কুরআনকে হুবহু ধারণ করবার জন্যে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলের হৃদয়কে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁর হৃদয়ে কুরআনকে খোদাই করে দিয়েছেন। জিব্রীলের কাছ থেকে শুনবার পর তিনি তা সাহাবীদের শোনাতেন এবং লিপিবদ্ধ করে নিতেন। সাহাবীরাও সাথে সাথে মুখস্ত করে নিতেন। এ অহীর একটি অক্ষরও পরিবর্তন করার অধিকার নবীর ছিলোনা। এ অহীই নামাযে তিলাওয়াত করতে হয়। এ অহীকেই বলা হয় 'অহীয়ে মাতলু'।

হাদীসের অহীর ধরণ এর চাইতে ভিন্নতর। হাদীসের অহী শুধু কেবল জিব্রীলের মাধ্যমেই আসেনি। বরং সেই সাথে স্বপ্ন, ইলকা, ইলহাম, অর্থাৎ ইংগিত প্রাপ্তি ও মনের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমেও লাভ করতেন। আসলে এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু অহী করা হতো। ভাষা নয়, তিনি ভাব লাভ করতেন। আর এ ভাবটিকে তিনি তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতেন। এ অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এরূপ অহীকে 'অহীয়ে গায়রে মাত্‌লু' বলা হয়। অবশ্য কুরআনের আলোকে রসূলের ইজতিহাদও হাদীস। 'মাতলু' মানে যা রসূলকে পাঠ করে শোনানো হয়েছে এবং তিনিও হুবহু পাঠ করতে বাধ্য ছিলেন। আর 'গায়রে মাতলু' মানে যা পাঠ করে শোনানো হয়নি এবং তিনিও হুবহু পাঠ করে শোনাতে বাধ্য ছিলেননা।

৫. হাদীসে রসূলের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষের জীবন বিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন 'ইসলাম'। যে অহীর মাধ্যমে ইসলাম প্রেরিত হয়েছে, তা হলো আল কুরআন। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল কুরআনের প্রচারক এবং একমাত্র

৫. 'সুন্নতে রসূল' এবং 'হাদীসে রসূল' সম্পর্কে সম্মুখে আলোচনা হবে।

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যাতা নিয়োগ করেন। সুতরাং আল কুরআন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত আল কুরআনের ব্যাখাই হচ্ছে দীন ইসলামের মূল ভিত্তি। আর তাঁর প্রদত্ত এ ব্যাখ্যার নামই হলো হাদীস বা সুন্নাহ।

সুতরাং হাদীস বা সুন্নাহ্কে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনাই করা যায়না। ছাদ এবং দেয়াল ছাড়া শুধু পিলারকে যেমন অট্টালিকা বলা যায়না, তেমনি হাদীস ও সুন্নাহ ছাড়া কেবলমাত্র কুরআন দিয়ে ইসলামের অট্টালিকা পূর্ণাংগ হয়না। যেমন ধরুন, কুরআন পাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন্ নামায কতো রাকায়াত পড়তে হবে এবং নামায কিভাবে পড়তে হবে, তা কুরআন থেকে জানা যায়না। নামায পড়ার এসব নিয়ম কানুন হাদীস থেকেই জান যায়। এমনি করে কুরআনপাকে এমন অসংখ্য আয়াত আছে, হাদীস ছাড়া যেগুলোর বাস্তব রূপ এবং ব্যাখ্যা জানা সম্ভব নয়।

হাদীস রসূলের মনগড়া বক্তব্য নয়। কুরআন ছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রকার অহী তাঁর প্রতি নাযিল হতো।[৬] মূলত সেগুলোই হাদীস বা সুন্নায় প্রতিফলিত হয়েছে। কুরআনপাকে পরিষ্কার বলা হযেছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى - (النجم : ٣-٤)

"তিনি (মুহাম্মদ রসূল) নিজের ইচ্ছামতো কোনো কথা বলেননা। তিনি যা কিছু বলেন সবই আল্লাহ্র অহী।"(আন-নাজম ঃ ৩-৪)

এ জন্যেই হাদীসকে বাদ দিয়ে ইসলামের অট্টালিকা নির্মিত হতে পারেনা। হাদীস ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ। কুরআন এবং হাদীস উভয়টিই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্। রসূল প্রদত্ত কুরআন এবং হাদীস উভয়টাকেই সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ - (الحشر : ٧)

"রসূল তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তোমারা তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন, তা তোমারা পরিত্যাগ করো।" (সূরা হাশর ঃ ৭)

হাদীস ও সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُم اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ - (مشكوة)

"তোমাদের কাছে আমি দুটো বিষয় রেখে গেলাম - আল্লাহ্র কিতাব ও আমার

৬. কখনো জিব্রীলের মাধ্যমে, কখনো স্বপ্নে আবার কখনো অন্তরে অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে তিনি এসব অহী পেতেন। মেরাজেও তিনি এ অহী পেয়েছেন।

www.bjilibrary.com

সুন্নাহ। এ দুটোকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমারা কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা।"[৭]

৬. সুন্নাহ্ ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস

এ যাবতকার আলোচনায় হাদীসের গুরুত্ব অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। একথা সকলেরই জানা যে, ইসলামের মূল উৎস দুটি ঃ

- পয়লা নম্বর হলো আল কুরআন এবং
- দ্বিতীয়ত, সুন্নতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

একথাও আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের হাদীস ভান্ডারের মধ্যেই সন্নিবেশিত রয়েছে তাঁর সুন্নাহ। হাদীস থেকেই জানা যায় সুন্নতে রসূল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্পষ্টই বলে গেছেন যে, কুরআন এবং সুন্নতে রসূলকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা রসূলকে একথাও জানিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ – (ال عمران : ٣١)

হে নবী, বলে দাও ঃ তোমরা, যদি সত্যি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালো বাসবেন।"(আলে ইমারান ঃ ৩১)

রসূলকে অনুসরণ করতে হলে রসূলের দিয়ে যাওয়া কুরআনকে গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁর সুন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ সুন্নাহ বা হাদীস তো কুরআনেরই ব্যাখ্যা ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ – (النحل : ٤٤)

"আমি তোমার কাছে যিক্‌র (কুরআন) নাযিল করেছি, যেনো তুমি তাদের প্রতি যা নাযিল করা হলো, তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।" (আন নহল ঃ ৪৪)

তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে যে ঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ والرَّسُوْلَ–

"আল্লাহর আনুগত্য করো আর রসূলের।" (আলে ইমরান ঃ ৩২)

فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ–

"যদি এ আনুগত্য পরিহার করো, তবে যেনে রাখো আল্লাহ এসব কাফিরকে পছন্দ করেননা।" (আলে ইমরান ঃ ৩২)

আসলে রসূলের কোনো ফায়সালা অমান্য করার কোনো অধিকারই কোনো মুমিনের নেই ঃ

---

৭. মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, কানযুল উম্মাল, মিশকাত।

www.bjilibrary.com

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا - (الاحزاب : ٣٦)

"যখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নিজস্ব (মতের) কোনো এখতিয়ার থাকেনা। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফায়সালা অমান্য করবে সে সুস্পষ্টভাবে বিপথগামী হবে।" (আল আহ্যাব ঃ ২৬)

রসূলের ফায়সালা অমান্য করা যাবেনা, ব্যাপর কেবল এতোটুকুই নয়, বরং রসূলকেই ফায়সালাকারী মানতে হবে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

"তোমার প্রভুর শপথ, তারা কখনো মুমিন হতে পারবেনা যতোক্ষণ না তারা তাদের বিরোধ বিবাদে তোমাকে সালিশ মানবে। শুধু তাই নয়, তুমি যে ফায়সালা দেবে তাও নিঃসংকোচে গ্রহণ করবে এবং প্রশান্ত মনে মেনে নেবে।" (আননিসা ঃ ৬৫)

বাস, রসূলের আনুগত্য করা, তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা গ্রহণ করা এবং রসূলের ইত্তেবা ও অনুসরণ করার অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। কিন্তু কিভাবে? রসূলকে মানা এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করার পথ কি? এর একমাত্র পথই হলো কুরআনের সাথে সাথে হাদীস পড়তে হবে এবং হাদীসের আলোকে সুন্নতে রসূলকে জানতে হবে, মান্তে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে।

একজন মুসলিমকে যেমন কুরআন মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে, তেমনি কুরআনের পরেই তাকে সত্যিকার মুসলিম হ্বার জন্যে হাদীসের আলোকে সুন্নতে রসূলকে জানতে হবে এবং মানতে হবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, সুন্নতে রসূল হলো ঃ

১. কুরআনে যা আছে তাই, কিংবা
২. কুরআনেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, অথবা
৩. কুরআনে নেই অথচ মুমিনদের কর্তব্য এমন জিনিস।

এ কারণেই ইসলামী শরীয়ার উৎস হিসেবে সুন্নতে রসূলকে অবশ্যি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর ঘোষণা পরিষ্কার ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ - (النساء : ٦٩)

www.bjilibrary.com

"যে রসূলের আনুগত্য করলো, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (সূরা আননিসা ঃ ৬৯)।

৭. হাদীস কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে?

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা হাদীস ভান্ডার তিনটি নির্ভরযোগ্য পন্থায় হিফাযত ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে ঃ

১. উম্মতের আমল ও বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে।
২. লেখা, মুখস্তকরণ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের মাধ্যমে।
৩. শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে।

এই তিনটি পন্থায় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত হাদীস হিফাযত ও সংরক্ষিত হয়েছে। সমস্ত হাদীস সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর বর্ণনা ও বিষয় বস্তুর ব্যাপক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকৃত হাদীসের সংগে যেসব ভুল তথ্য ও মনগড়া কথা ঢুকে পড়েছিল সেগুলোকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। তাই কেবল সহীহ, শুদ্ধ ও প্রমাণিত জিনিষের নামই হাদীস এবং সুন্নাহ।

৮. হাদীস শিক্ষা করা ও প্রচারের নির্দেশ

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীস শিখার জন্যে এবং তা অপর লোকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং উৎসাহিত করে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَءً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ -

"ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ চির সবুজ ও চিরসুখে তরতাজা করে রাখবেন, যে আমার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করলো, তা সংরক্ষণ করলো এবং তা অপরের নিকট পৌঁছে দিলো।"

৯. হাদীসে রসূল ও ইসলামী আন্দোলন

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামী বিপ্লব সংঘটনের জন্যে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। আল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার ব্লুপ্রিন্ট তাঁকে প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাংগ বিপ্লব সাধনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেন।[৮] তিনি তাঁর তেইশ বছরের নবুয়্যাতী যিন্দেগীতে সেই ব্লুপ্রিন্ট পূর্ণাংগরূপে বাস্তবায়ন করেন। ব্যক্তিগত দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে তিনি তাঁর এ মহান দায়িত্ব পালনের সূচনা করেন। অতঃপর তিরস্কার, বিরোধিতা, নির্যাতনের মোকাবেলা করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রক্তরঞ্জিত পথ বেয়ে এ মহান বিপ্লবকে সফলতার রূপ দেন। সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর এ পূর্ণাংগ বিপ্লবী প্রচেষ্টার কুরআনী নাম 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। এরই বাংলা নাম 'ইসলামী আন্দোলন'।

৮ দ্রষ্টব্য ঃ সূরা আল-ফাতাহ ঃ ২৮, সূরা আস-সাফ ঃ ৯, সূরা তাওবা ঃ ৩৩।

www.bjilibrary.com

এই মহান বিপ্লবী নেতাকে পুরোপুরি জানতে হলে, কুরআনী ব্লুপ্রিন্টকে তিনি কোন্ কোন্ পন্থা ও পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত করেছিলেন বিপ্লবের সেইসব অনিবার্য কার্যবিবরণী জানতে হলে, তাঁর সাহায্যকারী সংগী সাথী বিপ্লবী কাফেলাকে জানতে হলে, সেই কাফেলার সৈনিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে তিনি কোন্সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিস্ফুটন ঘটিয়েছিলেন আর গোটা বিপ্লবকে কোন্ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পথে পরিচালিত করেছিলেন, সেইসব অমূল্য দলীল প্রমাণ জানতে হলে অবশ্যি গভীরভাবে হাদীস অধ্যয়ন প্রয়োজন।

হাদীসের অধ্যয়ন ছাড়া সেই বিপ্লবকে জানা সম্ভব নয়। আর সে বিপ্লবকে না জেনে অনুরূপ ইসলামী বিপ্লব সাধনের কথা কল্পনাও করা যেতে পারেনা। তাই এ যুগে যারাই আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদেরকে অবশ্যি বিল্পবের ব্লুপ্রিন্ট আল কুরআন অধ্যয়নের সাথে সাথে বিল্পবের বাস্তব রূপ হাদীসে রসূলকেও অধ্যয়ন করতে হবে। হাদীস কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক সৈনিককে তাই কুরআনের মতো হাদীসে রসূলকেও গ্রহণ করতে হবে বিপ্লবী জীবনের পকেট পঞ্জিকা হিসেবে।

১০. কয়েকজন খ্যাতনামা হাদীস সংকলনকারী

১. **মালিক ইবনে আনাস র. (৯৩-১৭৯ হি.) ঃ** তাঁর শ্রেষ্ঠ আবদান 'মুয়াত্তা'। এতে সর্বমোট ১৭০০ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

২. **আহমদ ইবনে হাম্বল র. (১৬৪-২৪১ হি.) ঃ** তাঁর অমরগ্রন্থ 'মুসনাদে আহমদ' সকলেরই সুপরিচিত। ত্রিশ হাজার হাদীস সম্বলিত এ গ্রন্থটি চব্বিশ খন্ডে সমাপ্ত।

৩. **মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র. (১৯৪-২৫৬ হি.)ঃ** ষোল বছর অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি 'সহীহ বুখারী' সংকলন করেন। এ গ্রন্থের পূর্ণ নাম হচ্ছে ঃ "আল-জামে আস সহীহ্ আল মুসনাদ আল মুখতাসার মিন উমূরে রসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়া আইয়্যামিহি।" এ গ্রন্থে সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ৯৬৮৪। কিন্তু পূনরুল্লেখ, সনদবিহীন হাদীস, মুরসাল হাদীস এবং মওকূফ হাদীস বাদ দিলে মোট 'মারফূ' হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩টি।

৪. **মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী র. (২০২-২৬১ হি.) ঃ** ইনি ইমাম বুখারীর অন্যতম ছাত্র। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও তাঁর উস্তায ছিলেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর ছাত্র। সহীহ্ মুসলিম তাঁর সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন।

৫. **আবু দাউদ আশ আস ইবনে সুলাইমান র. (২০২-২৭৫ হি.) ঃ** তাঁর অমর অবদান সুনানে আবু দাউদ। এতে ৪৮০০ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৬. আবু ঈসা তিরমিযী র. (২০৯-২৭৯) ঃ তাঁর অমর গ্রন্থ সুনানে তিরমিযী।

৭. আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী র. (মৃত্যু ৩০৩ হি.) ঃ তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আস-সুনানুল মুজতবা' 'নাসায়ী শরীফ' নামে খ্যাত।

৮. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ র. (মৃত্যু ২৭৩ হি.) ঃ তাঁর অমর অবদান 'সুনানে ইবনে মাজাহ'।

উপরোক্ত আটজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের এই আটখানা সুবিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে 'মুয়াত্তায়ে মালিক' এবং 'মুসনাদে আহমদ' বাদে বাকী ছয়খানা গ্রন্থ 'সিহাহ সিত্তাহ' নামে সুপরিচিত। অবশ্য অনেকেই সুনানে ইবনে মাজাহ্‌র পরিবর্তে 'মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক' গ্রন্থখানাকেই সিহাহ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করেন। আমাদের মতে এই সাতখানাই বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ।

১১. হাদীসের কয়েকটি নির্বাচিত সংকলন

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সমূহের সংকলন সম্পাদনা ও যাচাই-বাছাই হয়ে যাওয়ার পর মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি সামনে রেখে এসব সংকলন থেকে নির্বাচিত সংকলন তৈরী করেছেন। এখানে কয়েকটি নির্বাচিত সংকলনের নাম উল্লেখ করা গেলো ঃ

১. মিশকাতুল মাসাবীহ্ ঃ সংকলন করেছেন আলিউদ্দিন খতীব। এটি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে। এ গ্রন্থটির বংগানুবাদ করেছেন মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী র.।

২. আত তারগীব ওয়াত তারহীব ঃ এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন ইমাম হাফিয যকীউদ্দীন আবদুল আযীম আল মুনযিরী (৫৮১-৬৫৬ হি.)। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সুখ্যাত গ্রন্থ। হাদীসের প্রায় সবগুলো মূল গ্রন্থ থেকে বাছাই করা হাদীসসমূহ সংকলন ও সঞ্চয়ণ করে তৈরি করা হয়েছে এ গ্রন্থটি। জীবন যাপন ও জীবন পরিচালনায় ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহসান, হায়াত, মউত, হিসাব, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করাই এ হাদীস সংকলনটির উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থটি পাঠককে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন এবং পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে সচেতন ও পেরেশান করে তোলে।

৩. রিয়াদুস সালেহীন ঃ এটি সংকলন করেছেন মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম নববী।

৪. মুনতাকিল আখবার ঃ এটি সংকলন করেছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দাদা আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া। কাযী শওকানী 'নায়লুল আওতার' নামে আট খন্ডে এটির ব্যাখ্যা করেছেন।

www.bjilibrary.com

৫. **বুলূগুল মারাম** : এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা হাফেয ইবনে হাজর। এ গ্রন্থের আরবী ব্যাখ্যার নাম 'সুবুলুস সালাম'।

ভারত উপমহাদেশেও হাদীসের অনেক নির্বাচিত সংকলন তৈরী হয়েছে।

১২. কয়েকজন প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস সাহাবী

১. আবু হুরাইরা আবদুর রহমান রা. : মৃত্যু ৫৯ হি। বয়স : ৭৮ বছর। হাদীস বর্ণনার সংখ্য : ৫৩৭৪।

২. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.: মৃত্যু ৬৮ হি। বয়স : ৭১ বছর। হাদীস বর্ণনার সংখ্যা : ২৬৬০।

৩. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা.: মৃত্যু ৫৮ হি। বয়স : ৬৮ বছর। হাদীস বর্ণনার সংখ্যা : ২২১০।

৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা.: মৃত্যু ৭৩ হি.। বয়স : ৮৪ বছর। হাদীস বর্ণনার সংখ্যা : ১৬৩০।

৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা.: মৃত্যু ৭৮ হি.। বয়স : ৯৪ বছর। হাদীস বর্ণনার সংখ্যা : ১৫৬০।

৬. আনাস ইবনে মালিক রা.: মৃত্যু ৯৩ হি.। বয়স : ১০৩ বছর। হাদীস বর্ণনার সংখ্যা : ১২৮৬।

৭. আবু সায়ীদ খুদরী রা.: মৃত্যু ৭৪ হি.। বয়স : ৮৪ বছর। হাদীস বর্ণনার সংখ্যা : ১১৭০।

১৩. হাদীসের সনদ ও মতন

প্রত্যেক হাদীস সংকলনকারী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরম্ভ করে তাঁর পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক নাম উল্লেখপূর্বক প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং প্রতিটি হাদীস দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে : (১) বর্ণনারকারীদের নামের ধারাবাহিক তালিকা। এটাকেই হাদীসের পরিভাষায় 'সনদ' (সুত্র) বলা হয়। (২) হাদীস অংশ। এ অংশের পারিভাসিক নাম 'মতন'।

এ সংকলনে পূর্ণাংগ সনদ উল্লেখ না করে কেবল বর্ণনাকারী সাহাবীর নামটাই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, যেসব মূন গ্রন্থ থেকে এখানে হাদীস সঞ্চয়ণ করা হয়েছে সেসব মূল গ্রন্থে পূর্ণাংগ সনদ মওজূদ রয়েছে।

(এই অংশটি নেয়া হয়েছে 'সিহাহ্ সিত্তার হাদীসে কুদসী' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে।)

www.bjilibrary.com

হাদীস আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

১

নিয়্যতের পবিত্রতা

● **মানুষের আমল কবুল হবার ভিত্তি**

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ - (ابن ماجه)

১. **অর্থ ঃ** আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে তার নিজের নিয়্যতের উপর উঠানো হবে। (ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ আখিরাতে মানুষের বাহ্যিক দিক দেখা হবেনা, দেখা হবে তার নিয়্যত। দেখা হবে সে যে নেক কাজ করেছে তা কোন্ নিয়্যতে করেছে, তার অন্তরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কি ছিলো? - এরই ভিত্তিতে হয় তার আমল কবুল করা হবে, না হয় বাতিল করা হবে।

● **পরকালে প্রতিদান লাভের ভিত্তি**

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللّٰهِ عَلٰى اَىِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ - (ابو داؤد)

www.bjilibrary.com

২. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে বলুন, (কোন্ জিহাদে সওয়াব পাওয়া যায় আর কোন্ অবস্থায় মুজাহিদ আপন আমলের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়?)। জবাবে তিনি বললেন ঃ হে আব্দুল্লাহ, যদি তুমি আখিরাতে প্রতিদান পাবার নিয়্যতে জিহাদ করে থাকো আর শেষ পর্যন্ত দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো, তবে আল্লাহর কাছে তুমি তোমার আমলের প্রতিফল পাবে এবং অটলতা অবলম্বনকারীদের তালিকায় তোমার নাম লেখা হবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি লোক দেখানোর জন্যে এবং গর্ব করার জন্যে যুদ্ধ করে থাকো, তবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে তোমাকে এ অবস্থায়ই উঠাবেন। হে আব্দুল্লাহ, যে নিয়্যতে তুমি লড়াই করবে কিংবা নিহত হবে, সে অবস্থার উপরই আল্লাহ তোমাকে উঠাবেন। (আবু দাউদ)

● দুনিয়া পূজারী আলিমদের অশুভ পরিণতি

٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهٖ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَشَرٰى بِهٖ ثَمَنًا فَذَالِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ، وَيُنَادِىْ مُنَادٍ هٰذَا الَّذِىْ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهٖ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَاشْتَرٰى بِهٖ ثَمَنًا وَكَذٰلِكَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْحِسَابُ - (ترغيب)

৩. অর্থ ঃ ইব্‌নে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা দীনের ইলম্ দান করেছেন অথচ সে আল্লাহর বান্দাদের ঐ ইলম্ শিখাতে কৃপণতা করেছে, কিংবা যদি শিখিয়েও থাকে, তবে তার জন্যে অর্থ নিয়েছে এবং দুনিয়া গড়ার কাজ করেছে, সে ব্যক্তিকে আগুনের লাগাম পরানো হবে এবং এক ঘোষণাকারী ফেরেশতা ঘোষণা করবে ঃ এই হলো সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ দীনের ইলম দান করেছিলেন, অথচ সে মানুষকে দীন শেখানোর কাজে কৃপণতা করেছিল এবং যাকে শিখিয়েছিল তার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিল আর নিজের জন্যে দুনিয়া গড়ার কাজ করেছিল। এই ঘোষণাকারী ফেরেশতা হাশরের হিসাব নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত লাগাতার এভাবে ঘোষণা করতে থাকবে। (তরগীব ও তরহীব)

● পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনি ইলম শিক্ষা করা

٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّهٗ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا اَلْبَسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَّرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ وَتُتَّخَذُ سُنَّةً فَاِنْ

www.bjilibrary.com

غُيِّرَتْ يَوْمًا قِيْلَ هٰذَا مُنْكَرٌ، قَالَ وَمَتٰى ذَالِكَ؟ قَالَ اِذَا قَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاءُكُمْ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ – (ترغيب)

৪. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মানুষ! তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের উপর এমন ফিতনা এসে পড়বে, যার ফলে তোমাদের শিশুরা বয়স্ক হয়ে যাবে আর বয়স্করা অতি বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং ফিতনাকে (গোমারাহী) সুন্নাত (ভালো) বলে গ্রহণ করা হবে! তখন কোনো লোক ঐ ফিতনাকে দূর করার জন্যে উঠে দাঁড়ালে মানুষ বলবে, এ লোকটা অপছন্দনীয় ও খারাপ কাজ করছে?

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, এ অবস্থা উম্মতের উপর কখন দেখা দেবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও বিশ্বাসযোগ্য লোক কম হয়ে যাবে এবং ক্ষমতার লোভ রাখে এমন লোক বেশি হয়ে যাবে। দীনের প্রকৃত আলিম কম হয়ে যাবে এবং শিক্ষিত লোক বেশি হয়ে যাবে। দুনিয়া লাভের জন্যে দীনের জ্ঞানার্জন করা হতে থাকবে। ভালো কাজ করবে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া লাভ করা। (তরগীব ও তরহীব)

ব্যাখ্যা ঃ ফিতনার অর্থ হলো দীনি সংকীর্ণতা ও অধঃপতনের এমন অবস্থা যার মধ্যে বংশের পর বংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে এবং তা এতোদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে যে, ঐ দীনি অধঃপতন ও গোমরাহীকে লোকেরা সঠিক বলে মনে করবে। আর যে সমস্ত মানুষ ঐ গোমরাহীকে দূর করার জন্যে চেষ্টা করবে, লোকেরা তাদের বেকুফ বলবে। তারা বলবে, এসব মানুষ যে আন্দোলন নিয়ে উঠেছে তা হলো বাতিল এবং এদের সমস্ত প্রচেষ্টা গায়রে ইসলামী। যে অবস্থার কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সেই সময় দেখা দেবে, যখন দীনের ইলম শিক্ষাকারী আলিম ও ফকীহ (ফিকাহ বিশারদ) অনেক বেশি হবে, কিন্তু তাদের নিয়্যত পরিষ্কার হবেনা। তারা পেশাদার আলিম হবে। বাহ্যত তারা আখিরাতের জন্যে কাজ করতে থাকবে, কিন্তু দুনিয়া লাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার লোভ ও ক্ষমতার লালসা সাধারণভাবে ছেয়ে যাবে।

● কুরআনের ইল্‌ম ও নিয়্যতের নিষ্ঠা

٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) اَنَّهٗ مَرَّ عَلٰى قَارِئٍ يَقْرَءُ، ثُمَّ سَأَلَ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهٖ، فَاِنَّهٗ سَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ – (ترمذى)

৫. অর্থ ঃ ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যে কুরআন পাঠ করছিল (কুরআন পাঠ করে ওয়ায ও নসিহত করছিল)। কুরআন পড়া শেষ করেই লোকটি সকলের কাছে কিছু অর্থ চায়। এ দৃশ্য দেখে ইমরান ইবনে হুসাইন রা. 'ইন্না লিল্লাহি' পাঠ করেন এবং বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তাকে তো কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত। আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক লোক আসবে, যারা কুরআন পাঠ করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে। (তিরমিযী)

● রিয়াকারদের নিকৃষ্টতম ঠিকানা

٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّ فِىْ جَهَنَّمَ لَوَادِيًا تَسْتَعِيْذُ جَهَنَّمُ مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِىْ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ اَرْبَعَمِاْئَةِ مَرَّةٍ، اُعِدَّ ذٰلِكَ الْوَادِىْ لِلْمُرَائِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ لِحَامِلِ كِتَابِ اللّٰهِ، وَالْمُتَصَدِّقِ فِىْ غَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ، وَالْحَاجِّ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ، وَلِلْخَارِجِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৬. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ জাহান্নামে এমন একটি প্রান্তর আছে, যা থেকে স্বয়ং জাহান্নামই প্রতিদিন চারশত বার পানাহ চায়। এ প্রান্তরটি তৈরী করা হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর ঐসব রিয়াকার (প্রদর্শন কামী) লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহর কিতাবের আলিম, দান খয়রাতকারী, আল্লাহর ঘরের হাজী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। (ইবনে মাজাহ্)

● প্রভুর প্রতি অসম্মান

٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَحْسَنَ الصَّلٰوةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ وَاَسَاءَهَا حَيْثُ يَخْلُوْ، فَتِلْكَ اِسْتِهَانَةٌ اِسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - (ترغيب)

৭. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্য মানুষের সম্মুখে ভালোভাবে নামায পড়ে (খুব খুশু-খযু প্রকাশের মাধ্যমে) আর যখন একাকী পড়ে, তখন নামাযকে নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করে, সে মূলত তার রবকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং তাঁর সঙ্গে তামাশা করে।

www.bjilibrary.com

● নিয়্যতের নিষ্ঠার গুরুত্ব

৮- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَالَهُ؟ قَالَ لاَ شَىْءَ لَهُ فَاَعَادَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ، وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ شَىْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ وَجْهَهُ - (ابو داؤد)

৮. অর্থ ঃ আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে ঃ যে ব্যক্তি আখিরাতে প্রতিদান পাবার জন্যে এবং দুনিয়াতে প্রশাংসা লাভ করার জন্যে জিহাদ করে থাকে, সে এর কি প্রতিদান পাবে?

তিনি বলেন ঃ সে কিছুই পাবেনা। প্রশ্নকারী তিন বার নিজের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং প্রত্যেক বার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই জবাব দেন ঃ সে কোনো প্রতিদান ও সওয়াব পাবার অধিকারী নয়।

অবশেষে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তো কেবল সেই আমলই কবুল করেন, যা শুধু তাঁরই জন্যে করা হয়ে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

● রিয়া একটি শিরক

৯- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ، فَوَجَدَ مُعَاذَبْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِىِّ (ص) يَبْكِىْ، فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ يُبْكِيْنِىْ شَىْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ، اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ - (مشكوة)

৯. অর্থ ঃ উমর ইবনে খাত্তাব রা. বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে উপস্থিত হলে দেখতে পান, মুয়ায বিন জাবাল রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট বসে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, মুয়ায কেন কাঁদছো? মুয়ায বিন জাবাল রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম, ঐ কথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, সামান্যতম রিয়াও শিরক। (মিশকাত)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ 'রিয়া' মানে- লোক দেখানোর জন্যে আমল করা। কেবলমাত্র মূর্তির সামনে সিজদা করা ও মূর্তিকে অর্ঘ প্রদান করাই শির্ক নয়, বরং অন্যকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, অন্যকে দেখানোর জন্যে এবং অন্যের চোখে নেক কাজ হবার নিয়্যতে কেউ যদি অধিক থেকে অধিক বড় নেক আমলও করে, তাহলে বাস্তবিকপক্ষে সে শির্ক করে। এর কারণ হলো সে আল্লাহর অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্যকে প্রদান করছে।

● আল্লাহর সাহায্য লাভের অধিকারী কে?

١٠- عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلٰى عَا ئِشَةَ (رض) أَنِ اكْتُبِىْ لِىْ تُوْصِيْنِىْ فِيْهِ، وَلاَ تُكْثِرِىْ عَلَىَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ : سَلاَمٌ عَلَيْكَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مَئُوْنَةَ النَّاسِ، مَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلٰى النَّاسِ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ - (ترمذى)

১০. অর্থ ঃ মাদীনার অধিবাসীদের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া রা. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.কে এক পত্র লিখে পাঠান। তাতে তিনি এই নিবেদন করেন ঃ আপনি আমাকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় কিছু উপদেশ লিখে পাঠান। এর উত্তরে হযরত আয়েশা রা. নিম্নলিখিত পত্র লিখে পাঠান ঃ

আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং সে জন্যে অন্য কারোর অসন্তুষ্টির পরোয়া করেনা, তাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করে থাকেন এবং মানুষের অসন্তুষ্টি দ্বারা তার কোনো ক্ষতি হতে দেননা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, তার উপর থেকে আল্লাহ নিজ সাহায্যের হাত সরিয়ে নেন এবং তাকে মানুষেরই হাতে ছেড়ে দেন। (এর পরিণাম এই হয় যে, সে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং যাদের সন্তুষ্টির জন্যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছিল তাদের সাহায্যও পায়না)। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (তিরমিযী)

● পরকালের উদ্দেশ্যে কাজ করার সুফল

١١- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهٗ فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ، جَعَلَ فَقْرَهٗ ......

www.bjilibrary.com

بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا الاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللّٰهُ اَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ، وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ - (ترغيب وترهيب)

১১. অর্থ ঃ যায়েদ বিন সাবিত রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে, আল্লাহ্ তার মনের স্বস্তি ও শান্তি ছিনিয়ে নেবেন। সে কেবলই অর্থ লালসা ও প্রয়োজনের শিকারে পরিণত হবে। কিন্তু দুনিয়ার ততোটুকু অংশই কেবল সে লাভ করতে পারবে, যতোটুকু আল্লাহ্ প্রথমেই তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ্ তা'আলা তার মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি দান করবেন। অর্থের লালসা থেকে তার অন্তরকে হিফাযত করবেন এবং দুনিয়ার যতোটুকু অংশ তার জন্যে নির্দিষ্ট থাকে ততোটুকু অবশ্যই সে লাভ করবে। (তরগীব ও তরহীব)

● নিয়্যতের নিষ্ঠা ও পরকালের প্রতিদান

١٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ : اِنَّ اَقْوَامًا خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَّلاَ وَادِيًا اِلاَّهُمْ مَّعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ - (بخارى وابوداؤد)

১২. অর্থ ঃ আনাস ইব্‌নে মালিক রা. বর্ণনা করেছেন, তাবুক অভিযানের শেষে আমরা যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন পথিমধ্যে তিনি বলেন ঃ কিছু লোক আমাদের পেছনে মদীনায় অবস্থান করছে, কিন্তু তারা এই সফরে প্রকৃতপক্ষে আমাদের সঙ্গেই ছিলো। আমরা যা কিছু অতিক্রম করেছি এবং যা কিছু পার করে এসেছি তার সর্বত্রই তারা আমাদের সাথে ছিলো। অসুবিধার কারণেই তারা আমাদের সাথে যেতে পারেনি। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেলো, যদি কেউ নেক আমল করার জন্যে নিয়্যত করে এবং অসুবিধার জন্যে সে আমল না করতে পারে, তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে আখিরাতে সে ঐ আমলের জন্যে প্রতিদান ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেনা।

● নিয়্যতের নিষ্ঠার পুরস্কার

١٣- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : مَنْ أَتَى

www.bjilibrary.com

فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ اَنْ يَّقُوْمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى اَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ -

(نسائی ابن ماجه)

১৩. **অর্থ ঃ** আবু দারদা রা. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ নিয়্যতে শয়ন করে যে সে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠবে, কিন্তু যদি সে ঘুমের কারণে সকাল পর্যন্ত উঠতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার আমল নামায় ঐ রাতের তাহাজ্জুদ নামায লেখা হবে এবং নিদ্রা তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার জন্যে দান বলে গণ্য হবে। (নাসায়ী, ইব্‌নে মাজাহ্)

● ইখলাসের বিরাট প্রতিদান

١٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ بُعِثَ اِلَى الْيَمَنِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ، قَالَ اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ -

১৪. **অর্থ ঃ** মুয়ায বিন জাবাল রা. বর্ণনা করেছেন, যখন আমাকে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম, হে রসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিয়্যতকে সব রকম সংমিশ্রণ থেকে পাক রাখবে, যে আমল করবে তা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করবে, তাহলে সামান্য আমলই তোমার পরিত্রাণের জন্যে যথেষ্ট। (মুসতাদরকে হাকিম)

●

www.bjilibrary.com

২

ঈমানের তাৎপর্য

● ঈমান, ইসলাম, ইহ্‌সান ও কিয়ামতের নিদর্শন

١٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : سَلُوْنِىْ، فَهَابُوْهُ اَنْ يَّسْئَلُوْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : مَا الْاِسْلَامُ؟ قَالَ : لاَ تُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ - قَالَ : صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : مَاالْاِيْمَانُ؟ قَالَ : اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلاَئِكَتِهٖ، وَكِتَابِهٖ، وَرُسُلِهٖ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهٖ- قَالَ : صَدَقْتَ-قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : مَا الْاِحْسَانُ؟ قَالَ : أَنْ تَخْشَى اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ، فَاِنَّكَ اِنْ لاَّتَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ- قَالَ : صَدَقْتَ-قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ؟ قَالَ : مَاالْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا، اِذَا رَاَيْتَ الْمَرْاَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا، وَاِذَا رَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا، وَاِذَارَاَيْتَ رِعَاءَ الْبُهْمِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا - (بخارى و مسلم)

১৫. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছে দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। কিন্তু তারা তাঁকে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। এসময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব কাছে এসে আসন

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করেন এবং জিজ্ঞাসা করে, হে রসূলুল্লাহ! ইসলাম কি?

তিনি জবাব দেন ঃ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবেনা, সালাত কায়েম করবে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে।

তাঁর এই জবাব শুনে আগন্তুক বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন'। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, ঈমান কি?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে মানবে, তাঁর ফেরেশতাদের মানবে, তাঁর কিতাবকে মানবে, তাঁর রসূলদের মানবে, মরার পর পুনরায় জীবিত হতে হবে বলে বিশ্বাস করবে এবং একথা বিশ্বাস করবে যে, এ দুনিয়াতে যা কিছু হয় তা সবই তাঁর কুদরতে হয়ে থাকে।

আগন্তুক বললেন ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।' তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে রসূলুল্লাহ, ইহসান কি? তিনি বললেন ঃ ইহসান হলো এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহকে ভয় করবে যেনো তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। আর যদিও তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তিনি কিন্তু তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কিয়ামত কখন আসবে?

তিনি বললেন ঃ যেমন তুমি জাননা, তেমনি আমিও কিয়ামত আসার নির্দিষ্ট সময় জানিনা। অবশ্য আমি তোমাকে কিয়ামত আসার লক্ষণগুলো বলতে পারি।

যখন তুমি দেখবে নারী তার মালিকের কর্তা হয়ে গেছে, তখন বুঝবে কিয়ামত নিকটবর্তী। তাছাড়া তুমি যখন খালি পায়ের নগ্ন দেহ এবং কালা ও বোবা লোকদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখতে পাবে, তখন মনে করবে কিয়ামত নিকটবর্তী।

আর যখন তুমি দেখবে রাখালরা উচ্চ অট্টালিকা তৈরীর কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে, তখন সেটাও কিয়ামতের (আলামত) লক্ষণসমূহের মধ্যে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ঈমানের আভিধানিক অর্থ হলো, বিশ্বাস করা ও আস্থা স্থাপন করা। আর ইসলামের অর্থ হলো, নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। ইহসান মানে কোনো কাজ সাগ্রহে এবং যথাযথভাবে করা।

তৃতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর উৎকৃষ্ট ও মোত্তাকী বান্দাহ কেমনভাবে হতে পারে তা জানা। এর উত্তর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিয়েছেন ঃ নেক আমল ও নেক নিয়্যত কেবলমাত্র সেই অবস্থায় হতে পারে যখন মানুষের মনে এ ধারণা জাগ্রত থাকে যে, সে আল্লাহকে দেখছে, আল্লাহর সামনে হাযির আছে, অথবা একথা মনে করা যে, আল্লাহ তাকে দেখেছেন! এর সারকথা হলো ঃ হয় নিজেকে আল্লাহর সামনে হাযির জানবে অথবা আল্লাহকে নিজের কাছে উপস্থিত থাকার অবস্থা অনুভব করবে।

www.bjilibrary.com

নারী তার মালিকের কর্তা হবার অর্থ হলো, নারী তার স্বামীর অনুগত থাকবে না, চাকরাণী মালিকের মাথায় এবং পুত্র পিতার মাথায় চড়ে বসবে এবং কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে মান সম্মান করবেনা। এ হলো কিয়ামতের একটা লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, সভ্যতা ও শালীনতা বিমুখ ব্যক্তিদের হাতে শাসন ক্ষমতা চলে যাবে। আর তৃতীয় লক্ষণ হলো, গরীব লোকদের হাতে প্রচুর সম্পদ চলে আসবে এবং সম্পদের এই প্রাচুর্য উঁচু উঁচু অট্টালিকা তৈরী ও অন্যের অপেক্ষা নিজের অট্টালিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে ব্যয় হবে। যখন এইসব লক্ষণ দেখা দেবে, তখন বুঝতে হবে, কিয়ামত নিকটবর্তী। নির্দিষ্ট সময়ের বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন।

● কলেমা তাইয়েবা ও ইখলাস

١٦- عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ- قِيْلَ وَمَا اخلاَصُهَا ؟ قَالَ اَنْ تَحْجُزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ- (ترغيب وترهيب) وَفِىْ حَدِيْثِ رِفَاعَةَ الْجُهَنِى عِنْدَ اَحْمَدِ :

لاَيَمُوْتُ عَبْدٌ يَّشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًامِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ اِلاَّ سَلَكَ فِى الْجَنَّةِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ عِنْدَ التِّرمِذِىِّ مَاجْتَنَبْتِ الْكَبَائِرُ-

১৬. অর্থ ঃ যায়েদ বিন আকরাম রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইখলাসের সঙ্গে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঘোষণা দেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করে ঃ এই ইখলাসের অর্থ কি? তিনি বলেন ঃ ইখ্লাসের অর্থ হলো, কলেমা তাইয়েবার ঘোষণা দেবার পর ঐ ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত বস্তু উপভোগ থেকে ক্ষান্ত হয়ে যাবে। (তরগীব ও তরহীব)

মুসনাদে আহমদে একটি বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, তারপর এই সোজা রাস্তায় চলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তিরমিযীর একটি বর্ণনা হলো, যে ব্যক্তি কলেমা তৌহিদের ঘোষণা করে এবং বড় বড় গুনাহ থেকে দূরে থাকে, সে জান্নাতে যাবে।

● উত্তম আমলের বরকত

١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)

أَرَأَيْتَ مَا عَمِلْنَا فِى الشِّرْكِ نُؤَاخَذُ بِهِ؟ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الشِّرْكِ وَمَنْ أَسَاءَ مِنْكُمْ فِى الْاِسْلَامِ أُخِذَ بِمَا عَمِلَ فِى الشِّرْكِ وَالْاِسْلَامِ- (مسند احمد)

১৭. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল, ইসলাম কবুল করার আগে আমরা শিরকের যুগে যে আমল করেছি, তার জন্যে আমাদের পাকড়াও করা হবে কি?

তিনি বললেন ঃ যেসব লোক নিষ্ঠার সাথে ইসলাম কবুল করবে, তাদের জাহেলি জীবনে কৃত আমলের জন্যে পাকড়াও করা হবেনা। কিন্তু যারা নিষ্ঠার সাথে ইসলাম অনুযায়ী চলবেনা, তারা উভয়কালের কৃত গুনাহ্র জন্যে অভিযুক্ত হবে। (মুসনাদে আহমদ)

● **ঈমানের বৈশিষ্ট**

١٨-عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ (ص) دَخَلَ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ أَرْجُوا اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنِّىْ أَخَافُ ذُنُوْبِىْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلاَّ أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْا مِنْهُ وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ- (ترمذى)

১৮. অর্থ ঃ আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় মৃত্যু শয্যায় শায়িত এক যুবকের নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি এসময় নিজেকে কি অবস্থার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ? সে জবাব দেয় ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আপন গুনাহ্র জন্যে ভয় পাচ্ছি।

তিনি বললেন ঃ এমন অবস্থায় (অর্থাৎ জীবন বেরিয়ে যাবার সময়) যার মনে এই দুই অবস্থা বিদ্যমান থাকে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তার আকাঙ্খাকে পুরণ করবেন এবং যা থেকে সে ভয় পাচ্ছে, তা থেকে তাকে রক্ষা করবেন (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন এবং রহমতের ঘরে প্রবেশ করাবেন)। (তিরমিযী)

ব্যাখা ঃ এ হাদীসটির শিক্ষা হলো ঃ মুমিন আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়না এবং আপন গুনাহ্ থেকেও বেপরোয়া হয়না। আসলে ঈমান ভয় ও আশার মাঝখানে বিদ্যমান। আল্লাহর রহমতের আশা নেক আমল থেকে জন্মলাভ করে এবং গুনাহর ভয় নাফরমানী থেকে রক্ষা করে আর তওবা ও ইস্তেগফার ঈমানের দিকে ধাবিত করে।

www.bjilibrary.com

৩

আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতে রসূলের অনুসরণ

● **অধিকার ও কর্তব্যের গুরুত্ব**

١٩- رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ، اَلَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ فَرَائِضَ وَ سَنَّ سُنَنًا، وَاَحَلَّ حَلَالًا، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرَعَ الدِّيْنَ فَجَعَلَهٗ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا -

১৯. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ভাষণ দানকালে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (তাই হক্‌দারের হক্ আদায় করো)। শুনো আল্লাহ কিছু দায়িত্ব নির্ধারিত করে দিয়েছেন (তা পালন করো), আর কিছু নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (সে অনুযায়ী চলো), কিছু জিনিস হালাল করে দিয়েছেন (তা ভোগ করো), আর কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন (তার নিকটে যেয়োনা)। তোমাদের জন্যে তিনি যে দীন নির্ধারিত করেছেন তা সরল, সোজা ও সহজ। তা ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁর দীনকে তিনি সংকীর্ণ করেননি। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ শেষ অংশের অর্থ হলো দীনের আহকাম অনুযায়ী আমল করলে তোমাদের জীবন সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে যাবেনা। ইসলাম মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়না। দীনের রাস্তা অত্যন্ত প্রশস্ত ও সহজ। এখানে সংকীর্নতা ও অন্ধতা নেই।

● **কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক**

٢٠- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ نِ الْخُزَاعِىِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ : اَلَيْسَ تَشْهَدُوْنَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟

www.bjilibrary.com

قَالُوْا بَلٰى قَالَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ طَرَفُهٗ بِيَدِ اللّٰهِ، وَطَرَفُهٗ بِاَيْدِيْكُمْ فَتَمَسَّكُوْا بِهٖ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا، وَلَنْ تَهْلَكُوْا بَعْدَهٗ اَبَدًا- (ترغيب وترهيب)

২০. অর্থ ঃ আবু শুরাইহ্ খুযায়ী রা. বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল', এই সাক্ষ্য কি তোমরা প্রদান করোনা? সবাই জবাব দেয় ঃ হাঁ, আমরা এই দুটি কথার সাক্ষ্য দান করছি।

অতপর তিনি বললেন, এই কুরআনের এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে আর অন্য প্রান্ত তোমাদের হাতে। তাই তোমরা কুরআনকে শক্তভাবে ধরে থাকো, তাহলে সোজা রাস্তা থেকে কখনো ভ্রষ্ট হবেনা এবং ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হবেনা। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবকে 'হাবলুল্লাহ' (আল্লাহর রশি) বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানেই তাঁর রহমত লাভ করতে কুরআনই হলো একমাত্র মাধ্যমও উপায়।

● রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ অসীয়ত

٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَطَبَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا، كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ - (ترغيب وترهيب)

২১. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ হজ্জের বক্তৃতায় বলেছেন, আমি তোমাদের জন্যে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি - তোমরা যদি তা শক্তভাবে ধরে থাকো, তবে কখনো গুমরাহ্ হয়ে যাবেনা। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ্। (তারগীব ও তারহীব)

● সুন্নতে রসূল পুনরুজ্জীবনের গুরুত্ব

٢٢ - عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ يَوْمًا اِعْلَمْ يَا بِلَالُ، قَالَ مَا اَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اِعْلَمْ اَنَّ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِىْ كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ

ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا - (ترمذى)

২২. **অর্থ ঃ** আমর ইব্‌নে আউফ রা. বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইব্‌নে হারিসকে বললেন ঃ হে বিলাল! জেনে রেখো।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে কি জেনে রাখার হুকুম দিচ্ছেন?

তিনি বললেন ঃ জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আমার কোনো সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত ও চালু করবে, সে ঐ সুন্নতের উপর আমলকারীদের সমান ফল পাবে এবং আমলকারীদের প্রতিফলের কোনো অংশ কম করা হবেনা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নিয়মের বিরোধী কোনো নতুন জিনিস দীনের সাথে জুড়ে দেবে, সে ঐ বিদআতের উপর আমলকারীদের সমান শাস্তি পাবে এবং আমলকারীদের শাস্তির কোনো অংশ কম করা হবেনা। (তিরমিযী)

● ইত্তেবায়ে সুন্নতের বিস্ময়কর পুরস্কার

٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ - (ترغيب و ترهيب)

২৩. **অর্থ ঃ** ইব্‌নে আববাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যখন সাধারণভাবে ভাঙন দেখা দেবে, তখন যে আমার সুন্নত, অনুযায়ী চলবে, সে একশ শহীদের সমান পুরস্কার পাবে। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এতোবড় পুরস্কার পাবার কারণ হলো, সে যে পরিবেশের মধ্যে ছিলো তাতে রসূলের আদর্শ অনুযায়ী চলা তার পক্ষে সহজ ছিলোনা, চতুর্দিক ছিলো কন্টকাচ্ছন্ন। কিন্তু এ কঠিন পরিবেশেও সে মানুষের পছন্দনীয় পথ ধরেনি বরং সে সমস্ত জীবন ধরে বাস্তবে এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত রাস্তাই হলো পরিত্রাণের রাস্তা।

*

www.bjilibrary.com

৪

ইবাদতের তাৎপর্য

● **মিসওয়াকে আল্লাহর সন্তুষ্টি**

٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ (وَفِىْ رِوَايَةٍ مَجْلاَةٌ لِّلْبَصَرِ - (ترغيب و ترهيب)

২৪. অর্থ ঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিসওয়াক করার ফলে মুখ পরিষ্কার হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে - দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়। (তারগীব ও তারহীব)

● **অযু মুসলিমের নিদর্শন**

٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) فِىْ سُؤَالِ جِبْرَائِيْلَ اِيَّاهُ عَنِ الْاِسْلَامِ : فَقَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنْ تُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاَنْ تُتِمَّ الْوَضُوْءَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، قَالَ فَاِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ نَعَمْ -

২৫. অর্থ ঃ আবদুল্লা ইবনে উমর রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, জিবরীল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইসলামের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি জবাব দেন ঃ ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, হজ্জ ও ওমরাহ পালন

www.bjilibrary.com

করবে, গোসল করার প্রয়োজন দেখা দিলে গোসল করবে, যথাযথভাবে ওযু করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে।

প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করেন : আমি যদি এগুলো করি তবে কি আমি মুসলমান? তিনি বললেন : হ্যাঁ। (সহীহ ইবনে খোযায়মা)

ব্যাখ্যা : এটি একটি লম্বা হাদীসের অংশ, যা 'হাদীস-এ-জিবরীল' নামে প্রসিদ্ধ। হাদীসটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ অংশ উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেনো যথাযথভাবে ওযু করে, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ওযু করতে বলেছেন সেভাবে করে। যথাযথভাবে ওযু করার ফল হবে এই যে, নামাযে মন লাগবে, খুশু ও খুযূ বৃদ্ধি পাবে, শয়তানের হামলা কম হবে।

● আযানে আযাব থেকে পরিত্রাণ

٢٦ - رُوِيَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِذَا أُذِّنَ فِيْ قَرْيَةٍ اَمَّنَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِهِ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

২৬. অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোনো জনবসতিতে সালাতের জন্যে আযান দেয়া হয়, ঐ দিন আল্লাহ সেখানকার লোকদের আযাব থেকে রক্ষা করেন। (তাবরানী)

● আযানে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

٢٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ - (ابو داؤد، نسائى)

২৭. অর্থ : উকবা ইবনে আমের রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই মেষ পালকের প্রতি তোমার রব খুশী হয়ে যান, যে কোনো পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আযান দেয় এবং নামায পড়ে।

আল্লাহ পাক আনন্দিত হয়ে ফেরেশতাদের বলেন, আমার ঐ বান্দাকে দেখো, সে জনবসতি থেকে দূরে থেকেও আযান দেয়, নামায পড়ে, আমাকে ভয় করে। আমি তার ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেবো এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

www.bjilibrary.com

● প্রথম হিসাব হবে সালাতের

২৮- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ، فَاِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ - (طبرانى)

২৮. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে কুরত রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করা হবে নামাযের। বান্দাহ্ যদি সন্তোষজনকভাবে নামাযের হিসাব দিতে পারে, তবে সে অন্যান্য আমলেও কামিয়াব হয়ে যাবে। আর সে যদি নামাযের হিসাব সন্তোষজনকভাবে দিতে না পারে, তবে তার অন্যান্য আমলও খারাপ হবে। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ নামায যেহেতু তৌহিদের বাস্তব ভিত্তি এবং দীনের বুনিয়াদ, তাই বুনিয়াদ শক্ত হলে ঘর মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে, আর বুনিয়াদ দুর্বল হলে সম্পূর্ণ ঘর ভেঙ্গে পড়বে।

● পাপের আগুন নিভানোর উপায়

২৯- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا يُّنَادِىْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يَّابَنِىْ اٰدَمَ قُوْمُوْا اِلٰى نِيْرَانِكُمُ الَّتِىْ اَوْ قَدْتُّمُوْهَا فَاَطْفِئُوْهَا - (طبرانى)

২৯. অর্থ ঃ আনাস ইব্‌নে মালিক রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নামাযের সময় আল্লাহর এক ফেরেশতা ঘোষণা করতে থাকে, হে আদমের সন্তান! তুমি যে আগুণ জালিয়েছ, তা নিভিয়ে দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াও। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ দুই নামাযের মাঝখানে বহু বড় ছোট গুনাহ্ খাতা হয়ে থাকে, যা পরকালে আগুণের রূপ ধারণ করবে। সে জন্যে ফেরেশতা ঘোষণা করে ঃ যে আগুণ তুমি জালিয়েছ তা নিভিয়ে দেয়ার জন্য মসজিদে এসো, নামায পড়ো, আল্লাহ্‌র কাছে তওবা ও ইসতেগফার করো। নামায এবং তওবা ও ইসতেগ্‌ফারের পানিতে এ আগুণ নিভে যাবে।

● আল্লাহর প্রিয়জন

৩০- رُوِىَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

www.bjilibrary.com

(ص) يَقُوْلُ : اَنَّ عُمَّارَ بُيُوْتِ اللّٰهِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৩০. অর্থ ঃ আনাস ইব্‌নে মলিক রা. বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র ঘরের আবাদকারী এবং তার সেবাকারী লোকেরা আল্লাহ্‌র বন্ধু ও প্রিয়জন। (তাবরাণী)

ব্যাখ্যা ঃ যারা নিয়মিত নামায কায়েম করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ঘরসমূহকে (মসজিদকে) আবাদ করে, মসজিদ নির্মাণ করে এবং তার সেবা করে, তারা হলো আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহ।

● **মসজিদের প্রতি আকর্ষণ ঈমানের প্রমাণ**

٣١ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ - (ترمذى)

৩১. অর্থ ঃ আবু সাঈদ খদুরী রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে নিয়মিত জামায়াতে নামায পড়তে দেখবে, তখন তাকে মুসলমান বলে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (তিরমিযী, ইব্‌নে মাজাহ)

● **যে কদম চলে মসজিদের দিকে**

٣٢ - عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ كَانَتْ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ، فَقِيْلَ لَهُ لَوِاشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ مَنْزِلِىْ اِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ يُكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِذَا رَجَعْتُ اِلَى اَهْلِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَالِكَ كُلَّهُ - (مسلم)

৩২. অর্থ ঃ উবাই ইব্‌নে কা'আব রা. বর্ণনা করেছেন, আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তির ঘর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিলো, কিন্তু তিনি প্রতি ওয়াক্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের মসজিদে এসে নামায পড়তেন। কোনো নামায না পড়ে ছাড়তেননা। কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, গরমের সময় এবং রাত্রে মসজিদে আসার জন্যে একটি খচ্চর কেন কিনছেননা? তিনি উত্তর দেন, আমি মসজিদের

www.bjilibrary.com

কাছে ঘর পছন্দ করিনা। কারণ আমি চাই, আমি পায়ে হেটে মসজিদে যাই আর যাওয়া আসায় যতো পদক্ষেপ গ্রহণ করি তা আমার আমলনামায় লেখা হোক। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন ঃ ওর প্রত্যেক পদক্ষেপের সওয়াব আল্লাহ্ তাকে দেবেন। (মুসলিম)

● সাহাবা কিরামের দৃষ্টিতে ফজর ও এশার জামা'আত মিস্ করা

৩৩ – عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : كُنَّا اِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِى الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ اَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ - (طبرانى)

৩৩. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রা. বলেছেন, যখন আমরা কোনো ব্যক্তিকে ফজর ও এশার নামাযের জামায়াতে না পেতাম, তখন তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করতাম। (তাবরাণী)

ব্যাখ্যা ঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁরা মুনাফিক হবার সন্দেহ করতেন। মুনাফিকরা সাধারণত ফজর ও এশার নামাযে আসতোনা। সে সময় বৈদ্যুতিক আলো ছিলোনা, লুকিয়ে থাকার সুযোগ ছিলো। তাই যেসব মুনাফিকের অন্তর ঈমান শূন্য ছিলো তারা আসতোনা। তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে - 'ওলা ইয়াতুনাস্ সালাতা ইল্লা ওহুম কুসালা' অর্থাৎ তারা নামাযের জন্যে আসতো অনিচ্ছার সাথে।

● সতর্ক হতে হবে ইমামকে

৩৪ – عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُوْلٌ لِّمَا ضَمِنَ، وَاِنْ اَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَا مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ - (طبرانى)

৩৪. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করে, তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তার জানা উচিত, সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি সে ঠিকভাবে ইমামতি করে তবে (নিজের নামাযের সওয়াব ছাড়াও) মুকতাদীর নামাযের সমান সওয়াব সে পাবে এবং মুক্‌তাদীর সওয়াব কম হবেনা। আর সে যেসব ভুল করবে বিপদ সব তারই ঘাড়ে পড়বে, মুক্‌তাদীদের উপর সে বিপদ আসবেনা। (তাবরানী)

www.bjilibrary.com

● নফল সালাত ঘরে পড়ার ফযিলত

٣٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ :سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَيُّمَا اَفْضَلُ؟ اَلصَّلَاةُ فِىْ بَيْتِىْ اَوِ الصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ؟ قَالَ أَلَا تَرٰى اِلٰى بَيْتِىْ مَا اَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَأَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ أَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً -

৩৫. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম, না কি মসজিদে? তিনি বললেন ঃ তুমি কি দেখছনা আমার ঘর মসজিদের কতো নিকটে? আমার কাছে নফল নামায মসজিদ অপেক্ষা ঘরে পড়া উত্তম। তবে ফরয নামায মসজিদেই পড়বে। (ইব্‌নে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

● সালাত আদায়ে চোরামী

٣٦ - عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً نِ الَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهٖ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ لَايُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا -

৩৬. অর্থ ঃ আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে জঘন্য চোর হলো সে ব্যক্তি, যে নামাযে চুরি করে।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে রসূলুল্লাহ! নামাযে চুরির অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ নামাযে চুরির অর্থ হলো, সে রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে করেনা। (তাবরাণী, ইব্‌নে খোযায়মা)

● ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হওয়া

٣٧ - عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِىْ تَلِيْهَا، فَاَوَّلُهُنَّ نَقْضًا نِ الْحُكْمُ وَاٰخِرُ هُنَّ الصَّلٰوةُ - ابن حبان

৩৭. অর্থ ঃ আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (এমন এক সময় আসবে, যখন) ইসলামের বাঁধন ও

www.bjilibrary.com

শৃংখলাগুলো এক এক করে ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করবে। যখন কোনো বাঁধন, ছিন্ন হয়ে যাবে তখন মানুষ ঐ শৃঙ্খলা পুনরায় স্থাপন করার পরিবর্তে যেটুকু ঐক্যবন্ধন বাকী থাকবে তাকেই যথেষ্ট বলে মনে করবে। সর্ব প্রথম যে বাঁধন ছিন্ন হবে তা হবে ইসলামী শাসন। আর সর্বশেষে যে বাঁধন ছিন্ন হবে তা হলো নামায। (ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস অনুযায়ী দীনের বুনিয়াদ এক এক করে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সর্ব প্রথম ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। তারপর অধঃপতনের গতি তীব্র হতে থাকবে এবং এই শৃংখলের শেষ কড়িটি টুটে যাবে। লোকেরা নামায পড়া ছেড়ে দেবে, উম্মতের অধিকাংশ বেনামাযী হয়ে যাবে। আর এ হবে অধঃপতনের শেষ পর্যায়।

● যাকাতের গুরুত্ব

٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : اُمِرْنَا بِاِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ، وَمَنْ لَّمْ يُزَكِّ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَّنْفَعُهُ عَمَلُهُ - طبرانى

৩৮. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রা. বলেছেন, আমাদেরকে নামায কায়েম করার এবং যাকাত দেয়ার হুকুম করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নামায পড়ে কিন্তু যাকাত দেয়না, তার নামায আল্লাহর কাছে গৃহীত হবেনা।

অন্য এক বর্ণনায় আছে - সে ব্যক্তি মুসলমান নয়। তার আমল কিয়ামতে তাকে কোনো ফল দেবেনা। (তাবরাণী)

● যাকাত আল্লাহর অধিকার

٣٩ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : اِذَا اَدَّيْتَ زَكٰوةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ اَجْرٌ وَّكَانَ اِصْرُهُ عَلَيْهِ -

৩৯. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি তোমার সম্পদের যাকাত (যা তোমাদের উপর ফরয) আদায় করে দিলে, তখন তুমি আল্লাহর হক আদায়ের দায়িত্ব হতে মুক্ত হলে। আর যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ সঞ্চয় করলো এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো, সে তার জন্য কোনো প্রতিদান পাবে না, বরং এর জন্যে তার গুনাহ হবে। (ইবনে খোযায়মা, ইবনে হিব্বান)

www.bjilibrary.com

● রমযান, রোযা ও তারাবী

٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهُ - (ترغيب)

৪০. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং আমি তাতে তারাবী পড়ার নিয়ম চালু করেছি। সুতরাং যারা ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে (আখিরাতে প্রতিফল পাবার আশায়) রমযানের রোযা রাখবে এবং তারাবী পড়বে, তারা গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক হয়ে যাবে, যেভাবে তারা জন্মের সময় গুনাহ থেকে পাক ছিলো। (তারগীব)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ব্যবহৃত কিয়াম শব্দের অর্থ হলো তারাবীর নামায। যে ব্যক্তি মুমিন হবে এবং আখিরাতে প্রতিফলের আশায় এই দুটি কাজ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে যে গুনাহ মানুষের অধিকার হরণ সংক্রান্ত তা কেবলমাত্র তখনই মাফ হবে, যখন হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে অথবা সে সন্তুষ্ট হয়ে মাফ করে দেবে।

● সেহরী খাবার তাকিদ

٤١ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ (ص) وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ اِنَّهَا بَرَكَةٌ اَعْطَاكُمُ اللّٰهُ اِيَّاهَا فَلاَ تَدَعُوْهَا - (نسائى)

৪১. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে হারিস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি এমন এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, যখন তিনি সেহরী খাচ্ছিলেন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেহরী খাওয়া কল্যাণকর, আল্লাহ তায়ালা এ বরকত তোমাদের দান করেছেন। অতএব সেহরী খাওয়া ত্যাগ করোনা। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ ইহুদীরা রোযার সময় সেহরী খেতোনা। তাদের আলিমরা এ বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল, অথবা তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণ ও সীমালংঘনের কারণে আল্লাহ তাদের সেহরী খেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। শেষ নবীর উম্মতের জন্যে

www.bjilibrary.com

সহজ বিধান দান করা হয়েছে এবং অনেক সুবিধাও দান করা হয়েছে। ঐসব সুবিধার মধ্যে একটি হলো সেহ্রী খেয়ে রোযা রাখা।

সেহ্রী বরকতময় হবার অর্থ হলো, রুহানী বরকতের সংগে সংগে সেহ্রী খাবার ফলে দিনে আল্লাহ্র ইবাদত ও অন্যান্য কাজ করা সহজ হয়ে যায়।

● রোযা শরীরের যাকাত

٤٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِكُلِّ شَيْئٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ -وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ - (ابن ماجه)

৪২. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের অপবিত্রতা দূর করার জন্যে কোনো না কোনো বস্তু সৃষ্টি করেছেন। শরীরকে পরিশুদ্ধ করার বস্তু হলো রোযা, আর রোযা হলো অর্ধেক সবর। (ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ আধুনিক গবেষণার আলোকে সমস্ত মুসলিম ও অমুসলিম ডাক্তার এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামী পদ্ধতিতে রোযা রাখার ফলে অনেক মারাত্মক রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। রোযা হলো এমন এক ইবাদত যা অন্য ইবাদত অপেক্ষা অধিক খাঁটি ও রিয়ার (অহংকার) সন্দেহ থেকে পবিত্র। তাই লোভ-লালসা আয়ত্বে রাখার যে ক্ষমতা এর মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা অন্যান্য ইবাদত দ্বারা লব্ধ ক্ষমতার অর্ধেক হবে। এই হচ্ছে রোযার অর্ধেক সবর হওয়ার অর্থ। তবে আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

● রোযা একটি ঢাল

٤٣ - عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ اَبِى الْعَاصِ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ - (ترغيب وترهيب)

৪৩. অর্থ ঃ উসমান ইবনে আবুল আস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যুদ্ধের সময় তোমাদের কাছে যেমন ঢাল থাকে তোমাদেরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে, রোযা তোমাদের জন্যে তেমনি ঢাল যা জাহান্নাম থেকে তোমাদের রক্ষা করবে। (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

● ইফতারের দু'আর সুফল

٤٤ - قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَصُوْمُ فَيَقُوْلُ عِنْدَ افْطَارِهِ، يَا عَظِيْمُ وَاَنْتَ الٰهِى لاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ اغْفِرْ لِىَ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ فَانَّهُ لاَيَغْفِرُ الذَّنْبَ الاَّ الْعَظِيْمُ، الاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ - (ترغيب وترهيب)

৪৪. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলমান রোযা রাখলো এবং ইফতারের সময় (ইয়া আযীম থেকে আল আযীম পর্যন্ত) দোয়াটি পাঠ করলো, সে যেনো তার গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পাক হয়ে গেলো, যেমন পাক ছিলো সেদিন, যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ট করেছিল। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ইফতারের যে দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে তার অর্থ হলো ঃ হে মহান আল্লাহ! হে মহা শক্তিমান ! তুমি আমার মালিক, তুমি ছাড়া আমার আর কোনো ইলাহ নেই। আমার সব বড় গুনাহ্ তুমি মাফ করে দাও, কেননা তুমি মহানই কেবল গুনাহ্ মাফ করতে পারো।"

● রোযার আদব

٤٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الاَكْلِ وَالشُّرْبِ انَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَاِنْ سَابَّكَ اَحَدٌ اَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ -

৪৫. অর্থ ঃ অবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেবল আহারাদি থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়, অশ্লীল কথাবার্তা ও অশালীন আলোচনা থেকে দূরে থাকাই আসল রোযা। অতএব, হে রোযাদার! যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় বা তোমার সাথে অভদ্রতা করে, তাহলে তাকে বলো ঃ আমি রোযাদার, আমি রোযাদার। (অর্থাৎ উত্তেজিত হয়ে জবাব দিতে যেওনা। (ইবনে খোযায়মা ও ইবনে হিব্বান).

● মুসাফিরের (ভ্রমণকালীন) রোযা

٤٦ - عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ (ص) فِى السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ اَكْثَرُنَا

www.bjilibrary.com

ظِلاً صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ- قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ يَرَوْنَ اَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَاِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ اَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَاَفْطَرَ فَاِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ - (مسلم)

৪৬. অর্থ : আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা একবার (রমযান মাসে) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভ্রমণ করছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক রোযা রেখেছিল আর কিছু লোক রোযা রাখেনি। আমরা এক স্থানে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে বসি। খুব গরমের দিন ছিলো। যাদের কাছে কম্বল ছিলো তারাই সবচেয়ে বেশী আরাম ও ছায়ার মধ্যে ছিলো। আর কিছু লোক কেবল আপন হাত দিয়ে সূর্যের কিরণ থেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছিল। তিনি আরো বলেন .... ওখানে পৌঁছে রোযাদার লোকেরা তো শুয়ে পড়ল, আর যারা রোযাদার ছিলোনা তারা উঠে তাঁবু খাটাল এবং বাহনকে পানি খাওয়াল। রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আজ যারা রোযা রাখেনি তারা সমস্ত নেকী কুড়িয়ে নিলো।

অন্য এক বর্ণনায় আছে - তাদের (অর্থাৎ সাহাবা রা.-দের) রায় হলো এই যে, যে মুসাফির রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে তার পক্ষে রোযা রাখা উত্তম, আর যে মুসাফির নিজেকে দুর্বল মনে করে তার পক্ষে রোযা না রাখাই উত্তম। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : খুব সম্ভব এ ভ্রমণ ছিলো মক্কা বিজয়ের অভিযান যা রমযান মাসে হয়েছিল। যাতে অন্যরা রোযা ভাঙ্গে সে জন্যে নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্থান নিজের রোযা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু লোক রোযা ভাঙল না, কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নিষেধাজ্ঞা দেননি। কোনো এক স্থানে পৌঁছে লোকেরা যখন আরাম করছিল, তখন যারা রোযাদার ছিলো তারা নিঃসাড় হয়ে পড়ল, আর যারা রোযাদার ছিলোনা তারা সতেজ শরীরে তাঁবু খাটালো এবং বাহনকে পানি খাওয়ালো।

٤٧ - عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَائِمٌ، قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّتِيْ رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوْهَا-

www.bjilibrary.com

৪৭. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গাছের ছায়ায় বেহুশ হয়ে পড়েছিল এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। কিছু লোক তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এর কি হয়েছে?

তারা জবাব দিলো ঃ হে রসূলুল্লাহ! এ লোকটি রোযা রেখেছিল। সহ্য করতে পারেনি, তাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ সফরে রোযা রাখা কোনো নেকীর কাজ নয়। আল্লাহ তোমাদের যে সুযোগ দান করেছেন, তা থেকে উপকৃত হও। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তির স্বাস্থ্য দুর্বল, রোযা রাখলে ঐ রকম অবস্থায় পতিত হবার আশঙ্কা থাকে, তার আল্লাহর দেয়া সুযোগ থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।

● রমযানের রোযার ফযীলত

٤٨ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَّمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَّلاَمَرَضٍ لَّمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ - (ترمذى، ابو داؤد)

৪৮. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারণ (অর্থাৎ সফর, অসুস্থতা ইত্যাদি) ব্যতীত রমযানের একটা রোযা রাখলো না, সে যদি তা পূরণের জন্যে জীবনভর রোযা রাখে, তা হলেও ঐ একটি রোযার ক্ষতি পূরণ হবেনা।(তিরমিযী, আবু দাউদ)

● বে-রোযাদারদের অশুভ পরিণতি

٤٩ - عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اَتَانِىْ رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَىَّ فَاَتَيَابِىْ جَبَلاً وَّعْرًا فَقَالاَ اصْعَدْ، فَقُلْتُ اِنِّىْ لاَ اُطِيْقُهُ، فَقَالاَ اِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِىْ سَوَاءِ الْجَبَلِ اِذَا بِاَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، قُلْتُ مَا هٰذِهِ الْاَصْوَاتُ؟ قَالُوْا هٰذَا عُوَاءُ اَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِىْ فَاِذَا اَنَا بِقَوْمٍ مُّعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُّشَقَّقَةٌ اَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ -

৪৯. অর্থ ঃ আবু উমামা আল বাহিলী রা. বর্ণনা করেছেন, আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ঘুমিয়েছিলাম এমন সময় দুই ব্যক্তি এলো এবং আমার বাহু ধরে এক দুর্গম পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেলো। তারা আমাকে ঐ পাহাড়ে আরোহণ করতে বললো। আমি বললাম, আমি এ পাহাড়ে চড়তে পারবনা। তারা বললো, আমরা আপনার জন্যে সব সহজ করে দেবো, আপনি চড়ুন। অতএব আমি পাহাড়ে চড়লাম এবং পাহাড়ের বরাবরে উপস্থিত হলে বিকট চিৎকারের শব্দ শুনলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এসব কিসের আওয়াজ? তারা বললো, জাহান্নামবাসীদের চিৎকার।। তারপর আমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে দেখলাম কিছু লোককে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ফেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বললো, এরা বে-রোযাদার লোক। এরা রমযান মাসে খাওয়া-দাওয়া করতো। (ইবনে খোযায়মা ও ইবনে হিব্বান)

● ঈদ হলো পুরস্কারের দিন

٥٠ - عَنْ سَعْدِبْنِ اَوْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى اَبْوَابِ الطُّرُقِ فَنَادَوْا، اُغْدُوْا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى رَبٍّ كَرِيْمٍ يَمُنُّ بِالْخَيْرِ ثُمَّ يُثِيْبُ عَلَيْهِ الْجَزِيْلَ، لَقَدْ اُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ، وَاُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، وَاَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ فَاقْبِضُوْا جَوَائِزَكُمْ، فَاِذَا صَلَّوْا نَادٰى مُنَادٍ اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَلَكُمْ فَارْجِعُوْا رَاشِدِيْنَ اِلٰى رِحَالِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ وَيُسَمّٰى ذٰلِكَ الْيَوْمَ فِى السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ - (ترغيب و ترهيب)

৫০. অর্থ ঃ সা'আদ বিন আওস আনসারী রা. তার পিতার নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ঈদ-উল-ফিতর-এর দিন উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহর ফেরেশতারা সমস্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে ঃ হে মুসলমানরা! তোমাদের প্রভুর কাছে চলো, যিনি অতি দয়ালু, যিনি নেকী ও মঙ্গলের কথা বলেন এবং সেই মতো আমল করার তৌফিক দান করেন আর এ জন্যে বহু পুরস্কার দান করে থাকেন। তাঁর তরফ থেকে তোমাদের রাত্রে তারাবী পড়ার হুকুম করা হয়েছে, তাই

তোমরা তারাবী পড়েছো, তোমাদেরকে দিনে রোযা রাখার হুকুম করা হয়েছে, তাই তোমরা রোযা রেখেছো এবং প্রভুর আনুগত্য করেছো। সুতরাং চলো, নিজ নিজ পুরস্কার গ্রহণ করো।

অতপর তারা যখন ঈদের নামায পড়া শেষ করে, তখন আল্লাহর এক ফেরেশতা ঘোষণা করে ঃ শুনো, তোমাদের প্রভু তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা কামিয়াবী ও সফলতার সাথে ঘরে ফিরে যাও। এই ঈদের দিনটি পুরস্কারের দিন। এই দিনকে ফেরেশতাদের জগতে (আসমানে) 'পুরস্কারের দিন' বলা হয়ে থাকে। (তারগীব ও তারহীব)

● ফরয হজ্জ দ্রুত আদায় করো

٥١- رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَعَجَّلُوْا اِلَى الْحَجِّ يَعْنِىَ الْفَرِيْضَةَ، فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَايَدْرِىْ مَايَعْرِضُ لَهٗ -

৫১. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের উপর হজ্জ আদায় করা ফরয হয়ে থাকলে তা দ্রুত আদায় করে ফেলো। কারণ কেউ তো জানেনা, কখন কোন্ বাধা-বিপত্তি এসে যাবে। (তারগীব)

● হজ্জ না করার পরিণতি

٥٢ - عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) مَنْ لَّمْ تَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَّلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْنَصْرَانِيًّا - (بيهقى)

৫২. অর্থ ঃ আবু উমামা রা. নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অসচ্ছল অবস্থায় না থাকে, কিংবা রোগগ্রস্ত না হয়ে পড়ে, অথবা কোনো অত্যাচারী শাসকের তরফ থেকে কোনো বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তারপরও যদি হজ্জ না করে, তবে সে চাই ইহুদী কিংবা খৃষ্টানদের মতে মরুক তাতে কিছুই যায় আসেনা। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ যদি তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায় এবং ঐ ফরয আদায় করার পথে কোনো বাধা না থাকে, তবুও সে হজ্জ আদায় না করে, তবে তার ঈমান বিপদের সম্মুখীন হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

● হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান

٥٢ - عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ دَعَاهُمْ فَاَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ -

৫৩. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হজ্জ্ব ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর সম্মানিত অতিথি। আল্লাহ তাদেরকে নিজ দরবারে আসতে হুকুম দিয়েছেন। তাই তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছে। তারা আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করেছে আল্লাহ তা মঞ্জুর করেছেন। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্তমান আছে। কিছু হাদীসে আছে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করে নিয়েছেন। অন্য হাদীসে আছে হজ্জ্ব সম্পন্নকারী অন্য যেসব লোকের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করে আল্লাহ তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এখানে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যেসব গুনাহ বান্দার হক সম্পর্কিত, তা ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা পাওয়া যাবেনা, যতোক্ষণ পর্যন্ত হকদার তা ক্ষমা না করে দেয়।

● মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরাহ

٥٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ص) جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ - (نسائى)

৫৪. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, বৃদ্ধ, দুর্বল ও মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ। (নাসায়ী)

● প্রকৃত হজ্জ

٥٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ مَنِ الْحَاجُّ؟ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ، قَالَ فَاَىُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْحَجُّ وَالثَّجُّ، قَالَ وَمَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ - (ابن ماجه)

৫৫. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, প্রকৃত হাজী কে? তিনি বললেন ঃ যার চুল বিক্ষিপ্ত এবং পরিধেয় ধুলোবালিপূর্ণ। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হজ্জের সমস্ত কাজের মধ্যে কোন্ কাজ সওয়াবের দিক দিয়ে বড়? তিনি বললেন

www.bjilibrary.com

ঃ উচ্চ স্বরে লাব্বায়েক পড়া এবং কোরবানী করা'। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ সাবিলের অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হলো- বাহন ও রাস্তার খরচ। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা গেলো, আল্লাহ কোন্ ধরনের হাজীকে পছন্দ করেন। রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী হজ্জ্ব হলো এক প্রেমময় ইবাদত। যারা প্রেমিকের ঘর যিয়ারত করতে যায়, তাদের সর্বদা খাওয়া-দাওয়ায় মনোযোগ দেয়া উচিত নয়।। যতোটুকু সময় পাওয়া যায় তা আপন প্রেমিকের স্মরণ, দু'আ, ইসতেগফার ও কান্নাকাটিতে ব্যয় করা দরকার।

ঐ ব্যক্তি সবশেষে যে প্রশ্নটি করে, তা কুরআনের হজ্জ্ব সংক্রান্ত আয়াত - 'মানিসতাতা'আ ইলায়হি সাবিলা'তে যে সাবিল শব্দ আছে সেই সাবিলের অর্থ প্রসঙ্গে। তার জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত উপস্থিত হবার জন্যে বাহন থাকা দরকার এবং রাস্তার খরচ থাকা দরকার।

● আরাফাতে অবস্থানকারীদের মর্যাদা

٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاذَاوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَانَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ الَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ، اُنْظُرُوْا الَى عِبَادِىْ شُعْثًا غُبْرًا جَاءُوْنِىْ شُعْثًا -

৫৬. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন হাজীরা আরাফাতে অবস্থান করে দু'আ এবং কান্নাকাটি করে, তখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে আসেন এবং ফেরেশতাদের বলেন ঃ আমার বান্দাদের দিকে দেখো, ওদের চুল বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, পরিধেয় ধুলোবালিত মলিন হয়ে আছে। দেখো, ওরা এই অবস্থায় আমার কাছে এসেছে। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায়, লোকেরা যখন আরাফাতে উপস্থিত হয় এবং কান্নাকাটি করে, ঐ সময় আল্লাহর তরফ থেকে তাদের জন্যে বিশেষ রহমত এসে থাকে।

● কুরবানী ও নিয়্যতের নিষ্ঠা

٥٧ - رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوْا وَاحْتَسِبُوْا بِدِمَائِهَا. فَانَّ الدَّمَ وَاِنْ وَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ فَانَّهُ يَقَعُ فِىْ حِرْزِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ - (طبرانى)

www.bjilibrary.com

৫৭. অর্থ ঃ আলী রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ হে মানুষ! কুরবাণী করো, আখিরাতে সওয়াব পাবার আশায় পশুর রক্ত প্রবাহিত করো। কুরবানীর পশুর রক্ত বাহ্যত যদিও মাটিতে পড়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর ভান্ডারে জমা হয়ে যায়। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানীর দিন কুরবানী করা সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ। আমাদের বাস্তব দৃষ্টিতে কুরবানীর পশুর রক্ত যদিও মাটিতে পড়ে বেকার হয়ে যায়, আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী তা আল্লাহর ভান্ডারে চলে যায় এবং তা কুরবানীকারীর জন্যে পুঁজি হয়ে জমা থাকে।

● দুর্ভাগা

৫৮ - عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىْ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ جِسْمَهٗ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِى الْمَعِيْشَةِ تَمْضِىْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ اِلَىَّ لَمَحْرُوْمٌ - ابن حبان

৫৮. অর্থ ঃ আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে বান্দাকে আমি শারীরিক সুস্থতা এবং রুযীর প্রাচুর্য দিয়েছি, অথচ পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও সে আমার কাছে এলো না, সে ভাগ্যহীন। (ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ ভালো স্বাস্থ্য ও রুযীর প্রাচুর্য আল্লাহর মস্ত বড় নি'আমত। এই দুই নি'আমত যে লাভ করে তার আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং কথায় ও কাজে আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হওয়া উচিত। কিন্তু এই নি'আমত লাভ করার পর সে একদিন নয়, এক সপ্তাহ নয়, এক মাস নয়, এক বছরও নয়, যদি পাঁচ বছর পর্যন্ত আল্লাহর কাছে অর্থাৎ আল্লাহর ঘরে হজ্জ করার জন্যে উপস্থিত না হয়, তবে এর থেকে অধিক দুর্ভাগ্যের কথা আর কি আছে? তার জানা উচিত যিনি তাকে স্বাস্থ্য দান করেছেন তিনি তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। যিনি তার রুযীতে প্রাচুর্য দান করেছেন তিনি তাকে মুহূর্তের মধ্যে শস্য কণার জন্যে পরমুখাপেক্ষী করে দিতে পারেন।। তাই এই স্বাস্থ্য ও সম্পদকে গণীমত মনে করা দরকার এবং অতি শীঘ্র হজ্জের ফরয আদায় করা দরকার। কারণ আগামী দিন এই নি'আমত তার কাছে থাকবে কি না কেউ বলতে পারে না!

● চারটির একটিও বাদ দিলে চলবে না

৫৯ - عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ نِ الْحَضْرَمِىِّ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللّٰهُ فِى الْاِسْلَامِ، فَمَنْ اَتٰى بِثَلَاثٍ لَمْ

يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا حَتّٰى يَأْتِىَ بِهِنَّ جَمِيْعًا الصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ ـ (مسند احمد)

৫৯. অর্থ ঃ যিয়াদ বিন নু'আয়েম হাযরামী রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের মধ্যে চারটি বড় ইবাদত আল্লাহ ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তার মধ্যে তিনটি ইবাদত পালন করবে এবং একটি বাদ দেবে, ঐ তিন ইবাদত তার কোনো কাজে আসবেনা। এই চার ফরয ইবাদত হলো নামায, যাকাত, রমযানের রোযা এবং আল্লাহর ঘরে গিয়ে হজ্জ্ব পালন। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীস দীনের মধ্যে এই চার ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরে। বিশেষ করে আজকালের মুসলমানদের জন্যে এ হাদীস অতি গুরুত্বপূর্ণ। আজ মুসলমানদের মধ্যে এক বিরাট অংশ নামায পড়েনা। আবার যারা নামায পড়ে তাদের মধ্যে বহু লোক যাকাত দেয়না। অনেকে কেবলমাত্র রোযা রাখে কিন্তু নামাযের ধারে কাছেও যায়না, যাকাতও দেয়না। কিছু লোক নামায রোযা ও যাকাতের চিন্তা করে, কিন্তু হজ্জ্ব সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করেনা।

এ ধরনের লোককে রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এ চার আরকানই পূর্ণ করো। যদি তিনটি কাজ করো এবং চতুর্থটি বাদ দাও তাহলে আখিরাতে মুশকিলে পড়বে। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, আমি তোমার জন্যে চার বুনিয়াদি ফরয নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম, তিন বা দুই বা এক নয়। তুমি কোন্ অধিকার ও ক্ষমতায় একে বিভক্ত করেছো? বান্দাহ্ হয়ে কেন আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছো? মুসলমান হয়ে, নবীর উম্মত হয়ে বন্দেগীর প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও এরকম বিদ্রোহ কেন করেছো?

ভেবে দেখুন, মানুষ তখন এ প্রশ্নের কি জাবাব দেবে? তখন কি ভীষণ পরিণামের সন্মুখীনই না হতে হবে। তাই এই চারটি প্রধান ইবাদতই যথাযথভাবে পালন করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য।

*

www.bjilibrary.com

৫

পারস্পারিক অধিকার

● মা বাবার অধিকার

٦٠- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ - (ابن ماجه)

৬০. অর্থ ঃ আবি উমামা রা. থকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ সন্তানের উপর মাতা পিতার অধিকার কী? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাঁরা তোমার জান্নাত, আবার তারাই তোমার জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এর মানে- যদি তাঁদের অধিকার আদায় করো, তাঁদের সেবা করো, তবে তোমরা জান্নাতের হকদার হবে। আর যদি তাদের অধিকার না মানো, তা আদায় না করো, তবে জাহান্নাম হবে তোমাদের স্থান।

কুরআন হাদীস থেকে জানা যায়, বাপ অপেক্ষা মায়ের দরজা বড়। মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দানের সাথে সাথেই গর্ভাবস্থায়, তারপর শিশুর দুগ্ধ-দানে ও লালন-পালনে মায়ের যে সমস্ত কষ্ট কাঠিন্য ও দুঃখ-মসীবত সহ্য করতে হয়, কুরআনে সেগুলোর কথা উল্লেখ হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদিসটি থেকেও মার বিরাট হকের কথা জানা যায় ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার মাকে ইয়েমেন থেকে পিঠে বহন করে হজ্জ করিয়েছি, তাঁকে আপন পিঠে করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছি, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করেছি, তাঁকে বহন করে আরাফাতে গিয়েছি, আবার সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে মুয্দালফায় এসেছি, মিনাতে কংকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি যারপর নাই বৃদ্ধা, চলৎ-শক্তি একেবারে রহিত। তাঁকে পিঠের উপর বহন করেই আমি এ সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করেছি। তাঁর হক কি আমি আদায় করতে পেরেছি?

www.bjilibrary.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন ঃ না, তাঁর হক আদায় হয়নি। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ কেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কারণ তোমার মা তোমার শৈশবে এ সমস্ত দুঃখ-কষ্টই তোমার জন্য সহ্য করেছেন এই আশা নিয়ে যে তুমি বেঁচে থাকো। আর তুমি তোমার মার যা কিছু করেছো, তা এই আশা নিয়ে করেছো যে তিনি মরে যাবেন।

● মায়ের পদতলে জান্নাত

٦١- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمْهَا، فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا - (مسند احمد)

৬১. অর্থ ঃ জাহিমার পুত্র মু'আবিয়া রা. বর্ণনা করেন, আমার পিতা জাহিমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদে যেতে চাই। আপনার পরামর্শ নেয়ার জন্য হাযির হয়েছি। (আপনি কি হুকুম করছেন?)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন। রসূল সা. বললেন ঃ তবে তুমি গিয়ে তাঁর খিদমতে লেগে থাকো। তোমার জান্নাত তাঁর পায়ের নিকটে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম জানতেন যে তাঁর মা বেঁচে আছেন এবং তাঁর মা খুবই বৃদ্ধা ও অক্ষম হয়ে পড়েছেন। সুতরাং এ অবস্থায় পুত্রের খিদমতের তিনি বড় মুখাপেক্ষী। কিন্তু পুত্রের জিহাদে অংশ গ্রহণের বড় আশা আকাঙ্খা। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমার জিহাদের ময়দান তোমার ঘরেই বর্তমান। যাও, তোমার মায়ের অকৃত্রিম খিদমতে নিজেকে নিযুক্ত করো।

এ হাদীসের এ মর্ম গ্রহণ করা ভুল হবে যে, যার মা-বাপ জীবিত আছে তার পক্ষে দীনের খিদমতে বের হওয়া চলবেনা। বরং বৃদ্ধ পিতা মাতার খিদমত করার অন্য কেউ না থাকলে সে ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য।

● মা-বাবার জন্যে দু'আ করা

٦٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ

وَالِدَاهُ اَوْاَحَدُهُمَا وَاَنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًا- (بيهقى)

৬২. অর্থ ঃ আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যদি কারোর মা-বাপ একজন বা দুজনই মরে যায় এবং তাঁদের জীবিত অবস্থায় সে তাঁদের নাফরমানি করে থাকে (তারপর মা-বাপের মৃত্যুর পর এই নাফরমানি সম্পর্কে তার চেতনা হয়।) তবে সে যেনো তাঁদের জন্য দু'আ করতে থাকে। তাঁদের জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করে প্রার্থনা করতে থাকে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে মা-বাপের হুকুম মান্যকারীরূপে গণ্য করে মা-বাপের অবাধ্যতার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবেন। (বায়হাকী)

● মৃত্যুর পর মা-বাবার সাথে সুসম্পর্ক রাখার উপায়

٦٣- عَنْ اَبِىْ اَسِيْدٍ مَّالِك بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِىِّ (رض) قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ اَبَوَاىَ شَيْئٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ : نَعَمِ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا، وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاَنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لاَتُوْصَلُ اِلاَّ بِهِمَا، وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا-

৬৩. অর্থ ঃ আবু আসীদ মালিক বিন রবি'আ সায়িদী বলেন, একদিন আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম, এমন সময় সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি আসলেন। তিনি রসূল সা. কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমার মা-বাপ মারা গেছেন। আমার উপর তাঁদের কোনো হক বাকী আছে কি, যা আমার আদায় করা উচিত?

তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, তাঁদের জন্য দু'আ করা, ক্ষমা চাওয়া, তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, তাঁদের আত্মীয়দের সংগে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান দেখানো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান)

● খালার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা

٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَقَدْ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيْرًا فَهَلْ لِىْ مِنْ

تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَلَكَ وَالِدَانِ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ فَلَكَ خَالَةٌ، قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَبِرَّهَا اِذًا -

৬৪. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক বড় গুনাহ করে ফেলেছি, এর থেকে তওবা করার কি কোনো (বাস্তব) উপায় আছে?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মা-বাপ কি বেঁচে আছেন? সে উত্তর করলো, না।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোনো খালা বেঁচে আছেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিলো, হ্যাঁ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যাও, গিয়ে তাঁর খিদমত করো। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ তওবার সাধারণ উপায় হচ্ছে-নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, অন্তরে অন্তরে আল্লাহ তা'আলার কাছে কাঁদা ও ক্ষমা-ভিক্ষা করা। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান দ্বারা একথা জেনেছেন, যদি মা বা খালার সাথে সদ্ব্যবহার করা যায় এবং তাঁদের খিদমত করা হয়, তবে এ পাপ ধুয়ে-মুছে যেতে পারে। একথা পয়গম্বর ছাড়া অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

● শিক্ষককে সম্মান করো

٦٥- رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَعَلَّمُوْا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوْا الْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوْا لِمَنْ تَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ -(طبرانى)

৬৫. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ দীনের ইলম শিক্ষা করো, দীনের জ্ঞান অর্জন করো, প্রশান্তি ও মর্যাদাবোধের জ্ঞান শিক্ষা করো এবং যার কাছ থেকে তোমরা ইলম শিক্ষা করো, তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করো। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ আলিমদের সত্যনিষ্ঠ অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পরে মানুষের মাঝে সব চেয়ে বড় দরজা হচ্ছে মা-বাপের। মা-বাপ যেনো প্রাসাদের নির্মাতা এবং শিক্ষক এই নির্মিত প্রসাদকে শিল্প সৌন্দর্য ও অলঙ্কারে সজ্জিত করেন।

www.bjilibrary.com

● স্বামীর অধিকার

٦٦- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَتْ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّىْ وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، هٰذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَاِنْ اُصِيْبُوْا اُجِرُوْا، وَاِنْ قُتِلُوْا كَانُوْا اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ- وَنَحْنُ مَعْشَرُ النِّسَاءِ نَقُوْمُ عَلَيْهِمْ، فَمَا لَنَا مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَبْلِغِىْ مَنْ لَقِيْتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهٖ يَعْدِلُ ذٰلِكَ وَقَلِيْلٌ مِّنْكُنَّ مَنْ يَّفْعَلُهٗ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ هٰكَذَا مُخْتَصَرًا وَالطَّبَرَانِىُّ فِىْ حَدِيْثٍ قَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ، ثُمَّ جَاءَتْهُ يَعْنِى النَّبِىَّ (ص) امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّىْ رَسُوْلُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، وَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ اَوْ لَمْ تَعْلَمْ إِلاَّ وَهِىَ تَهْوٰى مَخْرَجِىْ إِلَيْكَ، اَللّٰهُ رَبُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كَتَبَ اللّٰهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَاِنْ اَصَابُوْا اُجِرُوْا وَ إِنْ اَسْتُشْهِدُوْا كَانُوْا اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَمَا يَعْدِلُ ذٰلِكَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ مِّنَ الطَّاعَةِ؟ قَالَ : طَاعَةُ اَزْوَاجِهِنَّ وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوْقِهِمْ، وَقَلِيْلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَّفْعَلُهٗ -

৬৬. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! মেয়েরা আমাকে তাদের প্রতিনিধি করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। (দেখুন) যুদ্ধ-জিহাদ পুরুষদের উপর ফরয করা হয়েছে। যদি তারা তাতে আহত হয় তার জন্য তারা পুরস্কার পাবে, যদি শহীদ হয় তবে আল্লাহর সান্নিধ্যে তারা জীবিত অবস্থায় থাকবে এবং তাঁর নি'আমতসমূহ ভোগ করতে থাকবে। কিন্তু আমরা মেয়েরা তাদের ঘর এবং সন্তানদের দেখাশোনা করি। এর জন্য আমরা কি পুরস্কার পাবো?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যেসব মহিলার সাথে তোমার সাক্ষাত ঘটে তাদের একথা জানিয়ে দিও যে, স্বামীর আনুগত্য করা এবং স্বামীর অধিকার আদায় করা যুদ্ধ-জিহাদের সমতুল্য। কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মহিলাই এ দুটি করে। (বাযযার)

www.bjilibrary.com

তাবরানীও এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যার শেষাংশ হলো ঃ প্রতিনিধি মহিলা এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, মেয়েরা আমাকে তাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আর প্রতিটি মহিলা আপনার কাছে আমার এ আসার কথা তার জানা থাক বা না থাক, কিন্তু আমার এ আসাকে তারা পছন্দ করে। (দেখুন) আল্লাহ্ তা'আলা মেয়েদের ও পুরুষদের উভয়েরই প্রভু ও মাবুদ। পুরুষদের উপর যুদ্ধ-জিহাদ ফরয করা হয়েছে। যদি তারা শত্রুদের মারে তার জন্য পুরস্কার পায়। যদি নিজেরা শহীদ হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে উচ্চতর জীবন লাভ করে এবং নি'আমতসমূহ্ ভোগ করতে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা কি কাজ করবো যা পুরুষদের এই যুদ্ধ জিহাদের সমতুল্য হবে?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন ঃ মহিলাদের পক্ষে স্বামীর আনুগত্য করা এবং স্বামীর অধিকার আদায় করা পুরুষদের যুদ্ধ-জিহাদের সমান। কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব কম নারীই এ দুটি দায়িত্ব পালন করে।

● স্ত্রীর অধিকার

٦٧- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا فَدَارِهَا تَعِيْشُ بِهَا -

৬৭. অর্থ ঃ সামুরা বিন জুনদুব রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারীদের সৃষ্টি হয়েছে পার্শ্বদেশের হাড় থেকে। যদি তুমি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে নরম ব্যবহার করো, তবে সুখ ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন-যাপন করতে পারবে। (ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে, নারীর মেযাজ, তার ভাবনা-চিন্তা ও কাজ করার ভংগী পুরুষ থেকে ভিন্ন। পারিবারিক ব্যবস্থায় স্বামীর হাতে থাকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, যদি কোনো স্বামী নিজ স্ত্রীর ভাবাবেগ ও অনুভূতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধুমাত্র নিজের কথা মানাবার জিদ করে, তবে পারিবারিক জীবনে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে এবং ঘর ঝগড়া-ফাসাদের নরক বনে যাবে।

এজন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে কোমল ও ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি এরকমভাবে না চলা হয় তবে মনোমালিন্যের কারণে শেষে অবস্থা তালাক পর্যন্ত গড়াতে পারে। আর তালাক আল্লাহর শরীয়তে পছন্দনীয় ব্যাপার নয়। মাত্র সর্বশেষ উপায় হিসেবে এ ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

এ হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, স্ত্রীলোক বাঁকা স্বভাবের হয় আর পুরুষ বড় সোজা-সিধা হয়ে থাকে। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের তাৎপর্য হচ্ছে : গায়ের-ইসলামী জাহেলী সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়না। কিন্তু তোমরা তো আল্লাহর মু'মিন বান্দা। সুতরাং স্ত্রীলোকদের সাথে তোমাদের উত্তম ব্যবহার করা উচিত। অতএব তোমরা স্ত্রীলোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো। কোনো কোনো বর্ণনায় হাদীসটির শেষ অংশ নিম্নরূপঃ

فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا-

অর্থাৎ তুমি নিজ স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করো আর অন্যকেও তার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য তাগিদ করো।

● সন্তানের অধিকার

٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَكْرِمُوْا أَوْلاَدَكُمْ وَأَحْسِنُوْا أَدَبَهُمْ- (ابن ماجه)

৬৮. অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা নিজেদের সন্তানদের সাথে কোমল ব্যবহার করো এবং তাদের উত্তম তা'লীম ও তরবিয়ত প্রদান করো। (ইবনে মাজাহ্)

● পরিজনের প্রশিক্ষণ

٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لاَ يَسْتَرْعِيَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ اِلاَّ سَأَلَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَقَامَ فِيْهَا اَمْرَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَمْ اَضَاعَهُ حَتّٰى يَسْأَلَهُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً - (مسند احمد)

৬৯. অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর কোনো বান্দাকে লোকদের উপর কর্তৃত্ব দান করেন, কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর সেই বান্দার কাছ থেকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে অবশ্যই হিসাব গ্রহণ করবেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সে তার অধীনস্থ লোকদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার দীন জারী করেছে নাকি তা বরবাদ করেছে? এমনকি প্রত্যেককে তার নিজস্ব পরিবার পরিজন সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ গৃহ স্বামীকে তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি এবং যারা তার পোষ্য বা তার অভিভাবকত্বের অধীনে বাস করে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তাদের দীনি ও আখলাকী শিক্ষা-দীক্ষার কতদূর ব্যবস্থা করেছিল। সে ব্যক্তি যদি তাদের দীনি শিক্ষা দানে ও দীনদার বানাবার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে, তবে সে অব্যাহতি পাবে, নচেত সে খুবই বিপদের সম্মুখীন হবে। সে নিজে যতোই খোদা-পরস্ত ও দীনদার হোক না কেন।

● গরীব মিসকীনদের অধিকার

٧٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اِدْخَالُكَ السُّرُوْرَ عَلٰى مُؤْمِنٍ اَشْبَعْتَ جُوْعَتَهُ اَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ اَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً - (طبرانى)

৭০. অর্থ : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : সব থেকে উত্তম কাজ কি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : কোনো মুসলমানের অন্তরকে সন্তুষ্ট করে দেয়া। সে যদি ক্ষুধার্ত থাকে তবে তাকে আহার দেয়া। যদি তার পরিধেয় না থাকে, তাকে পরিধানের কাপড় দেয়া। যদি তার কোনো প্রয়োজন অপূর্ণ থাকে তা পূর্ণ করে দেয়া। (তাবরানী)

● মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করা

٧١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَيُّمَا مُؤْمِنٍ اَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقٰى مُؤْمِنًا عَلٰى ظَمَاٍ سَقَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ، وَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ -

৭১. অর্থ : আবু সায়ীদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার করালে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের বেশুমার ফল ফলারি খেতে দেবেন।

কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করালে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন মোহরবদ্ধ শরাব (অর্থাৎ নেশাবিমুক্ত জান্নাতের উত্তম পানীয়) পান করাবেন। কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে

বস্ত্রহীন অবস্থায় বস্ত্র পরিধান করালে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতী পোষাক পরাবেন। (তিরমিযী)

● **অসহায়কে সাহায্য করা**

٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَطْعَمَ أَخَاهُ حَتّٰى يُشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ مِنَ الْمَاءِ حَتّٰى يَرْوِيَهُ بَاعَدَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ مَا بَيْنَ كُلِّ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ -(طبرانى)

৭২. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে পেট ভরে আহার করাবে এবং পানি দিয়ে তার পিপাসা মিটাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। এক খন্দক থেকে অন্য খন্দকের দূরত্ব হবে পাঁচশ বছরের রাস্তা। (তাবরানী)

● **সৎ পরামর্শের সুফল**

٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ اِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ -(ترغيب)

৭৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি কাউকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করলে উদ্বুদ্ধকারী ব্যক্তি কাজটি সম্পন্নকারী ব্যক্তির তুল্য সওয়াব লাভ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা বড়ই পছন্দ করেন। (তারগীব ও তারহীব)

● **কর্মচারীদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করা**

٧٤- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ، قَالُوْا، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) أَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ الْاُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامٰى، قَالَ نَعَم، فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ اَوْلَادِكُمْ، وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاكُلُوْنَ، قَالُوْا، فَمَا يَنْفَعُنَا مِنَ الدُّنْيَا ؟ قَالَ، فَرَسٌ تَرْبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَمْلُوْكُكَ يَكْفِيْكَ، فَاِذَا صَلّٰى، فَهُوَا اَخُوْكَ -

www.bjilibrary.com

৭৪. অর্থ ঃ আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা, যে নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদের একথা জানাননি যে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এ উম্মতের মধ্যে ইয়াতীম ও গোলাম অধিক সংখ্যক হবে?

তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদের একথা বলেছি। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে সেই রকম কোমল ব্যবহার করো যেমনটি তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্তুতির সাথে করে থাকো। তাদের সেই খাদ্য খাওয়াও যা তোমরা খেয়ে থাকো।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ দুনিয়ার কোন্ জিনিস (আখিরাতে) আমাদের উপকারে আসবে?

তিনি বললেন ঃ সেই ঘোড়া যাকে তোমরা বেঁধে রেখে খাওয়াও এই উদ্দেশ্যে যে, তার উপর আরোহণ করে তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ করবে। তাছাড়া তোমাদের সেবক যারা তোমাদের কাজ করে, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো। আর যদি সে নামাযী হয়, তবে তোমাদের উত্তম ব্যবহারের সে আরও বেশী হকদার। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

● সাধ্যমতো কাজ দেয়া

٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ اِلاَّ مَا يُطِيْقُ، فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ وَلاَتُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللّٰهِ خَلْقًا اَمْثَالَكُمْ -

৭৫. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের উপর তোমাদের অধীনস্থদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের খাদ্য ও পানীয় দেবে, তাদের পরার কাপড় দেবে, আর তাদের উপর কাজের সেরূপ বোঝা চাপাবে, যা বহন করা তাদের সাধ্যের মধ্যে। যদি কোনো ভারী কাজ তাদের উপর অর্পণ করো, তবে তোমরাও তাতে সাহায্য করো। হে আল্লাহর বান্দারা! তারাও তোমাদের মতো আল্লাহর সৃষ্ট জীব, তারাও তোমাদের মতো মানুষ। তাদেরকে যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা। (ইবনে হিব্বান)

● কর্মচারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের পুরস্কার

٧٦- وَعَنْ عُمَرَبْنِ حُرَيْثٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : مَا

خَفَّفْتَ عَلٰى خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهٖ كَانَ اَجْرًا فِىْ مَوَازِيْنِكَ –

৭৬. অর্থ ঃ উমর বিন হুরাইস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতোটা লঘু কাজ নেবে, তোমাদের আমলনামায় ততোটা পুরস্কার ও সওয়াব লেখা হবে। (তারগীব ও তারহীব)

● প্রাণীদের প্রতি দয়া

٧٧– وَعَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَدْكُوِىَ فِىْ وَجْهِهٖ يَفُوْرُ مِنْخَرَاهُ مِنْ دَمٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا، ثُمَّ نَهٰى عَنِ الْكَىِّ فِىْ الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِىْ الْوَجْهِ – (ترمذى)

৭৭. অর্থ ঃ জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করছিল যার মুখমন্ডলে দাগ দেয়া হয়েছিল। তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছিল। রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে এমন কাজ করেছে। এরপর তিনি নিষেধ করে দিলেন যেনো মুখমণ্ডলে দাগ না দেয়া হয় এবং আঘাত না করা হয়। (ইবনে হিব্বান ও তিরমিযী)

● পশু পাখির প্রতি নিশানাবাজী করা যাবেনা

٧٨– عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهٗ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا اَوْ دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا وَقَدْ جَعَلُوْا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْ بْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا– لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا۔ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا – (بخارى و مسلم)

৭৮. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন তিনি কয়েকজন কুরাইশ বালকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বা মুরগীকে বেঁধে রেখে তাকে নিশানা বানিয়ে তীরন্দাজির অভ্যাস করছিল। পাখির

www.bjilibrary.com

মালিকের সাথে বালকেরা চুক্তি করে নিয়েছিল, যে তীর ক্ষতি করবে সেটি সে পাবে। ছেলেরা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে দেখে এদিক সেদিক পালিয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, কে এ কাজ করলো? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীকে নিশানা বানায় (অর্থাৎ তীরন্দাজি অভ্যাসের জন্য তাকে নিশানা স্বরূপ ব্যবহার করে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

● একটি উটের গল্প

৭৯-عَنْ يَحْيَ ابْنِ مُرَّةَ (رض) قَالَ وَكُنْتُ مَعَهُ يَعْنِيْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَ جَمَلٌ يَخُبُّ حَتَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ، وَيْحَكَ أُنْظُرْ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ؟ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا، قَالَ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ، فَدَعَوْتُهُ اِلَيْهِ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هٰذَا؟ فَقَالَ : وَمَا شَأْنُهُ؟ لَاأَدْرِىْ وَاللّٰهِ مَا شَأْنُهُ عَمِلْنَا عَلَيْهِ، وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ فَائْتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ، هَبْهُ لِيْ أَوْ بِعْنِيْهِ، قَالَ : بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : فَوَسَمَهُ بِمِيْسَمِ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ - (احمد)

৭৯. অর্থ : ইয়াহইয়া ইবনে মুররা রা. বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে বসেছিলাম। এমন সময় একটি উট দ্রুতবেগে দৌড়ে এসে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, তার দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করলেনঃ যাও, দেখো এটি কার উট? এর সাথে অবশ্যি কিছু ঘটেছে।

আমি উটটির মালিকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। জানতে পারলাম উটটি একজন আনসারীর। আমি সেই আনসারীকে ডেকে তার খিদমতে নিয়ে গেলাম।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমার উটের এ অবস্থা কেন (সে কাঁদছে কেন)? সে উত্তর দিল, আমি তো জানিনা, সে কেন কাঁদছে। আমি তার দ্বারা কাজ নিয়েছি। খেজুর গাছ ও বাগানগুলোতে আমি তার দ্বারা মশক ভরা পানি বহন করেছি। এখন সে আর সিঞ্চনের পানি বহনে সক্ষম নয়।

www.bjilibrary.com

এজন্যে গত রাত্রে আমরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করেছি, ওকে যবেহ্ করে গোশ্ত ভাগ করে নেবো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ তোমরা ওকে যবেহ করোনা। ওটা আমাকে বিনা মূল্যে দাও, অথবা আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। আনসার সাহাবী উত্তর দিলো ঃ হে আল্লাহ রসূল, আপনি এটা বিনামূল্যে কবুল করুন।

রাবী (ইবনে মুর্‌রা রা.) বললেন, রসূল উটটির গায়ে বায়তুলমালের পশুর ছাপ লাগালেন, তারপর সেটা বায়তুলমালের পশুদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

● যবেহ্‌র পূর্বে ছুরিতে ধার দাও

٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى رَجُلٍ وَّاضِعٍ رِجْلَهُ عَلٰى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يَحِدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِىَ تَلْحَظُ اِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، قَالَ أَفَلاَ قَبْلَ يَمُوْتُ هٰذَا؟ أَوَتُرِيْدُ اَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَتَيْنِ؟ وَفِىْ رِوَايَةٍ أَيُرِيْدُ اَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَانٍ؟ اَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا؟

৮০. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি বকরীকে শুইয়ে ফেলে তার উপর একটি পা দিয়ে চেপে ধরে নিজের ছুরিতে ধার দিচ্ছিল। আর বকরীটি তার এই কাজের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে এরশাদ করলেন ঃ তোমার যবেহ্ করার পূর্বে বকরীটি মরবেনা তো? তুমি কি এটাকে দুইবার মারতে চাও।

অন্য একটি বর্ণনার ভাষা হলো ঃ তুমি কি এটাকে বারবার মৃত্যু দিতে চাও? এটাকে শায়িত করার পূর্বেই তুমি নিজের ছুরি কেন ধার দিয়ে নাওনি?

● এক পশুকে অন্য পশুর সামনে যবেহ্ করোনা

٨١- رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ (ص) بِحَدِّ الشِّفَارِ وَاَنْ تُوَارِىَ عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ اِذَا ذَبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ-

৮১. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে ধারালো ছুরি দিয়ে যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরো নির্দেশ দিয়েছেন, এক পশুকে অন্যান্য পশুর সামনে যবেহ না করতে।

এছাড়া তিনি এই হুকুমও দিয়েছেন যে, যখন তোমরা কোনো পশু যবেহ করো তখন শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ করে দাও। (বেশীক্ষণ জানোয়ারকে কষ্ট দিও না)।

٨٢- عَنِ الشَّرِيْدِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَا رَبِّ اِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِىْ عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِىْ مَنْفَعَةً -

৮২. অর্থ ঃ শাররীদ রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি চড়ুই পাখীকেও অনর্থক মারবে, কিয়ামতের দিন উক্ত পাখী আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করবে, হে আমার রব! অমুক ব্যক্তি আমাকে অনর্থক হত্যা করেছিল, কোনো প্রয়োজনের কারণে আমাকে মারেনি।

ব্যাখ্যা ঃ সখের বশবর্তী হয়ে প্রাণী মারা খুব বড় গুনাহ। কেবল প্রয়োজনেই শিকার করা যেতে পারে।

● অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ

٨٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ مَثَّلَ بِذِىْ رُوْحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مسند احمد)

৮৩. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ করলো এবং তওবা না করে মরে গেলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার অঙ্গচ্ছেদ করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

●

www.bjilibrary.com

৬

পারস্পারিক আচার ব্যবহার

● হালাল উপার্জন

٨٤- عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ، فَاِنَّ نَفْسًا لَّن تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْفِىَ رِزْقَهَا وَاِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرُمَ - (ابن ماجه)

৮৪. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং তাঁর অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকো। জীবিকার সন্ধানে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করোনা। কোনো ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত সমগ্র রিযিক না পাওয়া পর্যন্ত মরবেনা। যদিও তা পেতে কিছু বিলম্ব হয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং উপার্জনের উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। হালাল পন্থায় উপার্জন করো এবং হারামের কাছেও যেয়োনা। (ইবনে মাজাহ)

● পরিশ্রমের উপার্জন সর্বোত্তম উপার্জন

٨٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْعَامِلِ اِذَا نَصَحَ - (مسند احمد)

৮৫. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে শ্রমদানকারীর উপার্জন, যদি সে সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতার সাথে কাজ করে। (মুসনাদে আহমদ)

● শ্রমজীবি মুমিনরা আল্লাহর প্রিয়

٨٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ - (طبرانى)

৮৬. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই মুমিনকে ভালোবাসেন, যে পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করে। (তাবরানী)

● সৎ ব্যবসায়

٨٧ - عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهٖ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنْ اَفْضَلِ الْكَسْبِ، فَقَالَ بَيْعٌ مَّبْرُوْرٌ وَّعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ -

৮৭. অর্থ ঃ জুমাঈ ইবনে উমায়ের তার মামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মামা বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সর্বোত্তম উপার্জন কোন্‌টি? রসূল সা. উত্তর দেন, সর্বোত্তম উপার্জন হলো ব্যবসা বাণিজ্য যদি তার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানির পদ্ধতি অবলম্বন করা না হয়, এবং কায়িক পরিশ্রমের উপার্জন। (মুসনাদে আহমদ)

● উপার্জনের সঠিক দৃষ্টি ভংগি

٨٨ - عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ (ص) رَجُلٌ، فَرَأٰى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنْ جَلَدِهٖ وَنَشَاطِهٖ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ كَانَ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى وَلَدِهٖ صِغَارًا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى نَفْسِهٖ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى رِيَاءً وَّمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ -

৮৮. অর্থ ঃ কা'ব বিন উজরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি পথ অতিক্রম করলো। সাহাবারা তাকে জীবিকা উপার্জনে খুবই তৎপর ও আকৃষ্ট দেখে রসূল সা. কে বললো, যদি এ ব্যক্তির এ দৌড়ধোপ ও অনুরাগ আল্লাহর রাস্তায় হতো, তবে কতোই না উত্তম হতো।

এ কথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যদি এ ব্যক্তি নিজের ছোট ছোট উপার্জনোক্ষম সন্তানদের জন্য এ দৌড়ধোপ করে থাকে, তবে এ কাজ আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে। যদি সে বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে প্রতি পালনের জন্যে সচেষ্ট থাকে, তবে তাও আল্লাহর পথে বলে গণ্য হবে। আর যদি সে নিজের জন্য এ চেষ্টা করে এবং তাতে তার উদ্দেশ্য থাকে কারুর কাছে হাত

www.bjilibrary.com

প্রসারিত না করা, তবেও তার এ চেষ্টা তৎপরতা আল্লাহর পথে বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি তার এ পরিশ্রম অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করে মানুষের উপর নিজের বড়াই করা ও বড়াই দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে এ সমস্ত পরিশ্রম শয়তানের রাস্তায় বলে গণ্য হবে। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ মুমিনের পূরো জীবনই ইবাদতের জীবন। তার প্রত্যেকটি কাজই ইবাদত, সওয়াব ও পুরস্কারের যোগ্য। ইসলামে জিহাদ তাকওয়া এবং ইবাদতের যে ব্যাপক ধারণা, তা এই হাদিসটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্য একটি হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মুমিন ব্যক্তি নিজের জন্যে, নিজ স্ত্রীর জন্যে, নিজ সন্তান-সন্তুতির জন্যে ও নিজ কর্মচারীদের জন্যে যা কিছু খরচ করে, সেসবও ইবাদত বলে গণ্য হবে। সে জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পুরস্কার দান করবেন।

● অর্থ সম্পদের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টি ভংগি

٨٩ - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَضٰى يُكْرَهُ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَتُرْسُ الْمُؤْمِنِ، وَقَالَ لَوْلاَ هٰذِهِ الدَّنَا نِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلاَءِ الْمُلُوْكُ، وَقَالَ مَنْ كَانَ فِىْ يَدِهٖ مِنْ هٰذِهٖ شَيْئٌ فَلْيُصْلِحْهُ، فَاِنَّهٗ زَمَانٌ اِنِ احْتَاجَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِيْنَهٗ، وَقَالَ الْحَلاَلُ لاَ يَحْتَمِلُ السَّرَفَ - (مشكوة)

৮৯. অর্থ ঃ সুফিয়ান সওরী বলেছেন, ইতোপূর্বে নবুয়্যত ও খিলাফতের যামানায় ধন-সম্পদকে অপছন্দনীয় জিনিস বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু আমাদের সময় ধন-সম্পদ মুমিনের ঢাল সমতুল্য।

তিনি বলেন, যদি আমাদের কাছে আজ এ দিরহাম ও দীনার না থাকতো তাহলে শাসক ও আমীর লোকেরা আমাদেরকে রুমাল বানিয়ে নিতো।

আজ যার কাছে কিছু দিরহাম ও দীনার আছে তা কিছু কাজে লাগানো দরকার (যাতে মুনাফা হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়)। কারণ, এখন যামানাটা এমন যে, মানুষ যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে প্রথমে নিজের দীনকে বেচে দেবে। হালাল উপার্জন ব্যয় করা অপব্যয় নয়। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ শাসক ও আমীর লোকেরা আমাদেরকে রুমাল বানিয়ে নিতো - এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে ঃ যদি আমাদের কাছে অর্থ-সম্পদ না থাকতো তবে আমরা শাসক ও ধনবান লোকদের কাছে যেতে বাধ্য হতাম এবং তারা তাদের বাতিল উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যবহার করতো। কিন্তু আমাদের কাছে অর্থ থাকায় আমরা তাদের মুখাপেক্ষী নই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং

www.bjilibrary.com

সাহাবাদের যামানায় মানুষের ঈমান খুব মজবুত ছিলো, সেজন্যে অভাব অনটনের মধ্যেও তাঁরা সমস্ত প্রকার ঈমানী বিপত্তি থেকে নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু আজকাল মানুষের ঈমান তাঁদের তুলনায় দুর্বল। দারিদ্র ও পরমুখাপেক্ষিতায় মানুষ নিজের ঈমানকে বেচে দিতে প্রস্তুত হবে। তাই, সুফিয়ান সওরী রা. এই নসীহত করেছেন। এর দ্বারা তিনি আয়েশ সন্ধানী হবার শিক্ষা দান করেননি।

হাদীসটার শেষ বাক্যের তাৎপর্য হচ্ছে ঃ হালাল রুযীতে অপব্যয় নেই, অপব্যয়ের সম্পর্ক হারামের সাথে। যেমন কেউ যদি উত্তম কাপড় পরে, উত্তম খাদ্য খায় তবে সে জন্য আপনি বলতে পারেননা যে, সে অপব্যয় করছে। অবশ্য সে জন্যে শর্ত হচ্ছে এ উত্তম পোষাক ও উত্তম খাদ্য হালাল উপায়ে অর্জিত হতে হবে। (মিশকাত)

● ঋণ দানের ফযীলত

৯০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ - (ترغيب وترهيب)

৯০. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি ঋণই একটি দান। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেয়, তবে এটা একটা পূণ্যের কাজ এবং এর জন্য কর্জদাতা আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবেন। কেননা কর্জদাতা ঋণ গ্রহীতার মুশকিল দূর করে দিয়েছেন, সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কর্জদাতার মুশকিল দূর করে দেবেন।

৯১- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُّقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّتَيْنِ -

৯১. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কোনো মুসলমান যদি অন্য মুসলমানকে একবার কর্জ দেয়, তবে সে সেই অর্থ দু'বার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সমতুল্য সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ)

● ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়ার পুরস্কার

৯২- عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوْا عَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ

شَيْئًا؟ قَالَ لَا، قَالُوْا تَذَكَّرْ، قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِيْ أَنْ يُنْظِرُوْا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوْا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ، قَالَ اللّٰهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ - (بخاری)

৯২. অর্থ ঃ হুযাইফা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের পূর্বে যেসব (মুসালমান) লোক মরে গেছে, তাদের একজনের কাছে ফেরেশতা এসে প্রশ্ন করে, তুমি কি পৃথিবীতে কোনো ভাল কাজ করে এসেছো? লোকটি উত্তর দেয় 'না।'

ফেরেশতা বলে ঃ স্মরণ করো, ভালো করে মনে করে দেখো, যদি কোনো ভালো কাজ করে থাকো তো বলো।

সে বলে ঃ আমি মানুষকে ঋণ দিতাম এবং আমার কর্মচারীদের এই নির্দেশ দিতাম ঋণ গ্রহীতা যদি অস্বচ্ছলতার কারণে নির্দিষ্ট সময় ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তবে যেনো তাকে আরও অবকাশ দেয়া হয়, আর ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির প্রতিও যেনো কোমল ব্যবহার করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের হুকুম করেন, এর প্রতি কোমল ব্যবহার করো। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এমনও হয় যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো বান্দার কোনো বিশেষ কাজকে এতোটা পছন্দ করেন যে, তার সেই পছন্দনীয় কাজের খাতিরে তার অন্যান্য সমস্ত পাপ তিনি ঢেকে দিয়ে তাকে জান্নাতে স্থান দান করবেন। এই মর্মে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কে জানে কখন কোন্ বান্দার কোন্ কাজ আল্লাহ্ তা'আলা খুবই পছন্দ করবেন।

٩٣- عَنْ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ - (مسند احمد)

৯৩. অর্থ ঃ বুরাইদা রা. বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো অসচ্ছল ব্যক্তিকে কর্জ দান করলে সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্জ দাতার আমলনামায় প্রতিদিন একটি করে দানের পূণ্য লেখা হয়। আর নির্দিষ্ট সময়ের যদি মধ্যে কর্জ গ্রহীতা কর্জ আদায় করতে না পারে এবং ঋণদাতা তাকে আরো অবকাশ দেয়, তবে কর্জ দাতার আমলনামায় প্রতিদিন দু'টি করে দানের পূণ্য লেখা হয়। (মুসনাদে আহমদ)

www.bjilibrary.com

● সুদখোরী

٩٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا اِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهِ اِلٰى قِلَّةٍ وَفِىْ صَحِيْحِ الْاِسْنَادِ فِىْ لَفْظٍ لَّهٗ : اَلرِّبَا وَ اِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهٗ اِلٰى قُلٍّ - (ابن ماجه وحاكم)

৯৪. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ সুদের অর্থ জমা করার পরিণাম হয় অসচ্ছলতা। অন্য একটি বর্ণনার ভাষা এরূপ ঃ সুদের অর্থ যতোই অধিক হোক না কেন, অবশেষে তার পরিণতি হয় অসচ্ছলতা। (ইবনে মাজাহ ও হাকিম)

● সুদখোরীর নিকৃষ্ট পরিণতি

٩٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ لَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقِىْ فَاِذَا اَنَا بِرَعْدٍ وَ بُرُوْقٍ وَصَوَاعِقَ، قَالَ فَاَتَيْتُ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ، قُلْتُ، يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ اَكَلَةُ الرِّبَا -

৯৫. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে রাত্রে আমার মিরাজ হয়, আমি সপ্তম আসমানে পৌছে উর্ধে দৃষ্টিপাত করি, সেখানে চলছিল গর্জন ও বিদ্যুতের চমক। সেখানে আমি এমন কয়েকজন লোকের নিকট দিয়ে যাই যাদের পেট এতোটা স্ফীত ছিলো যেনো তা ঘর। আর তা ছিলো সাপে পরিপূর্ণ। সাপগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রীল, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর। (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

٩٦- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ (ص) رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ، فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُّقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِّنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَّعَلٰى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِىْ

www.bjilibrary.com

النَّهْرِ، فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ رَمٰى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ : مَا هٰذَا الَّذِىْ رَاَيْتُهٗ فِى النَّهْرِ؟ قَالَ اٰكِلُ الرِّبَا -

৯৬. অর্থ ঃ সামুরা বিন জুন্দব রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাত্রে আমি দেখলাম, দু'ব্যক্তি আমার কাছে এলো এবং আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে আমরা উপরের দিকে উঠি। শেষে এক রক্তের নদী পর্যন্ত পৌছাই। রক্ত নদীতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলো। আর নদীর তীরে ছিলো অন্য এক ব্যক্তি, যার হাতে ছিলো পাথর। যে ব্যক্তি নদীর মধ্যে দাঁড়িয়েছিল সে নদী থেকে উঠার জন্য অগ্রসর হলে তীরের লোকটি তার মুখে পাথর মেরে মেরে তাকে আবার ভর নদীতে ঠেলে পাঠিয়ে দিতো। লাগাতার এমনটি হচ্ছিল। সে নদী থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছিল আর এ ব্যক্তি তাকে মুক্ত হতে দিচ্ছিলনা। যখনই সে তীরে আসে তাকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

আমি জিব্রীল কে জিজ্ঞাসা করলাম, যাকে আমি নদীর মধ্যে দেখছি সে ব্যক্তি কে? তিনি উত্তর দিলেন, এ ব্যক্তি পৃথিবীতে সুদ খেতো। (সহীহ বুখারী)

● ওয়ারিশকে বঞ্চিত করার অপরাধ

৯৭- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ اَسْلَمَ وَتَحْتَهٗ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اَخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا، فَلَمَّا كَانَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهٗ وَقَسَمَ بَيْنَ اِخْوَةِ اَبِيْهِ فَبَلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ، فَقَالَ اِنِّىْ لَاَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِىْ مَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهٗ فِىْ نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ اَنْ لَاتَمْكُثَ اِلَّا قَلِيْلًا، وَاَيْمُ اللّٰهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِىْ مَالِكَ وَاِلَّا لَاُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ وَلَاٰمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ اَبِىْ رِغَالٍ - (مسند احمد)

৯৭. অর্থ ঃ সালিম তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, সাকাফী গোত্রের গাইলান ইবনে সালামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হুকুম দিলেন ঃ তুমি এর মধ্যে চার বিবিকে বেছে নাও। বাকী ছয়জনকে পরিত্যাগ করো।

www.bjilibrary.com

গাইলান ইবনে সালামা রা. উমর বিন খাত্তাবের খিলাফতের যামানায় নিজের বাকী চার বিবিকে তালাক দিয়ে নিজের সমস্ত সম্পদ নিজ চাচাদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত উমর রা. এ খবর পেয়ে গাইলানকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় শয়তান উপরে উঠে তোমার মৃত্যুর খবর শুনে এসে তোমাকে বলেছে তুমি আর মাত্র কয়েকদিন বেঁচে থাকবে। (এজন্য তুমি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে তোমার বিবিদের তালাক দিয়ে সমস্ত সম্পদ নিজের বাপের ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ)। আল্লাহর কসম, তোমাকে তোমার বিবিদের ফিরে নিতে হবে এবং ভাগ করে দেয়া অর্থ সম্পদ ফেরত নিতে হবে। নচেত আমি নির্দেশ দিয়ে তোমার বিবিদের তোমার উত্তরাধিকারী করে দেবো। আর হুকুম দেবো যেভাবে আবু রিগালের কবরের উপর পাথর মারা হয়েছিল সেভাবে যেনো তোমার কবরের উপরও পাথর নিক্ষেপ করা হয়। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কিতাবে উত্তরাধিকারের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নিজের কোনো উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই। এরূপ করা মহাপাপ। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি এরূপ করে তবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে, এরূপ ফাসিকী কাজকে কার্যকরী হতে না দেয়া।

পাথর মারার শাস্তি অভিশপ্ত ব্যক্তিকে দেয়া হয়ে থাকে। এই হাদীস থেকে জানা গেলো উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা অভিশপ্ত কাজ।

আবু রিগাল ছিলো জাহেলিয়াতের যামানার এক ব্যক্তি, যে আবরাহার কা'বা আক্রমণে সহযোগিতা করেছিল। আবরাহা যখন কাবাকে ধ্বংস করতে বাহিনী নিয়ে এসেছিল তখন এই মালউন ব্যক্তিটি তাদের পথ নির্দেশ করে দিয়েছিল। এ জন্যে এই অভিশপ্ত ব্যক্তির কবরে পাথ নিক্ষেপ করা হয়।

● মানবাধিকারের গুরুত্ব

৯৮- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلدَّوَاوِيْنُ ثَلَاثَةٌ، دِيْوَانٌ لَايَغْفِرُ اللّٰهُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ، (السورة النساء، ايت : ٤٨) دِيْوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللّٰهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ، وَدِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللّٰهُ بِهٖ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِىْ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ فَذَاكَ اِلَى اللّٰهِ. اِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ، اِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ -

৯৮. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমলনামায় লিখিত পাপ তিন প্রকারের হবে ঃ

www.bjilibrary.com

এক প্রকারের পাপ হবে সেই পাপ যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। এ হচ্ছে শিরকের পাপ। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৪৮ আয়াতে এরশাদ করেছেন : (তাঁর সত্তা, গুণ, অধিকার ও ক্ষমতায়) তাঁর সংগে কাউকে অংশীদার গণ্য করার পাপকে আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না।

আমলনামায় লিখিত দ্বিতীয় প্রকার পাপ হবে বান্দার হক সম্পর্কিত। অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারিত তার হক আদায় করে না নেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে ছাড়বেননা।

আমলনামায় লিখিত তৃতীয় প্রকার পাপ হবে : আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার অধিকার সম্পর্কিত। এগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বে এভাবে রেখেছেন, ইচ্ছা করলে (তাঁর জ্ঞান ও বিবেচনা অনুযায়ী) তিনি শাস্তি দেবেন আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন। (মিশকাত)

٩٩- عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) دَعَا لِاُمَّتِهٖ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَاُجِيْبَ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ مَا خَلاَ الْمَظَالِمِ فَاِنِّىْ اٰخُذُ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ- (ابن ماجه)

৯৯. অর্থ : আব্বাস ইবনে মিরদাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার সন্ধ্যায় নিজ উম্মতের জন্যে দু'আ করেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব আসে : তোমার দু'আ আমি কবুল করলাম, তোমার উম্মতের পাপ আমি ক্ষমা করে দেবো। তবে যারা অন্যের অধিকার হরণ করেছে তাদের মুক্তি নেই। আমি যালিমের কাছ থেকে মযলুমের অধিকার অবশ্য অবশ্যই আদায় করে দেবো। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের ভাষা থেকে আল্লাহর ক্ষমা প্রদান সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি যেনো না হয়। আল্লাহ তা'আলার শাস্তি প্রদানের বিধি ও ক্ষমা করার বিধি উভয়টাই বিস্তারিতভাবে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি জানার জন্য এখানকার হাদীস সমষ্টিই যথেষ্ট। (ইবনে মাজাহ)

*

www.bjilibrary.com

৭

সৎ গুণাবলী ও অসৎ গুণাবলী

● তাওয়াক্কুল

১০০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ نَزَلَتْ بِهٖ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ كَانَ قَمِنًا اَنْ لاَّتُسَدَّ حَاجَتُهٗ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَتَاهُ اللّٰهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْمَوْتٍ اٰجِلٍ

১০০. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি অভাব অনটনে পড়ে তা দূর করার জন্য মানুষের কাছে যায়, সে ব্যক্তি তো এরই উপযুক্ত যে তার অভাব দূর হবেনা। আর যে ব্যক্তি নিজ অভাবের কথা আল্লাহ তা'আলাকে জানায়, তাঁরই কাছে অভাব পূরণের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা হয় তাকে দুনিয়াতেই রিযিক দেবেন, নয়তো নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন এবং সেখানে তাকে নিজ নিয়ামতরাজি দিয়ে ধন্য করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস মানুষকে তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দান করে। এ হাদীস বলে, তোমার প্রতিটি প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার কাছে পেশ করো। তাঁর কাছে দেয়ার সবকিছু আছে।

● সবর

১০১- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لِنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ : لاَيَمُوْتُ لِاِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهٗ اِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ : فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ : اَوِثْنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)؟ قَالَ اَوِثْنَانِ، وَ فِىْ اُخْرٰى لَهٗ اَيْضًا قَالَ : اَتَتِ امْرَأَةٌ بِصَبِىٍّ لَهَا، فَقَالَتْ : يَا نَبِىَّ اللّٰهِ، اُدْعُ اللّٰهَ لِىْ فَلَقَدْ

www.bjilibrary.com

دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، فَقَالَ : أَدَفَنْتِ ثَلَاثَةً، قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ - (مسلم)

১০১. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে নারীর তিনটি সন্তান মরে যাবে এবং সে পরকালের পুরস্কারের নিয়্যতে সবর করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একথা শুনে তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! যদি কোনো নারীর দুটি সন্তান মারা যায় এবং সেও যদি সবর করে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, সেও জান্নাতে যাবে।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসের বক্তব্য হলো ঃ এক মহিলা নিজের কোলে একটি শিশুকে নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমার জন্যে দু'আ করুন (যেনো সন্তানটি জীবিত থাকে)! আমি তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার তিনটি সন্তান মরে গিয়েছে? মহিলাটি বললো ঃ হ্যাঁ। রসূল সা. এরশাদ করলেন, তবে তো তুমি জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী মজবুত অবলম্বন লাভ করেছো। (সহীহ মুসলিম)

● দৃঢ়তা

١٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ قَامَ فِيْهِمْ. فَقَالَ، اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ، فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ (ص) : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ - (متفق عليه)

১০২. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা থেকে বর্ণিত ঃ কোনো এক জিহাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করতে লাগলেন, এমনকি সূর্য প্রায় অস্তমিত হবার উপক্রম হলো। তখন তিনি উঠলেন এবং মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে এরশাদ করলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধের আকাঙ্খা করোনা। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করো। কিন্তু যখন শত্রুর

www.bjilibrary.com

সম্মুখীন হয়ে পড়বে তখন ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করো এবং এই কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখো যে, জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে অবস্থিত।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, মেঘ পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলসমূহকে পরাজয় দানকারী। তুমি শত্রুদের পরাজিত করো এবং তোমার সাহায্য দ্বারা তাদের উপর আমাদের বিজয় দান করো। (বুখারী ও মুসলিম)

এরপর আক্রমণ করা হয়, মুসলমানেরা বিজয়লাভ করে এবং শত্রুদল পরাজিত হয়।

● গোপনীয়তা রক্ষা করা

١٠٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ اَمَانَةٌ - (ابو داؤد)

১০৩. অর্থ ঃ জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যখন কোনো ব্যক্তি তোমার সাথে কথা বলে এবং এধার ওধার ফিরে দেখে তখন তার সে কথা তোমার কাছে আমানত মনে করবে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি কথা বলেছে সে কথাটি গোপন রাখার জন্য মুখে না বললেও তার কথা গোপনীয়। তার অনুমতি ছাড়া একথা অন্য কাউকে তা জানানো উচিত হবেনা। তাহলে আমানতের খিয়ানত করা হবে। কথা বলার সময় তার এদিক ওদিক দেখার অর্থই হলো সে তার কথাকে অন্য লোক থেকে গোপন রাখতে চায়।

● ভালো ব্যবহার করা

١٠٤- وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لَاتَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ : اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا، وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا، وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ، اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا، وَاِنْ اَسَاءُوْا اَنْ لَا تَظْلِمُوْا - (ترمذى)

১০৪. অর্থ ঃ হুযাইফা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা অন্যদের অনুসারী হয়োনা। এমনটি চিন্তা করোনা যে লোকে আমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে আমরাও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবো। আর লোকেরা যদি আমাদের উপর যুলুম করে তবে আমরাও যুলুম করবো। না, এমনটি করোনা বরং তোমরা এই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো যে, মানুষ

www.bjilibrary.com

যদি তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তবে তোমরাও ভালো ব্যবহার করবে, আর মানুষ যদি তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহারও করে, তবু তোমরা তাদের উপর কোনো যুলুম করবেনা। (তিরমিযী)

● মজলিসের আদব

١٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَّجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا ـ

১০৫. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ মজলিসে কেউ যেনো অপর কাউকেও উঠিয়ে তার জায়গায় না বসে, বরং আগন্তুকের জন্য (মজলিসের লোকদের) প্রসারতা সৃষ্টি করা এবং বসবার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। (মুসনাদে আহমদ)

١٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا، قَالَ قُلْنَا فَاِنْ كَانُوْا اَرْبَعَةً، قَالَ فَلاَ يَضُرُّ ـ (مسند احمد)

১০৬. অর্থ ঃ ইবনে উমর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা তিনজন কোনো স্থানে থাকো, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুইজন গোপনে কথাবার্তা বলোনা। আবদুল্লাহ্ বিন উমর রা. এ হাদীস বর্ণনা করলে তাঁর এক সাগরেদ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি মজলিসে চারজন থাকে তবে তাদের মধ্যে দুজন পরস্পরে গোপন কথাবার্তা বলতে পারে কি? আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর উত্তর দেন, সে অবস্থায় কোনো দোষ নেই। (মুসনাদে আহমদ)

١٠٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلاَّ بِاِذْنِهِمَا ـ

১০৭. অর্থ ঃ আমর ইবনে শুয়াইব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যখন দুই ব্যক্তি একত্রে বসা থাকে তখন অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে গিয়ে বসে যাওয়া বৈধ নয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

● লেবাস

١٠٨- وَعَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ (رض) يَسْاَلُهُ

www.bjilibrary.com

رَجُل : مَا أَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ مَالاَ يَزْدَرِيْكَ فِيْهِ السُّفَهَاءُ، وَلاَيَعِيْبُكَ بِهِ الْحُكَمَاءُ، قَالَ : مَاهُوَ؟ قَالَ : مَابَيْنَ الْخَمْسَةِ دَرَاهِمَ إِلَى الْعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا - (طبرانى)

১০৮. অর্থ ঃ আবু ইয়াকুব বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কিরকম কাপড় পরিধান করবো? তিনি উত্তর দিলেন, এ রকম কাপড় পরো, যেনো বেওকুফ লোক তোমাকে দেখে তুচ্ছ মনে না করে এবং বিজ্ঞজন যেনো আপত্তি না করে। সে প্রশ্ন করলো, পরিধেয় কি রকম মূল্যের হওয়া দরকার? তিনি উত্তর দিলেন, পাঁচ দিরহাম থেকে বিশ দিরহামের মধ্যে। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.-এর যুগে পাঁচ দিরহামের মূল্য অনেক ছিলো। আজকের দিনে পাঁচ দিরহামে মাথা ঢাকার মতো একটি টুপীও পাওয়া যাবেনা। কিন্তু তখনকার সময় পাঁচ দিরহামে সমস্ত পোষাক তৈরী হয়ে যেতো। এ পার্থক্য অবশ্য বুঝতে হবে।

● লোভ ও কৃপণতা

١٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَيَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا - (نسائى)

১০৯. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কৃপণতা ও ঈমান কোনো বান্দাহর অন্তরে কখনো একত্র হতে পারেনা। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এর মানে হলো একপক্ষে ঈমান এবং অন্য পক্ষে কৃপণতা এই দুই প্রকার জিনিস একত্রে থাকতে পারেনা। উভয়ের যে কোনো একটি অবশ্য থাকতে পারে। কেননা ঈমানের দাবি হচ্ছে মানুষ অর্থের পূজারী হবেনা, যা কিছু সে উপার্জন করবে তা সে দীনের পথে ও সম্বলহীন লোকদের জন্য খরচ করবে। অন্যথায় লোভ বা কৃপণতা মানুষের অর্থ বেশী বেশী করে জমা করার ও খরচ না করে বাঁচিয়ে রাখার মানসিকতা সৃষ্টি করে। যে মানুষ লোভ বা কৃপণতার শিকার হয় সে দীনের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করতে পারেনা এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেও পারেনা।

● পরানুকরণ নিষিদ্ধ

١١٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)

www.bjilibrary.com

اَلْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ - (بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وابن ماجه)

১১০. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইসব পুরুষ ও নারীদের প্রতি লা'নত করেছেন, যেসব পুরুষ নারীদের আর যেসব নারী পুরুষদের সাদৃশ্য অনুকরণ করে। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)।

١١١- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ -

১১১. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষের প্রতি লা'নত করেছেন যে নারীর বেশ ধারণ করে এবং সেই নারীর প্রতি লা'নত করেছেন যে পুরুষের বেশ ধারণ করে। (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

١١٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا بَالُ هٰذَا؟ قَالُوْا : يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَاُمِرَ بِهِ فَنُفِىَ اِلَى النَّقِيْعِ، فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَلاَ تَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ اِنِّىْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ - (ابوداؤد)

১১২. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে একজন হিজলাকে আনা হয়। তযার দুই হাত ও দুই পায়ে মেহেদী লাগানো ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ লোকটি কি রকম, এ মেহেদী কেন লাগিয়ে রেখেছে? লোকেরা বললো, মেয়েদের মতো দেখানোর জন্য মেহেদী লাগিয়েছে। সুতরাং রসূলুল্লাহর আদেশে তাকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করে মকামে নকীতে নির্বাসিত করা হয়।

লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ওকে কেন হত্যার হুকুম দিলেননা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, যারা নামায পড়ে (অর্থাৎ মুসলমান) তাদের হত্যা করা (কুরআন মজীদে) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (আবু দাউদ)

www.bjilibrary.com

● কুকর্ম

١١٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، اِحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، لاَتَزْنُوْا، اَلاَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهٗ فَلَهُ الْجَنَّةُ - (بيهقى)

১১৩. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হে কুরায়েশ যুবকরা! তোমরা ব্যভিচার করোনা। যারা নিষ্কলুসতা ও পবিত্রতার সাথে যৌবন অতিবাহিত করবে তারা জান্নাতের হকদার হবে। (বায়হাকী)

١١٤- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ كَتَبَ اِلَى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رض) اَنَّهٗ وَجَدَ رَجُلاً فِىْ ضَوَاحِىْ الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، فَجَمَعَ لِذَالِكَ اَبُوْبَكْرٍ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَفِيْهِمْ عَلِيُّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اِنَّ هٰذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ، اِلاَّ قَوْمُ لُوْطٍ فَفَعَلَ اللّٰهُ بِهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، اَرٰى اَنْ تَحْرِقَهٗ بِالنَّارِ، فَاجْتَمَعَ رَأىُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنْ يُّحْرَقَ بِالنَّارِ، فَاَمَرَ اَبُوْبَكْرٍ اَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ- (بيهقى)

১১৪. অর্থ ঃ মুহাম্মদ বিন মুনকাদির থেকে বর্ণিত, খালিদ বিন ওলীদ রা. আবুবকর সিদ্দীক রা.কে লিখেন যে, আরবের নিকটস্থ বাইরের এলাকায় এমন একজন পুরুষ মানুষকে পাওয়া গেছে যার থেকে লোকেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কাম চরিতার্থ করে। (তার প্রতি কি করা হবে, তাকে কি শাস্তি দেয়া হবে?)

আবুবকর সিদ্দীক রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের ডাকলেন (এবং তাঁদের সামনে এ সমস্যা তুলে ধরলেন)। এই পরামর্শ সভায় আলী রা.ও উপস্থিত ছিলেন। আলী বললেন, আপনারা হযরত লুত আ.-এর উম্মত সম্পর্কে জানেন। এই পাপের জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের কতো কঠোর শাস্তি দান করেছিলেন। (এ ব্যাপারে) আমার অভিমত হচ্ছে, উল্লিখিত ব্যক্তিকে আগুনের শাস্তি দান করা হোক। রসূলুল্লাহর সাহাবারা এই অভিমতের সাথে একমত হলেন এবং খলীফার আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ এই অপরাধের শাস্তি কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়নি। নিজ এলাকায় এই অপরাধের জন্য কি শাস্তি দেয়া আবশ্যক তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রের। শাস্তি উভয়কে দেয়া হবে। যেখানে ইসলামী হুকুমাত নেই সেখানকার ধর্মভীরু মুসলমানরা তাদের আলিমদের পরামর্শক্রমে কোনো শাস্তি নির্দিষ্ট করতে পারে।

● কুচিন্তা লালন করা

١١٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا، فَهُوَ مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لاَمَحَالَةَ اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَاالْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى، وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنّٰى، وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ الْفَرْجُ، اَوْ يُكَذِّبُهُ. - (مسلم، بخارى، ابوداؤد ونسائى) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ وَّ اَبِىْ دَاوُدَ : وَ الْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِىْ فَزِنَاهُ الْقُبَلُ -

১১৫. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের জন্য তার অংশের যিনা নির্দিষ্ট আছে - যা সে অবশ্যই করবে।

কামভাবে দেখা, চোখের যিনা। কামসূচক কথাবার্তা শোনা, কানের যিনা। এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা, জিহ্বার যিনা। হাত দিয়ে ধরা, হাতের যিনা। এ জন্যে হেটে যাওয়া, পায়ের যিনা। এ সম্পর্কে কামনা বাসনা পোষণ করা, অন্তরের যিনা। এরপর লজ্জাস্থান হয় ব্যভিচারের কাজটা সম্পন্ন করে অথবা বিরত থাকে। (মুসলিম, বুখারী, আবুদাউদ, নাসায়ী)

এ সম্পর্কে আবু দাউদ ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা এরূপ ঃ এবং দুই হাত যিনা করে তাদের যিনা হচ্ছে - ধরা। দুই পা যিনা করে, তাদের যিনা হেঁটে যাওয়া এবং চুম্বন করা মুখের যিনা।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসটির মূল কথা হচ্ছে মানুষ যেনো কুচিন্তা মনের মধ্যে লালন না করে। মানব দেহের মধ্যে মানবের অন্তর হচ্ছে শাসক স্বরূপ। অন্তরে কুচিন্তার উদয় হলে যদি তা অন্তরের মধ্যে লালন করা হয় তবে পাপ থেকে মানুষ বিরত থাকতে পারেনা। অন্তর যখন খারাপ চিন্তা লালন

www.bjilibrary.com

করতে থাকে, তখন সমস্ত অংগ-প্রতংগ অন্তরের কামনা পূর্ণ করার কাজে রত হয়। সুতরাং অন্তরে কুচিন্তা উদয় হলে সর্বশক্তি দিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

এ হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যিনার অংশ তকদিরে লিখে দেয়া হয়েছে। বরং এই কথা বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি নিজের ঈমানী শুদ্ধতা অর্জন না করে তবে যিনা ও অন্য প্রকার পাপ থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবেনা।

তৃতীয় কথা যা প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে, যিনার প্রারম্ভিক ব্যাপারগুলোও যিনার হুকুমের মধ্যে গণ্য। এই কারণে কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করতে, কামসূচক কথাবার্তা বলতে, কামোদ্দীপক কথাবার্তা বলতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। যদি কেউ এই সমস্ত গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে তবে সে খারাপের শেষ পর্যায় পর্যন্ত যাবেনা। এখানে এ কথাটাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, খারাপ চিন্তা মনের মধ্যে লালন করলে তার জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে।

●●●

www.bjilibrary.com

৮

ব্যাপক বিষয় সম্বলিত হাদীস

এই অধ্যায়ে এমন কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে এক একটি হাদীসে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তরবিয়ত প্রদান করেছেন।

● তিন ব্যক্তির দ্বিগুণ পুরস্কার

١١٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : ثَلاَثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ (ص)، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَافَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ - (بخارى و مسلم)

১১৬. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তিন প্রকার লোক দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।

১. সেই আহ্লে কিতাব যে নিজের নবীর প্রতিও ঈমান এনেছে, তারপর আবার মুহাম্মদ-এর প্রতিও ঈমান এনেছে।

২. সেই গোলাম যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং নিজের মনিবের হকও।

৩. সেই ব্যক্তি যার কোনো দাসী থাকলে সে তাকে উত্তম তরবিয়ত দান করে, দীনের শিক্ষা দান করে, তারপর তাকে মুক্ত করে বিবাহ করে। সেও দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● ইসলাম, হিজরত ও হজ্ব

١١٧- عَنِ ابْنِ شَمَّاسَةَ (رض) قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ

وَهُوَ فِىْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَىٰ طَوِيْلاً وَقَالَ، فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ فِىْ قَلْبِىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ (ص) فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اُبْسُطْ يَدَكَ لِاُبَايِعَكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَقَبَضْتُ يَدِىْ، فَقَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُوْ؟ قَالَ اَرَدْتُّ اَنْ اَشْتَرِطَ، قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ قَالَ اَنْ يُّغْفَرَلِىْ، قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُوْ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ -

১১৭. অর্থ ঃ ইবনে শাম্মাসা রা. বর্ণনা করেন, আমরা আমর বিন আস রা. এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি তখন অন্তিম শয্যায়। তিনি আমাদের দেখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন। তারপর (নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা) বর্ণনা করে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইসলামের জন্য আমার অন্তর উন্মুক্ত করলেন (অর্থাৎ যখন আমার ইসলাম গ্রহণের তওফীক হলো) আমি রসূলুল্লাহর খিদমতে হাযির হলাম এবং নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাত বাড়ান, আমি আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত বাড়ালেন, কিন্তু আমি নিজের হাত গুটিয়ে নিলাম।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হে আমর, তুমি নিজের হাত কেন সংকুচিত করলে? আমি বললাম ঃ একটি শর্ত আরোপ করতে চাই। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কী শর্ত আরোপ করতে চাও? আমি বললাম ঃ আমার শর্ত হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের সময় আমার দ্বারা যতো গুনাহ হয়েছে, তা সব যেনো মাফ করা হয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হে আমর! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম গ্রহণই পূর্বের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়, তাছাড়া হিজরত এবং হজ্জও পূর্বের গুনাহ সমূহ মুছে দেয়। (সহীহ মুসলিম)

● আমানত, অযু ও সালাত

١١٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لاَّ اَمَانَةَ لَهُ، وَلَاصَلَاةَ لِمَنْ لاَّ طَهُوْرَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لاَّ صَلَاةَ لَهُ اِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّاْسِ مِنَ الْجَسَدِ -

১১৮. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। সে ব্যক্তির নামায নেই, যে পবিত্রতা অর্জন করেনা (ওযু

www.bjilibrary.com

করে না) এবং সে ব্যক্তির দীন নেই, যে নামায পড়ে না। দেহের মধ্যে মস্তকের যে মর্যাদা দীন ইসলামের মধ্যে নামাযের সে মর্যাদা। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ আমানত হচ্ছে খিয়ানতের বিপরীত। যে ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারির গুণ থাকে সে কোনো হকদারের হক আদায় করতে ত্রুটি করে না - তা আল্লাহ ও রসূলের হক হোক, মা-বাবার হক হোক, আত্মীয় স্বজন বা অন্য কারো হক হোক। ঈমান ও আমানত উভয়ের মূল এক। মুমিনকে অবশ্যই আমানতদার হতে হবে।

পবিত্রতা ও অযু ছাড়া নামায হবেনা। আর যারা নামায পড়েনা তারা কেমন করে দীনদার হতে পারে? মস্তকহীন দেহ যেমন অকেজো, তেমনি যে নামায ত্যাগ করেছে সে সমগ্র দীনকে বিনাশ করেছে।

● অটলতা, অযু ও সালাত

١١٩- عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اسْتَقِيْمُوْا وَنِعِمَّا اِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَحَافِظُوْا عَلَى الْوُضُوْءِ، فَاِنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ وَتَحَفَّظُوْا مِنَ الاَرْضِ فَاِنَّهَا اُمُّكُمْ، وَاِنَّهٗ لَيْسَ اَحَدٌ عَامِلٌ عَلَيْهَا اِلاَّ وَهِيَ مُخْبِرَةٌ بِهٖ - (طبرانى)

১১৯. অর্থ ঃ রবিয়া জোরাশী বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ দীনে হকের উপর দৃঢ় থাকো। দৃঢ় থাকা অতি উত্তম গুণ এবং অযুর প্রতি যত্ন করো (যেনো অযুতে ত্রুটি না থাকে), কেননা নামায হলো সব থেকে উৎকৃষ্ট কাজ (আর অযু ছাড়া নামায হয়না)।

যমীনকে লজ্জা করো, কেননা যমীন তোমার মূল (এর থেকে তুমি সৃষ্ট হয়েছো আর এতেই তোমায় ফিরে যেতে হবে।) কিয়ামতের দিন যমীন প্রত্যেক আমলকারীর আমলকে আল্লাহ তা'আলার কাছে বর্ণনা করবে। (তাবরানী)

● দশটি সেরা কাজ

١٢٠- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ، قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَاِنَّهٗ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَوَتُؤْتِي الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ؟

www.bjilibrary.com

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَّالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا، تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتّٰى بَلَغَ "يَعْلَمُوْنَ"، (السجده-١٦-١٧)

ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذِرْوَةِ سَنَامِهٖ؟ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)، قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ كُلِّهٖ؟ قُلْتُ بَلٰى يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ وَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ؟ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ - (مشكوة)

১২০. অর্থ : মু'আয বিন জাবাল রা. বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিবেদন করলাম, আমাকে এমন কিছু কাজ বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন : তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা জিজ্ঞেস করেছো। এ ব্যাপারটি তার জন্যেই সহজ, আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে সহজ করেন। দেখো, আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব করে যাও। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার গণ্য করোনা। ঠিক মতো নামায আদায় করো। যাকাত দাও। রমযানের রোযা রাখো এবং খানায়ে কাবার হজ্জ করো।

অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন : কল্যাণসমূহের দরজা সম্পর্কে কি আমি তোমাকে জানাবো না? (জেনে রেখো) রোযা ঢাল স্বরূপ। পানি যেমন আগুনকে নিভায়, দান সেরকম পাপসমূহ মিটায়। এ ছাড়া অর্ধরাতের পর তাহাজ্জুদ নামায পড়ো। এরপর তিনি সূরা আস সাজদার ১৬ ও ১৭ আয়াত পাঠ করলেন।

অতপর এরশাদ করলেন : আমি কি তোমাকে দীনের মস্তক, স্তম্ভ ও শীর্ষের কথা জানাবো না? (জেনে রেখো) দীনের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, স্তম্ভ হচ্ছে নামায আর শীর্ষ হচ্ছে জিহাদ।

আবার তিনি এরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে সেই জিনিস জানাবোনা - যা উক্ত সমস্ত প্রকার নেকীর মূল? আমি বললাম : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল। আপনি

www.bjilibrary.com

নিশ্চয়ই তা আমাকে জানান। তিনি নিজের পবিত্র জিহ্বা ধরে বললেন ঃ তুমি এটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখো। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল। যা কিছু আমরা বলে থাকি তার জন্য কি আমরা পাকড়াও হবো?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হে মু'আয, তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হোক! জিহ্বা থেকে নির্গত কথাইতো - যা না বুঝে সুঝে বলা হয় তা মানুষকে নিম্নমুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করে। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে জিহাদকে শীর্ষ (অর্থাৎ উচ্চ আমল) বলা হয়েছে এবং পরিশেষে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেনো মানুষ যা কিছু বলে বুঝে সুঝে বলে। জিহ্বা যদি লাগামহীন হয়ে যায়, তবে অধিক পাপ সংঘটিত হবে। মানুষকে গালিগালাজ করা, নিন্দা করা, অপবাদ দেয়া সবই জিহ্বার কাজ। আর এ পাপগুলো মানুষের হক সংক্রান্ত। সুতরাং রোযা রাখা এবং নামায পড়া সত্ত্বেও অপরের হক লংঘন করার পাপসমূহের জন্য মানুষকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

হাদীসটিতে তাহাজ্জুদ নামাযের প্রেরণা দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আস সাজদার ১৬ ও ১৭ নং আয়াত পাঠ করেছেন। আয়াতগুলোর অর্থ হচ্ছে ঃ

"মুমিনরা নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভক্তি ভালবাসা ও ভয় সহযোগে নিজ প্রভুকে ডাকে এবং আল্লাহর প্রদত্ত মাল থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে। কোনো প্রাণী জানেনা কতোযে নয়নস্নিগ্ধকারী নি'আমত রাজি আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কাজের প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন!"

● ঈমান, ইসলাম, হিজরত ও জিহাদের পরিচয়

١٢١- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (ض) قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلَامُ؟ قَالَ اَنْ يُسْلِمَ لِلّٰهِ قَلْبُكَ وَاَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، قَالَ فَاَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ، قَالَ وَمَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ فَاَىُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْهِجْرَةُ، قَالَ وَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ اَنْ تَهْجُرَ السُّوْءَ، قَالَ فَاَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْجِهَادُ، قَالَ وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ اَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَا لَقِيْتَهُمْ، قَالَ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهٗ وَاُهَرِيْقَ دَمُهٗ -

www.bjilibrary.com

১২১. অর্থ ঃ আমর বিন আবাসা রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল! ইসলাম কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ তোমার অন্তর পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হবে, আনুগত্যশীল হবে এবং তোমার যবান ও তোমার হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকবে, এরই নাম ইসলাম।

সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের মধ্যে কোন্ জিনিস সবচেয়ে উত্তম? তিনি এরশাদ করলেন ঃ ঈমান।

সে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, ঈমান কাকে বলে? তিনি জবাব দিলেন ঃ তুমি আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে- এ ধারণার প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করবে, এটাই হচ্ছে ঈমান।

সে ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলো ঃ ঈমানের মধ্যে কোন্ জিনিস সবচেয়ে উত্তম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হিজরত।

সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ হিজরত কাকে বলে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তুমি মন্দকে পরিত্যাগ করবে, এটাই হচ্ছে হিজরত।

সে ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করলো ঃ কি প্রকার হিজরত সবচেয়ে ভালো (অর্থাৎ হিজরতের কাজের মধ্যে কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ জিহাদ।

সে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ জিহাদ কি? তিনি উত্তর করলেন ঃ জিহাদ হচ্ছে দীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা যখন মুকাবিলা হয়।

সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ কি প্রকার জিহাদ শ্রেষ্ঠ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ঃ (সেই মুজাহিদের জিহাদ সবচেয়ে উত্তম) যার ঘোড়া নিহত হয়েছে এবং সেও শহীদ হয়েছে! (তারগীব ও তারহীব)

● বেহেশতী লোকের ছয়টি কাজ

١٢٢- رُوِىَ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ، رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَاِحْسَانٌ اِلَى الْمَمْلُوْكِ، وَثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ اَظَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ عَرْشِهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ، اَلْوُضُوْءُ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالْمَشْىُ اِلَى الْمَسَاجِدِ فِى الظُّلَمِ وَاِطْعَامُ الْجَائِعِ - (ترغيب)

www.bjilibrary.com

১২২. অর্থ : জাবির রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : তিনটি জিনিস যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ হিফাযতে গ্রহণ করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন :

১. দুর্বলদের প্রতি কোমল ব্যবহার।
২. মাতা-পিতার সাথে সহৃদয় কোমলতা ও ভালবাসা।
৩. কর্মচারী ও খাদেমদের সাথে উত্তম ব্যবহার।

আর তিনটি এমন গুণ আছে যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবেনা :

১. সেই অবস্থায় অযু করা যখন অযু করতে মন চায়না।
২. অন্ধকার রাতে মসজিদে যাওয়া (জামায়াতে নামায পড়ার জন্য)।
৩. ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আহার করানো।

(তারগীব ও তারহীব)

● সালাত সাওম ও সাদাকা

١٢٣- وَعَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ : اَلصَّلَاةُ قُرْبَانٌ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَاكَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ : اَلنَّاسُ غَادِيَانِ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْثِقٌ رَقَبَتَهُ وَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فِيْ عِتْقِ رَقَبَتِهِ -

১২৩. অর্থ : জাবির রা. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাব বিন উজরার প্রতি এরশাদ করতে শুনেছি : হে কাব বিন উজরা! নামায আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। রোযা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। দান গুনাহসমূহকে সেইভাবে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

হে কাব বিন উজরা! মানুষ দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর মানুষ দুনিয়ার তুচ্ছ ভোগের জিনিসের বিনিময়ে নিজেই নিজেকে বিক্রয় করে দেয় এবং এভাবে নিজেকে বিপদে জড়িত করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ তারা যারা নিজেদের ক্রয় করে এবং জাহান্নাম থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয়। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা : হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে দুনিয়ার দাস। তারা আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ নিজেদেরকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত রাখে এবং খোদার

www.bjilibrary.com

বন্দেগীতে নিজেদের নিরত করে। এই প্রকার লোকেরা কিয়ামতের দিন দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে।

● ছয়টি কাজ জান্নাতের জামানত

١٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ اُمَّتِهِ، اُكْفُلُوْا لِىْ بِسِتٍّ اَكْفُلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ، قَالُوْا وَمَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)، قَالَ اَلصَّلاَةُ وَالزَّكَاةُ وَالْاَمَانَةُ وَالْفَرْجُ وَالْبَطْنُ وَاللِّسَانُ - (طبرانى)

১২৪. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদিন তার কাছে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন ঃ তোমরা যদি আমাকে ছয়টি জিনিসের কথা দাও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।

তারা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! সে ছয়টি জিনিস কি কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ

১. নামায।
২. যাকাত।
৩. আমানত।
৪. যৌনাঙ্গ।
৫. পেট।
৬. যবান।

(তিবরাণী)

● সালাত ও জিহাদ

١٢٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَّجُلَيْنِ، رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ اَهْلِهِ وَحَبِّهِ اِلٰى صَلاَتِهِ فَيَقُوْلُ رَبُّنَا يَا مَلاَئِكَتِى انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَمِنْ بَيْنِ حَبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلٰى صَلاَتِهِ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ، وَرَجُلٌ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمُوْا فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ وَمَالَهُ فِى الرُّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى اُهَرِيْقَ دَمُهُ رَغْبَةً فِىْ مَا عِنْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ

www.bjilibrary.com

وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ حَتّٰى اُهَرِيْقَ دَمَهُ - (مسند احمد)

১২৫. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ আমাদের রব দুই ব্যক্তির কাজে খুবই সন্তুষ্ট। একজন হলো সে ব্যক্তি যে (শীতের রাতে) নিজের কোমল বিছানা ও লেফ কাঁথা ত্যাগ করে নিজের বিবি-বাচ্চাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নামাযের জন্য ওঠে। আমাদের রব নিজের ফেরেশ্তাদের বলেন, দেখো আমার বান্দাকে, সে নিজের বিছানা ও লেফ ত্যাগ করে, নিজের স্ত্রী সন্তানদের থেকে পৃথক হয়ে নামায পড়ার জন্য উঠেছে। আমার কাছে যেসব নি'আমত আছে তা পাওয়ার সে বাসনা করে এবং আমার কাছে যে আযাব আছে তা থেকে সে পরিত্রাণ চায়।

দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি , যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। মুজাহিদরা যখন পলায়নপর ছিলো, তখন সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করার পরিণাম ও যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদে থাকার পুরস্কারের কথা চিন্তা করে যুদ্ধে রত ছিলো যে পর্যন্ত না শহীদ হয়েছে। সে আমার পুরস্কারের আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে এমনটি করেছে। সম্মান ও গৌরবের অধিপতি আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ফেরেশ্তাদের ডেকে বলেন, দেখো আমার এই বান্দাহকে, সে জিহাদের ময়দানে পুনরায় ফিরে এসেছে আমার পুরস্কার লাভের আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে। দেখো, সে যুদ্ধে বিরত হয়নি যে পর্যন্ত না সে শহীদ হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ)

● রসূলুল্লাহ সা.-এর দশটি অসীয়ত

١٢٦- عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ : لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّ اِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلاَ تَعُصِ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَكَ اَن تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَّكْتُوْبَةً، فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَّكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ، وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ، وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَاِنْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ، وَاَنْفِقْ عَلٰى اَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلاَتَرْفَعْ عَنْهُم عَصَاكَ اَدَبًا، وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ - (طبرانى)

www.bjilibrary.com

১২৬. অর্থ ঃ মু'আয বিন জাবাল রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ের অসীয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হে মু'আয!

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করোনা। যদিও এর জন্যে তোমাকে হত্যা করা হয়, বা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

২. মাতা-পিতার অবাধ্য হয়োনা, যদি তাঁরা তোমার স্ত্রীকে বর্জন করতে এবং তোমার ধন-সম্পদ ত্যাগ করতেও নির্দেশ দেয়।

৩. কোনো ফরয নামায কখনো ত্যাগ করবেনা। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযত থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. মদ পান করবেনা। কেননা তা সকল অশ্লীলতা লজ্জাহীনতা ও কুকর্মের উৎস।

৫. আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকো। কেননা এতে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষ নেমে আসে।

৬. শত্রু সৈন্যের মোকাবেলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করোনা। যদিও তোমার বাহিনীর সকল সৈন্য ধ্বংস হয়ে যায়।

৭. যখন ব্যাপক মহামারী দেখা দেয়, তখন সে জায়গা থেকে পালিয়ে যেওনা।

৮. সাধ্য ও মর্যাদা অনুযায়ী পরিবার পরিজনের জন্যে ব্যয় করো।

৯. নিজ পরিজনদের তরবিয়ত দানে ছড়ি ত্যাগ করোনা।

১০. আল্লাহর ব্যাপারে পরিবারের লোকদের সদা সচেতন ও ভীত রাখবে।

ব্যাখ্যা ঃ ২ নং অসীয়ত সম্পর্কে কিছুসংখ্যক আলিমের অভিমত হলো মাতা-পিতা যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে নির্দেশ দেন তবে বিনা-দ্বিধায় তালাক দেয়া কর্তব্য। কেননা এরূপ করা পছন্দনীয়। কিন্তু আমাদের মতে এ বিষয়ে এরূপ সাধারণ ফতওয়া দিয়ে দেয়া ঠিক নয়। আমাদের অভিমত হলো, যদি মা-বাপ খোদা-ভীরু হন এবং পুত্রের কাছে তার স্ত্রী সম্পর্কে এমন কোনো যুক্তি সংগত কথা পেশ করেন, যার ভিত্তিতে তালাক প্রদান করা উচিত বিবেচিত হয়, তবে পুত্রের কর্তব্য অবশ্য তালাক প্রদান করা - স্ত্রীর প্রতি তার যতোই অনুরাগ থাকুক না কেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে মাতা-পিতার কথা যদি যুক্তি সংগত না হয়; কোনো সংগত কারণ ছাড়াই তাঁরা যদি পুত্রকে স্ত্রী তালাক দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তবে তাঁদের কথা মান্য করা যেতে পারেনা। এটা অবাধ্যতা নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূল যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যখন সেভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব না হয়, কেবল সে অবস্থায় শেষ পন্থা হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করা যেতে পারে। কুরআনে করীমে তালাক দেয়ার এরূপ শর্তই আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বিবৃত হয়েছে।

৯ নং অসীয়তের অর্থ হলো সুশাসনে রাখা, এর মর্ম এই নয় যে, ছড়ির বলেই

www.bjilibrary.com

তরবিয়ত করতে হবে। তাছাড়া এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা সংশোধন না হবে তখন প্রয়োজন বোধে প্রহারও করা যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, এমন প্রহার করা যাবেনা যার ফলে জখম হয় বা হাড় ভেঙ্গে যায়। মুখের উপর আঘাত করতেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এমন কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুদের পর্যন্ত মুখের উপর আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের পক্ষে তাঁর এসব উপদেশ স্মরণ রাখা কর্তব্য। (তাবরানী)

● কিয়ামতের দিন নবীর সাথি

١٢٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَلَّ مَالُهُ، وَكَثُرَتْ عِيَالُهُ، وَحَسُنَتْ صَلَاتُهُ وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِيْنَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مَعِىْ كَهَاتَيْنِ - (ترغيب وترهيب)

১২৭. অর্থ ঃ আবু সায়ীদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি দরিদ্র আর তার সন্তান-সন্তুতি অনেক; (কিন্তু তা সত্ত্বেও) সে উত্তমরূপে নামায আদায় করে এবং অন্য মুসলমানের নিন্দা করেনা, এ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকবে এবং আমার এতো কাছে থাকবে যেমন আমার এই দুটি আংগুল পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত ও নিকটতম। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ আর্থিক অস্বচ্ছলতার সাথে সন্তান-সন্তুতি ও পোষ্যজনের আধিক্য মানুষকে দিশেহারা করে তোলে। অনেক মানুষ এ অবস্থায় অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অসন্তোষ পোষণ করে। নামাযের থেকে উপায়-উপার্জনের দিকেই তার মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। কিন্তু দারিদ্র ও পোষ্যজনের আধিক্য সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অন্তরে সন্তোষ পোষণ করে এবং নামাযের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজের আন্তরিকতার সম্পর্ক যুক্ত রাখে, কিয়ামতের দিন রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত নৈকট্য হবে তার পুরস্কার।

● তিনটি নাজায়েয কাজ

١٢٨- وَعَنْ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ثَلَاثٌ لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَفْعَلَهُنَّ : لَايَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ، فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ فِىْ قَعْرِ بَيْتٍ

www.bjilibrary.com

قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يُصَلِّيْ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ - (ابو داؤد)

১২৮. অর্থ ঃ সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তিনটি এমন কাজ আছে যা কোনো মানুষের জন্যে করা বৈধ নয় ঃ

১. ইমামের (নেতার) উচিত নয় মোক্তাদিদের (অনুসারীদের) বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজের জন্য দু'আ করা। ইমাম (নেতা) যদি কেবল নিজের জন্য দু'আ করে তবে সে আমানাতের খিয়ানত করলো।

২. দ্বিতীয় অবৈধ কাজ হচ্ছে, কারুর বাড়ীর দরজাতে গিয়ে বিনা অনুমতিতে ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। এমনটি যে করে তার একাজ বিনা অনুমতিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার তুল্য (যা নিষিদ্ধ)।

৩. আর তৃতীয় অবৈধ কাজ হচ্ছে, প্রস্রাব ও পায়খানার বেগ হওয়া সত্ত্বেও তাতে সাড়া না দিয়ে তা ধারণ করে নামায শুরু করে দেয়া বা জামায়াতে শামিল হওয়া। (আবু দাউদ)

● বড় অকর্মা ও বড় বখীল

١٢٩- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِيْ الدُّعَاءِ، وَاَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ - (طبرانى)

১২৯. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ সবচেয়ে বড় অকর্মা ও অক্ষম সে ব্যক্তি, যে নিজের জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ প্রার্থনা করেনা। আর সবচেয়ে বড় কৃপণ সে ব্যক্তি, যে সালাম বিনিময়ে কৃপণতা করে। (তাবরানী)

● কর্তব্য পালন ও অধিক যিকর করা

١٣٠- عَنْ اُمِّ اَنَسٍ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَوْصِنِيْ، قَالَ : اُهْجُرِى الْمَعَاصِيَ فَاِنَّهَا اَفْضَلُ الْهِجْرَةِ، وَحَافِظِيْ عَلَى الْفَرَائِضِ فَاِنَّهَا اَفْضَلُ الْجِهَادِ، وَاَكْثِرِيْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَاِنَّكِ لاَتَاْتِيْنَ اللّٰهَ بِشَيْئٍ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ -

১৩০. অর্থ ঃ একদিন আনাস রা.-এর মা নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল!

www.bjilibrary.com

আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়োনা - এ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম হিজরত। ফরযসমূহ যত্নসহকারে পালন করো - এ হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ। বেশী করে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করো। আল্লাহর স্মরণ অপেক্ষা কোনো উত্তম জিনিস নেই যা নিয়ে তুমি তাঁর সামনে হাযির হবে। বেশী করে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করাকে আল্লাহ তা'আলা খুবই পছন্দ করেন। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি থেকে জানা যায়, এখানে একজন মহিলাকে নসিহত করা হচ্ছে। সুতরাং ফরযসমূহ যত্নসহকারে আদায় করাকে সবচেয়ে উত্তম জিহাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, মহিলাদের উপর যুদ্ধ ফরয নয়। শেষ নসিহত করা হয়েছে, অধিক যিকির করার - যা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই পছন্দনীয়। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণ করে সে আল্লাহর নাফরমানি করতে পারেনা, সে ফরয সমূহের খেয়াল রাখে এবং তা যত্নসহকারে পালন করে। আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে সমস্ত সৎ কাজের প্রাণ স্বরূপ। যে যিকর আল্লাহর নাফরমানি থেকে মানুষকে দূরে রাখেনা এবং তাকে ফরযসমূহের পাবন্দ বানায়না, সে যিকর প্রকৃতপক্ষে যিকরই নয়। তা জিহ্বার স্পন্দন ও জিহ্বার ব্যায়াম মাত্র।

● যাকাত প্রদান ও আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক

١٣١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ اَتَى رَجُلٌ مِّنْ تَمِيْمٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِنِّىْ ذُوْمَالٍ كَثِيْرٍ وَّذُوْ اَهْلٍ وَّمَالٍ وَّحَاضِرَةٍ فَاَخْبِرْنِىْ كَيْفَ اَصْنَعُ؟ وَكَيْفَ اُنْفِقُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تُخْرِجُ الزَّكٰوةَ مِنْ مَّالِكَ، فَاِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ اَقْرِبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِيْنِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ - (مسند احمد)

১৩১. অর্থ ঃ আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তমীম গোত্রের এক ব্যক্তি এসে আরয করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি অনেক সম্পদের মালিক, সন্তান-সন্তুতিও আমার আছে এবং গৃহপালিত পশুও আছে। আমাকে নির্দেশ দিন, আমি কি করবো? কিভাবে আমি আমার অর্থ ব্যয় করবো?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ তুমি নিজ সম্পদের যাকাত আদায় করো, যাকাত তোমার আত্মিক অপবিত্রতা দূর করবে। নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখো ও তাদের হক আদায় করো। ভিক্ষুক

www.bjilibrary.com

প্রতিবেশী ও দরিদ্রের হক সম্পর্কেও সচেতন থাকো। (মুসনাদে আহমদ)

● সালাত আদায় ও যবানের সংযম

١٣٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى مِيْقَاتِهَا، قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ أَنْ يَّسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِّسَانِكَ - (طبرانى)

১৩২. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি এরশাদ করলেন ঃ সময়মত নামায আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন্ কাজ, হে আল্লাহর রসূল। তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমার কথা দ্বারা কাউকে কষ্ট দিওনা। (গাল-মন্দ করোনা, নিন্দা করোনা এবং কাউকে অপবাদ দিওনা)। (তাবরানী)

● জিহাদ, রোযা ও জীবিকা উপার্জন

١٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اُغْزُوْا تَغْنَمُوْا وَصُوْمُوْا تَصِحُّوْا وَسَافِرُوْا تَسْتَغْنُوْا -

১৩৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহর দীনের শত্রুদের সাথে জিহাদ করো, তাহলে সওয়াব ছাড়া মালে গণিমতও লাভ করবে। রোযা রাখো, তাহলে সওয়াব ছাড়া স্বাস্থ্যও লাভ করবে। সফর করো, তাহলে অন্যের কাছে হাত পাততে হবেনা। (তাবরানী)

● সালাত সাওম ও যাকাত প্রতিপালনকারী

١٣٤- وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : ثَلَاثَةٌ خَلْفٌ عَلَيْهِنَّ : لَايَجْعَلُ اللّٰهُ مَنْ لَّهٗ سَهْمٌ فِى الْاِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهٗ وَاَسْهُمُ الْاِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ : اَلصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللّٰهُ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا فَيُوَلِّيَهٗ غَيْرَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا اِلَّا جَعَلَهُ اللّٰهُ مَعَهُمْ - (مسند احمد)

১৩৪. অর্থ ঃ আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের জন্য তিনটি জিনিস কখনো হবেনা ঃ

১. যারা নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা সে ধরনের ব্যবহার করবেননা, যে ধরনের ব্যবহার তিনি এই তিন হুকুম লংঘনকারীদের সাথে করবেন।

২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে বান্দাহকে সৎ কাজের কারণে নিজের হিফাযতে গ্রহণ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি তাকে অন্যের কাছে সোপর্দ করবে না।

৩. যে ব্যক্তি, যে জাতি, দল বা ব্যক্তিকে ভালবাসবে, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ ২ নং কথার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা নেক বান্দাহকে দুনিয়াতে হিফাযত করবেন এবং আখিরাতেও হিফাযত করবেন। নেক বান্দা ইহকালে আল্লাহ তা'আলার সহায় ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেনা এবং পরকালেও নয়। তৃতীয় কথাটার মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রা. ও উম্মতের নেক ব্যক্তিগণের প্রতি হৃদয়ে ভালবাসা পোষণ করবে, কিয়ামতের দিন সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মহান ও মহৎ ব্যক্তিগণের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বাতিলপন্থীদের প্রতি (দীনের শত্রুদের প্রতি) ভালবাসা পোষণ করে, পরকালে তাকে তাদেরই সাথে রাখা হবে।

● তিন ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে

١٣٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أُحْضُرُوْا الْمِنْبَرَ، فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ اٰمِيْنَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ اٰمِيْنَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ اٰمِيْنَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ لِىْ فَقَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ اٰمِيْنَ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ اٰمِيْنَ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ اَوْاَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ اٰمِيْنَ -

১৩৫. অর্থ ঃ কাব বিন উজরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন ঃ তোমরা মিম্বরের কাছে সমবেত

www.bjilibrary.com

হও। সুতরাং আমরা মিম্বরের কাছে সমবেত হলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন, 'আমীন'। একইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে পা রাখার সময়ও 'আমিন' 'আমীন' উচ্চারণ করলেন। খুতবা দেবার পর যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নামলেন তখন আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আজকে আপনার কাছ থেকে যা শুনলাম এমনটি তো কখনো শুনিনি (অর্থাৎ আপনি মিম্বরের ধাপসমূহে আরোহণ করার সময় তিনবার 'আমীন' বললেন) এর কারণ কি? আপনি তো আর কখনো এমনটি করেননি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যখন আমি মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রেখেছি তখন জিব্রীল এসে বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান মাস পেলো অথচ নিজের গুনাহ্ মাফ করিয়ে নিতে পারলোনা। তখন আমি বললাম ঃ আমীন।

আমি যখন দ্বিতীয় ধাপে পা রেখেছি তখন জিব্রীল বললেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যার কাছে আপনার (হে মুহাম্মদ!) নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে আপনার উপর সালাত পাঠ করলোনা। তখন আমি বললাম ঃ আমীন।

আবার আমি যখন তৃতীয় ধাপে পা রাখলাম, জিব্রীল বললেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যে তার মা-বাপ উভয়কে বা তাঁদের কোনো একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো, অথচ তাঁদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলোনা। তখন আমি বললাম ঃ আমীন! (হাকিম, ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমা)

● কোন্ ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবেনা?

١٣٦- وَعَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)، نَحْنُ مُجْتَمِعُوْنَ فَقَالَ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، اتَّقُوْا اللّٰهَ وَصِلُوْا اَرْحَامَكُمْ، فَانَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابٍ اَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَاِيَّاكُمْ وَالْبَغْىَ، فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوْبَةٍ اَسْرَعُ مِنْ عُقُوْبَةِ بَغْىٍ، وَاِيَّاكُمْ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ، فَاِنَّ رِيْحَ الْجَنَّةِ يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَلْفِ عَامٍ، وَاللّٰهِ لاَ يَجِدُهَا عَاقٌّ، وَلاَقَاطِعُ رَحِمٍ وَلاَ شَيْخٌ زَانٍ، وَلاَ جَارٌ اِزَارَهُ خُيَلاَءَ، اِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - (طبرانى)

১৩৬. অর্থ ঃ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সমাবেশে তশরীফ আনেন এবং ভাষণ দান করেন। তিনি এরশাদ করেন ঃ হে মুসলমানরা! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করো। কেননা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি প্রীতির প্রতিদান ও পুরষ্কার অতি সত্বর লাভ করা যায়। যুলুম ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকো, কেননা এর শাস্তিও অতি শীঘ্র আসে। সাবধান, কখনো মাতা পিতার অবাধ্য হয়োনা। জান্নাতের সুবাস এক হাজার বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু এতো তীব্র ও শক্তিশালী সুবাস সত্ত্বেও মাতা-পিতার অবাধ্য, আত্মীয় স্বজনের হক নষ্টকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং যে ব্যক্তি অহংকার বশে নিজের পরণের কাপড় পায়ের গোড়ালি থেকে নীচে প্রসারিত করে রাখে - এরা জান্নাতের সুবাস থেকে বঞ্চিত থাকবে। অহংকার এবং ক্ষমতার আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই শোভা পায়। (তাবরানী)

● নবীর সাথি হবার সৌভাগ্য হবে কার?

١٣٧- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ حِجَّةِ الْوِدَاعِ، اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ الْمُصَلُّوْنَ مَنْ يُّقِيْمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِىْ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ مُحْتَسِبًا طَيِّبَةً بِهَا نَفْسَهُ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَمِ الْكَبَائِرُ؟ قَالَ تِسْعٌ اَعْظَمُهُنَّ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَالسِّحْرِ وَ اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَاَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا لَايَمُوْتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هٰؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتِى الزَّكٰوةَ اِلاَّ رَافَقَ مُحَمَّدًا (ص) فِىْ بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ اَبْوَابُهَا مَصَارِيْعُ الذَّهَبِ - (طبرانى)

১৩৭. অর্থ ঃ উবায়েদ বিন উমায়ের লাইসী তাঁর পিতা উমায়ের রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় এরশাদ করেছেন ঃ সেইসব লোকই আল্লাহর অলী, যারা নামাযী, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয

www.bjilibrary.com

নামায ঠিকভাবে আদায় করে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা পালন করে। অন্তরের পরিপূর্ণ আগ্রহ ও সন্তোষের সাথে পরকালে পুরস্কার পাবার নিয়্যতে যাকাত দেয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ বড় বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রসূল! বড় বড় পাপ কি কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন ঃ নয়টি পাপ বড় পাপ। সবচেয়ে বড় পাপগুলো হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা।
২. কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।
৩. জিহাদ থেকে পলায়ন করা।
৪. কোনো সতী সাধ্বী মহিলার প্রতি অপবাদ দেয়া।
৫. যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া।
৬. এতীমের মাল ভক্ষণ করা।
৭. সুদ খাওয়া।
৮. মুসলমান মাতা পিতার হক আদায় না করা।
৯. আল্লাহ্ তা'আলার ঘরের অসম্মান করা - যে দিকে মুখ করে তোমরা নামায পড় এবং কবরে যে দিকে তোমাদের মুখ রেখে দাফন করা হয়।

যে ব্যক্তি এসব বড় বড় পাপ থেকে দূরে থাকবে, ঠিকভাবে নামায আদায় করবে, যাকাত দেবে সে অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ ও সোনার দ্বারবিশিষ্ট জান্নাতের মধ্যে বসবাস করবে। (তাবরানী)

● জান্নাতের অধিকারী কারা, জান্নাত থেকে বঞ্চিত কারা?

١٣٨- عَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ، وَّلاَخَبٌّ وَّلاَخَائِنٌ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ، وَاَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوْكُوْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَفِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِمْ- (مسند احمد)

১৩৮. অর্থ ঃ আবু বকর সিদ্দীক রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কৃপন, ধোকা-বাজ ও খিয়ানতকারী - যে অন্যায়ভাবে নিজ ক্ষমতা ও আধিপত্য ব্যবহার করে - এ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। আর সেবকদের মধ্যে সেই সেবক সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে আল্লাহর হক ঠিকভাবে আদায় করার সাথে সাথে তার মনিবের খিদমতও আগ্রহসহ করে।

www.bjilibrary.com

● সাতটি মহাপাপ

١٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ، وَاَكْلُ الرِّبَا، وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ - (بخارى، مسلم)

১৩৯. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ সাতটি ধ্বংসকর পাপ থেকে বাঁচো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল, সে পাপগুলো কি কি? তিনি জবাব দিলেনঃ
১. আল্লহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা।
২. যাদু করা।
৩. অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা।
৪. সুদ খাওয়া।
৫. এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা।
৬. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ণ করা।
৭. সাদাসিধা সচ্চরিত্রা মুমিন মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।
(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)।

● রসূলুল্লাহ সা. কাদের প্রতি অসন্তুষ্ট?

١٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيْرَ وَيَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (ترمذى)

১৪০. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ সে ব্যক্তি আমাদের লোক নয়, যে বড়দের সম্মান করেনা, ছোটদের ভালবাসেনা, সৎ কাজের উপদেশ দেয়না এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়না। (তিরমিযী)

● তিনটি ভালো কাজের সুফল

١٤١- عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِى مَصَارِعَ السُّوْءِ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ

www.bjilibrary.com

غَضَبَ الرَّبِّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ - (طبرانى)

১৪১. অর্থ ঃ আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ মানুষের উপকার করলে খারাপ মরণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। গোপনে দান করলে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ নির্বাপিত হয়। আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলে হায়াতে বরকত হয়। (তাবরানী)

● মর্যাদা বাড়ে কিসে?

١٤٢- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ، قَالَ : تَحْلُمُ عَلٰى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، وَتَعْفُوْا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِىْ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ - (طبرانى)

১৪২. অর্থ ঃ উবাদা বিন সামিত রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সেই কাজের কথা জানাবো না যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাহদের উচ্চ মর্যাদা দান করেন?

লোকেরা বললো ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল, অবশ্যি আমাদের বলুন। রসূল সা. এরশাদ করলেন ঃ যে তোমার সাথে মুর্খের মতো ব্যবহার করে তুমি তার সাথে বিজ্ঞতার সাথে আচরণ করো। যে তোমার প্রতি যুলম করে তুমি তাকে ক্ষমা করো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে প্রদান করো। যে আত্মীয় তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখো – এসব কাজে মানুষের মর্যাদা উন্নত হয়ে থাকে। (তাবরানী)

● পবিত্র থাকো, মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো

١٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ عِفُّوْا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وَبَرُّوْا اٰبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ اَبْنَاءُكُمْ، وَمَنْ اَتَاهُ اَخُوْهُ مُتَنَصِّلاً فَلْيَقْبَلْ ذٰلِكَ مُحِقًّا كَانَ اَوْ مُبْطِلاً فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَىَّ الْحَوْضَ -

১৪৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা যদি পরনারী থেকে বাঁচো, তবে তোমাদের স্ত্রীলোকেরাও পর পুরুষের সম্পর্ক থেকে নিরাপদে থাকবে। তোমরা যদি তোমাদের মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, তবে তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

www.bjilibrary.com

কোনো মুসলমান ভাই কারুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে এলে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া ও তার ওযর কবুল করে নেয়া উচিত, সে ঠিক বলুক বা না বলুক। যে ব্যক্তি ক্ষমা করবে না, সে হাউযে কাওসারে আমার কাছে পৌঁছাতে পারবেনা। (তারগীব ও তারহীব)

● তিন ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য পায়

١٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ، اَلْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعِفَافَ - (ترمذى)

১৪৪. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ তিন প্রকার ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। তারা হলো ঃ

১. আল্লাহর পথে জিহাদকারী।
২. যে গোলাম গোলামির বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তার মনিবকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে চায় (কিন্তু তার কাছে সে অর্থ নেই)।
৩. যে ব্যক্তি কলংকহীন পবিত্র জীবন যাপনের জন্য বিবাহ করতে চায় (কিন্তু দারিদ্রের কারণে বিবাহ করতে পারছেনা)। (তিরমিযী)

● দানের ব্যাপকত্ব

١٤٥- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لَيْسَ مِنْ نَفْسِ بْنِ اٰدَمَ اِلاَّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مِنْ اَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ : اِنَّ اَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيْرَةٌ : اَلتَّسْبِيْحُ، وَالتَّحْمِيْدُ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ، وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُمِيْطُ الْاَذٰى مِنَ الطَّرِيْقِ، وَتُسْمِعُ الْاَصَمَّ، وَتَهْدِىْ الاَعْمٰى، وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلٰى حَاجَتِهِ وَتَسْعٰى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيْثِ وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيْفِ، فَهٰذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلٰى نَفْسِكَ - (ترغيب وترهيب)

www.bjilibrary.com

১৪৫. অর্থ ঃ আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিদিন দান করা জরুরী।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কাছে এতো অর্থ কোথায় যে আমরা প্রতিদিন দান করবেনা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ দান করার ও সওয়াব হাসিল করার বহু উপায় আছে, ধনই দান করার একমাত্র উপায় নয়। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করাও দানের সমতুল্য। অন্যকে নেক কাজের উপদেশ দেয়া, নেক কাজ শিক্ষা দেয়া, পাপ কাজে বাধা দেয়া, রাস্তা ঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু প্রভৃতি সরিয়ে দেয়া, কোনো বধির লোককে শোনানো, অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখানো-এ সবই দানের কাজ।

মানুষকে তার উদ্দেশ্য লাভের ব্যাপারে পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া, বিপদগ্রস্ত সাহায্যপ্রার্থীর সাহায্যে দৌড় ধাপ করাও দান। কোনো দুর্বলের বোঝা নিজের হাতে বা মাথায় বহন করাও দানের মধ্যে গণ্য।

উপরোক্ত যে কাজই তুমি করো, তাতে আর্থিক দানের সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য একটি হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য বিবৃত হয়েছে। সেখানে এতোটুকু বৃদ্ধি আছে যে হযরত আনাস রা. বলেন, দানের এতো বিভিন্ন রূপ জানতে পারায় আমরা এতোটা খুশী হই যে, ইসলাম গ্রহণের পর অন্য কোনো জিনিসে এতোটা সন্তুষ্টি লাভ করিনি।

● তিনটি অসীয়ত

١٤٦- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ : اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ (ص) بِخِصَالٍ مِّنَ الْخَيْرِ : اَوْصَانِىْ اَنْ لاَّ اَنْظُرَ اِلىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِىْ، وَاَنْظُرَ اِلىٰ مَنْ هُوَ دُوْنِىْ وَاَوْصَانِىْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَاَوْصَانِىْ اَنْ اَصِلَ رَحِمِىْ وَاِنْ اَدْبَرَتْ - (طبرانى)

১৪৬. অর্থ ঃ আবুযর রা. বর্ণনা করেন, আমার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কয়েকটি কথার অসীয়ত করেন। তিনি আমাকে অসীয়ত করেছেন ঃ

১. আমি যেনো তাদের দিকে না দেখি যারা আমার থেকে অর্থে ও মর্যাদা প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠতর, রবং আমি যেনো তাদের দিকে তাকাই যারা আমার থেকে নিচে (তবেই আমার অন্তরে কৃতজ্ঞতা উদয় হবে)।
২. আমি যেনো দরিদ্রদের ভালোবাসি এবং তাদের কাছে কাছে থাকি।

৩. আমার আত্মীয় স্বজন যদি আমার হক আদায় নাও করে, তবু আমি যেনো তাদের সংগে সুসম্পর্ক রাখি এবং তাদের হক আদায় করতে থাকি। (তিবরানী)

● পাঁচটি ভালো কাজের পাঁচটি সুফল

١٤٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ يَّاْخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْيُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِنَّ، قُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَعَدَّ خَمْسًا، فَقَالَ، اتَّقِ اللّٰهَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ، وَاَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ مُّؤْمِنًا، وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُّسْلِمًا، وَلَاتُكْثِرِ الضَّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ - (مشكوة)

১৪৭. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ আমার এ কথাগুলো কে গ্রহণ করবে? এবং সেই মতো আমল করবে? কিংবা যারা আমল করতে চায় তাদের শিক্ষা দেবে? আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি এ জন্যে প্রস্তুত আছি, আমাকে বলুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং এ পাঁচটি কথা এরশাদ করলেন ঃ

১. আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচো, সবচেয়ে বড় আবেদ হতে পারবে।
২. আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যতোটা রুযি নির্ধারণ করেছেন তাতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকো, সবচেয়ে বেশী অভাবমুক্ত থাকতে পারবে।
৩. নিজ প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো, মুমিন হতে পারবে।
৪. নিজের জন্য যা পছন্দ করো অন্যের জন্যেও তাই পছন্দ করো, তবে তুমি মুসলিম হবে।
৫. বেশী হেসোনা, বেশী হাসলে মানুষের হৃদয় মরে যায়। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ ৪ নং-এ যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হলো, প্রতিবেশীদের সংগে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে ঈমানের দাবি। এটাই ঈমানের দাবি যে, তুমি যেমন নিজের ভালো চাও সেরূপ অন্যের জন্যেও সদিচ্ছা পোষণ করবে।

৫ নং-এর তাৎপর্য হলো, বেশী হাসাহাসি হচ্ছে আখিরাত সম্পর্কে চিন্তাহীনতার লক্ষণ। যে আখিরাত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং যার সামনে কোনো গভীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্তমান থাকে, সে খুব বেশী হাসতে পারেনা। যে যতো বেশী হাসে তার অন্তরে ততো কঠিন্য সৃষ্টি হয়।

www.bjilibrary.com

● যেসব কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়

١٤٨- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) : عَلِّمْنِ عَمَلاً يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ : قَالَ أَلَيْسَتَا وَاحِدَةً، قَالَ لاَ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِىَ فِىْ ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوْفُ، وَالْفَيْئُ عَلَى ذِى الرَّحْمِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، وَأَسْقِ الظَّمْآنَ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَّمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ عَنْ خَيْرٍ - (ترغيب وترهيب)

১৪৮. অর্থ ঃ বারা ইবনে আযেব রা. বর্ণনা করেছেন, একজন গেঁয়ো মুসলমান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কিছু কাজ বলে দিন যা করে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যদিও তুমি খুব সংক্ষিপ্ত একটি কথা বলেছো, কিন্তু খুব বড় কথা জিজ্ঞেস করেছো।

যদি আল্লাহর জান্নাতে যেতে চাও তবে কোনো প্রাণকে আযাদ করোও এবং কোনো গরদানকে গোলামির বন্ধন থেকে ছাড়াও। সে ব্যক্তি বললো, এ দুটো তো একই কথা হলো। রসূল বললেন ঃ না, এ দুটো এক কথা নয়। প্রাণকে আযাদ করার অর্থ হচ্ছে, কোনো গোলাম বা দাসকে পূর্ণরূপে আযাদ করা এবং এর জন্যে যা ব্যয় হয় তা সবই তুমি তোমার পকেট থেকে দাও। আর গরদান ছাড়ানোর অর্থ হচ্ছে, কয়েকজন মিলে কোনো গোলাম বা দাসীকে আযাদ করা – যাতে তোমারও অংশ থাকবে।

এছাড়া তুমি নিজের দুগ্ধবতী উটটাকে কাউকেও দুধ পান করার জন্য দাও এবং সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়ের সাথে তুমি নিজে সম্পর্ক জুড়ে রাখো।

যদি এ সমস্ত কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়, তবে ক্ষুধার্তকে আহার করাও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ- নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত রাখো।

যদি এও তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়, তবে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো, ভালো কথা ছাড়া মন্দ কথা যেনো মুখ থেকে নির্গত না হয়। (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে যে দুগ্ধবতী উটনীকে দুধ ব্যবহারের জন্য কাউকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে তা মাত্র দুধ ব্যবহার করার জন্য সাময়িকভাবে দেয়া, পূর্ণভাবে উটনীকে দান করে দেয়া নয়। দুধ ফুরাবার পর উটনীটি ফিরিয়ে নেয়া হবে।

● প্রিয় বান্দা, প্রতিবেশীদের হক, হারাম অর্থ

١٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُّحِبُّ وَمَنْ لَّايُحِبُّ، وَلَا يُعْطِى الدِّيْنَ اِلَّا مَنْ اَحَبَّ، فَمَنْ اَعْطَاهُ الدِّيْنَ فَقَدْ اَحَبَّهُ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ قَلْبُهٗ وَلِسَانُهٗ، وَلَايُؤْمِنُ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ- قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)، وَمَا بَوَائِقُهٗ، قَالَ : غَشْمُهٗ وَظُلْمُهٗ، وَلَا يَكْسِبُ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ فِيْهِ، وَلَايَتَصَدَّقُ بِهٖ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُهٗ خَلْفَ ظَهْرِهٖ اِلَّا كَانَ زَادَهٗ اِلَى النَّارِ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوْ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُوْ السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوْ الْخَبِيْثَ - (مسند احمد)

১৪৯. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ গৌরব ও মর্যদার অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে যেভাবে রুযী বন্টন করে দিয়েছেন সেভাবে তিনি তোমাদের আখলাকও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া সবাইকে দান করেন। যে তাঁর প্রিয় তাকেও দেন এবং যে তাঁর অপ্রিয় তাকেও দেন। কিন্তু তিনি দীনের উপর চলার তওফীক তাদেরকে দেন, যাদের তিনি ভালোবাসেন। সুতরাং যাকে আল্লাহ তা'আলা দীন দিয়েছেন, তোমরা জানবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন। সেই মহান আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, কোনো বান্দাহ মুসলমান হতে পারেনা যতোক্ষণ না তার যবান ও অন্তর মুসলমান হয়। কেউ মুমিন হতে পারেনা যতোক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত হয়। এক লোক প্রশ্ন করলো ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, অনিষ্ট কিসের?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন ঃ কারো হক নষ্ট করা এবং

যুলুম করা। আর যে বান্দাহ্ হারাম মাল উপার্জন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বরকত থেকে বঞ্চিত করেন। সে ধন দান করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করবেননা। আর যদি হারাম অর্থ সম্পদ রেখে পরকালের যাত্রী হয়, তবে তা তার জাহান্নামের উপকরণ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা মিটাননা। তিনি খারাপকে ভালো দ্বারা মিটিয়ে দেন। মন্দ দ্বারা মন্দ দূর হয়না। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষ বাক্যের মর্ম হচ্ছে - হারাম মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করলে তা সাদকা বা দানরূপে গণ্য হবেনা এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধও প্রশমিত হবেনা। মন্দকে মেটাতে হলে হালাল উপায়ে উপার্জিত ধন সম্পদই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে। নিজের আত্মিক কলুষত ও অপবিত্রতা যদি দূর করতে হয় তবে কলুষযুক্ত ও অপবিত্র ধন দ্বারা তা সম্ভব নয়।

● দানের ব্যাপক রূপ

১৫০- وَعَنْ ثَوْبَانَ (رض) مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ : أَىُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللّٰهُ، أَوْيَنْفَعُهُمُ اللّٰهُ بِهِ يُغْنِيْهِمْ -

১৫০. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত গোলাম সাওবান রা. থেকে বর্ণিত ঃ পূণ্য ও পুরস্কার লাভের পক্ষে সেই দীনার সবচেয়ে উত্তম যা মানুষ তার নিজের সন্তান সন্তুতি ও পোষ্যজনের জন্য ব্যয় করে। সেই দীনার যা মুজাহিদ তার ঘোড়ার জন্য ব্যয় করে, যার উপর সে সওয়ার হয়ে জিহাদ করে। সেই দীনারও যা মানুষ তার সংগী সাথী মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করে।

বর্ণনাকারী আবু কিলাবা বলেছেন, দেখো, সন্তান সন্তুতির জন্যে যে দীনার ব্যয় করা হয় তার উল্লেখ করা হয়েছে সর্বপ্রথম।

এরপর আবু কিলাবা আরও বলেন, সেই ব্যক্তির থেকে পূণ্য ও পুরস্কার লাভের যোগ্যতর আর কে হতে পারে, যে নিজের ছোট কমজোর সন্তান সন্তুতির জন্য ব্যয় করে, ফলে তারা অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করা থেকে রক্ষা পায়? (মুসলিম)

১৫১- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ،

www.bjilibrary.com

وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ - (ترغيب و ترهيب)

১৫১. অর্থ ঃ মেকদাম ইবনে মা'দিকারেব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে জীবিকা তুমি নিজে গ্রহণ করো, তা তোমার জন্যে দান। যে জীবিকা তোমার নিজের সন্তান সন্ততিকে আহার করাও তাও দান। যা তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রদান করো সেটাও দান। যা তোমার চাকরকে খাওয়াও তাও দান। (তারগীব ও তারহীব)

١٥٢- عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اِلاَّ كَانَ مَا اُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ اَحَدٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (ترغيب و ترهيب)

১৫২. অর্থ ঃ জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কোনো মুসলমান ফলের গাছ রোপণ (উদ্যান) করলে তার ফল যদি পাখী বা কোনো মানুষ খায়, তবে তার সওয়াব সে ব্যক্তি পাবে, তার আমলনামাতে তা দান হিসেবে লেখা হবে। তেমনি বাগানের ফল যদি চোরে চুরি করে, কেউ ছিনতাই করে, তবে উদ্যান কর্তার আমলনামায় তাও দান হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত লেখা হতে থাকবে। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বৃক্ষ রোপণ অর্থাৎ বাগান করার কথা আছে। অন্য হাদীসে এর সঙ্গে ক্ষেত চাষেরও উল্লেখ আছে। একজন লোক ফলের গাছ রোপণ করতে বা শস্য চাষ করতে অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করে, তারপর গাছে ফল ফললে বা শস্য জন্মালে পশুপাখী কিছু খেয়ে নেয়, ক্ষুধার্ত গরীব লোকও তার দ্বারা উপকৃত হয়, বা চোর চুরি করে আবার কেউ বলপূর্বক কেড়ে নেয়, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় এগুলো সব নষ্ট হলো। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, না, তা নষ্ট হয়না, এর জন্যে পূণ্য ও পুরস্কার পাওয়া যাবে।

● দাস মুক্তি, এতীমের সাথে ভালো ব্যবহার

١٥٣- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا مِنْ اَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ اِلٰى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتّٰى يَسْتَغْنِىَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اَلْبَتَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ يَجْزِىْ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ -

www.bjilibrary.com

১৫৩. অর্থ ঃ মালিক বিন হারিস রা. বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান মাতাপিতার এতীম সন্তানকে লালন পালন করে স্বাবলম্বী করে দেবে সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে।

আর কেউ কোনো মুসলমান গোলামকে মুক্ত করলে এ কাজ তার জন্যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হবে। গোলামের প্রতিটি অংগের পরিবর্তে তার অংগসমূহ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে। (মুসনাদে আহমদ)

● কার দান কবুল হবেনা

١٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لاَ يُعَذِّبُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيْمَ وَلاَنَ لَهُ فِى الْكَلاَمِ وَرَحِمَ يُتْمَهُ وَضَعْفَهُ، وَلَمْ يَتَطَاوَلْ عَلٰى جَارِهِ بِفَضْلِ مَا اٰتَاهُ اللّٰهُ، وَقَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُوْنَ اِلٰى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا اِلٰى غَيْرِهِمْ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (طبرانى)

১৫৪. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের আযাব দেবেননা, যারা পৃথিবীতে এতীমের প্রতি রহম করেছে, তাদের সাথে কোমলভাবে কথা বলেছে, তাদের এতীমত্ব ও কমজোরির প্রতি হৃদয়ে সহানুভূতি রেখেছে এবং নিজের সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে প্রতিবেশীর মোকাবেলায় বড়াই দেখায়নি।

তিনি আরও বললেন ঃ হে মুহাম্মদের উম্মত, সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দান কবুল করবেননা, যার আত্মীয় স্বজন তার আত্মীয়তার হকের মুখাপেক্ষী থাকা সত্ত্বেও সে তাদের না দিয়ে অন্যদের দান করে। (তাবরানী)

অন্য একটি হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ, এরূপ ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখবেননা।

www.bjilibrary.com

● এগারটি অসীয়ত

١٥٥- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : أَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَمَشٰى قَلِيلاً، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ، أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَصِدْقِ الْحَدِيْثِ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ، وَرَحْمِ الْيَتِيْمِ، وَحِفْظِ الْجِوَارِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَلِيْنِ الْكَلَامِ، وَبَذْلِ السَّلَامِ، وَلُزُوْمِ الْإِمَامِ، (بيهقى)

১৫৫. অর্থ ঃ মু'আয রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন, কিছু দূর চললেন, তারপর এরশাদ করলেন ঃ হে মু'আয! আমি তোমাকে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকার, সত্য কথা বলার, অঙ্গীকার পূর্ণ করার, আমানত যথাযথভাবে আদায় করার, খিয়ানত না করার, এতীমের প্রতি রহম করার, প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করার, ক্রোধ দমন করার, মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলার এবং মানুষের সাথে সালাম বিনিময় করার অসীয়ত করছি। আর একথারও অসীয়ত করছি, নেতৃত্বের (খলীফার) সাথে লেগে থেকো। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ যদি ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী নেতা/খলীফা না থাকে তাহলে কার সাথে লেগে থাকা হবে? বাতিলের সাথে? বাতিলপন্থী দলের সাথে? না, কখনো নয়। তবে কি বিচ্ছিন্নভাবে ভেড়াদের ন্যায় জীবন যাপন করা হবে? না। তবে কি করা হবে? এর উত্তর হচ্ছে - জামায়াতবদ্ধ হও, জামায়াত গঠণ করো, জামায়াত বদ্ধভাবে দীনের দাওয়াত দিতে থাকো, যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলার বরকতে তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়, দীনের প্রভাব ও আধিপত্য সৃষ্টি হয়, অথবা সেই প্রচেষ্টারত অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে। এ মৃত্যু কতই না মর্যাদার ও কতোই না উত্তম!

● মৃত্যুর পাঁচদিন আগে উম্মতের প্রতি অসীয়ত

١٥٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : عَهْدِىْ نَبِيِّكُمْ (ص) قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسِ لَيَالٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ إِلاَّ وَلَهُ خَلِيْلٌ مِنْ أُمَّتِهِ : وَإِنَّ خَلِيْلِىَ أَبُوْ بَكْرِ نِ بْنُ أَبِىْ قُحَافَةَ، وَإِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلاً، أَلاَ وَ إِنَّ الْأُمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ، وَإِنِّىْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ، اَللّٰهُمَّ

www.bjilibrary.com

هَلْ بَلَّغْتُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَاُغْمِىَ عَلَيْهِ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، اَشْبِعُوْا بُطُوْنَهُمْ، وَاكْسُوْا ظُهُوْرَهُمْ وَاَلِيْنُوْا الْقَوْلَ لَهُمْ –

১৫৬. অর্থ ঃ কা'ব বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের কথা আমার স্মরণ আছে। সেদিন আমি তাঁকে এরশাদ করতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্য থেকে তাঁর জন্য একজন না একজন 'খলীল' (বন্ধু) অবশ্যই ছিলো। আমার 'খলীল' হচ্ছে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদকে নিজের 'খলীল' করে নিয়েছেন।

শুনো, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে সিজদাগাহ বানাতো, কিন্তু আমি তোমাদের একাজ নিষেধ করছি (আমার মৃত্যুর পর যেনো আমার কবরে সিজদা করা না হয়)।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি কথা পৌছে দিয়েছি? (একথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বললেন) এরপর আবার বললেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো (একথাও তিন বার বললেন)।

এরপর কিছুক্ষণের জন্য তিনি অচেতন হয়ে যান। তারপর চেতনা ফিরে এলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ নিজের অধীনস্থদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো, তাদের পেট ভরে খেতে দিও, পরনের কাপড় দিও। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বইলো। (তারগীব ও তারহীব)

● প্রতিবেশীর অধিকার

١٥٧– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : مَنْ اَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنَ جَارِهٖ مَخَافَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ الْجَارِ؟ اِذَا اسْتَعَانَكَ اَعَنْتَهُ وَاِذَا اسْتَقْرَضَكَ اَقْرَضْتَهُ، وَاِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَاِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ وَاِذَا اَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَاِذَا اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَاِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، وَلاَ تَسْتَطِيْلُ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ فَتَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيْحَ اِلاَّ

www.bjilibrary.com

بِإِذْنِهِ، وَلاَ تُؤْذِهِ بِقُتَارِ رِيْحِ قِدْرِكَ إِلاَّ أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلاَ يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيْظَ بِهَا وَلَدَهُ - (ترغيب و ترهيب)

১৫৭. অর্থ ঃ আমর বিন শুয়াইব তার দাদা ও পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে প্রতিবেশী থেকে কেহ নিজের পরিবার পরিজন ও সম্পদের বিপদ আশংকা করে এবং দরজা বন্ধ করে ঘুমায়, সে প্রতিবেশী মুমিন নয়, আর যার অত্যাচার ও দৌরাত্ম থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সেও মুমিন নয়।

তুমি কি জানো প্রতিবেশীর অধিকার কি? যদি সে সাহায্য চায়, তবে তাকে সাহায্য করো। যদি সে ঋণ চায়, তবে তাকে ঋণ দাও। যদি সে অনাহারী হয় তবে তাকে সাহায্য করো। যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তার দেখাশুনা করো। যদি সে কোনো কারণে খুশী হয় তবে তাকে মোবারকবাদ দাও। যদি সে বিপদের মধ্যে পড়ে তবে তাকে সবর করতে বলো। যদি সে মরে যায় তবে তাকে নিয়ে কবরস্থান পর্যন্ত যাও। তার ঘর অপেক্ষা উঁচু ঘর বেঁধে তার ঘরের আলো বাতাসে বন্ধ করোনা। যদি সে অনুমতি দেয় তবে তার ঘর অপেক্ষা উঁচু ঘর বাঁধতে পারো। তুমি নিজের হাঁড়ির মাংসের সুগন্ধ দ্বারা তাকে কষ্ট দিয়োনা। হ্যাঁ, যদি তা তার ঘরেও কিছু পাঠাও তবে আলাদা কথা। যদি তুমি নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে ফল ক্রয় করো তবে তার ঘরেও পাঠাও। আর যদি তুমি তা না করতে পারো তবে চুপি চুপি তা ঘরে আনো এবং তোমার ছেলেমেয়ে তা নিয়ে খেতে খেতে যেনো বাইরে না যায়, তাহলে তোমার প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ে দুঃখিত হবে এবং মনে কষ্ট পাবে। (তারগীব ও তারহীব)

● ঈমান শুদ্ধ হবার উপায়

١٥٨- وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ، وَلاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لاَيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ -

১৫৮. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির অন্তর সংশোধিত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান সংশোধিত হতে পারেনা। আর যতোক্ষণ পর্যন্ত তার জিভ সংশোধিত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর সংশোধিত হতে পারেনা। ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যাবেনা যার উপদ্রব থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকেনা। (মুসনাদে আহমদ)

● ইব্রাহীম আ. ও মূসা আ.-এর কিতাবে বর্ণিত উপদেশ

١٥٩- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)، مَا كَانَتْ صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ ؟ قَالَ : كَانَتْ اَمْثَالاً كُلُّهَا، اَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُوْرُ : إِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ، وَلٰكِنِّىْ بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّىْ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَاِنِّىْ لاَ اَرُدُّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ؟ وَعَلَى الْعَاقِلِ مَالَمْ يَكُنْ مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِهِ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ سَاعَاتٌ، فَسَاعَةٌ يُنَاجِىْ فِيْهَا رَبَّهٗ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيْهَا نَفْسَهٗ، وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيْهَا فِىْ صُنْعِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَسَاعَةٌ يَّخْلُوْا فِيْهَا لِحَاجَتِهٖ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، وَعَلَى الْعَاقِلِ اَنْ لاَ يَكُوْنَ ظَاعِنًا الاَّ لِثَلاَثٍ : تَزَوُّدٍ لِّمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِّمَعَاشٍ، أَوْلَذَّةٍ فِىْ غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وَعَلَى الْعَاقِلِ اَنْ يَكُوْنَ بَصِيْرًا بِزَمَانِهٖ مُقْبِلاً عَلٰى شَأْنِهٖ حَافِظًا لِّسَانِهٖ وَمَنْ حَسِبَ كَلاَمَهٗ مِنْ عَمَلِهٖ قَلَّ كَلاَمُهٗ إِلاَّ فِيْمَا يَعْنِيْهِ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ : كَانَتْ عِبَرًا كُلُّهَا : عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ يَفْرَحُ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِاَهْلِهَا، ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا- عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لاَ يَعْمَلُ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَوْصِنِىْ، قَالَ : اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ، فَاِنَّهَا رَأْسُ الْاَمْرِ كُلِّهٖ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِىْ، قَالَ : عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَاِنَّهٗ نُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِىْ؟ قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ، فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ، وَ يَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ، قُلْتُ : يَا

www.bjilibrary.com

رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِىْ، قَالَ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَاِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ اُمَّتِىْ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِىْ، قَالَ أَحِبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَجَالِسْهُمْ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِىْ، قَالَ : اُنْظُرْ إِلٰى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلٰى مَا هُوَ فَوْقَكَ، فَاِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَتَزْدَرِىَ نِعْمَةَ اللّٰهِ عِنْدَكَ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِىْ، قَالَ : قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِىْ، قَالَ : لِيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِكَ وَلاَتَجِدُ عَلَيْهِمْ فِيْمَا تَأْتِىْ، وَكَفٰى بِكَ عَيْبًا أَنْ تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَاتَجْهَلُهُ مِنْ نَفْسِكَ، وَتَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيْمَا تَأْتِىْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلٰى صَدْرِىْ، فَقَالَ : يَا أَبَاذَرٍّ، لاَ عَقْلَ كَا التَّدْبِيْرِ، وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ - (بن حبان)

১৫৯. অর্থ ঃ আবু যর গিফারী রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ ইব্রাহীম আ.-এর উপর অবতীর্ণ সহীফাতে কি শিক্ষা ছিলো? তিনি বললেন ঃ ইব্রাহীম এর সহীফার সমুদয় শিক্ষা উপমার সাহায্যে প্রদান করা হয়েছিল এবং তা হলো ঃ

হে বিশ্বাসঘাতক শাসক! তোমাকে ক্ষমতা দান করে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়েছে। আমি তোমাকে এ জন্যে পাঠাইনি যে, তুমি দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করে জমা করবে, বরং আমি তোমাকে এ জন্যে ক্ষমতা দান করেছি যেনো, তুমি ন্যায় বিচারের মাধ্যমে অত্যাচারিতের ফরিয়াদকে আমার কাছে পৌঁছাতে না দাও। কারণ আমি মজলুমের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিনা, যদিও সে কাফির হয়।

আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি যতোক্ষণ পর্যন্ত সজ্ঞান থাকে, তার পক্ষে নিজের সময়কে বিভক্ত করে নেয়া আবশ্যক। কিছু সময় আল্লাহর কাছে দু'আয় ব্যয় করবে। কিছু সময় নিজের আত্মসমীক্ষা করবে। কিছু সময় মহান প্রভু আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করবে। কিছু সময় উপার্জনের জন্য ব্যয় করবে।

আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি কেবল তিনটি জিনিসের জন্য ভ্রমণ করবে ঃ আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্যে, আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করার জন্যে এবং হালাল জিনিস উপভোগ করার জন্যে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত, সে নিজের অবস্থার সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেবে।

www.bjilibrary.com

নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখবে। যে ব্যক্তি নিজের মুখ থেকে নির্গত কথার হিসাব করে তার মুখ থেকে শুধু কল্যাণকর কথা বের হয় (নিরর্থক কথা থেকে সে বিরত থাকে)।

(আবুযর বললেন ঃ) আমি জিজ্ঞাসা করি, হে রসূলুল্লাহ! মূসা আ.-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবে কী শিক্ষা ছিলো? তিনি বলেন, তা সমস্তই শিক্ষা ও উপদেশের কথা ছিলো। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আমি বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও দুনিয়া উপভোগে মত্ত থাকে! সেই ব্যক্তির জন্যে আমি বিস্ময়বোধ করি, যে জাহান্নামে বিশ্বাস রাখে তবুও অট্টাহসিতে মেতে উঠে।

সেই ব্যক্তির জন্যে আমি বিস্মিত, যে তকদীরের (আল্লাহর ফায়সালার) প্রতি আস্থা রাখে, তবুও পার্থিব সম্পদ সংগ্রহে পেরেশান থাকে! সে ব্যক্তির ব্যাপারে আমার বিস্ময় হয়, যে দুনিয়া এবং তার আবর্তন দেখেও দুনিয়াকেই নিজের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

সেই ব্যক্তির ব্যাপারেও আমার বিস্ময় হয়, যে কিয়ামতের দিনের হিসাব নিকাশকে বিশ্বাস করে, অথচ সেই মতো আমল করেনা।

আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! আমাকে অসীয়ত করুন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে অসীয়ত করছি, আল্লাহকে ভয় করতে। কারণ এ হচ্ছে সমস্ত নেকীর মূল। আমি আরয করি ঃ হে রসূলুল্লাহ! আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কুরআনের তিলাওয়াত এবং মহান প্রভু আল্লাহর স্মরণকে নিজের কর্তব্য বানিয়ে নাও। এটা দুনিয়াতে হবে তোমার আলো আর আখিরাতে হবে তোমার পুঁজি। আমি নিবেদন করি ঃ হে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আরো কিছু অসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ খুব বেশী হাঁসি থেকে নিজেকে বাঁচাও। কারণ হাসি অন্তরকে মৃত করে দেয় এবং মুখমণ্ডলের জ্যোতিকে বিনষ্ট করে দেয়।

আমি আবার বলি ঃ হে রসূলুল্লাহ! আমাকে আরো কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকে নিজের জন্যে অবশ্য করণীয় বলে সাব্যস্ত করো। এই জিহাদই আমার উম্মতের রাহবানিয়াত (সন্ন্যাস)। আমি আবার বলি ঃ হে রসূলুল্লাহ! আরো কিছু নসীহত করুন।

তিনি বলেন ঃ গরীব মানুষকে ভালবাসো এবং তাদের সঙ্গে উঠাবসা করো। আমি বলি ঃ হে রসূলুল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলেন ঃ যারা সম্পদ ও মর্যাদায় তোমার চেয়ে নিচে, তাদের দিকে তাকাও। যারা পার্থিব পদমর্যাদা ও ধন দৌলতের দিক দিয়ে তোমার থেকে উপরে, তাদের দিকে দেখোনা। এভাবেই তোমার অন্তরে আল্লাহর নি'আমতের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব জন্ম নেয়া থেকে রক্ষা পাবে।

www.bjilibrary.com

আমি বলি ঃ হে রসূলুল্লাহ! আরো অধিক উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ যদিও মানুষের খারাপ লাগে তবু সত্য কথাই বলবে। আমি বলি ঃ হে রসূলুল্লাহ! আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ তোমার মধ্যে যে দোষ ও দুর্বলতা আছে, যা তুমি খুব ভালোভাবেই জানো, তার প্রতি দৃষ্টি দাও। অন্যের মধ্যে যে দোষ আছে তার অনুসন্ধান করোনা। যে কাজ তুমি করো, তা যদি অন্য কেউ করে তবে সে জন্যে রাগান্বিত হওয়া উচিত নয়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ দোষটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের দোষকে দেখেনা অথচ অন্যের দোষ অনুসন্ধান করতে থাকে এবং নিজে যে কাজ করে তা যদি অন্য কেউ করে তবে তাতে অসন্তুষ্ট হয়।

তারপর তিনি তাঁর হাত আমার বুকে রাখেন এবং বলেন ঃ হে আবুযর, যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা করে পরিণামের কথা ভেবে কাজ করে, সে-ই সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান। সবচেয়ে বড় পরহেযগারী হলো হারাম থেকে বাঁচা। সবচেয়ে বড় শরাফত হলো সদ্ব্যবহার করা। (ইবনে হিব্বান)

● কোন্ ব্যক্তির সাথে ঈর্ষা করা যায়?

١٦٠- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهٗ فِى الْحَقِّ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - (مسند احمد)

১৬০. অর্থ ঃ সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রা. তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। এক ব্যক্তি হলো সে, যাকে আল্লাহ্ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তা পড়ে ও পড়ায় এবং সেই মতো রাতদিন আমল করে।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিনরাত আল্লাহর পথে ব্যয় করে। (মুসনাদে আহমদ)

● আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয় কারা?

١٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِىْ قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ -

১৬১. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন কোনো জাতির মধ্যে বা লোকালয়ে প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার ও সূদ খাওয়া হতে থাকে, তখন বুঝে নিও যে,

www.bjilibrary.com

তারা নিজেদেরকে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। (মুসতাদরকে হাকিম)

● পুঁজের চৌবাচ্চায় কাদের রাখা হবে?

١٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَّا لَيْسَ فِيْهِ اَسْكَنَهُ اللّٰهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ - (ابو داؤد)

১৬২. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশিত শাস্তির মধ্যে কোনো শাস্তিকে নাকচ করার জন্যে সুপারিশ করে এবং যে ব্যক্তি জেনে শুনে বাতিলের সাহায্য সহযোগিতা করে, তাদের উপর আল্লাহ নারাজ হয়ে যান। অবশ্য তারা যদি তওবা করে, তবে তা ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদার ব্যক্তির উপর দোষারোপ করে, তাকে বিনাশের জায়গায় (জাহান্নামে) স্থান দেয়া হবে। অবশ্য সে যদি তওবা করে এবং তার ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয় তবে তা ভিন্ন কথা। (আবু দউদ)

● চারটি উপদেশ

١٦٣- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ (رض) قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يُصْدِرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لاَيَقُوْلُ شَيْئًا الاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ، قُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا : رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)، قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)، قَالَ : لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، عَلَيْكَ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ، قَالَ : قُلْتُ - أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِيْ اَصَابَكَ ضُرٌّ، فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَاِنْ اَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ اَنْبَتَهَا لَكَ، وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ، اَوْ فَلاَةٍ، فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ، قَالَ قُلْتُ : اِعْهَدْ اِلَيَّ، قَالَ : لاَ تَسُبَّنَّ اَحَدًا، فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَّلاَ عَبْدًا وَّلاَ بَعِيْرًا

وَلاَشَاةً، قَالَ : وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَاِنْ اَبَيْتَ، فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ، فَاِنَّهُ مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ، وَاِنِ امْرُءٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَاِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ - (ترمذى، ابوداؤد و نسائى)

১৬৩. অর্থ ঃ জাবির বিন সুলাইম রা. বর্ণনা করেছেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, লোকেরা তার অভিমত মান্য করে, তার মুখ দিয়ে যে কথা বের হয়, লোকেরা তা মেনে নেয়, কোনো কথার বিরোধিতা করেনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কে?

লোকেরা জবাব দিলো ঃ ইনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে এভাবে সালাম করি ঃ আলাইকাস সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ!

তিনি বললেন ঃ অলাইকাস সালাম বলবেনা। যখন কেউ মরে যায় তখন তাকে এভাবে দু'আ দেয়া হয়। তুমি 'আসসালামু আলাইকা' বলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমি সেই আল্লাহর রসূল তুমি বিপদের সময় যাঁকে ডাকলে তিনি বিপদ দূর করে দেন। যদি পানি না হয় এবং তুমি তাঁকে ডাকো তবে তিনি পানি বর্ষণ করেন ও শস্য উৎপাদন করেন। আর যদি তুমি কোনো জনমানব ও বৃক্ষহীন এলাকায় ভ্রমণ করো এবং তোমার উটনী হারিয়ে যায় এবং তুমি তাঁকে ডাকো, তবে তিনি তোমার উটনীকে ফিরিয়ে দেন।

আমি আবেদন করি ঃ আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ কখনো কাউকে গালি দেবেনা এবং কটু কথা বলবেনা। এরপর থেকে আমি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বা কোনো গোলামকে গালি দিইনি আর কোনো উট বা ছাগলকেও কটু কথা বলিনি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় নসীহত করেন ঃ এ রকম কারুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার বা কারুর উপকার করাকে তুচ্ছ মনে করোনা যে, আমি এই সামান্য উপকার বা সদ্ব্যবহার কি করবো! কারণ সদ্ব্যবহার যতোই সামান্য হোক না কেন, আল্লাহর কাছে প্রত্যেক সদ্ব্যবহারেরই অনেক উচ্চ মূল্য আছে।

আর হে জাবির, তুমি তোমার ইজার পায়ের (হাঁটু ও গোড়ালির) মাঝামাঝি পর্যন্ত রাখবে, বড় জোর গোড়ালি পর্যন্ত নামাবার অবকাশ আছে। সাবধান! তোমার ইজার যেনো গোড়ালির নিচে না যায়। কারণ এ হলো অহংকারের লক্ষণ, আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননা।

www.bjilibrary.com

আর যদি কেউ তোমাকে কটূকথা বলে এবং তোমার দোষ বর্ণনা ক'রে তোমাকে লজ্জিত করে, তবে তার যে দোষ তোমার জানা আছে তুমি তা বর্ণনা করে তাকে লজ্জিত করোনা। আল্লাহই তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

● যুলুম, লোভ, কৃপণতা

١٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِتَّقُوْا الظُّلْمَ، فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - (مسلم)

১৬৪. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অত্যাচার করা থেকে ক্ষান্ত থাকো, কারণ কিয়ামতের দিন অত্যাচার অত্যাচারীর জন্যে অন্ধকারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর শুহ্‌হ থেকে বাঁচো, কারণ এ জিনিস তোমার পূর্বের মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মানুষকে লড়াই ও রক্তপাতের জন্যে অনুপ্রাণিত করেছে। জীবন, সম্পদ ও ইয্‌যত বিনষ্ট করেছে এবং অন্যান্য গুণাহর কারণ হয়েছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ শুহ্‌হ এর অর্থ হলো সম্পদের প্রতি লোভ, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা এবং গ্রহণে আগ্রহ, দানে অনীহা।

● পাঁচটি নিকৃষ্ট কাজ

١٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خِصَالٌ خَمْسٌ اِنِ ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَنَزَلْنَ بِكُمْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلاَّ فَشَافِيْهِمُ الْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ فِىْ اَسْلاَفِهِمْ، وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ اَمْوَالِهِمْ اِلاَّ مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَلاَ نَقَضُوْا عَهْدَ اللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ اِلاَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَاْخُذُ بَعْضَ مَا فِىْ اَيْدِيْهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ اِلاَّ جُعِلَ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ - (بيهقى، ابن ماجه)

www.bjilibrary.com

১৬৫. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ হে মুহাজিররা! পাঁচটি মন্দ কাজ এমন আছে, সেগুলোতে জড়িয়ে পড়লে তোমাদের পরিণাম খুবই খারাপ হবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যেনো এই পাঁচটি মন্দ কাজ তোমাদের মধ্যে জন্ম না নেয়। সেগুলো হলো ঃ

১. ব্যভিচার। এ পাপ যদি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে যা আগে ছিলোনা।

২. মাপ ও ওযনে কম করা। এই মন্দ কাজ যদি কোনো জাতির মধ্যে জন্ম নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি চাপিয়ে দেন এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

৩. যাকাত না দেয়া। এই মন্দ কাজ যাদের মধ্যে দেখা দেয়, তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর ঐ অঞ্চলে যদি পশু বা পাখি না থাকে তবে আদৌ বৃষ্টি হয়না।

৪. আল্লাহ এবং রসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করা। এই মন্দ কাজ যখন কোথাও দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তাদের উপর অমুসলিম শত্রুদের চাপিয়ে দেন যারা তাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে যায়।

৫. যদি মুসলমান শাসক আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন না করে, তবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দেন এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ও খুনখারাবী করতে শুরু করে দেয়। (বায়হাকী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এই কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের সামনে এ জন্যে বলেছিলেন, যেহতু ইসলামী শাসনের ভার তাদেরই হাতে আসার কথা ছিলো এবং আনসারদের তুলনায় তারাই কিতাব ও সুন্নাতের অধিক জ্ঞান রাখতো। শাসন ও ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও সব মিলিয়ে তাদেরই বেশী ছিলো। জাহেলি যুগে তারাই আরব গোত্রসমূহের শাসক ছিলো। এই হিদায়াত সমগ্র উম্মতের জন্যেই প্রযোজ্য।

● কিয়ামতের পূর্বে যেসব খারাবি প্রকাশ হবে

١٦٦- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ جُلُوْسًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : قَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ رَاَيْنَا النَّاسَ رُكُوْعًا فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا وَمَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِىْ صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ، فَقَالَ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ، فَقَالَ صَدَقَ

www.bjilibrary.com

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا دَخَلَ إِلَىٰ اَهْلِهِ فَجَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ طَارِقٌ أَنَا اَسْئَلُهُ فَسَأَلَهُ حِيْنَ خَرَجَ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلٰى التِّجَارَةِ، وَقَطْعِ الْاَرْحَامِ وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ وَكِتْمَانِ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُوْرَ الْقَلَمِ - (مسند احمد)

১৬৬. অর্থ ঃ তারিক বিন শিহাব বর্ণনা করেছেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট বসেছিলাম। এসময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে বললেন, নামায শুরু হয়েছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উঠে দাঁড়ান এবং আমরাও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াই। যখন আমরা মসজিদে প্রবেশ করি, তখন দেখি, মসজিদের প্রথম ভাগের সব লোক রুকূ করে আছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ মসজিদের যেখানে ছিলেন সেখানেই তক্‌বীর বলে রুকূতে চলে যান এবং আমরাও রুকূতে চলে যাই। তারপর লাইনে যোগ দেয়ার জন্যে এগিয়ে যাই এবং আমরা ঠিক সেরকম করি যা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ করেন।

নামায শেষে এক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে এসে আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান – আলাইকাস্ সালাম (লোকটি বিশেষভাবে তাঁকেই সালাম করে)। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যিই বলেছেন।

যখন আমরা নমায পড়া শেষ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসি, তখন তিনি নিজের ঘরে চলে যান আর আমরা বাইরে বসে থাকি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলাবলি করে, তুমি কি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সালামের জবাব শুনেছ? তিনি ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলার পরিবর্তে ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যিই বলেছেন, এ কথা বলেন। এ ব্যাপারে কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে?

তারিক বললেন, আমি বললাম ঃ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো।

সুতরাং যখন তিনি ঘরের ভিতর থেকে বাইরে আসেন, তখন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় লোকেরা বিশেষ বিশেষ লোককে সালাম করবে। আর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি আকর্ষণ খুব সাধারণ হয়ে যাবে (অর্থাৎ দুনিয়াদারী রেড়ে যাবে) এমনকি স্ত্রীও স্বামীকে ব্যবসা বাণিজ্যে সাহায্য করবে। এভাবে

www.bjilibrary.com

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় লোকেরা আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করবে। জুয়া খেলা খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমদ)

● দুটি সতর্ক বাণী

١٦٧- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كُلُّ بُنْيَانٍ وَّبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ اِلاَّ مَا كَانَ هٰكَذَا اَوْ اَشَارَ بِكَفِّهٖ اِلٰى رَاْسِهٖ وَكُلُّ عِلْمٍ وَّبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ اِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِهٖ -

১৬৭. অর্থ ঃ ওয়াসিলা ইবনে আসকা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দ্বারা মাথার দিকে ইশারা করে বললেন, এই ধরণের ঘর ছাড়া প্রত্যেক ঘর মালিকের জন্যে বিপদের কারণ হবে। এবং যে নিজের জ্ঞান মোতাবিক আমল করবে সে ব্যতীত প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে তার জ্ঞান বিপদের কারণ হবে। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের প্রথম অংশের অর্থ হলো এই যে, অপ্রয়োজনীয় উঁচু আড়ম্বরপূর্ণ ঘর তৈরির চিন্তা করা উচিৎ নয়। আর তিনি হাত দ্বারা মাথার দিকে যে ইশারা করেন তার অর্থ হলো ঃ ঘর এতোটা উঁচু হওয়া দরকার যাতে ছাদ মাথায় না লাগে, কারণ উঁচু ও আড়ম্বরপূর্ণ ঘর সেইসব লোকই তৈরী করে যাদের মনে অহংকারের ভাব থাকে – যদিও তারা তা অনুভব করেনা। আর এই ধরনের কাজ এ কথাই প্রমাণ করে যে, হয় তার আখিরাতের ঘর বাঁধার চিন্তা আদৌ নেই, অথবা থাকলেও খুবই কম।

● কিয়ামতের দিন কারা কাঁদবে?

١٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَّحَارِمِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ سَهِرَتْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَاْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ -

১৬৮. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে চোখ কোনো হারাম জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি সে চোখ ছাড়া বাকী সমস্ত চোখ কিয়ামতের দিন কাঁদবে। সে চোখও কাঁদবে না, যা আল্লাহর রাস্তায় জেগেছে (অর্থাৎ জিহাদের সময় পাহারাদানকারী চোখ)। আর সে চোখও কাঁদবেনা, যা থেকে দুনিয়ায় আল্লাহর ভয়ে সামান্যতম অশ্রুও ঝরেছে। (তারগীব ও তাহীব)

● আল্লাহর তিন প্রিয় বান্দা

١٦٩- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُبِهِمْ، (١)اَلَّذِىْ اِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهٖ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، فَاِمَّا اَنْ تُقْتَلَ، وَاِمَّااَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا كَيْفَ صَبَرَ لِىْ بِنَفْسِهٖ، (٢) وَالَّذِىْ لَهُ امْرَاَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْمُ يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُوْنِىْ، وَلَوْشَاءَ رَقَدَ، (٣) وَالَّذِىْ اِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍوكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوْا ثُمَّ هَجَعُوْا، فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِىْ ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ - (طبرانى)

১৬৯. অর্থ ঃ আবুদ দারদা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহর বড়ো প্রিয়। প্রথম হলো সেই মুজাহিদ, সেনাদল পালিয়ে গেলেও যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মহান ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করতে থাকে, তারপর হয় সে শহীদ হয় অথবা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করে। আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, আমার ঐ বান্দার দিকে চেয়ে দেখো, আমার জন্যে সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সে, যে রাতে নরম ও আরামদায়ক বিছানায় প্রিয় স্ত্রীর সাথে শুয়ে থাকে, কিন্তু তাহাজ্জুদের সময় হতেই উঠে পড়ে আর আল্লাহর সমীপে দাঁড়িয়ে যায়। তখন আল্লাহ বলেন, দেখো এ ব্যক্তি নিজের আরাম ও মিষ্টি ঘুম ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করছে, অথচ সে ইচ্ছা করলে শুয়ে থাকতে পারতো।

তৃতীয় হলো সেই সফররত ব্যক্তি, যার সাথে আরো অনেক লোক আছে, যারা কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। কষ্টের মধ্যেও সে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং আরামের মধ্যেও পড়ে। (তাবরানী)

● বিদ্বেষ নয় ভালবাসা ও সালাম

١٧٠- وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ : اَلْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ، وَلٰكِنْ حَالِقَةَ الدِّيْنِ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ

www.bjilibrary.com

بِيَدِهٖ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تَحَابُّوْا، اَلَاأُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ لَكُمْ ذٰلِكَ؟ اَفْشُوْاالسَّلَامَ بَيْنَكُمْ -

১৭০. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্বের উম্মতদের রোগসমূহ অর্থাৎ শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতা তোমাদের মধ্যেও জন্ম নেবে। শত্রুতা তো হলো দীনকে সমূলে মুন্ডনকারী জিনিস। তা চুল মুন্ডন করেনা বরং দীনকে সমূলে মুড়িয়ে দেয়।

যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মু'মিন না হও ততোক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা না জন্মায় ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবেনা।

এই পারস্পারিক ভালবাসা কিভাবে জন্মাবে তা কি আমি তোমাদের বলে দেবো? - তোমাদের মাঝে সালাম বিনিময়ের ব্যাপক প্রচলন করো। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ সালামের অর্থ হলো রহমত ও শান্তি। যখন এই শান্তি ও ভালবাসার বাক্য আপনি কাউকে বলেন, তখন তার অর্থ হয়, ভাই, তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক, আল্লাহ তোমাকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুন। সেও এর জবাবে আপনাকে মঙ্গল ও রহমতের দু'আ করে। বলুন, এ অবস্থায় মুসলিম সমাজে কেমন করে পারস্পরিক শত্রুতা দেখা দিতে পারে? আবার এই বাক্যের দ্বারা আপনি একথা ঘোষণা করেন যে, আমার দিক দিয়ে তোমার জীবন ও মান সম্মান নিরাপদ। আমার দিক থেকে খুন জখমের, সম্পদ কেড়ে নেয়ার এবং বেইজ্জতি হবার কোনো আশঙ্কা তোমার নেই। আর সেও একথাই ঘোষণা করে। এবার বলুন, মুসলিম সমাজে কিভাবে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা স্থান পেতে পারে? তবে প্রয়োজন হচ্ছে ঃ সালামের অর্থ ও তাৎপর্য জেনে বুঝে তা প্রচলন করার।

● ভালো লোকের সাথীত্ব

١٧١- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ (ص) يَقُوْلُ : لَاتُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَايَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ -

১৭১. অর্থ ঃ আবু সঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মুমিন ছাড়া অন্যকে সাথী বানিয়োনা, মুত্তাকী ছাড়া অন্য কাউকে খানা খাওয়াবেনা (মন্দ ব্যক্তিকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ দেবেনা। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, কোনো এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ সঙ্গী সাথী কেমন

www.bjilibrary.com

হবে? কেমন লোকের সাথে উঠাবসা করবো?

তিনি বলেন ঃ এমন লোকের সাথে উঠা বসা করবে, যাদের দেখে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়, যাদের সাথে আলোচনায় তোমার দীনের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং যাদের আমল তোমাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

● যিনা ও পরনিন্দার শাস্তি

١٧٢- وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعِيْدِ نِ الْمِقْرَائِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِرِجَالٍ تُقْرَضُ جُلُوْدُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ، قَالَ : اَلَّذِيْنَ يَتَزَيَّنُوْنَ لِلزِّيْنَةِ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْتُ بِجُبٍّ مُنْتِنِ الرِّيْحِ، فَسَمِعْتُ فِيْهِ اَصْوَاتًا شَدِيْدَةً، فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ : نِسَاءٌ كُنَّ يَتَزَيَّنَّ لِلزِّيْنَةِ، وَيَفْعَلْنَ مَالَا يَحِلُّ لَهُنَّ، ثُمَّ مَرَرْتُ عَلٰى نِسَاءٍ وَرِجَالٍ مُعَلَّقِيْنَ بِثُدِيِّهِنَّ، فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ فَقَالَ : هٰؤُلَاءِ اللَّمَّازُوْنَ وَالْهَمَّازُوْنَ، وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) - (بيهقى)

১৭২. **অর্থ ঃ** রাশেদ বিন সাঈদ আল মেকরাঈ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন ঃ মিরাজের রাত্রে আমি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করি, আগুনের কাঁচি দিয়ে যাদের চামড়া কাটা হচ্ছিল। আমি জিব্রীল কে জিজ্ঞাসা করি, এসব লোক কারা?

তিনি বললেন ঃ এসব লোক হলো তারা, যারা মহিলাদের নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার ও তাদের সাথে ব্যভিচার করার জন্যে সাজ সজ্জা করতো। তারপর এমন এক কুয়ার কাছ দিয়ে আমি অতিক্রম করি যার মধ্য থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল এবং আর্ত চিৎকারের আওয়াজ আসছিল। আমি জিব্রীল-কে জিজ্ঞাসা করি, এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা হলো সেই সব মহিলা, যারা ব্যভিচারের জন্যে সাজ সজ্জা করতো এবং এমন কাজ করতো যা তাদের জন্যে বৈধ ছিলোনা। তারপর আমি এমন কিছু পুরুষ ও মহিলার কাছ দিয়ে অতিক্রম করি, যাদের উল্টো ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, হে জিব্রীল এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা হলো তারা, যারা দুনিয়াতে অন্যের উপস্থিতিতে এবং অবর্তমানে তাদের দোষ বর্ণনা করতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে একথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ঃ সেইসব লোকের জন্যে ধ্বংস ও বরবাদী, যারা মানুষের উপস্থিতিতে এবং অবর্তমানে তাদের দোষ বর্ণনা করে। (বায়হাকী)

www.bjilibrary.com

● তিনটি শয়তানী কাজ

١٧٣- عَنْ اَبِىْ مُوسٰى (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : اِذَا اَصْبَحَ اِبْلِيْسُ بَثَّ جُنُوْدَهٗ فَيَقُوْلُ : مَنْ خَذَلَ الْيَوْمَ مُسْلِمًا اَلْبَسْتُهُ التَّاجَ، قَالَ : فَيَجِئُ هٰذَا فَيَقُوْلُ : لَمْ اَزَلْ بِهٖ حَتّٰى طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ، فَيَقُوْلُ : يُوْشِكُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ وَيَجِئُ هٰذَا فَيَقُوْلُ : لَمْ اَزَلْ بِهٖ حَتّٰى عَقَّ وَالِدَيْهِ، فَيَقُوْلُ يُوْشِكُ اَنْ يَّبَرَّهُمَا، وَيَجِئُ هٰذَا فَيَقُوْلُ لَمْ اَزَلْ بِهٖ حَتّٰى اَشْرَكَ، فَيَقُوْلُ : اَنْتَ اَنْتَ، وَيَجِئُ فَيَقُوْلُ : لَمْ اَزَلْ بِهٖ حَتّٰى قَتَلَ فَيَقُوْلُ : اَنْتَ اَنْتَ، وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ - (رواه ابن حبان)

১৭৩. অর্থ ঃ আবু মূসা আশ'আরী রা. নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন সকাল হয় তখন ইবলীস নিজের অধীনস্থ শয়তানদের পৃথিবীতে ফাসাদ ও খারাবী সৃষ্টি করার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। সে তাদের বলে, যে আজ কোনো মুসলমানের দ্বারা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ্ করাবে আমি তাকে মুকুট পরাবো।

দিন শেষে এক শয়তান ইবলীসের কাছে উপস্থিত হয়ে রিপোর্ট দেয় ঃ আমি এক মুসলমানের পিছনে লেগে থাকি, আমার প্ররোচনায় সে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন ইবলীস জবাব দেয় ঃ সে হয়তো আবার বিয়ে করে নেবে (তুমি তো কোনো বড়ো কাজ করোনি)।

তারপর আর এক শয়তান এসে রিপোর্ট দেয় ঃ আমি এক মুসলমানকে পিতামাতার অবাধ্য করে দিয়েছি। ইবলীস জবাব দেয় ঃ হয়তো পরে সে পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকবে (এতো কোনো বড় কাজ নয়)।

তৃতীয় শয়তান এসে নিজের রিপোর্ট দিয়ে বলে ঃ আমি বরাবর এক মুসলমানের পিছনে লেগে থাকি, এমনকি সে একটি শিরকের কাজ করে বসেছে। ইবলীস জবাব দেয় ঃ হ্যাঁ, তুমি একটা কাজ করেছো (ইবলীস তাকে ধন্যবাদ দেয়, কিন্তু মুকুট পরায়না)।

তারপর আর এক শয়তান এসে বলে ঃ আমি বরাবর এক মুসলমানের পিছনে লেগে থেকেছি, তাকে উত্তেজিত করতে থেকেছি এমনকি সে এক নিষ্পাপ মুসলমানকে হত্যা করে। তখন ইবলীস বলে ঃ তুমিই বড়ো কাজ করেছো। তারপর সে তাকে মুকুট পরিয়ে দেয়। (ইবনে হিব্বান)।

● নবীর প্রিয় লোক কে? ঘৃণিত লোক কে?

١٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَىَّ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا اَلْمُوَطِّئُوْنَ اَكْنَافًا اَلَّذِيْنَ يَأْلَفُوْنَ وَيُوْلَفُوْنَ، وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ اَلْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ اَلْمُلْتَمِسُوْنَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبَ -

১৭৪. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় সে, যে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, নরম ব্যবহারকারী এবং যে মানুষকে ভালবাসে আর মানুষও তাকে ভালোবাসে।

আর তোমাদের মধ্যে যে চোগলখোর, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং নিষ্পাপ লোকের দুর্নাম রটনাকারী, সে আমার কাছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত। (তারগীব ও তারহীব)

● রসূলুল্লাহ সা.-এর চারটি অসীয়ত

١٧٥- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ، قَالَ : عَلَيْكَ بِالْاِيَاسِ مِمَّا فِىْ اَيْدِىْ النَّاسِ وَاِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَاِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ، وَصَلِّ صَلاَتَكَ وَاَنْتَ مُوَدِّعٌ وَاِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ -

১৭৫. অর্থ ঃ সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লামের কাছে এসে বলে, হে রসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু অসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ

১. তুমি পরের সম্পদের প্রতি নির্লোভ থেকো এবং পরমুখাপেক্ষী হয়োনা
২. সম্পদের লোভ থেকে দূরে থেকো, কারণ সম্পদই হলো বড়ো মুখাপেক্ষিতা।
৩. এমনভাবে নামায পড়ো যেনো তুমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছো এবং
৪. এমন কাজ করোনা যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে। (হাকিম ও বায়হাকী)

● ভাগ্যবান কে?

١٧٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : اَرْبَعٌ مَّنْ اُعْطِيَهُنَّ، فَقَدْ اُعْطِىَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : قَلْبًا شَاكِرًا وَّلِسَانًا

ذَاكِرًا وَّبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَاتَبْغِيْهِ حُوْبًا فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ ـ (طبرانى)

১৭৬. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি জিনিস যে লাভ করে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল সে লাভ করে। সে চারটি জিনিস হলো ঃ

১. আল্লাহর নি'আমতের জন্যে শোকর আদায়কারী হৃদয়।
২. আল্লাহকে স্মরণকারী যবান।
৩. বিপদ আপদ সহিষ্ণু শরীর এবং
৪. স্বামীর সম্পদ রক্ষাকারী ও পবিত্রতার সাথে জীবন যাপনকারী স্ত্রী।
(তাবরানী)

● তিন ব্যক্তি আপদ

١٧٧- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْفَوَاقِرِ : اِمَامٌ اِنْ اَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ وَاِنْ اَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ، وَجَارُ سَوْءٍ اِنْ رَأَىٰ خَيْرًا دَفَنَهُ وَاِنْ رَأَىٰ شَرًّا اَذَاعَهُ، وَامْرَأَةٌ اِنْ حَضَرْتَ اٰذَتْكَ وَاِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ ـ

১৭৭. অর্থ ঃ ফাদালা বিন উবাইদ রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের মানুষ হলো আপদ ঃ

১. সেই শাসক ও নেতা, যাকে তোমরা খুবই মান্য করো, কিন্তু সে তার মূল্য দেয়না এবং তুমি যদি কোনো ভুল করে বসো, তবে সে ক্ষমা করেনা।

২. এমন মন্দ প্রতিবেশী, তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করলে সে তা দাফন করে রাখে, তার উল্লেখ পর্যন্ত করেনা। আর যদি সে তোমার মধ্যে কোনো খারাপ কিছু দেখে তবে তা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে থাকে।

৩. সেই স্ত্রী, যে তুমি ঘরে এলে তোমাকে কষ্ট দেয়। আর তুমি বাইরে থাকলে তোমার খিয়ানত করে। (তাবরানী)

● সন্দেহ থেকে দূরে থাকো

١٧٨- وَعَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ، وَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ، وَالْكِذْبَ رِيْبَةٌ- (ترمذى)

১৭৮. অর্থ ঃ হাসান ইবনে আলী রা. বর্ণনা করেছেন, (আমার নানা) রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লামের এই কথা আমার খুব ভালো করে মনে আছে, তিনি বলেছেন ঃ যাতে তোমার সংশয় হয়, তা পরিত্যাগ করো; যাতে সংশয় নেই তা অবলম্বন করো। সততা ও সরলতা হলো স্বস্তির কারণ, আর মিথ্যা ও অসত্য কথা মনে সংশয় সৃষ্টি করে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ কোনো জিনিস হালাল না হারাম, ঠিক না ভুল, হক না বাতিল, তাতে অনেক সময় মানুষের সংশয় হয়ে থাকে। কোনো কোনো দিক দিয়ে তা ঠিক মনে হয়, আবার কোনো কোনো দিক দিয়ে তা বেঠিক মনে হয়। এমন অবস্থায় মুমিনের ঈমানের দাবী হলো, সে তা থেকে দূরে থাকুক। অন্যান্য হাদীসে এটা মোত্তাকী ব্যক্তির লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

● তিনটি অনুগ্রহ

١٧٩- قَالَ النَّبِىُّ (ص) لاَ بَأْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنٰى، وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ - (مشكوة)

১৭৯. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহভীরু লোকের জন্যে সম্পদশালী হওয়াতে কোনো দোষ নেই। অবশ্য আল্লাহভীরু লোকের জন্যে সম্পদশালী হওয়া অপেক্ষা সুস্বাস্থ্য উত্তম। আর মনের খুশি হলো আল্লাহ তা'আলার নি'আমত। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

১. সম্পদশালী হওয়া এবং তাকওয়ার মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। আল্লাহকে ভয়কারী ব্যক্তি যদি সম্পদশালী হবার চেষ্টা করে তবে সে তার সম্পদ দিয়ে আখিরাত গড়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে।

২. ভালো স্বাস্থ্য সম্পদ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। এরই বদৌলতে মানুষ অধিক থেকে অধিক আল্লাহর ইবাদত করতে পারে এবং দুর্বল লোক অপেক্ষা আল্লাহর রাস্তায় অধিক দৌড় ধাপ করতে পারে।

৩. মানুষ যদি মনের স্বস্তি ও সুখ লাভ করতে পারে, তবে তা হলো উপরে উল্লেখিত দু'টো নি'আমত অপেক্ষা উত্তম নি'আমত।

এই তিনটি নি'আমতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে গেলে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ প্রয়োজনের অধিক সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছো? ভালো স্বাস্থ্য দ্বারা দীনের কি উপকার করেছো? মনের শান্তি ও সুখের কতোটুকু শোকর আদায় করেছো? মূলকথা, উপরে উল্লেখিত জিনিসগুলো হলো আল্লাহর নি'আমত। সুতরাং এর মর্যাদা দান করা উচতি।

www.bjilibrary.com

● নয়টি কাজের নির্দেশ

١٨٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ، (١) خَشْيَةِ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ (٢) وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا (٣) وَالْقَصْدِ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى (٤) وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ (٥) وَاُعْطِىَ مَنْ حَرَمَنِىْ (٦) وَاَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِىْ (٧) وَاَنْ يَكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا (٨) وَنُطْقِىْ ذِكْرًا (٩) وَنَظَرِىْ عِبْرَةً وَّاٰمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ -

১৮০. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার রব আমাকে নয়টি কথার হুকুম দিয়েছেন। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন আমি যেনো ঃ

১. প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করি।
২. খুশি ও রাগ উভয় অবস্থাতেই যেনো ন্যায় কথা বলি।
৩. বিত্তশালীতা ও বিত্তহীনতা উভয় অবস্থাতেই যেনো মধ্য পন্থা অবলম্বন করি।
৪. যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি যেনো তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি।
৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেনো তাকে দান করি।
৬. যে আমার উপর যুল্ম করে আমি যেনো তাকে ক্ষমা করে দিই।
৭. আমার নীরবতা যেনো চিন্তাভাবনার নীরবতা হয়।
৮. আমার দৃষ্টি যেনো শিক্ষা লাভের দৃষ্টি হয়।
৯. আমার কথাবার্তা যেনো আল্লাহর দয়া ও মহত্বের আলোচনা হয়।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আরো দুটি নির্দেশ দান করেছেন ঃ

১. আমি যেনো ভালো কাজের হুকুম দিই এবং
২. মন্দ কাজের প্রতিরোধ করি। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা গেলো, দীনের দাওয়াত দানকারীর মধ্যে উপরে উল্লেখিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক।

www.bjilibrary.com

দাওয়াতে দীন

● ইসলাম কি?

١٨١- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا اِلَيْنَا ؟ قَالَ بِدِيْنِ الْاِسْلَامِ، قَالَ وَمَا دِيْنُ الْاِسْلَامِ؟ قَالَ اَنْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ -

১৮১. অর্থ ঃ মুআবিয়া বিন হায়দা আল কুশাইরী রা. নিজের ইসলাম কবুল করার কাহিনী বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হই এবং জিজ্ঞাসা করি ঃ আমাদের প্রভু কী পয়গাম দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছেন এবং আপনি কোন্ দীন নিয়ে এসেছেন?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে দীন ইসলাম প্রদান করে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, দীন ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ ইসলাম হলো এই যে, তুমি তোমার সমস্ত সত্ত্বাকে পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দাও এবং অন্যসব উপাস্য থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাও। আর সালাত কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো। (আল ইসতী'আব)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের তাৎপর্য হলো নিজের গোটা সত্ত্বা ও জীবনকে, সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতাকে অর্থাৎ নিজের সবকিছুকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়ার নামই হলো ইসলাম। এটাই তৌহীদের অর্থ। এটা হলো এর ইতিবাচক দিক। এর নেতিবাচক দিক হলো এই যে, মানুষ নিজকে, নিজের জীবন, নিজের শক্তি ও যোগ্যতাকে অর্থাৎ নিজের সমগ্র জীবনকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে সোপর্দ করতে অস্বীকার করুক, অন্য সবকিছু থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিক, অন্য কাউকে কোনো দিক দিয়েই সামান্যতম মাত্রায়ও আল্লাহর সাথে শরীক না করুক।

তাছাড়া নিজের কোনো জিনিসকে যেনো মানুষ নিজের মনে না করে, বরং তা

www.bjilibrary.com

যেনো আল্লাহর আমানত মনে করে। নিজের সবকিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়ার পর সে যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেগুলো ব্যবহার করে, তবে তার অর্থ হয় সে নিজে আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতিতে সাচ্চা নয়।

● **কলেমা তাইয়েবার তাৎপর্য**

١٨٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) : وَتَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا عَمِّ اِنِّىْ اُرِيْدُهُمْ عَلٰى كَلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّىْ اِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ، فَفَزِعُوْا لِكَلِمَتِهٖ وَلِقَوْلِهٖ، فَقَالَ الْقَوْمُ كَلِمَةً وَّاحِدَةً؟ نَعَمْ وَاَبِيْكَ عَشْرًا، فَقَالُوْا مَا هِىَ؟ وَقَالَ اَبُوْ طَالِبٍ وَاَىُّ كَلِمَةٍ هِىَ يَا ابْنَ اَخِىْ؟ قَالَ (ص) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (مسند احمد، نسائى)

১৮২. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ হে চাচা! আমি তাদের কাছে কেবলমাত্র একটি কথা দাবি করি। এ বাক্যটি যদি এরা স্বীকার করে নেয়, তবে এর বদৌলতে সমগ্র আরব এদের অধীনে এসে যাবে এবং অনারবরা এদের জিযয়া প্রদান করবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা শুনে সবাই বিস্মিত হয়ে বলে ঃ তুমি একটি বাক্যের কথা বলছো? তোমার বাপের কসম, আমরা দশটি কলেমা (বাক্য) স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত। বলো ঐ কলেমা কি? আবু তালিবও জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে ভাইপো, বলো ঐ কথাটি কি?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন ঃ ঐ কথাটি হলো 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই!' (মুসনদে আহমদ, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস মক্কী যুগের সাথে সম্পর্কিত। তৌহীদের কলেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' কেবলমাত্র একটি কলেমাই (কথা) নয়, বরং এর মধ্যে তৌহীদের সম্পূর্ণ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের জীবনের সমস্ত দিকে পরিব্যাপ্ত। কেবল নামায ও রোযাই কায়েম করা নয়, বরং তার ভিত্তিতে একটা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হলো এর অর্থ। তা যদি না হতো তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন করে বলতে পারতেন যে, এর ফলে সমগ্র আরব তোমাদের শাসনাধীনে এসে যাবে আর অনারবরা তোমাদের জিযয়া দেবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত একথা কি কখনো সম্ভব?

যখন কোরাইশ নেতারা তাদের সবচেয়ে বড় সর্দার আবু তালিবের কাছে

www.bjilibrary.com

অভিযোগ করতে আসে, তখন রসূল সা. একথা বলেন। তারা এ মনে করে এ অভিযোগ করতে এসেছিল যে, আবু তালিব নিজের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে এই দাওয়াতকে বন্ধ করে দেবেন। এরকম অন্য এক সময় চাচা আবু তালিবকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ

হে চাচা! যদি আমার ডান হাতে সূর্য এনে দেয়া হয় আর বাম হাতে চাঁদ তবুও ....। অর্থাৎ আমি যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছি যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে বিজয়ী করে দেন, বা আমি মরে না যাই, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার দাওয়াত বন্ধ করতে পারিনা।

এখন প্রশ্ন হলো, দীনের বিজয় (এযহার)-এর অর্থ কি? কুরআন মজীদে যেখানে যেখানে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এর অর্থ হলো রাজনৈতিক বিজয়। (সূরা ফাতাহর আয়াত নং ২৮, সূরা সাফ-এর আয়াত নং ৯, সূরা তওবার আয়াত নং ৩৩ দেখুন)।

● ইসলামের দাওয়াত কবুল করাই কল্যাণের পথ

١٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَابِىْ مَا تَقُوْلُوْنَ، مَا جِئْتُكُمْ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهٖ اَطْلُبُ اَمْوَالَكُمْ، وَلَا الشَّرَفَ فِيْكُمْ وَلَاالْمُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا، وَاَنْزَلَ عَلَىَّ كِتَابًا، وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَكُوْنَ لَكُمْ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَاِنْ تَقْبَلُوْا مِنِّىْ مَا جِئْتُكُمْ بِهٖ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

১৮৩. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতাদের কথা শুনে বললেন ঃ তোমরা যেসব জিনিস আমাকে দিতে চাইছো, তার আদৌ কোনো লোভ আমার নেই। আমি তোমাদের যে দাওয়াত দিচ্ছি তার উদ্দেশ্য কখনোই এই নয় যে, আমি ধন-দৌলত চাই, বা যশ ও সুনাম অর্জন করতে চাই, কিংবা তোমাদের উপর শাসন চালাতে চাই। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের কাছে তাঁর রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে কিতাব দান করেছেন। তিনি আমাকে তোমাদের ভ্রান্ত জীবন যাপনের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিতে এবং এই দাওয়াত কবুল করার ফলে যে সুফল পাওয়া যাবে তার সুসংবাদ দান করার জন্যে পাঠিয়েছেন। তাই আমি তোমাদের কাছে আমার রবের পয়গাম পৌছে দিয়েছি (এবং পৌছে দিচ্ছি)। এর আগেও তোমাদের মঙ্গল কামনা আমার লক্ষ্য ছিলো

www.bjilibrary.com

এবং আজও আছে। তোমরা যদি আমার দাওয়াত কবুল করো তবে এই দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানে তোমরা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসও মক্কী যুগের সাথে সম্পর্কিত। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কেবল ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, জীবনের সমগ্র সমস্যা ও বিষয়ের আলোচনা তাতে না থাকতো এবং তা কেবলমাত্র আখিরাত গড়ার জন্যে হতো, তবে আখিরাতের সাথে এই দুনিয়ার কথা যে বলা হয়েছে তার কি অর্থ হয়? উভয় স্থানের সৌভাগ্যই বা কোন্ দিক দিয়ে হতে পারে? কেবলমাত্র কি এদিক দিয়ে যে, কিছু নেক লোক তৈরী হয়ে যাক? না, তা নয়। বরং তা থেকে অবশ্য আরো অধিক কিছু আছে। দীনের দাওয়াত সম্পূর্ণ জীবনের সবদিকের উপর পরিব্যাপ্ত। এই দাওয়াত দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের চিরন্তন সাফল্যের জামানত দান করে।

● একটি আদর্শ দাওয়াতী ভাষণ

١٨٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا اَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الْاَصْنَامَ، وَنَاْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَاْتِى الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْاَرْحَامَ، وَنُسِئُ الْجِوَارَ، وَيَاْكُلُ الْقَوِىُّ مِنَّا الضَّعِيْفَ، فَكُنَّا عَلٰى ذٰلِكَ، حَتّٰى بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْنَا رَسُوْلاً مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهٗ وَصِدْقَهٗ، وَاَمَانَتَهٗ، وَعَفَافَهٗ، فَدَعَانَا اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لِنُوَحِّدَهٗ وَنَعْبُدَهٗ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْاَوْثَانِ، وَاَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيْثِ، وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ، وَاَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَاَمَرَنَا اَنْ نَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَانُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا، وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ـ (مسند احمد)

১৮৪. অর্থ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা রা. (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজ্জাশীর দরবারে যে ঘটনা ঘটে, তার উল্লেখ করে বলেন, জাফর ইবনে আবি তালিব মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হন এবং ইসলামের এই পরিচয়মূলক ভাষণ প্রদান করেন ঃ

www.bjilibrary.com

হে বাদশা! আমরা অজ্ঞানতার (জাহেলি) জীবন যাপন করছিলাম। আমরা নিজেদের হাতে গড়া প্রাণহীন পাথরের মূর্তি পূজা করতাম। মৃত পশু খেতাম, সব রকম অশ্লীল কাজ ও ব্যভিচার করতাম। আত্মীয়-স্বজনের অধিকার কেড়ে নিতাম। প্রতিবেশীর সাথে মন্দ ব্যবহার করতাম। আমাদের প্রত্যেক শক্তিশালী দুর্বলের উপর অন্যায় অবিচার করতো।

এরকম অবস্থায় আমরা দীর্ঘদিন অতিবাহিত করি। এ সময় আল্লাহ্ আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেন, যাঁর উচ্চ বংশ, যাঁর সত্যবাদীতা, যাঁর আমানত ও সততা এবং যাঁর পবিত্র চরিত্র সবকিছুই আমাদের খুব ভালভাবে জানা আছে। তিনি আমাদের মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, যেনো আমরা কেবলমাত্র তাঁকেই স্বীকার করি, তাঁকেই উপাস্য বানাই এবং সেসব পাথর ও দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করি যেগুলোকে আমরা ও আমাদের পূর্ব পুরুষরা পূজা করছিলাম। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার, আমানতের খিয়ানত না করার, আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করে দেবার, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ এবং রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দান করেন। তিনি আমাদের ব্যভিচার করতে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে, ইয়াতিমদের সম্পদ দখল করতে এবং নিষ্পাপ পবিত্র মহিলাদের উপর দুর্ণাম রটনা করতে নিষেধ করেছেন।

আমাদের তিনি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ্ স্বীকার না করার, আল্লাহর সাথে কাউকেও সামান্য মাত্রায়ও শরীক না করার, নামায পড়ার এবং যাকাত প্রদান করার আদেশ করেন। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হলো ইসলামী দাওয়াতের বিস্তৃত পরিচয়, যা জাফর ইবনে আবি তালিব রা. নাজ্জাশী এবং তাঁর সভাসদ গণের সামনে দিয়েছিলেন। যদি ইসলামের দাওয়াত একান্ত সাদামাটা অস্পষ্ট অজ্ঞাত হতো, তবে এতো বিশদ বিবরণের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিলোনা। কেবলমাত্র এতোটুকু বলাই যথেষ্ট হতো যে, আমরা তো কেবল আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার লোক, জীবনের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই; কুরাইশ সর্দারগণ অকারণে আমাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন।

● **ক্ষমতাসীনরা ইসলামী দাওয়াত পছন্দ করেনা**

١٨٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) ... قَالَ مَفْرُوْقُ بْنُ عَمْرُو الشَّيْبَانِىُّ اِلٰى مَا تَدْعُوْا يَا اَخَاقُرَيْشٍ؟ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) وَقَالَ اَدْعُوْكُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ - قَالَ لَهُ وَاِلٰى مَا تَدْعُوْ اَيْضًا يَا اَخَاقُرَيْشٍ؟ فَتَلاَ رَسُوْلُ

www.bjilibrary.com

اللّٰهِ (ص) قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ اِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ، فَقَالَ لَهُ مَفْرُوْقُ وَاِلَى مَا تَدْعُوْا اَيْضًا يَا اَخَا قُرَيْشٍ، فَتَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ، فَقَالَ لَهُ مَفْرُوْقُ دَعَوْتَ وَاللّٰهِ يَا قُرَيْشِيُّ اِلَى مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَ مَحَاسِنِ الْاَعْمَالِ ـ (مسند احمد)

১৮৫. অর্থ ঃ আলী ইবনে আবু তালিব রা. বর্ণনা করেছেন, মাফরূক বিন আমর আশ শায়বানী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে কুরাইশী ভাই, আপনি কিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন?

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে এগিয়ে যান এবং বলেন ঃ আমি তোমাদের এই আহ্বান জানাচ্ছি যে, তোমরা সাক্ষ্য দান করো। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রসূল।

মাফারূক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে কুরাইশ, আপনি আর কিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সূরা আল আন'আমের ১৫১ থেকে ১৫৩ পর্যন্ত আয়াতসমূহ পড়ে শোনান। মাফরূক পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি আর কিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন?

তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন নহলের ৯০ নম্বর আয়াত পড়ে শোনান। সবগুলো কথা শুনে মাফরূক বলেন ঃ আল্লাহর কসম, হে কুরাইশ, আপনি উচ্চ নীতি নৈতিকতা ও সর্বোত্তম কাজের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। (আল বিদায়াহ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯৫)

ব্যাখ্যা ঃ এ ঘটনা মক্কী যুগের ঘটনা। হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত কখনো কখনো একাকী আবার কখনো কখনো হযরত আবু বকর রা. ও হযরত আলী রা.-কে সাথে নিয়ে প্রত্যেক গোত্রের তাঁবুতে গিয়ে তাঁদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এক বছর হজ্জের সময় শায়বান গোত্রের লোকেরা এসেছিল। তখন তিনি আবু বকর রা. ও হযরত আলী রা.-কে সাথে নিয়ে ঐ গোত্রের সর্দারদের কাছে উপস্থিত হন। তাদের সর্দারদের মধ্যে একজন ছিলেন মাফরূক, যিনি হযরত আবু বকর রা.-এর পরিচিত ছিলেন। প্রারম্ভিক আলোচনা তাদের দু'জনের মধ্যেই হয়। তারপর হযরত আবু বকর রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ও তাঁদের অন্যান্য লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি তাদের বলেন, ইনি আল্লাহর রসূল, যাঁর কথা তোমরা শুনে থাকবে। তাঁরা বলে, হ্যাঁ, আমরা তাঁর কথা শুনেছি। তখন মাফরূক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করেন,

www.bjilibrary.com

আপনার দাওয়াত কি? এ ব্যাপারে তিনি সূরা আন'আম-এর ১৫১ নং আয়াত থেকে ১৫৩ আয়াত পড়ে শোনান। এতে বিশেষভাবে তৌহিদ ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দান করা হয়েছে, দারিদ্র্যের কারণে শিশু হত্যা নিষেধ করা হয়েছে, প্রকাশ্য বা গোপনে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া ইয়াতীমের সম্পদ হরণ, মাপ ও ওযনে কম করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যদি কিছু বলো, তবে ন্যায় কথা বলো, যদি তা স্বজনদের বিরুদ্ধেও যায়। তাছাড়া বলা হয়েছে, আল্লাহর সাথে বন্দেগীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।

এবার দেখুন, সূরা আন'আম হলো মক্কী যুগের সূরা। এতে চমৎকারভাবে দীনের বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে। এতে কেবল ইবাদতের বিষয়েই বলা হয়নি; বরং জাহেলি জীবন ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ বলে দেয়া হয়েছে। এগুলো কার্যকর হলে যে মানবজাতি সব রকমের সুখ শান্তি এবং মঙ্গল ও সৌভাগ্য লাভ করবে তা বলা হয়েছে। যদি ইসলামী দাওয়াত কেবলমাত্র ইবাদতের মধ্যে সীমিত হতো, তবে এ সমস্ত বুনিয়াদী নীতি কেন বর্ণনা করা হবে?

পরবর্তীকালে এসব ভিত্তির উপর ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সূরা বণী ইসরাইলের তৃতীয় রুকুতে এসব নীতি আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো সূরা নাহাল-এর আয়াত। এটাও মক্কী যুগের সূরা (আয়াত নং ৯০)। এ আয়াতেও ইসলামের দাওয়াতকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মাফরূক বিন আমর শায়বানী যখন সম্পূর্ণ দাওয়াত শুনেন, তখন বলে উঠেন ঃ "এই যে দাওয়াত আপনি দিচ্ছেন সম্ভবত তা রাজা বাদশাদের পছন্দ হবেনা।"

এখন প্রশ্ন হলো যদি ইসলামের দাওয়াত কেবল ব্যক্তিগতভাবে কিছু নীতি মেনে চলার দাওয়াত হতো এবং তা মানব জীবনের সকল বিভাগকে নিজ আওতায় না গ্রহণ করতো এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বীয় নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করতে চাইতো, তবে এর উপর বাদশাহ ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অসন্তুষ্ট হবার কি কারণ থাকতে পারে? সুতরাং একথা অতি সুস্পষ্ট যে, এ দাওয়াত এতো সাদামাটা নয়। এ দাওয়াত তো মানব জীবনের সমস্ত ব্যবস্থাকে নতুনভাবে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দাওয়াত।

● আমরা দাওয়াত দিচ্ছি আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের

١٨٦- انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ نَجْرَانَ كِتَابًا وَّ فِيْهِ اَمَّا بَعْدُ : فَانِّىْ اَدْعُوْكُمْ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، وَاَدْعُوْكُمْ اِلٰى وِلَايَةِ اللّٰهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعِبَادِ - (تفسير ابن كثير)

১৮৬. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের অধিবাসীদের

www.bjilibrary.com

(যারা ধর্মের দিক দিয়ে খৃষ্টান ছিলো) একটি দাওয়াতী পত্র লিখেন, যার একটি অংশ হলো : এরপর, আমি তোমাদের এই দাওয়াত দিচ্ছি যে, তোমরা মানুষের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করো। আমি তোমাদের এই দাওয়াতও দিচ্ছি যে, তোমরা মানুষের প্রভুত্ব থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করো। (তফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খন্ড)

● শান্তি ও নিরাপত্তার পথ

١٨٧- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ .... قَالَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى تَخْرُجَ الظَّعِيْنَةُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ فِيْ غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ- (البدايه و النهايه جلد ٥)

১৮৭. অর্থ : আদি বিন হাতিম রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেছেন : ...যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আল্লাহ নিশ্চয়ই এই দীনকে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এমনকি এমন নিরাপদ পরিবেশ হবে যে, একজন মহিলা একাকী হীরা (সিরিয়া) থেকে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে আর তাকে বিব্রত করার মতো কেউ থাকবেনা। (আল বিদায়াহ্ ও আননিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬)

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো দীন ইসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করবে, এতে শান্তির বিধি-ব্যবস্থা হবে এবং তাতে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি কোনো দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে পারবেনা। একাকী কোনো মহিলা শত শত মাইল ভ্রমণ করবে অথচ তাকে উত্যক্ত করার কেউ থাকবেনা।

● জামায়াত গঠনের নির্দেশ

١٨٨-عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ-

১৮৮. অর্থ : হারিস আল আশ'আরী বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ে হুকুম করছি :

১. জামায়াতবদ্ধ থাকার।
২. জামায়াতের নেতার কথা শোনার।
৩. আনুগত্য করার।
৪. হিজরত করার, এবং
৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করার।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দান করেন ঃ

১. জামায়াতবদ্ধ হও এবং দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করো।

২. তোমাদের খলিফা বা দীনি নেতার কথা মনোযোগ সহকারে শোনো।

৩. নেতার আনুগত্য করো।

৪. যদি দীনের দাবিতে দেশ ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় তবে স্বদেশ ত্যাগ করো। দেশের ভালবাসা ছিন্ন করো, দীনের পথে যেসব সম্পর্ক বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তা সবই বিচ্ছিন্ন করে দাও।

৫. আল্লাহর নির্দিষ্ট পথে পূর্ণ প্রচেষ্টা করো, তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করো। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যবান দ্বারা, কলমের দ্বারা, হাতিয়ারের দ্বারা, যে উপায়ে সম্ভব হয় দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করো।

● **দলবদ্ধতা**

١٨٩- عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبْسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه
(ص) يَقُوْلُ : عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَانِ ـ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ ـ رِجَالٌ
لَيْسُوْا بِاَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْشَى بَيَاضُ وُجُوْهِهِمْ نَظَرَ
النَّاظِرِيْنَ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ
اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ
نَوَازِعِ الْقَبَائِلِ يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ فَيَنْتَقُوْنَ اَطَايِبَ
الْكَلاَمِ كَمَا يَنْتَقِىْ اٰكِلُ التَّمْرِ اَطَايِبَهٗ ـ (طبرانى) وَفِىْ رِوَايَةٍ
هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى وَبِلاَدٍ شَتّٰى يَجْتَمِعُوْنَ
عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهٗ ـ (طبرانى)

১৮৯. অর্থ ঃ আমর বিন আবাসা বর্ণনা করেছেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন দয়াময় আল্লাহর ডান দিকে এমন কিছু লোক থাকবে যারা নবীও নয়, শহীদও নয়; কিন্তু তাদের চেহারার জ্যোতি যারা দেখবে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, তাদের স্থান ও মর্যাদা দেখে নবী এবং শহীদগণ সন্তুষ্ট হবেন।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে রসূলুল্লাহ! এসব লোক কারা হবে? তিনি বললেন

ঃ এরা হবে বিভিন্ন গোত্রের লোক। ইসলাম কবুল করে তারা কুরআন শেখা ও শেখানোর জন্যে এবং আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে দলবদ্ধ হতো। খেজুর ভোক্তা যেমন সর্বোত্তম খেজুর বেছে বেছে খায়, এরা সেইভাবে সর্বোত্তম কথা বেছে বেছে বলতো।

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এরা হলো সেসব লোক, যারা আল্লাহর জন্যে একে অপরকে ভালবাসতো। এরা বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার লোক আর এরা আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে দলবদ্ধ হতো। (তিনরাণী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে সেসব লোকদের এক বড় সুখবর দান করা হয়েছে, যারা বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে, কিন্তু দীন ও দীনের দাওয়াত তাদের জামায়াতবদ্ধ করেছে। এরা দলবদ্ধভাবে নামায পড়ে, কুরআন পড়ে এবং অন্যদের কাছে দীনের পয়গাম পৌঁছানোর ব্যাপারে দলবদ্ধভাবে কাজ করে।

● জামায়াতী জীবনের সুফল

١٩٠- عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْاَمْرِ وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَّرَائِهِمْ -

১৯০. অর্থ ঃ যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তিনটি এমন জিনিস আছে, সেগুলো যদি বর্তমান থাকে তবে কোনো মুসলমানের অন্তরে নিফাকের জন্ম হতে পারেনা। সেগুলো হলো ঃ

১. সে যা করবে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করবে।
২. জনগণ এবং তাদের দায়িত্বশীলগণ পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবে।
৩. দলের সাথে একান্তভাবে জড়িত থাকবে। তবেই দলের সকলের দোয়া তাদের রক্ষা করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ সমষ্টিগত ব্যাপারে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা মানে -তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে মনে ঘৃণা ও শত্রুতা রাখবেনা। বরং মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থাকবে। সমস্ত কাজে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করবে, আর যদি কেউ ভুল করে বসে তবে নিভৃতে আন্তরিকতার সাথে ভুলের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই তিনটি গুণ নিফাকের পরিপন্থী। মুনাফিকরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোনো কাজই করেনা। যে দলের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকে তার নেতাদের বিরুদ্ধে উস্কানি সৃষ্টি করে। তারা বাহ্যত ঐ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দলের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ থাকেনা।

www.bjilibrary.com

দলবদ্ধ হয়ে থাকার ও দলবদ্ধ জীবন যাপনের আরো একটা সুবিধা আছে, যার প্রতি শেষের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তা হলো দলের সবাই একে অপরের জন্যে মঙ্গল কামনা করবে এবং সত্যের পথে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্যে একে অপরেরর জন্যে দু'আ করবে। দলবদ্ধ দু'আ খুবই প্রভাবশালী ও কার্যকরী হয়। আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দু'আর বরকতে দলের লোকদের বহু খারাবি থেকে রক্ষা করবেন। জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনকারীদের অভিজ্ঞতা এ কথার বাস্তব সাক্ষ্য।

● আমীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য

١٩١-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِّنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيْ حَوَائِجِهِمْ - (طبرانى، ترمذى)

১৯১. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের সমষ্টিগত ব্যাপারের দায়িত্বশীল হবে (অর্থাৎ নেতা বা আমীর হবে), যতোক্ষণ পর্যন্ত সে সকলের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না করে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেননা। (সব লোকের সমস্ত প্রয়োজন পূরণের চিন্তা সে তখন করবে যখন সে তার নেতৃত্বাধীন লোকদের প্রতি দয়াশীল হবে, তার অন্তরে তাদের জন্য ভালোবাসা থাকবে)। (তাবরানী, তিরমিযী)

● নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের কর্তব্য

١٩٢- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ : بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ، وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَن لاَّ نُنَازِعَ الاَمْرَ أَهْلَهُ، الاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ، وعَلٰى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ - (بخارى)

১৯২. অর্থ ঃ উবাদা বিন সামিত রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই প্রতিজ্ঞা (বাইয়াত) করেছিলাম ঃ

অবস্থা অসচ্ছল হোক বা সচ্ছল হোক, খুশীর সময় হোক কিংবা অসন্তুষ্টির সময় হোক, প্রত্যেক অবস্থায় আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

www.bjilibrary.com

এবং যাঁরা নেতা নির্দিষ্ট হন তাঁদের সকলের কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো। অন্যকে আমাদের অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান করা হলেও আমরা আমীরের (নেতার) কথা মেনে চলবো।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম, যাঁরা আমীর হবেন তাঁদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা ও পদ কেড়ে নিতে চেষ্টা করবোনা; কিন্তু যদি আমীর প্রকাশ্যে কুফরি করেন তবে সে কথা স্বতন্ত্র। কেননা সে স্থলে তাঁর কথা মান্য না করার যুক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে বর্তমান।

আর আমরা তাঁর কাছে এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম, যেখানেই থাকি না কেন সত্য ও ন্যায় কথা বলবো। আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দাকারীর কোনো নিন্দাকে ভয় করবোনা। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'বাইয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ প্রতিজ্ঞা করা। তিনি সকলের কাছ থেকে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, তাহলো সমষ্টিগত ও সামাজিক ব্যাপারের দায়িত্বশীল আমীরের আনুগত্য সর্বাবস্থায় করতে হবে - তাঁর নির্দেশ পছন্দ হোক বা না হোক। আর শাসন ক্ষমতার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা চলবেনা। অবশ্য আমীর যদি কোনো স্পষ্ট গুনাহের আদেশ দেন বা স্পষ্ট কুফরি করেন তবে তাঁর কথা মান্য করা যাবেনা, তখন তাকে সরিয়ে দিতে হবে। তবে সেক্ষেত্রেও শর্ত হবে তাকে হটানোর ফলে যেনো অধিকতর খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হবার আশংকা না থাকে।

● দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি

١٩٣- قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَسِّرَا وَلَاتُعَسِّرَا، وَقَرِّبَا وَلَاتُنَفِّرَا -

১৯৩. অর্থ ঃ (মু'আয রা. ও আবু মূসা আশ'আরী রা.-কে ইয়েমেন পাঠানোর সময়) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা (দীনকে) মানুষের জন্যে সহজ করে দেবে, কঠিন করবেনা। মানুষকে দীনের নিকটে নিয়ে আসবে। তারা দীনের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে দীন থেকে দূরে সরে যেতে পারে এমন কিছু করবেনা। (জামেউল ফাওয়ায়েদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, মানুষের কাছে দীনকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা যেনো তারা অনুভব করে, এ রাস্তা সহজ রাস্তা, এর উপর চলা তাদের সাধ্যের মধ্যে। এমনভাবে তাদের সামনে কথা বলা ঠিক নয় যে, শুনতেই তাদের সাহস ভেঙ্গে যায় এবং দীনকে তারা এমন এক পাহাড় মনে করতে থাকে, যাতে আরোহণ করা তাদের সাধ্যের মধ্যে নয়। দাওয়াত দানকারীর নিজের জীবনও এরকম হওয়া উচিত যা দেখে মানুষ দীনের প্রতি আকৃষ্ট হবে, দীনের প্রতি বিমুখ হয়ে যাবেনা। এ প্রসঙ্গে আর একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

কোনো এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অশোভনীয়

www.bjilibrary.com

শব্দ ব্যবহার করে। ফলে সাহাবাগণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। লোকেরা তাকে হত্যা করার উপক্রম করে। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে থামিয়ে দেন এবং বলেন, আমার আর এই ব্যক্তির উদাহরণ হলো এরকম যেমন, এক ব্যক্তির একটি উটনী ছিলো, যা উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায় এবং দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। সবাই তার পিছনে দৌড় দেয় এবং শক্তি প্রয়োগে তাকে আয়ত্বে আনতে চায়। কিন্তু এই চেষ্টার ফলে তার ভয় আরো বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে আয়ত্বের মধ্যে এলোনা। উটনীর মালিক সবাইকে বলে, উটনীকে আমার কাছে ছেড়ে দাও, আমি খুব ভালো উপায় জানি, আমি জানি কিভাবে ওকে আয়ত্বে আনা যেতে পারে। তারপর সে তার পিছনে দৌড়ানোর পরিবর্তে তার সামনে গিয়ে মাটি থেকে খিছু ঘাস নিয়ে নেয় এবং স্নেহের সাথে তার দিকে এগিয়ে যায়। তখন সে তার কাছে এসে যায় এবং বসে পড়ে। তারপর সে তার পিঠে হাওদা বাধে এবং তাতে চড়ে গন্তব্যস্থলে চলে যায়।

● ক্ষতিগ্রস্ত বক্তা

١٩٤- اِنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، قَالَهَا ثَلاَثًا-

১৯৪. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আড়ম্বরময় ভাষা প্রয়োগকারীরা ধ্বংস হয়ে যাক। একথা তিনি তিন বার বললেন। (মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.)

ব্যাখ্যা ঃ অনেক বক্তা এমন আছেন যারা আপন ভাষণে অযথা আড়ম্বরের স্রোত বইয়ে দেবার চেষ্টা করে থাকেন। তারা মানুষকে হীন করার জন্যে, তাদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্যে এরকম করে থাকেন। এ ধরনের বক্তাকে এই শিক্ষাদান করা হয়েছে যে, তারা যেনো এরকম না করেন, বরং সহজ ভাষা ও স্বতঃস্ফূর্ত বাক্য ব্যবহার করেন। আমি একজন মস্তবড় বক্তা এরকম অহঙ্কার আল্লাহ পছন্দ করেননা।

● ক্ষমা ও বিনয় দায়ীর বৈশিষ্ট্য

١٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَالْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْاِسَاءَةِ، فَاِذَا فَعَلُوْا عَصَمَهُمُ اللّٰهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - (بخارى)

১৯৫. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কুরআনের আয়াত "ইদফা বিল্লাতী হিয়া আহসান" (সূরা মুমিনূন ঃ ৯৬, সূরা হামীমুস্ সাজদা ঃ ৩৪)-এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

দাওয়াতী কাজ যারা করে তাদের ধৈর্যশীল ও ঠাণ্ডা মেজাজের লোক হওয়া

www.bjilibrary.com

উচিত। লোকেরা ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ করলেও ঐ সময় ক্রোধের জবাব ক্রোধ দ্বারা দান করা উচিত নয়। যদি ক্রোধ এসে যায় তাহলে তা দমন করে নেয়া উচিত। যারা এমনটি করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের হিফাযত করবেন। তাদের শত্রুরা তাদের সামনে নতি স্বীকার করবে এবং তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তৎপর সাথী হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী)

● দাওয়াত ও ধৈর্য

١٩٦- رُوِىَ عَنْ عَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ (رض) قَالَ : بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلٰى حَىٍّ مِّنْ قَيْسٍ اُعَلِّمُهُمْ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ، فَاِذَا قَوْمٌ كَاَنَّهُمُ الْاِبِلُ الْوَحْشِيَّةُ طَامِحَةٌ اَبْصَارُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ اِلاَّ شَاةٌ اَوْ بَعِيْرٌ، فَانْصَرَفْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا عَمَّارُ مَا عَمِلْتَ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْقَوْمِ وَاَخْبَرْتُهُ بِمَا فِيْهِمْ مِنَ السَّهْوَةِ، فَقَالَ يَا عَمَّارُ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاَعْجَبَ مِنْهُمْ، قَوْمٌ عَلِمُوْا مَا جَهِلَ اُوْلٰئِكَ ثُمَّ سَهَوْا كَسَهْوِهِمْ-

১৯৬. অর্থ ঃ আম্মার ইবনে ইয়াসের রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দীন ও দীনের আহকাম শেখানোর জন্যে কায়স গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতা হয় যে, তারা যেনো উদ্ভ্রান্ত উট, দুনিয়ার স্বার্থে মত্ত। তাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। তাদের সমস্ত আকর্ষণ হলো তাদের ছাগল ও উটের প্রতি। তারপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে আসি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আম্মার! কি কাজ করে এসেছো তা আমাকে জানাও। আমি তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। আমি তাঁকে বলি, তারা দীনকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। তিনি বললেন ঃ হে আম্মার! এদের থেকেও অধিক বিস্ময়কর লোক হলো তারা, যারা দীনের শিক্ষা লাভ করেও দীনকে ভুলে গেছে এবং বেপরোয়া হয়ে গেছে। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, এসব মানুষ তো দীন জানেনা। বহু দিন যাবত জাহেলিয়াতের জীবন যাপন করে এসেছে, যদি তারা ভুলে গিয়েই থাকে, তবে তা না বিস্ময়ের ব্যাপার, আর না তাতে দাওয়াত দানকারীর হতাশ হওয়া উচিত।

এ হাদীস থেকে একথাও জানা গেলো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে সাহাবা রা.-গণকে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন এবং তাঁদের স্ব স্ব কাজের রিপোর্ট শুনতেন

www.bjilibrary.com

● দাওয়াতী কাজে আধুনিক পন্থা অবলম্বন

১৯৭- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : أَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَنْ أَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ، وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ أَمَرَنِىْ أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُوْدَ وَقَالَ اِنِّىْ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابٍ، قَالَ فَمَا مَرَّبِىْ نِصْفُ شَهْرٍ حَتّٰى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ اِذَا كَتَبَ اِلٰى يَهُوْدَ كَتَبْتُ وَاِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ -

১৯৭. অর্থ ঃ যায়েদ বিন সাবিত রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শেখার আদেশ দেন। অন্য এক হাদীসের বর্ণনায় ঃ তিনি আমাকে ইয়াহুদীদের ভাষা শিখতে আদেশ দেন এবং বলেন ঃ ইয়াহুদীদের লেখার উপর আমার আস্থা নেই। সুতরাং তাদের ভাষা শেখো এবং অক্ষরও শেখো।

যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেন, আমি মাত্র পনের দিনে তাদের অক্ষর শিখে নিই। তারপর তিনি ইয়াহুদীদের যা কিছু বলতেন তা আমি লিখে দিতাম এবং যখন ইয়াহুদীদের কোনো পত্র তাঁর নিকট আসতো তখন আমি তাদের পত্র তাঁকে পড়ে শোনাতাম।

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত ভাষা আল্লাহর। যে দেশে সত্যের দাওয়াত দেয়ার কাজ করা হচ্ছে সেখানকার অধিবাসীর কাছে সত্যের দাওয়াত যাতে তাদের ভাষায় পৌঁছে দেয়া যেতে পারে, সেজন্যে দাওয়াত দানকারীদের সেখানকার ভাষা শিখতে হবে। এভাবে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি যেসব উপায়-উপরণ আবিষ্কার করেছে, দাওয়াত দানকারী দলকে সেসবই কাজে লাগাতে হবে।

● দাওয়াতের সাথে আমলের সামঞ্জস্য

১৯৮- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ، قَالَ فَبَلَغَ امْرَأَةً فِى الْبَيْتِ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ : بَلَغَنِىْ اَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ مَالِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، فَقَالَتْ اِنِّىْ لَاَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ اِنْ كُنْتِ قَرَاْتِيْهِ فَقَدْ وَجَدْتِيْهِ اَمَا قَرَاْتِ، مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ

فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ - (سورة حشر ايت : ٧)
قَالَتْ بَلٰى : قَالَ فَاِنَّ النَّبِىَّ (ص) نَهٰى عَنْهُ، قَالَتْ : اِنِّىْ لَاَظُنُّ
اَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَ، قَالَ : اِذْهَبِىْ فَانْظُرِىْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَمِنْ
حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا، قَالَ لَوْ كَانَتْ
كَذَالِكَ لَمْ تُجَامِعْنَ، وَفِىْ رِوَايَةٍ فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَتْ مَا
رَاَيْتُ بَاْسًا، قَالَ مَا حَفِظْتِ اَوَّلَ وَصِيَّةِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَمَا
اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ - (مسند احمد)

১৯৮ অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন ঃ আল্লাহ সেসব মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করেন, যারা (হাতে পায়ে) ছবি ক্ষুধিত করিয়ে নেয় এবং অপরের (হাতে পায়ে) অঙ্কিত করে দেয়। সেই মহিলাদের উপরও অভিসম্পাত করেছেন, যারা সাজ সৌন্দর্যের জন্যে চুল কেটে ছোট করে। সেসব মহিলাদের উপরও অভিসম্পাত করেছেন, যারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্যে নিজেদের দাঁতের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সৃষ্ট শারীরিক গঠনকে বিকৃত করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. একথা বললে উম্মে ইয়াকুব নামে এক পর্দানশীন মহিলা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে এসে বলেন ঃ আমি জানতে পেলাম আপনি এরকম কথা বলেছেন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাবে যার উপর অভিসম্পাত করেছেন আমি তার উপর কেন অভিসম্পাত করবোনা? উম্মে ইয়াকুব বলেন, আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কুরআন পড়েছি, কিন্তু এ বিষয়ের কোনো কথা তো পাইনি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, যদি তুমি মনোযোগের সাথে কুরআন পড়তে তবে এ বিষয় কুরআনের মধ্যে পেতে। তুমি কি কুরআন শরীফের এই আয়াত পড়োনি যে, "রসূল তোমাদের যা প্রদান করে তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।" উম্মে ইয়াকুব বলেন ঃ হ্যাঁ, এ আয়াত আমি পড়েছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন ঃ আমি যেসব কথা বলেছি তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। উম্মে ইয়াকুব বলেন, আমার মনে হয়, আপনার স্ত্রীগণ এরকম করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ ভিতরে গিয়ে দেখে এসো। তারপর সে ভিতরে যায় এবং দেখে যে ঐসব খারাবীর মধ্যে কোনো খারাবী তাদের মধ্যে নেই। তখন সে ফিরে এসে বলে, আমার ধারণা ভুল, আপনারা স্ত্রীগণ এসব করেননা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ যদি আমার স্ত্রীগণ এসব করতো তবে আমার সঙ্গে থাকতে পারতোনা। অন্য হাদীসের বর্ণনায় উম্মে ইয়াকুব ভিতরে যায় এবং ফিরে এসে

www.bjilibrary.com

বলে : আপনার স্ত্রীগণ এ ধরনের সাজ সৌন্দর্য চর্চা থেকে দূরে আছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আল্লাহর নেক বান্দাহ (শো'আয়েব) এই কথা বলেছিলেন তা কি তোমার মনে নেই : যা থেকে আমি তোমাদের বিরত করছি আমি নিজে তা করবো এরকম উদ্দেশ্য আমার নয় (সূরা হূদ, আয়াত নং ৮৮)। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ঘটনার মধ্যে দাওয়াতী কাজ যারা করেন তাঁদের জন্যে খুব বড় শিক্ষার বিষয় আছে। বাইরের লোকদের কাছে দীনের দাওয়াত দেবার পূর্বে নিজের ঘরের লোকদের ও নিকটবর্তী লোকদের কাছে দাওয়াত দেয়া উচিত এবং তাদের শিক্ষা ও তরবিয়ত দেয়া উচিত। তা না হলে দাওয়াত কার্যকরী হবেনা।

● বাতিলের কর্তৃত্বের যুগে হক পন্থীদের করণীয়

١٩٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَغَيَّرَهٗ بِيَدِهٖ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُّغَيِّرَهٗ بِيَدِهٖ فَغَيَّرَهٗ بِلِسَانِهٖ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُّغَيِّرَهٗ بِلِسَانِهٖ فَغَيَّرَهٗ بِقَلْبِهٖ فَقَدْ بَرِئَ، وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ - (نسائى)

১৯৯. অর্থ : আবু সায়ীদ খুদরী রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে কোনো মন্দ কাজ দেখে এবং শক্তি প্রয়োগ করে তা দূর করে দেয়, সে নিজের দায়িত্ব পালন করে। আর যে ব্যক্তি শক্তিশালী না হবার কারণে যবান ব্যবহার করে এবং তার বিরুদ্ধে আওয়ায তোলে সেও নিজের দায়িত্ব পালন করে। আর যে ব্যক্তি জিহ্বা ব্যবহার করতে পারেনি, তবে অন্তর থেকে ঐ মন্দ কাজকে ঘৃণা করেছে এবং তা মন্দ মনে করেছে সেও পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে তবে এ হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের অবস্থা। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের তাৎপর্য হলো, শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করেনা, সে আল্লাহর ক্রোধের হাত থেকে বাঁচতে পারবেনা। সুতরাং শক্তি প্রয়োগের ফলে যদি কোনো অধিকতর বড় খারাবী মাথা তুলে দাঁড়াবার আশংকা না থাকে, তবে শক্তি দিয়ে মন্দকে দূর করার চেষ্টা করা উচিত। এই হাদীস বলে, বাতিলের প্রাধান্যের যুগে সত্যপন্থীদের সত্যের জন্যে জিহাদ করা উচিত। বাতিলের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে আরামের সাথে ঘুমানোর এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়া ঈমানী মর্যাদাবোধের অভাবের লক্ষণ এবং হক-এর জন্যে ভালবাসা না থাকার প্রমাণ।

www.bjilibrary.com

১০

ইকামতে দীনের পথে

● **হকপন্থীদের বৈশিষ্ট্য**

٢٠٠- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : خُذُوْا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً فَاِذَا صَارَ رُشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلَا تَأْخُذُوْهُ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ، يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ، اَلَا اِنَّ رَحَا الْاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، اَلَا اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوْا الْكِتَابَ، اَلَا اِنَّهُ سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ، فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ، وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى نُشِرُوْا بِالْمَنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ، مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ - (طبرانى)

২০০. অর্থ ঃ মুয়ায বিন জাবাল রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উপহার ও দান যদি উপহার ও দানের রূপে হয় তবে তা গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু যদি এ উপহার ঘুষ হয়ে যায় এবং দীনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যে দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণ করোনা। অবশ্য তোমরা এই ঘুষ ছাড়তে পারবেনা, কারণ তোমরা এমন দারিদ্র ও অনাহারের মধ্যে পড়বে যা ঐ ঘুষ নিতে তোমাদের বাধ্য করতে পারে। শোনো, ইসলামের চাকা ঘুরে চলেছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাব যেদিকে যায় সেদিকে থেকো। শোনো, খুব শীঘ্রই আল্লাহর কিতাব ও শাসন ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন তোমরা

www.bjilibrary.com

আল্লাহর কিতাবের সাথে থেকো (তাকে ছেড়ে শাসন ক্ষমতার সাথে থাকবেনা)। শোনো, তোমাদের উপর এমন শাসকরা শাসন চালাবে যারা তোমাদের ব্যাপারে সব কিছুর সিদ্ধান্ত করবে (আইন তৈরী করবে)। তখন তোমরা যদি তাদের কথা মেনে নাও তবে তারা তোমাদের গুমরাহীতে নিক্ষেপ করবে। আর যদি তাদের কথা অস্বীকার করো তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে রসূলুল্লাহ! সে অবস্থা দেখা দিলে আমরা কি করবো? তিনি বললেন ঃ ঈসা ও তাঁর সাথিরা যা করেছিল তোমাদের তা-ই করা উচিত। তাঁদের করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয় এবং শূলে চড়ানো হয় (কিন্তু তবুও তাঁরা বাতিলের কাছে মাথা নতো করেননি)। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে বেচেঁ থাকা অপেক্ষা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে মরে যাওয়া উত্তম। (তাবরানী)

● আমি তাদের নই তারাও আমার লোক নয়

٢٠١- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : أُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ، فَمَنْ غَشِىَ أَبْوَابَهُمْ، فَصَدَّقَهُمْ فِىْ كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّىْ، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِىَ أَبْوَابَهُمْ أَوْلَمْ يَغْشَ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِىْ كَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّىْ وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ - (ترمذى)

২০১. অর্থ ঃ কা'আব বিন উজরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে কা'আব! আমার পরে এমন সব শাসক আসবে, তাদের হাত থেকে আমি তোমাকে আল্লাহর আশ্রয়ে প্রদান করছি। যারা ঐ অত্যাচারী শাসকদের কাছে যাবে, তাদের মিথ্যা কথাকে সমর্থন করবে এবং তাদের অত্যাচার মূলক কাজে সাহায্যকারী হবে, তাদের সাথে না আমার কোনো সম্পর্ক আছে, আর না তারা আমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে (না আমি তাদের, না তারা আমার)। হাউযে কাওসারে তারা আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারবেনা। যারা ঐসব অত্যাচারী শাসকের কাছে যাবেনা, আর যদিও যায় তবে তাদের মিথ্যা কথাকে সত্যি বানাবেনা এবং তাদের যুলমের কাজে সাহায্যকারী হবেনা, তারা আমার লোক (তারা আমার, আমি তাদের)। আর নিশ্চিতরূপে তারা হাউযে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হবে এবং আমি নিজের হাতে তাদের কাওসারের পানি পান করাবো, যার ফলে তাদের আর কখনো পিপাসা লাগবেনা। (জামে তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

● শাহাদাতের তামান্না

٢٠٢- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ " مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهٖ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ اَوْ قُتِلَ، فَاِنَّ لَهُ اَجْرَ شَهِيْدٍ - (ابو داؤد و ترمذى) وَفِىْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، "مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ -

২০২. অর্থ ঃ মুয়ায বিন জাবাল রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে আল্লাহর কাছে শাহাদাত লাভের দু'আ করেছে এবং তারপর তাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে বা তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে (উভয় অবস্থাতেই) সে শহীদের মর্যাদা পাবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

সহল বিন হুনায়ফ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে শাহাদাতের তামান্না করেছে, যদিও সে নিজ বিছানায় মরে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন।

● বিভিন্ন প্রকার শাহাদাত

٢٠٣- عَنْ رَبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ (رض) .... فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَوَمَا الْقَتْلُ اِلَّا فِىْ سَبِيْلٍ؟ اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِىْ اِذًا لَقَلِيْلٌ، اِنَّ الطَّعْنَ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنَ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُوْنَ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءَ بِجَمْعٍ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقَ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقَ شَهَادَةٌ وَذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةٌ - (طبرانى)

২০৩. অর্থ ঃ রবী আনসারী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ......শুধু কি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়াটাই শাহাদাত? তবে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদ খুবই কম হবে।

না, যে প্লেগে মরে যায়, যে মহিলা প্রসবের সময় মরে যায়, যে ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মরে যায় বা পানিতে ডুবে মরে যায়, যে ব্যক্তি নিমোনিয়ার শিকারে পরিণত হয়ে মরে– এরা সবাই শহীদের মর্যাদা পাবে। (তাবরানী)

www.bjilibrary.com

● প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলেও শহীদ

٢٠٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ - (ابو داؤد، نسائى، ترمذى، ابن ماجه).

২০৪. অর্থ ঃ সাঈদ বিন যায়েদ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি ঃ যেসব লোক নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারা শহীদ। যেসব লোক নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারাও শহীদ। যেসব লোক নিজের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারাও শহীদ। (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

● দাওয়াতী কাজ না করার পরিণতি

٢٠٥- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (ض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا تَرَكَ قَوْمٌ نِ الْجِهَادَ اِلاَّ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِالْعَذَابِ - (ترغيب، طبرانى)

২০৫. অর্থ ঃ আবু বকর সিদ্দিক রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব লোক জিহাদ ত্যাগ করবে, আল্লাহ সেই লোকদের উপর আযাব চাপিয়ে দেবেন। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাবের পরিমাণের কথা এই হাদীসে বলেননি। নীচে যে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে তা এই হাদীসের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। সেটি দেখুন।

● জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি

٢٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا اِلٰى دِيْنِكُمْ - (ابوداؤد)

২০৬. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা 'ঈনাহ্'-এর সাথে ক্রয় বিক্রয় করবে, গরুর লেজ ধরে থাকবে, চাষবাসে মগ্ন হয়ে যাবে এবং দীনের জন্যে পরিশ্রম করা এবং ধন-প্রাণ কুরবানী করা ত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের

www.bjilibrary.com

উপর এমন অপমান ও গোলামী চাপিয়ে দেবেন। তোমরা যতোক্ষণ পর্যন্ত, দীনের দিকে না ফিরে আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তা তোমাদের উপর থেকে দূরীভূত হবেনা। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে 'ঈনাহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ কয়েক ধরনের। সংক্ষেপে এটুকু বুঝে নিন যে, শরী'আতের অবকাশের সাহায্যে সুদের কারবারের নাম 'ঈনাহ'। যেহেতু তারা মুসলমান, সেজন্যে খোলাখুলিভাবে সুদের কারবার করতে লজ্জা পেয়ে থাকে। তাই নানান ধরনের সুন্দর সুন্দর নামে এই কারবার চালাতে থাকে। এভাবে এধরনের লোক শরী'আত নিয়ে খেলা করে এবং আল্লাহর সাথে তামাশা করে। তারা মনে করে যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাদের এই চালের মধ্যে পড়ে যাবেন।

এই হাদীসে যেসব খারাবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই আমাদের মধ্যে চালু হয়েছে এবং এসবই আমাদের অপমান ও গোলামীর প্রকৃত কারণ। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী বাকুরী, চাষাবাদ ও অন্যান্য আর্থিক উপায়-উপকরণের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে যায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ থেকে পরিত্রাণের কোনো রাস্তা নেই। যখন আমরা দীনকে জীবন্ত করার ও শক্তিশালী করার রাস্তায় তৎপরতার সাথে চলতে শুরু করে দেবো, তখন অপমান ও গোলামীর বেড়া এক এক করে ভেঙ্গে পড়তে থাকবে। এমনভাবে ভাংতে শুরু হবে যে, বিশ্ব-পরিচালক ও পরাক্রমের অধিপতি আল্লাহর পথের পথিকরা বিস্ময় বোধ করবে।

◆◆◆

www.bjilibrary.com

(১১)

ইসলামী কর্মীদের শক্তির উৎস

● তাহাজ্জুদ

٢٠٧- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَاْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ - (ترمذى)

২০৭. অর্থ ঃ আবু উমামা আল বাহিলী রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাযকে নিজেদের জন্যে অপরিহার্য করে নাও, কারণ তোমাদের পূর্বে আল্লাহর যেসব নেক বান্দাহ অতীত হয়ে গেছেন, এটা ছিলো তাদেরই আমল। এ নামায তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর নিকটবর্তী করবে, গুনাহ দূর করবে এবং পাপ থেকে রক্ষা করবে। (তিরমিযী)

٢٠٨- عَنْ عَمْرِوبْنِ عَنْبَسَةَ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ (ص) يَقُوْلُ : اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ، فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَّذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ -

২০৮. অর্থ ঃ আমর বিন আনবাসা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ রাতের শেষভাগে তাঁর বান্দাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে থাকেন। সুতরাং যদি পারো রাতের শেষভাগে আল্লাহকে স্মরণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাতের শেষভাগে মানুষ যখন আল্লাহর সামনে নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে সম্পূর্ণ হৃদয়-মনের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা নিয়ে দাঁড়াতে পারে। আর এই মানসিক অবস্থায় যে নামায আদায় করা হয় স্বাভাবিকভাবেই তা বান্দাহকে

www.bjilibrary.com

আল্লাহর নিকটবর্তী করে। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, রাতের শেষ দিকে বান্দাহর প্রতি আল্লাহর রহমত অধিক মাত্রায় এসে থাকে। সুতরাং আল্লাহকে নিজের কাছে পাবার জন্যে এবং নিজেকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার জন্যে এই সময়টা সবচেয়ে উপযুক্ত।

٢٠٩- رُوِىَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ نُصَلِّىَ مِنَ اللَّيْلِ مَا قَلَّ اَوْ كَثُرَ، وَنَجْعَلَ اٰخِرَ ذٰلِكَ وَتْرًا - (طبرانى)

২০৯. অর্থ ঃ সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন ঃ তাহাজ্জুদের নামায পড়, কম অথবা বেশী; আর তার শেষে বিত্‌র পড়। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা গেলো, যদি কেউ রাতে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠার অভ্যাস করে, তবে এশার পর যেনো বিত্‌র না পড়ে। বরং তাহাজ্জুদের নামায পড়ে তারপর যেনো বিত্‌র পড়ে, এটাই হলো উত্তম পন্থা।

٢١٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : اِسْتَعِيْنُوْا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ -

২১০. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ দিনে রোযা রাখার জন্য সেহরীর সাহায্য লও, আর তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে দিনে কায়লুলার (দুপুরে আহারের পর স্বল্প বিশ্রাম) সাহায্য লও। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ যারা রোযা রাখতে চান, তারা সেহরী খেয়ে নিন, যাতে করে দিনের রোযা আরামের সাথে কেটে যায় এবং ক্লান্তি ও দুর্বলতা না আসে। এমনিভাবে যারা রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে চান, তারা দিনে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিন, যাতে করে ঘুম পুরো হয়ে যায় এবং দিনের অন্যান্য কাজের উপর এর প্রভাব না পড়ে।

● তাহাজ্জুদ পড়ার জন্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহযোগিতা করবে

٢١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى، وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ، فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ -

www.bjilibrary.com

২১১. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে এবং নামায পড়ে, আর নামায পড়ার জন্যে স্ত্রীকেও জাগায়, স্ত্রীর ঘুমের ঘোর না কাটলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা সেই স্ত্রীর প্রতি রহম করুন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ে আর স্বামীকেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে জাগিয়ে দেয়। যদি স্বামী ঘুমের প্রভাবে উঠতে না পারে, তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে জাগিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

● ঘরে নফল সালাত পড়বে

٢١٢-عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِّنْ صَلَاتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلَاتِهٖ خَيْرًا -

২১২. অর্থ ঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে নামায (ফরয) পড়া সম্পন্ন করে, তখন সে যেনো তার নামাযের এক অংশ (সুন্নত ও নফল) নিজের ঘরকেও দান করে। তাহলে আল্লাহ নামাযের কারণে ঘরে মঙ্গল ও বরকত দান করবেন। (মুসলিম)

● নফল সালাতের তাকিদ

٢١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِيْنِهِمُ الصَّلٰوةُ وَاٰخِرُ مَا يَبْقٰى الصَّلَاةُ، وَاِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الصَّلَاةُ، وَيَقُوْلُ اللّٰهُ انْظُرُوْا فِىْ صَلَاةِ عَبْدِىْ فَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً يَقُوْلُ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَاِنْ وُّجِدَ لَهٗ تَطَوُّعٌ تَمَّتِ الْفَرِيْضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ قَالَ انْظُرُوْا هَلْ زَكَاتُهٗ تَامَّةٌ، فَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، قَالَ انْظُرُوْا هَلْ لَهٗ صَدَقَةٌ؟ فَاِنْ كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةٌ تَمَّتْ زَكَاتُهٗ -

২১৩. অর্থ ঃ আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দীনের মধ্যে সর্বপ্রথম যা ফরয

www.bjilibrary.com

করেছেন তা হলো নামায, আর সর্বশেষও অবশিষ্ট থাকবে নামায। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ্ বলবেন : আমার এই বান্দাহর নামায দেখো, যদি তা পূর্ণভাবে আদায় করা হয়ে থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ লেখা হবে। আর যদি তার নামাযে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ বলবেন : দেখো, আমার ঐ বান্দাহ্ কি কিছু নফল নামায পড়েছে? যদি তার আমল নামায় নফল নামায থেকে থাকে, তবে ফরয নামাযে যা অসম্পূর্ণতা থাকবে তা ঐ নফল নামায দ্বারা পূরণ করে দেয়া হবে। তারপর যাকাতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। তিনি ফেরেশতাদের বলবেন, দেখো ওর যাকাত পুরো দেয়া আছে কিনা? যদি সে যাকাত পুরোপুরি আদায় করে থাকে তবে ভালো কথা। আর যদি এ ব্যাপারে কিছু ক্রটি থাকে তবে তিনি ফেরেশতাদের বলবেন, দেখো ওর আমলনামায় কিছু নফল দান আছে কিনা? যদি কিছু নফল দান থাকে, তবে ওর যাকাত দিতে যে ক্রটি হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তারগীব ও তারহীব, মুসনাদে আবু ইয়ালী)

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে জানা গেলো যে, আমাদের দীনের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি হলো নামায। কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয়ত একথা জানা গেলো যে, ফরয নামাযে যদি ক্রটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তবে তা নফল নামাযের দ্বারা পূরণ করা হবে। তাই ফরয নামাযের সাথে সাথে নফল নামাযের দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা মানুষ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দুর্বল। সে যতো ভালোভাবেই নামায পড়ুক না কেন কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। এখন যদি তার আমল নামায় নফল নামায না থাকে, তবে ফরযের অসম্পূর্ণতা কি দিয়ে পূরণ করা হবে?

এই হাদীস থেকে একথাও জানা গেলো যে, নামাযের পর যাকাতের হিসাব নেয়া হবে। তাই যদি কিছু নফল দান না করা হয়ে থাকে, তবে ফরয আদায়ে যে ক্রটি হবে এবং যা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে তার মার্জনা হবে কিভাবে?

সংক্ষেপে বলা যায়, সর্বপ্রথম আমাদের ফরয ইবাদতের হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। যদি এ ফরযের সাথে কিছু নফল না থাকে তবে হিসাবের সময়ের বিপদ থেকে বাঁচবার কি উপায় হবে? অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি সমস্ত ফরয ইবাদতের সাথে সাথে নফল ইবাদত পরিত্রাণের রাস্তা সহজ করে দেয়।

٢١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَّ لَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْئٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ - (بخارى)

২১৪. অর্থ : আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : এই দীন্ (ইসলাম) সহজ। দীনের সাথে

www.bjilibrary.com

প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করা হলে তখন প্রতিযোগী পরাস্ত হবে। সুতরাং তোমরা সোজা রাস্তায় চলো, আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচো এবং আল্লাহর রহমত ও পরিত্রাণ থেকে হতাশ হয়োনা; বরং সন্তুষ্ট থেকো। সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু সময় ভ্রমণের সাহায্য গ্রহণ করো। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ দীন সহজ - একথার অর্থ হলো, এর বিধান ও নিয়ম কানুন সহজ। প্রত্যেক ব্যক্তি সহজভাবে এই দীনের উপর চলতে পারে।

আর দীনের সাথে প্রতিযোগিতা করা অর্থ হলো, দীন যেসব সহজ জিনিস প্রদান করেছে তাতে সীমাবদ্ধ না থেকে আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি করে নিজের উপর অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে নেয়া। যে কেউ এ ধরনের বাড়াবাড়ি করবে শেষ পর্যন্ত সে ক্লান্ত হয়ে নিজের উপর স্বেচ্ছা আরোপিত বাধা-নিষেধ মানতে পারবেনা। সুতরাং এই বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচার জন্যে বলা হয়েছে - সোজা রাস্তায় চলা ও দীনের সহজ বিধান মতো আমল করাই পরিত্রাণের জন্যে যথেষ্ট।

আর শেষ বাক্যে যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু সময় নফল নামায পড়া। কথাটি এক বিশেষ ভঙ্গিতে এই তাৎপর্য বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে যে, মুমিন যখন এই পৃথিবীতে থাকে, তখন সে আখিরাতের পথের মুসাফির। তাই গন্তব্যস্থলে পৌছানোর জন্যে দিনরাত চলতে থাকুক (দিনরাত ইবাদতে মশগুল থাকুক একথা জরুরী নয়), সকালে কিছু চলুক, সন্ধ্যায় কিছু চলুক এবং রাতের শেষ ভাগে কিছু চলুক, তাহলে ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) সে গন্তব্যস্থলে পৌছে যাবে। কিন্তু যদি কেউ দিনরাত একাকার করে দেয় - লাগাতার চলতে থাকে, তবে এরই সম্ভাবনা থাকে যে, সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে এবং গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌছাতে পারবেনা। এই হিদায়েতের বাস্তব রূপ হলো এশরাক ও চাশত-এর নামায এবং মাগরিব-এর পরে নফল নামায, যার নমুনা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের সামনে রেখে গেছেন।

● আল্লাহর পথে দান (ইনফাক)

٢١٥- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ الاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى الاَّ مَا قَدَّمَ فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى الاَّ مَا قَدَّمَ، فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى الاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْبِشِقِّ تَمْرَةٍ - (بخارى، مسلم)

২১৫. অর্থ ঃ আদি ইবনে হাতিম রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব এমনভাবে গ্রহণ করা হবে যে, আল্লাহ্ এবং বান্দাহর মাঝে ওকালতি ও সুপারিশ করার মতো কেউ থাকবেনা। সে নিজের ডানদিকে দেখলে নিজের আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেনা। বামদিকে তাকালে সেদিকেও নিজের আমল ছাড়া আর কিছুই পাবেনা। আবার সে যখন সামনের দিকে তাকাবে তখন জাহান্নামকে নিজের সামনে দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। যদি তোমার কাছে একটি খেজুরের অর্ধাংশও থাকে, তবে তা দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশের সময় বান্দাহ্ একাকী আল্লাহর আদালতে হাযির হবে। সামনে পিছনে তার ওকালতি করার জন্যে কেউ থাকবেনা। সে যেদিকেই দেখবে কেবল নিজের আমলই দেখতে পাবে এবং তার সামনে থাকবে জাহান্নাম। তাই যতোদূর সম্ভব দান করুন, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এটা খুব বেশী সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে। সামান্যতম জিনিসকেও দান হিসেবে দিতে লজ্জা করা উচিত নয়।

٢١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ، وَاِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى، اَوْ لَبِسَ فَاَبْلٰى، اَوْ اَعْطٰى فَاقْتَنٰى، وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ -

২১৬. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাহ বলে, এ আমার সম্পদ, এ আমার সম্পদ।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তার জন্যে তার সম্পদে তিনটি অংশ আছে ঃ যা সে খেয়ে নিয়েছে তা শেষ হয়ে গেছে। যা পরেছে তাও বিলীন হয়ে গেছে। আর যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে কেবল সেটুকুই সে আল্লাহর কাছে জমা করেছে। এছাড়া আর যা কিছু আছে তা তার নয়। তা সে নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্যে রেখে যাবে এবং নিজে খালি হাতে চলে যাবে। (মুসলিম)

٢١٧- رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نَشَرَ اللّٰهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ اَكْثَرَلَهُمَا مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، فَقَالَ لِاَحَدِهِمَا اَىْ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ اَلَمْ اُكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ بَلٰى اَىْ رَبِّ، قَالَ وَكَيْفَ

صَنَعْتَ فِيْمَا اٰتَيْتُكَ؟ قَالَ تَرَكْتُهُ لِوَلَدِىْ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ، قَالَ أَمَا اِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِكْتَ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتَ كَثِيْرًا، أَمَا اِنَّ الَّذِىْ تَخَوَّفْتَ عَلَيْهِمْ قَدْ اَنْزَلْتُ بِهِمْ، وَيَقُوْلُ لِلْاٰخَرِ اَىْ فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَىْ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ لَهُ أَلَمْ أُكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ بَلٰى اَىْ رَبِّ، قَالَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيْمَا اٰتَيْتُكَ؟ قَالَ اَنْفَقْتُ فِىْ طَاعَتِكَ وَوَثِقْتُ لِوَلَدِىْ مِنْ بَعْدِىْ بِحُسْنِ طَوْلِكَ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِكْتَ كَثِيْرًا وَّلَبَكَيْتَ قَلِيْلاً، اَمَا اِنَّ الَّذِىْ قَدْ وَثِقْتَ بِهِ اَنْزَلْتُ بِهِمْ- (طبرانى)

২১৭. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ নিজে দুই বান্দাহকে তার সামনে একত্রিত করবেন, যাদের তিনি খুব বেশী সম্পদ ও সন্তান দান করেছিলেন। তারপর একজনকে বলবেন ঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! সে বলবে ঃ হে আমার প্রভু, আমি হাযির আছি বলুন। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান করিনি? সে বলবে ঃ হ্যাঁ, হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান করেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন জিজ্ঞাসা করবেন, আমার নি'আমত পেয়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, যাতে আমার সন্তানরা দারিদ্র ও অসচ্ছলতার মধ্যে না পড়ে সে জন্যে আমি সমস্ত সম্পদ আমার সন্তানদের জন্যে রেখে এসেছি।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ প্রকৃত অবস্থা যদি তুমি জানতে তবে তুমি কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে। শোনো, তোমার সন্তানের ব্যাপারে তোমার যে জিনিসের আশংকা ছিলো সেই জিনিস তুমি তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এসেছো অর্থাৎ দারিদ্র ও অসচ্ছলতা।

তারপর তিনি অপরজনকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! সে বলবে, হে আমার প্রভু, আমি হাযির আছি, বলুন। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কি তোমাকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান করিনি? সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান করেছিলেন। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন, আমার নি'আমত পেয়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে ঃ হে আমার প্রভু, আমি আপনার দেয়া সম্পদ আপনার আনুগত্যের পথে খরচ করেছি এবং নিজের সন্তানদের ব্যাপারে আমি আপনার রহমতের উপর ভরসা করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে তবে দুনিয়াতে তুমি

www.bjilibrary.com

হাসতে বেশী এবং কাঁদতে কম। শোনো, তোমার সন্তানদের ব্যাপারে তুমি যে কথার উপর আস্থা রেখেছিলে তাদের আমি সেই জিনিসই দান করেছি (অর্থাৎ সচ্ছলতা ও অর্থ)। (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায়, যারা আপন সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের অর্থনৈতিক ভবিষৎকে উজ্জল করার জন্যে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর পথে খরচ করেনা, তাদের সন্তান দারিদ্র ও অস্বচ্ছলতার শিকারে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আর যারা আপন সম্পদ আল্লাহর বন্দেগীর পথে ব্যয় করে এবং আপন সন্তানের ভবিষ্যত আল্লাহর কুদরত ও রহমতের উপর ছেড়ে দেয় তাদের জীবন সচ্ছলতায় কাটানোর সম্ভাবনা খুব বেশী।

٢١٨- رُوِىَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه (ص) عَلٰى اَعْوَادِ الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَانَّهَا تُقِيْمُ الْعِوَجَ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ، وَتَقَعُ مِنَ الْجَائِعِ مَوْقِعَهَا مِنَ الشَّبْعَانِ -

২১৮. অর্থ ঃ আবু বকর সিদ্দীক রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে নববীর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। যদি তোমার কাছে মাত্র অর্ধাংশ খেজুরও থাকে, তবু তাই দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। দান মানুষের বক্রতা দূর করে, খারাপ মরণ থেকে বাঁচায় এবং ক্ষুধার্তের পেট ভরে দেয়। (আবু ইয়ালী ও বাযযার)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, দান হক ও সত্যের উপর দৃঢ় থাকার শক্তি দেয়। এর বদৌলতে ভালোভাবে মৃত্যু হয় এবং তা আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচায় আর ক্ষুধার্তের ক্ষুদা দূর করে। সুতরাং যদি কারো কাছে সামান্য জিনিসও থাকে, তবে তাতে কুণ্ঠিত না হয়ে সে যেনো সেটুকুই আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেয়। কারণ আল্লাহ জিনিসের পরিমাণ দেখেননা, তিনি তো নিয়্যত ও চেতনার প্রতিই লক্ষ্য করেন।

● দানে বৃদ্ধি

٢١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَايَقْبَلُ اللّٰهُ الاَّ الطَّيِّبَ، فَانَّ اللّٰهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِيْنِه ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ حَتّٰى اَنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ اُحُدٍ -

www.bjilibrary.com

২১৯. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি খেজুরের দাম বা সেই পরিমাণ কোনো জিনিস দান করে আর তা হালাল উপার্জন হতে অর্জিত হয় (কারণ আল্লাহ তা'আলা তো পাক পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেননা), তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ঐ পবিত্র দানকে নিজের ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করবেন এবং তারপর তা বৃদ্ধি করতে থাকবেন, যেমনভাবে তোমরা পশু ইত্যাদির বাচ্চাকে লালন পালন করো এবং বাড়াতে থাকো। এমনকি ঐ সামান্য পবিত্র দান পাহাড় সদৃশ হয়ে যাবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কেউ এক গ্রাস জিনিসও দান করলে তা উহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ, হালাল উপার্জন থেকে দেয়া দান যতোই কম হোক না কেন, তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি পাহাড়ের মতো উঁচু স্তূপে পরিণত হয়ে যায় এবং এই স্তূপ পরিমাণ বস্তুর সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দান করবেন। যেনো সে এক আনা দু'আনা দান করেনি বরং পাহাড় পরিমাণ দান করেছে।

২২০- رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) يَرْفَعُهُ، قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ اِلاَّ اُلْقِيَتْ فِىْ يَدِ اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَ فِىْ يَدِ السَّائِلِ - (طبرانى)

২২০. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দানে সম্পদ কমেনা। যখন কোনো বান্দাহ্ কোনো দান প্রার্থীকে দান করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয় তখন প্রার্থীর হাতে দান পৌছানোর পূর্বেই আল্লাহর হাতে তা পৌছে যায়। (তাবরানী)

● দান হাশরের ময়দানে ছায়া দেবে

২২১- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ كُلُّ امْرِءٍ فِىْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ -

২২১. অর্থ ঃ উকবা বিন আমর রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন হিসাব কিতাব শেষ করা পর্যন্ত দানকারী নিজের দানের ছায়ায় থাকবে। কিয়ামতের দিন দান মানুষের জন্যে ছায়ার রূপ ধারণ করবে যা ঐ দিনের গরম থেকে দাতাকে বাঁচাবে। (তারগীব, মুসনাদে আহমদ)

● দান জাহান্নাম থেকে বাঁচায়

২২২- عَنْ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ (ص) فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لِمَ نَحْنُ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ -

২২২. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা প্রদান করেন এবং বিশেষভাবে মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ হে মহিলারা, তোমরা দান করো, কেননা, কিয়ামতের দিন তোমরাই বেশীর ভাগ জাহান্নামে যাবে।

একথা শুনে এক সাধারণ মহিলা উঠে দাঁড়ালো এবং জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল, আমাদের থেকেই কেন বেশী জাহান্নামে যাবে?

তিনি বললেন ঃ এই জন্যে যে, তোমরা খুব বেশী গালিগালাজ করো আর অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে থাকো। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো পুরুষ অপেক্ষা তোমাদের মুখ বেশী চলে। অন্যকে দোষ দেয়া, সমালোচনা করা, দোষ খুঁজে বের করা, গীবত করা, অপবাদ লাগানোই হলো তোমাদের বেশীরভাগ কাজ। তোমরা স্বামীর বেশী অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। সুতরাং যদি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাও তবে স্বামীকে অভিশাপ দিয়োনা এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়োনা।

এই হাদীসের তাৎপর্য হলো– দীন সম্পর্কে অজ্ঞ মহিলারাই বেশী জাহান্নামে যাবে। আল্লাহকে ভয়কারী, জিহ্বা সংবরণকারী এবং স্বামীর অনুগত মহিলারা জান্নাতে যাবে। এ ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। মহিলাদের নিকৃষ্ট করে দেখানো এ হাদীসের লক্ষ্য নয়। বরং এই ধরনের অভ্যাসের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

● আত্মীয় স্বজনকে দান করলে দ্বিগুণ পুরুস্কার

٢٢٣- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ -

২২৩. অর্থ ঃ সালমান ইবনে আমের রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ ফকীর মিসকীনকে দান করলে কেবল দানের সওয়াব পাওয়া যায়। তবে গরীব আত্মীয় স্বজনকে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো দানের সওয়াব আর অন্যটি হলো আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করার। (নাসায়ী, তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

● উত্তম দান

٢٢٤- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رض) اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنِ الصَّدَقَاتِ اَيُّهَا اَفْضَلُ؟ قَالَ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ -

২২৪. অর্থ : হাকিম ইবনে হিযাম রা. বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন : কোন্ ধরনের দান পুরস্কার ও সওয়াবের দিক থেকে উত্তম?

তিনি বললেন, সেই দান যা মানুষ তার গরীব আত্মীয়কে দেয়, অথচ সে (তার সে আত্মীয়) তার প্রতি শত্রুতা রাখে। (তারগীব ও তারহীব)

● অভাবীর দান সর্বোত্তম দান

٢٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَءْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (ابو داؤد)

২২৫. অর্থ : আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি : হে রসূলুল্লাহ! সওয়াবের দিক দিয়ে কার দান উত্তম?

তিনি বললেন : সেই ব্যক্তির দান যার হাত অস্বচ্ছল, আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী আর খুব কষ্টে নিজের ও নিজের ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ করে থাকে। (তিনি আরও বলেন) দান, শুরু করো ঐসব লোকের থেকে যাদের দেখাশুনার ভার তোমার উপর ন্যস্ত। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের শেষ অংশের অর্থ হলো এই যে, নিজের ঘর থেকেই দান করা শুরু করুন। নিজের ছেলেমেয়ের জন্য খরচ করাও দান এর জন্যে পুরস্কার পাওয়া যাবে।

● সাদকা-এ-জারিয়া কি কি?

٢٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، اَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، اَوْ بَيْتًا لِاِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ، اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِىْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ -

২২৬. অর্থ : আবু হুরাইরা রা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মরার পরেও মুমিনের কিছু নেক কাজ তার আমলনামায়

www.bjilibrary.com

অবিচ্ছিন্নভাবে যোগ হতে থাকবে। যে ব্যাক্তি দীনের জ্ঞান ও শিক্ষা প্রচার করে মারা যাবে, তার শেখানো লোকেরা যতোদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে নেক কাজ করতে থাকবে সেও ততোদিন সেই নেকীর অংশ পেতে থাকবে। যদি কেউ নিজের সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করে থাকে, যার ফলে ঐ সন্তান নেককার হয়; তবে ঐ সন্তান যতোদিন নেক কাজ করতে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত তার পিতা মাতাও এ নেকীর অংশ পেতে থাকবে। এভাবে যদি কেউ কাউকে কুরআনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে যায়, অথবা মসজিদ তৈরী করে দেয়, বা মুসাফিরদের জন্যে কোনো সরাইখানা তৈরী করে দেয় কিংবা জনকল্যাণে খাল কাটিয়ে দেয় অথবা জীবনে অন্য কোনো নেক কাজ করে এবং তাতে নিজে অর্থ খরচ করে থাকে, তবে যতোদিন পর্যন্ত মানুষ ঐসব জিনিস থেকে উপকার লাভ করতে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত দাতার আমলনামায় নেকী লেখা হতে থাকবে। (ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মাহ)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যখন মরে যায় তখন তার আমলের খাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু এমন কিছু জনকল্যাণমূলক নেক কাজ আছে, যেগুলোকে আমরা সাদকায়ে জারিয়া বলে থাকি, তা শেষ হয়না। যতোদিন পর্যন্ত মানুষ তার শিখানো বা বানানো বা ওয়াকফ্ করা জিনিস থেকে উপকার পেতে থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত তার আমল নামায় উক্ত জিনেসের নেকী লাগাতার লেখা হতে থাকবে। সুতরাং মানুষের উচিত জীবদ্দশায় এমনি ধরনের নেক কাজ বেশী বেশী করা যার সওয়াবের ধারা শেষ হবেনা।

২২৭- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَبْعٌ يُجْرِىْ لِلْعَبْدِ اَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِىْ قَبْرِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ، مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا اَوْ كَرَى نَهْرًا اَوْ حَفَرَ بِئْرًا، اَوْ غَرَسَ نَخْلاً اَوْ بَنٰى مَسْجِدًا اَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا اَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهٗ بَعْدَ مَوْتِهٖ-

২২৭. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাতটি জিনিসের সওয়াব বান্দাহ্ মরার পরও বরাবর পেতে থাকবে ঃ

১. কেউ যদি দীনের শিক্ষাদান করে থাকে, বা
২. কোনো খাল কাটিয়ে থাকে, বা
৩. কূঁয়া খনন করে দিয়ে থাকে, বা
৪. বাগান লাগিয়ে থাকে, বা
৫. মসজিদ তৈরী করে দিয়ে থাকে, বা
৬. কুরআনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকে, বা
৭. এমন নেক সন্তান রেখে গিয়ে থাকে, যারা তার মৃত্যুর পর তার জন্যে দু'আ ও ইসতেগফার করে ।

www.bjilibrary.com

● উত্তম দাতা, উত্তম গ্রহীতা

٢٢٨- رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا الْمُعْطِيْ مِنْ سَعَةٍ بِاَفْضَلَ مِنَ الْاٰخِذِ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا -

২২৮. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিত্তবান দাতা গ্রহণকারী অপেক্ষা উত্তম নয়, যদি গ্রহণকারী অভাবী হয়। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হিদায়াত দান করেছেন যে, আপনারা সমাজের মধ্যে গরীব ও পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি অপেক্ষা নিজেকে উঁচু স্তরের মানুষ বলে মনে করবেননা। এমনও মনে করবেননা যে, আপনারা নিজের হক থেকে কিছু অংশ তাদেরকে দান করে তাদের প্রতি দয়া দেখাচ্ছেন। না, তা নয়, বরং আপনাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ আছে, তা তো গরীবদেরই হক। তারা যদি তা গ্রহণ করে তবে তারা নিজেদেরই হক গ্রহণ করে থাকে। আপনি তাদের উপর কি দয়া করলেন, আর তাদের থেকে নিজেকে কেন বড় মনে করবেন? শুধু তাই নয়, বরং তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হলো আল্লাহর, আর এ গরীব মানুষ আল্লাহর তরফ থেকে আদায়কারী ও কর্মচারী হিসেবে আপনার কাছ থেকে আল্লাহর হক আদায় করে নেয়।

● তোমার সম্পদ আল্লাহর কাছে জমা রাখো

٢٢٩- عَنِ الْحَسَنِ (رض) قَالَ " قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ اَنَّهٗ يَقُوْلُ : يَابْنَ اٰدَمَ اَفْرِغْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِيْ وَلَا حَرَقَ وَلَا غَرَقَ وَلَا سَرَقَ، اُوْفِيْكَهٗ اَحْوَجَ مَا تَكُوْنُ اِلَيْهِ - (ترغيب ، طبرانى)

২২৯. অর্থ ঃ হাসান রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রবল পরাক্রান্ত প্রভুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, তুমি নিজের সঞ্চয়কে আমার কাছে জমা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। (আমর কাছে রাখলে) আগুন লাগার ভয় নেই, পানিতে ডুবে যাবার সন্দেহ নেই, আর চুরি হবারও ভয় নেই। যেদিন তুমি এ সম্পদের বেশী মুখাপেক্ষী হবে, সেদিন আমার কাছে রক্ষিত এ সঞ্চয় আমি তোমাকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেবো। (তাবরানী)

٢٣٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَا

www.bjilibrary.com

رَجُلٌ فِىْ فَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِىْ سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّىْ ذٰلِكَ السَّحَابُ فَاَفْرَغَ مَاءَهُ فِىْ حَرَّةٍ، فَاذَا شَرْجَةٌ مِّنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَاذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِىْ حَدِيْقَةٍ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسَاحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ فُلَانٌ لِلْاِسْمِ الَّذِىْ سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَا سَاَلْتَنِىْ عَنْ اسْمِىْ؟ قَالَ سَمِعْتُ فِى السَّحَابِ الَّذِىْ هٰذَا مَاءُهُ يَقُوْلُ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ لِاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا؟ قَالَ اَمَّا اِذْ قُلْتَ هٰذَا، فَانِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَاٰكُلُ اَنَا وَعِيَالِىْ ثُلُثَهُ، وَاَرُدُّ ثُلُثَهُ ـ

২৩০. **অর্থ :** আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : এক ব্যক্তি মাঠ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে কাউকে বলতে শুনলো : হে মেঘ, অমুক ব্যক্তির বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ করো।

তখন মেঘ সেদিকে চলে গেলো এবং একটি মাটিবিশিষ্ট পাহাড়ী জমিতে সমস্ত পানি ঢেলে দিলো। ওখানে একটি নালা ছিলো, সেটা সমস্ত পানি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো। এই মুসাফিরও ঐ মেঘের সাথে সাথে চলতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে সে দেখলো, এক ব্যক্তি নিজের বাগানে দাঁড়িয়ে পানি যাতে বাগানের গাছ পর্যন্ত যেতে পারে সে জন্যে বেলচা দিয়ে পানির গতি পরিবর্তন করছে। তখন মুসাফির বাগানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলো : ওহে আল্লাহর বান্দাহ! তোমার নাম কি? লোকটি যে নাম বললো, মেঘের মধ্য থেকে অদৃশ্য আওয়াজে সে এই নামই শুনেছিল। তখন বাগানওয়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি আমাকে আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?

মুসাফির বললো, আমি মেঘমালার ভেতর থেকে একথা বলতে শুনেছি, যাও, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো। বলো, তুমি নিজের বাগানে এমন কী আমল করো যার জন্যে তোমার ওপর আল্লাহর এ রহমত বর্ষিত হলো?

বাগানওয়ালা বললো, যখন তুমি একথা জিজ্ঞেসই করে বসেছো এবং সবকিছু জেনেই ফেলেছো তখন আমি বলছি, এই বাগান থেকে যা আমি পেয়ে থাকি তাকে তিন ভাগে ভাগ করি। এক তৃতীয়াংশ আমি আল্লাহর নামে দিয়ে থাকি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার ছেলেমেয়েরা খাই এবং এক তৃতীয়াংশ এই বাগানে (জলসেচ এবং সার ইত্যাদিতে) লাগিয়ে দিই। (মুসলিম)

● কুরআন চর্চাকারীরা আল্লাহর লোক

٢٣١- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ، قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهٗ - (نسائى، ابن ماجه)

২৩১. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে কিছু আল্লাহওয়ালা লোক আছে। সবাই জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহওয়ালা লোক বলতে আপনি কাদের বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ কুরআনওয়ালা লোকেরাই হলো আল্লাহওয়ালা লোক এবং তারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাহ। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ 'আহলুল কুরআন' অর্থে সেসব লোকদের বুঝায় যাদের কুরআনের প্রতি রয়েছে গভীর আকর্ষণ। যারা তা পড়ে এবং পড়ায়। তার উপর চিন্তা করে এবং জীবন যাপনের জন্যে তার নির্দেশিত রাস্তা অবলম্বন করে।

٢٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَأْدُبَةُ اللّٰهِ فَاقْبَلُوْا مَأْدُبَتَهٗ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللّٰهِ وَالنُّوْرُ الْمُبِيْنُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِّمَنْ تَمَسَّكَ بِهٖ، وَنَجَاةٌ لِّمَنِ اتَّبَعَهٗ، لَا يَزِيْغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلَا تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهٗ وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ

২৩২. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, এই কুরআন আল্লাহর বিছানো দস্তরখান। সুতরাং যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে শক্তি আছে আল্লাহর এই দস্তরখানের উপরে এসো। নিঃসন্দেহে এই কুরআন হলো আল্লাহর রজ্জু এবং অন্ধকার বিদূরণকারী আলো, উপকার দানকারী ও আরোগ্যকারী ওষুধ। যেসব লোক শক্তভাবে একে ধারণ করে থাকবে তাদের জন্যে এ হলো রক্ষাকারী এবং এর অনুসারীর জন্যে এ হলো পরিত্রাণের মাধ্যম। এই কিতাব কারো প্রতি বিমুখ হয়না যে একে রাজী করানোর প্রয়োজন হতে পারে। এই কিতাবে কোনো বক্রতা নেই যা সোজা করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এর বিস্ময় কখনো শেষ হয়না এবং বারবার পাঠ করলেও এ পুরাতন হয়ে যায়না। (তারগীব, মুসতাদারাক)

ব্যাখ্যা ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কুরআনকে আল্লাহর দস্তরখান বলে বর্ণনা করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। যেভাবে আহারাদি ব্যতীত পার্থিব অস্তিত্ব

বজায় থাকতে পারেনা সেভাবে তিনি মানুষের রুহানী অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে কুরআন নামক এই দরস্তরখান প্রেরণ করেছেন। যারা এই রুহানী আহার থেকে যতো বেশী উপকৃত হতে পারবে তাদের রুহানিয়াত ততো বেশী উন্নতি লাভ করবে। এই কুরআন হলো আল্লাহর রজ্জু। রজ্জু যেমন কুয়ো থেকে পানি সংগ্রহ করার উপায়, তেমনি যদি কেহ্ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছাতে চায়, তবে এই রজ্জু ব্যবহার করা তার জন্যে অপরিহার্য।

কুরআনকে আলো বলা হয়েছে। আর আলো হলো এমন জিনিস যা অন্ধকারকে দূর করে দেয়। এভাবে এই কিতাবও জীবন পথের অন্ধকার দুর করে দেয় এবং আল্লাহর কাছে পৌছাবার রাস্তার প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেয়। এই দুনিয়া হলো অন্ধকারময়, এতে প্রতি পদক্ষেপে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। যে ব্যক্তি এই আলো সাথে নেবেনা সে কোনো না কোনো গহ্বরের মধ্যে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

এই কিতাব মানুষের রুহানী রোগকে দূর করে দেয়। এর বিস্ময়কর অর্থের ভান্ডার কখনো শেষ হয়না। এ এমন পোষাকও নয়, যা বেশী ব্যবহার করলে পুরাতন হয়ে যাবে। বরং একে যতো বেশী ব্যবহার করবেন এর নতুনত্ব ততো বেশী প্রকাশিত হবে।

● কুরআন পাঠের আদব

٢٣٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَعْرِبُوْا الْقُرْاٰنَ وَاتَّبِعُوْا غَرَائِبَهٗ، وَغَرَائِبُهٗ فَرَائِضُهٗ وَحُدُوْدُهٗ - (مشكوة)

২৩৩. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন ধীরে ধীরে ও পরিষ্কারভাবে পাঠ করো এবং এর 'গারায়েব' অনুযায়ী আমল করো। 'গারায়েব'-এর অর্থ হলো সেসব আহকাম যা আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন এবং সেসব আহকাম যা করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করে দিয়েছেন। (মিশকাত)

● তওবা ও ইস্ তেগফার

٢٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَاَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِىْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ، فَاِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَتْ، فَاِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهٗ، فَذَالِكَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ سوره مطففين، ايت - ١٤ (ترمذى، نسائى)

www.bjilibrary.com

২৩৪. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন বান্দাহ কোনো গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারপর সে যদি সেই গুনাহ ত্যাগ করে আর ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে ঐ দাগ মুছে ফেলা হয়। কিন্তু যদি সে গুনাহ করতেই থাকে, তাহলে ঐ দাগ বাড়তে থাকে, এমনকি তা তার সমস্ত অন্তর ছেয়ে যায়। এই অবস্থার নাম হলো 'রান' মরিচিকা যা আল্লাহ নিজের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

● ইসতেগফার অন্তরকে পারিশোধন করে

٢٣٥- عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدَأً كَصَدَءِ النُّحَاسِ وَجَلاَؤُهَا الاِسْتِغْفَارُ - (بيهقى)

২৩৫. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের অন্তরেও জং ধরে, যেমন করে তামায় জং লাগে। আর অন্তরের জং দূর করে ইসতেগফার অর্থাৎ মানুষ যেনো আল্লাহর কাছে আপন গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (বায়হাকী)

● ছোট ছোট গুনাহ থেকেও দূরে থাকো

٢٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : يَا عَائِشَةُ! اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -

২৩৬. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আয়েশা! সাধারণত হালকা মনে করা হয়, এমনসব ছোট গুণাহ থেকেও বেঁচে থাকো। কেননা, আল্লাহ ওসবের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করবেন। (নাসায়ী)

● তওবা গুনাহ মুছে দেয়

٢٣٧- وَعَنْ اَبِىْ طَوِيْلٍ شَطْبِ نِ الْمَمْدُوْدِ اَنَّهٗ اَتَى النَّبِىَّ (ص) فَقَالَ : اَرَاَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَّ لاَ دَاجَةً اِلاَّ اَتَاهَا، فَهَلْ لِذَالِكَ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ : فَهَلْ اَسْلَمْتَ؟ قَالَ : اَمَّا اَنَا فَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ : تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، فَيَجْعَلُهُنَّ اللّٰهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلُّهُنَّ، قَالَ وَغَدَ رَاتِىْ

وَفَجَرَاتِيْ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ :اَللّٰهُ اَكْبَرُ. فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتّٰى تَوَارٰى-

২৩৭. অর্থ ঃ আবু তবীল রা. নিজের ইসলাম কবুল করার ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি ঃ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মত কি? যে সব রকম গুনাহ করেছে, কোনো গুনাহ্ বাদ দেয়নি এবং সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করে নিয়েছে। এই ব্যক্তির জন্যে কি তওবা আছে?

তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে? আমি বলি ঃ হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল।

তারপর তিনি বললেন ঃ দেখো, ইসলাম গ্রহণ করার পর এখন থেকে ভালো কাজ করো এবং মন্দ কাজ ছেড়ে দাও। তাহলে অতীতের কৃত মন্দ কাজকে আল্লাহ্ নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।

আমি বললাম ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমি অনেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি, অনেক দুষ্কর্ম-কুকর্ম করেছি, এসব কি ক্ষমা করে দেয়া হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এসব ক্ষমা করে দেয়া হবে। তখন উল্লাসের আতিশয্যে আমি বলে উঠি, আল্লাহু আকবর এবং আল্লাহর মহানত্ব ঘোষণা করতে করতে আমি মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে যাই। (বাযযার ও তাবরানী)

● সাচ্চা তওবা

٢٣٨- كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ فَاَعْطَاهَا سِتِّيْنَ دِيْنَارًا عَلٰى اَنْ يَّطَاَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ اِمْرَاَتِهِ اُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ؟ اَكْرَهْتُكِ؟ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ هٰذَا عَمَلٌ لَمْ اَعْمَلْهُ قَطُّ وَاِنَّمَا حَمَلَنِيْ عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ اذْهَبِيْ فَالدَّنَانِيْرُ لَكِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ يَعْصِى اللّٰهَ الْكِفْلُ اَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَاَصْبَحَ مَكْتُوْبًا عَلٰى بَابِهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْكِفْلِ-

২৩৮. অর্থ ঃ বনী ইসরাইলের মধ্যে কিফল্ নামে এক ব্যক্তি ছিলো। সে সর্বদা গুনাহ করে বেড়াতো এবং কখনো তওবা করার অনুভূতি তার মধ্যে জাগতোনা। একবার তার কাছে এক মহিলা আসে। তার সাথে ষাট দীনারের বিনিময়ে সে ব্যভিচারের কথা ঠিক করে। কিন্তু ব্যভিচারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মহলিাটি কাঁপতে থাকে এবং কেঁদে ফেলে। তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কাঁদছো কেন, আমি কি তোমাকে এ কাজে বাধ্য করেছি?

www.bjilibrary.com

সে বলে, না, কিন্তু এমন কাজ আমি এর আগে কখনো করিনি। এখন কেবলমাত্র দারিদ্রই আমাকে একাজে বাধ্য করেছে। সে বলে, যখন এখনো পর্যন্ত এ কাজ তুম করনি তখন এ কাজ করোনা। তারপর সে তার কাছ থেকে সরে আসে এবং বলে ঃ যাও, এই ষাট দীনারও আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম এবং আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি, এখন থেকে কিফল আর কখনো আল্লাহর নাফরমানী করবেনা। তারপর রাত্রে তার মৃত্যু হয়। সকালে তার দরজায় একথাগুলো লিখিত দেখতে পাওয়া যায় ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ কিফল-এর গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমদ)

● গুনাহকে খাটো করে দেখোনা

٢٣٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَاِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتّٰى يُهْلِكْنَهُ، وَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلاً كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا اَرْضَ فَلَاةٍ، فَحَضَرَ صَنِيْعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيْئُ بِالْعُوْدِ، وَالرَّجُلُ يَجِيْئُ بِالْعُوْدِ حَتّٰى جَمَعُوْا سَوَادًا، وَاَجَّجُوْا نَارًا، وَاَنْضَجُوْا مَا قَذَفُوْا فِيْهَا- (طبرانى، بيهقى)

২৩৯. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সেসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, যেগুলোকে হালকা ও সাধারণ মনে করা হয়ে থাকে। কারণ মানুষ হালকা গুণাহ করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তা তাকে ধ্বংস করে দেয়।

এর উদাহরণ দিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেমন ধরো কিছু লোক কোনো জঙ্গলে গেলো। তারপর যখন রান্না করার সমস্যা সামনে আসে, তখন কাঠ সংগ্রহের জন্যে প্রত্যেকেই জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। প্রত্যেকে যখন নিজের সাথে এক একটি কাঠ নিয়ে ফিরে আসে, তখন প্রচুর কাঠ জমা হয়ে যায়। তারপর আগুন জ্বালানো হয়, যার দ্বারা তারা খাবার রান্না করে নেয়। (আহমদ, তাবরানী, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ যেমনিভাবে ছোট ছোট কাঠের টুকরো একসঙ্গে জমা হয়ে পরিমাণে রান্নার কাজের জন্য যথেষ্ট হয়, তেমনিভাবে যখন মানুষ কোনো গুণাহ করে এবং তা করতে থাকে তখন তা একত্রিত হতে হতে তাকে ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

● আল্লাহ্ পাকের অসীম মেহেরবানী

٢٤٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ، اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ.، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً اَوْ مَحَاهَا، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا هَالِكٌ۔

২৪০. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্ নেকী আর বদীকে লিখে রাখেন। যখন কোনো ব্যক্তি নেকী করার নিয়্যত করে, কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারেনা, তখন তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয়। আর সে যদি কোনো নেকী করার নিয়্যত করে এবং তা সম্পন্ন করে তবে ঐ এক নেকী আল্লাহর নিকট দশ থেকে সাতশত গুণ বা তার থেকেও বেশী হিসেবে লেখা হয়। আর কেউ যদি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু তা সম্পন্ন না করে তবে তার আমলনামায় এটাকে একটি পূর্ণ নেকীরূপে লেখা হয়।

যদি সে মন্দ কাজ করার নিয়্যত করে এবং তা সম্পন্ন করে, তবে আল্লাহ্ তার আমলনামায় কেবল একটি বদী লিখেন, অথবা যদি সে তওবা করে তবে তা মুছে দেন। আর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিই মাত্র আল্লাহর ওখানে ধ্বংস হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এরকম হাদীসকে হাদীসে কুদসী বলা হয় যা আল্লাহর সূত্রে উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে থাকেন।

এ হাদীসে আল্লাহর অসীম দয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে বড় দয়ার কথা আর কি হতে পারে? একটি ভালো কাজ করা হয়নি, কেবলমাত্র করার ইচ্ছা করা হয়েছে, তাতেই বান্দাহর আমলনামায় তিনি তা নেকী হিসেবে লেখেন। আর সে যদি নেকীর ইচ্ছা করে এবং সে কাজ সম্পন্ন করে, তাহলে তিনি সেটাকে দশটি নেকীর সমান বলে গণ্য করেন। এমনকি সাতশত নেকী হিসেবে লেখেন - বরং তার থেকেও বেশী। অন্যদিকে কেউ মন্দ কাজের ইচ্ছা করেছে কিন্তু সেকাজ সম্পন্ন করেনি, আল্লাহর কাছে তা নেকী বলে গণ্য হয়। আর সে যদি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং সেকাজ সম্পন্ন করে তাহলে মাত্র একটি বদী লেখা হয়। তবে সে যদি তওবা করে তাহলে তাও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

www.bjilibrary.com

(১২)

যিকর ও দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

● যিকর শয়তান থেকে রক্ষা করে

٢٤١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اٰمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ كَثِيْرًا، وَمَثَلُ ذٰلِكَ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا حَتّٰى اَتٰى حِصْنًا حَصِيْنًا فَاَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيْهِ وَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُوْ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ -

২৪১. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের আল্লাহকে খুব বেশী করে স্মরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি। এই স্মরণের উপমা এরকম ঃ মনে করো, এক ব্যক্তির শত্রু দ্রুতগতিতে তার পেছনে ধাওয়া করে আসছে। ঐ ব্যক্তি পালিয়ে এসে এক সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং শত্রুর হাত থেকে বেঁচে গেলো। এরকমভাবে আল্লাহর স্মরণের আশ্রয় ব্যতিরেকে বান্দাহ শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেনা।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর স্মরণের অর্থ হলো, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর মহত্ব ও পরাক্রম, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ এবং পাকড়াও ও প্রতিশোধ অর্থাৎ আল্লাহর সমগ্র গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। যদি এই অনুভূতি ও সচেতনতা জীবন্ত ও শক্তিশালী হয়, তাহলে মানুষ অদৃশ্য শত্রু ইবলিসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। এর বাস্তব পন্থা হলো ঃ মানুষ ঠিক ঠিকভাবে ফরয নামায আদায় করুক, নফল - বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়ুক, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে ও রাতের বিভিন্ন সময়ের জন্যে যেসব দু'আ, তাসবীহ, তাকবীর, তাহমীদ, তাহলীল, তায়াউয ইত্যাদি যিকর শিক্ষা দিয়েছেন তা মুখস্ত করে নিক, তার অর্থ ও তাৎপর্য জেনে নিক এবং তা বারংবার পড়তে থাকুক। এই হলো সেই সুরক্ষিত দুর্গ যার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

www.bjilibrary.com

٢٤٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهَ (ص) قَالَ : اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ - (مسند احمد)

২৪২. অর্থ ঃ আবু সায়ীদ খুদরী রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর স্মরণ ও আলোচনায় এতোটা মশগুল হও যে, লোকেরা বলবে এ-তো এক পাগল। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মর্ম হলো, আল্লাহর চিন্তা এবং আল্লাহর কাজে এমন একাগ্রতার সাথে রত থাকো, যেনো লোকেরা তোমাকে পাগল বলতে থাকে। এটা খুব পরিষ্কার কথা যে, দীনের কাজে মানুষ যখন মনেপ্রাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার কর্ম তৎপরতা আল্লাহর দীন অনুযায়ী হয় এবং হারাম ও হালালকে প্রভেদ করে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন পার্থিব দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাকে পাগলই বলে থাকে।

● যিকর ও দু'আয় আল্লাহর সন্তুষ্টি

٢٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَّطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ، فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ، تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ، مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ، قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِىْ؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْكَ، قَالَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَو رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَّ اَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَّاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا، قَالَ فَيَقُوْلُ فَمَا يَسْأَلُوْنِىْ؟ قَالَ يَقُوْلُ يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا؟ قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَّ اَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَّ اَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالُوْا

www.bjilibrary.com

يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ، قَالَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَوْهَا، قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ فَيَقُوْلُ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ - (بخارى)

২৪৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোথায় কোন্ কোন্ লোক আল্লাহকে স্মরণ করছে তা দেখার জন্যে আল্লাহর কিছু ফেরেশতা অলিগলি ও রস্তাঘাটে ঘুরতে থাকে। যখন তারা কিছু লোককে আল্লাহর স্মরণে রত দেখে, তখন একে অপরকে ডেকে বলে, এখানে এসো, যাদের তোমরা খুঁজছো তারা এখানে। তখন তারা এ লোকদেরকে আকাশ পর্যন্ত নিজেদের পাখায় ডেকে নেয়।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের প্রভু তাদের জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি নিজেই খুব ভালভাবে জানেন ঃ তার এসব বান্দা কি বলছে? তখন ফেরেশতারা বলেন ঃ এরা আপনার তসবীহ্ করে, আপনার মহত্ব বর্ণনা করে, আপনার প্রশংসা করে এবং আপনার প্রজ্ঞা ও পরাক্রম বিষয়ে আলোচনা করে। আল্লাহ্ তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ এরা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন ঃ না, হে আমাদের প্রভু। আপনার শপথ, এরা আপনাকে দেখেনি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ এরা যদি আমাকে দেখতো, তবে কি অবস্থা হতো?

ফেরেশতারা বলেন ঃ এরা যদি আপনাকে দেখতো, তবে আরো বেশী তৎপরতার সঙ্গে আপনার ইবাদত করতো এবং আরো অধিকভাবে আপনার প্রজ্ঞা বর্ণনা করতো, তসবীহ্ করায় মগ্ন হয়ে যেতো।

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমার এসব বান্দাহ্ আমার কাছে কি চায়? ফেরেশতারা বলেন ঃ এরা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ এরা কি জান্নাত দেখেছে? তারা জবাব দেন, না হে আমাদের প্রভু, এরা জান্নাত দেখেনি। তিনি বলেন ঃ যদি এরা জান্নাত দেখতো তাহলে এদের আগ্রহের কি অবস্থা হতো? তারা বলেন, এরা যদি জান্নাত দেখতো তাহলে এদের আগ্রহ্ ও আশা-আকাংখা আরো বেড়ে যেতো এবং তা পাবার আকাংখা ও তার প্রতি আকর্ষণ আরো তীব্র হয়ে যেতো।

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এরা আমার কাছে কি থেকে বাঁচতে চায়? তারা বলেন ঃ এরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এরা কি

www.bjilibrary.com

জাহান্নামের আগুন দেখেছে? তারা বলেন ঃ না, আল্লাহর শপথ, এরা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি বলেন, যদি এরা জাহান্নাম দেখতো তাহলে এদের কি অবস্থা হতো? তারা বলেন, এরা যদি জাহান্নাম দেখতো তাহলে আরো অধিক ভয় করতো এবং যে কাজ জাহান্নামে নিয়ে যায় তা থেকে দূরে পালাতো।

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি এদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক ফেরেশতা বলেন ঃ অমুক ব্যক্তি এদের মধ্যে ছিলোনা। সে তো অন্য উদ্দেশ্যে এসেছে। জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ এরা এমন লোক যাদের সঙ্গে বসলে কেউ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়না, সেও সৌভাগ্যের অংশ লাভ করে থাকে। (বুখারী)

● যে আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসে

٢٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ، وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ، فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ، وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا، وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ، اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً - (بخارى و مسلم)

২৪৪. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাক পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাহ্ আমার কাছ থেকে যে আশা করে এবং আমার সম্পর্কে যে যেরকম ধারণা পোষণ করে, আমাকে সে সেরকমই পাবে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার হয়ে যাই। সে যদি নিভৃতে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে নিভৃতে স্মরণ করি। সে যদি কোনো দলের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে তার থেকে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে চার হাত এগিয়ে যাই। সে যদি আমার দিকে হেটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী, মুসলিম)

● দু'আর আদব

٢٤٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) اَنَّهُ قَالَ : لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ وَّمَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَا الْاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُوْلُ

www.bjilibrary.com

قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ - (مسلم)

২৪৫. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ বান্দাহর দু'আ সর্বদাই কবুল হয়। অবশ্য যদি গুনাহ ও সম্পর্ক ছিন্নের জন্য দু'আ না করা হয় এবং জলদি বাজী বর্জন করা হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে রসূলুল্লাহ! জলদি বাজী করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ যদি প্রার্থনাকারী এরকম মনে করতে থাকে যে, সে অনেক দু'আ করেছে, কিন্তু মঞ্জুর হয়নি। তাই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দু'আ করা ছেড়ে দেয়। (মুসলিম)

● **প্রার্থনাকারী অন্তত একটি ফল পাবেই**

٢٤٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلَاقَطِيْعَةُ رَحِمٍ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ بِهَا اِحْدٰى ثَلاَثٍ، اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَاِمَّا اَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ، وَاِمَّا اَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا، قَالُوْا اِذًا نُكْثِرُ، قَالَ اللّٰهُ اَكْثَرُ - (مسند احمد)

২৪৬. অর্থ ঃ আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোনো মুসলমান দু'আ করে এবং তাতে গুনাহর কথা না থাকে এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকার হরণের কোনো কথা না থাকে, তখন আল্লাহ এরকম দু'আ অবশ্যই মঞ্জুর করেন। হয় এই দুনিয়াতে তার দুয়া মঞ্জুর করে নেন এবং তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দেন, অথবা আখিরাতে তার জন্যে জমা করে রাখেন, অথবা তার উপর আসন্ন কোনো বিপদকে ঐ দু'আর বদৌলতে সরিয়ে দেন। সাহাবা রা.-গণ বলেন ঃ তাহলে তো আমরা খুব বেশী দু'আ করবো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহও খুব বেশী দানকারী। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মুমিন যখন কোনো উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তার ধারণামতো প্রার্থনা পূরণ না হয়, তখন সে মনে করে বসে, তার প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েছে। তখন সে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা করে, সে আল্লাহকে ডেকেছে কিন্তু আল্লাহ তা শুনেননি। এভাবে সে কিছু না কিছু মাত্রায় আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও হতাশার শিকারে পরিণত হয়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক বৈধ দু'আ মঞ্জুর হয় এবং তার তিনটি রূপ আছে ঃ হয় এই দুনিয়াতে তার উদ্দেশ্য

www.bjilibrary.com

পূরণ হয়ে যায়, অথবা এ দু'আ তার আখিরাতের কাজে আসে এবং তৃতীয় রূপ হলো এইযে, তার উপর আসন্ন কোনো বড় বিপদকে এই দু'আর বদৌলতে আল্লাহ্ দূর করে দেন। তাই পূর্ণ আবেগ ও অনুভূতির সাথে দু'আ করা উচিত এবং খুব বেশী দু'আ করা উচিত। আল্লাহর ভান্ডারে কোনো জিনিসের কমতি নেই এবং তিনি সবচেয়ে বড় দয়াময়।

● খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ্ লজ্জা পান

٢٤٧- عَنْ سَلْمَانَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ حَيِّىٌ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّ هُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ -

২৪৭. অর্থ ঃ সালমান ফারসী রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা লজ্জাশীল ও দানশীল। যখন কোনো বান্দাহ তার সামনে দুই হাত পাতে, তখন তাকে ব্যর্থ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জা অনুভব করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কার। এর আসল কথা হলো, আপনারা দুনিয়াতে ভদ্র ও দয়ালু দাতা ব্যক্তিকে দেখে থাকেন। যখন কোনো অভাবী ব্যক্তি তার কাছে গিয়ে হাত পাতে, তখন তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া পছন্দ করেননা। আল্লাহ তা'আলা সব দয়াময়ের বড় দয়াময়। তাই যখন কোনো বান্দাহ্ তার কাছে হাত পাতে, তখন তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননা, বরং কোনো না কোনোভাবে তার দু'আ মঞ্জুর করে নেন। ২৪৬ নং হাদীসে একথা বর্ণনা করা হয়েছে।

● রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কতিপয় ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ

٢٤٨- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِىْ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ - (متفق عليه)

২৪৮. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামে নিক্ষেপকারী গুমরাহী এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের পরীক্ষা ও কবরের শাস্তি থেকে, বিত্তশালী হবার পরীক্ষা থেকে এবং দারিদ্র ও অনাহারের পরীক্ষা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি মসীহে দাজ্জালের আপদ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমার আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও মেঘের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও, আর আমার অন্তরকে গুনাহ খাতা থেকে পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা মাটি থেকে পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে থাকো। আর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যতো দূরত্ব, আমার ও আমার গুনাহের মধ্যে ততো দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।

হে আল্লাহ! আমি অলসতা ও ক্লান্তি থেকে, গুণাহ থেকে এবং ঋণ গ্রস্ত হওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কবরের পরীক্ষার অর্থ হলো, আল্লাহ, তাঁর দীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কবরে যা কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে তা এক কঠিন পরীক্ষা এবং তাতে মানুষ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এই ব্যর্থতা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

কেউ সম্পদশালী হলে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দারূপে জীবন ধারণ করে এবং দরিদ্রকে সাহায্য করে। আবার কেউ অহংকারী হয়ে পড়ে, গরীবদের কোনো উপকার করেনা এবং অন্যদের নিজের তুলনায় নীচ বলে মনে করে। এই শেষ অবস্থাটি সম্পদশালী হওয়ার খারাপ দিক, যা থেকে আশ্রয় চাওয়া উচিত। দারিদ্রও একটি পরীক্ষা, যার খারাপ দিক হলো মানুষ নিজের দীন ও ঈমান বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে এবং বান্দাহর সামনে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। দারিদ্রের এই খারাপ দিক থেকে আশ্রয় চাওয়া উচিত।

٢٤٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ (ص) اَنَّهٗ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ : رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ، وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ كُلِّهٖ، وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَايَاىَ وَعَمْدِىْ وَجَهْلِىْ وَهَزْلِىْ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - (متفق عليه)

২৪৯. অর্থ ঃ আবু মূসা আশ'আরী রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন, তিনি এই দু'আ করতেন ঃ হে আমার প্রভু! আমার গুনাহ খাতা, আমার অজ্ঞতা এবং আমার সমস্ত বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও এবং আমার যেসব গুনাহের সম্পর্কে তুমি আমার থেকে ভালো জানো, তাও ক্ষমা করে দাও।

www.bjilibrary.com

হে আল্লাহ! আমি জেনে শুনে যেসব গুনাহ্ করেছি, আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে যেসব গুণাহ্ করে ফেলেছি এবং আমোদ প্রমোদে যেসব গুনাহ্ করে ফেলেছি, সব গুনাহ্ তুমি ক্ষমা করে দাও, এসব গুনাহ্ আমি করে ফেলেছি।

আমার আল্লাহ! আমার আগের ও পিছনের সমস্ত গুনাহ্ তুমি মাফ করে দাও। আমার গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই আপন বান্দাহকে অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী করার মালিক এবং তুমিই সবকিছুর উপর কর্তৃত্বশীল। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢٥٠) عَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ (رض) اَنَّهٗ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِىْ صَلَاتِىْ، قَالَ قُلْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

২৫০. অর্থ ঃ আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেন ঃ আমাকে এমন কোনো দু'আ শিক্ষা দিন যা আমি আমার নামাযের মধ্যে (আত্তাহিয়্যাতু ও দরুদ-এর পরে) পড়বো। তিনি বললেন ঃ তুমি এই দু'আ পড়বে ঃ হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর সীমাহীন যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া তো আমার গুনাহ্ ক্ষমা করার কেউ নেই। তুমি তোমার অনুগ্রহ ও রহমতে আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া করো, নিঃসন্দেহে তুমিই ক্ষমকারী ও দয়াময়। (বুখারী ও মুস-লিম)

(٢٥١) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ، وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ، وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىْ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔ (ترغيب و ترهيب)

২৫১. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার দীনকে শুদ্ধ করে দাও, যা আমার সমস্ত কাজকর্ম ও বিষয়াদির রক্ষাকারী। আমার দুনিয়াকে ঠিক করে দাও, যার মধ্যে আমি জীবন যাপন করছি। আমার আখিরাতকে শুদ্ধ ও সঠিক করে দাও, যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার পার্থিব জীবনকে আমার কল্যাণ বৃদ্ধিকারক বানিয়ে দাও। মৃত্যুকে আমার জন্যে সমস্ত অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম করে দাও। (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

(٢٥٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ، وَاَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ، وَاَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَاَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَّ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ (ترغيب وترهيب)

২৫২. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দীনের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি প্রার্থনা করছি। আর তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে হিদায়াত ও সোজা রাস্তায় চলতে দৃঢ় সংকল্পের তৌফিক দান করো। তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে তোমার নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তৌফিক দান করো এবং আমি যেনো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তোমার ইবাদত করি। আমি তোমার কাছে সত্য উচ্চারণকারী যবান এবং পবিত্র অন্তরের জন্য প্রার্থনা করছি। আমি সেসব জিনিসের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা তুমিই ভালভাবে জানো। আমি তোমার কাছে এমন প্রত্যকটি জিনিসের মঙ্গল প্রার্থনা করছি, যা তুমি জানো। আমি তোমার কাছে সেসব গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা তুমি জ্ঞাত আছো। নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত গোপন জিনিস জানো। (তারগীব ও তারহীব)

(٢٥٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرَضِّنِىْ مِنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ ـ

২৫৩. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন ঈমান প্রার্থনা করছি, যে ঈমান আমাকে সকল মুসীবতে এই সুংবাদ দেবে যে, এটা তোমার নির্ধারিত ছিলো বলেই এসেছে। আমাকে যে জীবিকা তুমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছো, তাতে সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক দান করো। (অর্থাৎ অধিক সম্পদ সঞ্চয় করার লোভ থেকে আমাকে রক্ষা করো। (তারগীর ও তারহীব)

(٢٥٤) اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا، وَّ لَاتُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّلَاحَاسِدًا ـ (ترغيب)

২৫৪. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সর্বাবস্থায় ইসলামের সাথে আটকে রাখো । যখন আমি দাঁড়িয়ে থাকি, যখন আমি বসে থাকি এবং যখন আমি

www.bjilibrary.com

শায়িত থাকি। কোনো শত্রুকে বা কোনো পরশ্রীকাতরকে আমাকে বিদ্রূপ করার সুযোগ দান করো না। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ সর্বাবস্থায় আমি যেনো তোমার আনুগত্যের রাস্তায় চলতে থাকি। আর যেহেতু শয়তান ও প্রবৃত্তি এই রাস্তা থেকে বিচ্যুত করতে চায় সে জন্যে তুমি ঐসব থেকে আমাকে রক্ষা করো এবং আমি যেনো এমন কোনো অবস্থার মধ্যে না পড়ি যা দেখে শত্রু ও পরশ্রীকাতর লোকেরা খুশী হবে।

(٢٥٥) اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا وَّيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهٗ كُفْرٌ، وَّرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ (ترغيب و ترهيب)

২৫৫. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে এমন ঈমান ও একীন দান করো, যার ফলে আমার দ্বারা কুফরী সুলভ কাজ হতে না পারে। আমাকে সেই রহমত দান করো যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের মান সম্মান আমি পেতে পারি। (তারগীব ও তারহীব)

(٢٥٦) اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنِىْ اِلٰى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّلَا تَنْزِعْ مِنِّىْ صَالِحَ مَا اَعْطَيْتَنِىْ ـ (ترغيب و ترهيب)

২৫৬. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে (তোমার দায়িত্ব থেকে) আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিও না এবং আমাকে যে সর্বোত্তম নি'আমতসমূহ দান করেছো তা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিওনা। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, আমাকে এমন অবস্থা থেকে রক্ষা করো যার ফলে মানুষ তোমার অভিভাবকত্ব ও আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং তারপর নিজের নফ্‌স ও শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায়। মানুষ যখন আল্লাহর নি'আমতের মূল্য দেয়না ও অকৃতজ্ঞতার রাস্তা অবলম্বন করে তখন আল্লাহর অধিকতর নি'আমত থেকে সে শুধুমাত্র বঞ্চিতই হয়ে যায়না, বরং প্রদত্ত নি'আমতও ছিনিয়ে নেয়া হয়।

(٢٥٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْـاَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ وَّاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ، وَّ نَجَاحًا يَّتْبَعُهٗ فَلَاحٌ وَّرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّ مَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ـ

২৫৭. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঈমানের সাথে সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করছি, সৎ স্বভাবের সাথে ঈমান প্রার্থনা করছি এবং দুনিয়ার সেই সাফল্য প্রার্থনা করছি যার সাথে আখিরাতের সাফল্য, রহমত, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি মিলিত আছে। (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

(٢٥٨) اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّىْ، وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ، اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَاَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَاتَنْقَطِعُ، وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَافِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ ـ

২৫৮. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখো এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর সবরকম কর্তৃত্ব তোমার আছে। যদি আমার বাঁচা আমার জন্যে মঙ্গলময় মনে করো, তবে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। আর যখন আমার মৃত্যু আমার জন্যে মঙ্গলময় হবে, তখন আমাকে তুমি মৃত্যু দিও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, আমি যেনো প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থাতে তোমাকে ভয় করে চলি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমি কারো প্রতি সন্তুষ্ট থাকি বা অসন্তুষ্ট থাকি উভয় অবস্থাতেই আমার মুখ দিয়ে যেনো ন্যায্য কথা বের হয়। আমাকে দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার তৌফিক দাও।

আমি তোমার কাছে সেই নি'আমত প্রার্থনা করি যা কখনো শেষ হবার নয়। (অর্থাৎ জান্নাতের অফুরন্ত নি'আমত।) আমি তোমার কাছে চোখের সেই শান্তি ও তৃপ্তি প্রার্থনা করি যা সর্বদা বর্তমান থাকে। আর তোমার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকতে পারার তৌফিক প্রার্থনা করছি।

আমি তোমার সাথে সাক্ষাতের স্বাদের প্রার্থনা করি এবং এ প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার অন্তরে তোমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি করে দাও এবং কোনো বিধ্বংসী কষ্টের ও বিভ্রান্তিকর বিপদের মধ্যে যেনো না পড়ি।

হে আল্লাহ! আমাদের জীবনকে ঈমানের সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে সোজা রাস্তায় গমনকারী ও সোজা রাস্তা প্রদর্শনকারী হবার তৌফিক দান করো। (তারগীব ও তারহীব)

(٢٥٩) اَللّٰهُمَّ يَاذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ اَسْأَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ، وَاِنَّكَ تَفْعَلُ مَا

www.bjilibrary.com

تُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلاَمُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِّاَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِّاَعْدَائِكَ نُحِبُّكَ مَنْ اَحَبَّكَ، وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ ـ

২৫৯. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মজবুত কুদরতের মালিক এবং যথার্থ সিদ্ধান্তকারী! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, শাস্তির দিন তুমি আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো। স্থায়ী নির্ধারণের দিন আমাকে জান্নাতে স্থান দাও। আমাকে সেসব লোকের সাথে রাখো, যারা তোমার ঘনিষ্ঠ, সত্য দীনের সাক্ষ্য দানকারী, রুকূ ও সিজদাকারী এবং বন্দেগীর প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি ও যথাযথ পালনকারী। নিঃসন্দেহে তুমি দয়াময়, আপন বান্দাকে ভালোবাসো এবং যা তুমি ইচ্ছা করো তা করে থাকো।

হে আল্লাহ! আমাকে সোজা রাস্তায় গমনকারী ও সোজা রাস্তার প্রতি আহ্বানকারী হবার তৌফিক দান করো। আমি যেনো নিজে গুমরাহ না হই এবং গুমরাহীর প্রতি আহ্বানকারী না হই। আমি যেনো তোমার রাস্তায় গমনকারীদের বন্ধু হই এবং তোমার শত্রুদের শত্রু হই। তুমি আমার প্রিয় হও এবং যাদেরকে তুমি পছন্দ করো তোমার প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে তাদের প্রতি আমার ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। যারা তোমার বিরোধী তাদের প্রতি আমার শত্রুতা সৃষ্টি করে দাও। (তারগীব ও তারহীব)

(٢٦٠) اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ (اَىِ اجْعَلْ لَّنَا قَسَمًا)، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا، وَلاَتَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا، وَلاَتَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَهَمِّنَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَتُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَّيَرْحَمُنَا ـ (ترغيب)

২৬০. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরে তোমার এমন ভয় সৃষ্টি করে দাও, যা আমাদেরকে তোমার নাফরমানী থেকে বাঁচাবে। তোমার আনুগত্যের তৌফিক দান করো, যার মাধ্যমে আমরা তোমার জান্নাতে স্থান লাভ করতে পারি। সেই বিশ্বাস দান করো, যার ফলে দুনিয়ার সব আপদ-বিপদ হালকা ও

www.bjilibrary.com

সহজ হয়ে যায়। যতোদিন আমরা জীবিত থাকি, আমাদের শুনবার ক্ষমতা, দেখবার ক্ষমতা ও শারীরিক ক্ষমতা বজায় রাখো। আমাদের প্রতি অত্যাচারকারী থেকে তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, যে আমাদের শত্রুতা করে তার বিরুদ্ধে তুমিআমাদের সাহায্য করো। আমাদের উপর দীনি বিপদ আসতে দিওনা। দুনিয়াকে আমাদের লক্ষ্যবস্তু করে দিওনা। এ রকম যেনো না হয় যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞান কেবল দুনিয়াকে ঘিরে হবে এবং আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবো। আমাদের উপর এমন লোকদের চাপিয়ে দিওনা যারা আমাদের প্রতি দয়া করবেনা। (তারগীব ও তারহীব)

(٢٦١) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ -

২৬১. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের পারস্পারিক সম্পর্ক সুস্থ রাখো এবং আমাদের হৃদয়কে জুড়ে দাও, আমাদের শান্তির পথে পরিচালিত করো এবং অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসো।

● আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর দু'আ

(٢٦٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا لَايَرْتَدُّ، وَنَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ (ص) فِىْ اَعْلٰى جَنَّةِ الْخُلْدِ - (مسند احمد)

২৬২. অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন অটল ঈমান প্রার্থনা করি, যা নিম্নগামী হয়না। এমন নি'আমত প্রার্থনা করি যা কখনো শেষ হয়না। আমাকে তোমার পয়গম্বর মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বোত্তম চির-বিরাজমান জান্নাতে সাথীত্ব দান করো। (মুসনাদে আহমদ)

● ● ●

www.bjilibrary.com

আখিরাতের চিন্তা

● আখিরাত মুখীতা

(٢٦٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا، اِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ـ (مسند احمد)

২৬৩. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ দুনিয়ার প্রতি আমার কি আগ্রহ? আমার আর দুনিয়ার উপমা হলো, যেমন গরমের দিন কোনো এক পথিক দুপুর বেলা এক গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়। অতপর ঐ গাছ ও তার ছায়াকে পরিত্যাগ করে গন্তব্য স্থলের দিকে চলে যায়। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে, আখিরাত হলো মুমিনের আপন বাসস্থান আর এই দুনিয়া হলো তার পাথেয় সংগ্রহের স্থান। তাই দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকা উচিত নয়। দুনিয়াকে আরাম আয়েশের জায়গা মনে করা ঠিক নয়।

● দুনিয়া নয়, পরকালের চিন্তা করো

(٢٦٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِبَعْضِ جَسَدِيْ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَّ اعْدُدْ نَفْسَكَ فِى الْمَوْتٰى ـ (مسند احمد)

২৬৪. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের কিছু অংশ (স্কন্ধ) ধরে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি এই দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো, যেনো এখানে তুমি এক অচেনা ভিনদেশী অথবা গন্তব্যগামী এক পথিক এবং নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করো। (মুসনাদে আহমদ)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ এ কথার তাৎপর্য হলো দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ বিলাস সম্পর্কে যথাসম্ভব কম চিন্তা করো; নিজেকে হালকা রাখো। এভাবে দুনিয়ায় থাকো যেনো এটা তোমার আপন ঘর নয়। তোমার ভোগ ও আরামের জায়গা হলো আখিরাত। এ দুনিয়ায় তো তুমি বিদেশী বা মুসাফির। এভাবে জীবন-যাপন করলেই সব সময় একথা মনে থাকবে যে, আমি মৃত্যু ও পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার আসল ঠিকানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

● দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হও

(٢٦٥) وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنْ اَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِىْ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَاِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْاَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِىْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيْهِ - (ترمذى)

২৬৫. অর্থ ঃ আয়েশা রাঃ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আয়েশা! তুমি যদি আমার সাথে জান্নাতে মিলিত হতে চাও, তবে এই দুনিয়ায় তোমার ততোটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত, যতোটুকু জিনিসপত্র একজন মুসাফিরের কাছে থাকে। সাবধান! দুনিয়া পিয়াসী সম্পদশালীদের কাছে বসবেনা, আর কাপড় যদি পুরাতন হয়ে যায়, তবে তা ফেলে দিওনা, বরং তালি লাগিয়ে প'রো। (তিরমিযী)

● বিশ্বস্ত বন্ধু

(٢٦٦) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اَلْاَخِلَّاءُ ثَلَاثَةٌ، فَاَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ اَنَا مَعَكَ حَتّٰى تَاْتِىَ قَبْرَكَ، وَاَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ لَكَ مَا اَعْطَيْتَ، وَمَا اَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ، فَذَالِكَ مَالُكَ، وَاَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ اَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَالِكَ عَمَلُكَ، فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ اَهْوَنِ الثَّلَاثَةِ عَلَىَّ -

২৬৬. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বন্ধু তিন ধরনের ঃ এক ধরনের বন্ধু তোমাকে বলে ঃ তুমি কবরে যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমার সাথে থাকবো (আর যখন তুমি কবরে পৌঁছে যাবে তখন এই বন্ধু তোমাকে ত্যাগ করবে। এ হলো মানুষ বন্ধু)।

দ্বিতীয় বন্ধু তোমাকে বলে ঃ তুমি যা কিছু দান করেছো সেটুকুই তোমার অংশ, আর যা কিছু তুমি দান করোনি বরং নিজের কাছে রেখেছো, তা তোমার নয় (বরং তোমার উত্তরাধিকারীদের)। এই বন্ধুর নাম হচ্ছে 'সম্পদ'।

www.bjilibrary.com

আর তৃতীয় বন্ধু তোমাকে বলে ঃ তুমি যেখানেই প্রবেশ করবে সেখানে (অর্থাৎ কবরে) এবং সেখান থেকে বেরিয়ে তুমি যেখানে যাবে সেখানেও আমি তোমার সাথে থাকবো। এই বন্ধুর নাম হচ্ছে 'আমল'।

মানুষ অবাক হয়ে আমলকে বলবে আল্লাহর শপথ, আমি এই তিন ধরনের বন্ধুদের মধ্যে তোমাকে নগণ্য ও সাধারণ মনে করতাম (আর আমি ভুল করেছি, আত্মীয় স্বজনদের জন্যে সবকিছু করেছি, কিন্তু কিছুই কাজে এলোনা, কেবলমাত্র আমলই সাথে থাকলো)। (মুস্তাদরকে হাকিম)

(٢٦٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ : لاَ تَتَّخِذُوْاالضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِى الدُّنْيَا - (مسند احمد)

২৬৭. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সম্পদ তৈরি করোনা। তা হলে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ার লোভ জন্ম নেবে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এটা খুব পরিষ্কার কথা, যখন মানুষ সম্পদ তৈরি করার কথা চিন্তা করে, তখন ধীরে ধীরে তার মন আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করে। আর এ জিনিস হলো আল্লাহর দীনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এমনটি হলে তো নতুন উম্মত সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন ছিলোনা, কারণ দুনিয়া পূজারী লোকের তো কোনো কমতি ছিলোনা। আখিরাতকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করাই এই উম্মতের কাজ। আখিরাতের প্রস্তুতির জন্যে যতোটুকু প্রয়োজন এই দুনিয়ার ততোটুকু জিনিসই নিজের কাছে রাখা উচিত। এই জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় গড়ে তোলা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ যে জিনিসের জন্যে মানুষ সময়, শক্তি ও সামর্থ খরচ করে, স্বভাবতই তার প্রতি তার ভালবাসা জন্মায় এবং মন তাতেই মগ্ন হয়ে পড়ে।

● যুহদ

(٢٦٨) قَالَ النَّبِىُّ (ص) اَلزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلاَلِ وَلاَبِاضَاعَةِ الْمَالِ، وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لاَّ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِمَّا فِىْ يَدَىِ اللّٰهِ، وَاَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اَنْتَ اُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيْهَا لَوْاَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ -

২৬৮. অর্থ ঃ আবু যর গিফারী রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ (বা যুহদের) অর্থ - হালাল বস্তুকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া নয় এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেয়া নয় । বরং

www.bjilibrary.com

এর তাৎপর্য হলো ঃ তোমার নিজের ধন-সম্পদ অপেক্ষা আল্লাহর পুরস্কার ও দানের উপর অধিক আস্থা রাখো। যখন তোমার উপর বিপদ-আপদ আসে তখন ঐ বিপদ-আপদ থেকে যে প্রতিদান ও সওয়াব পাওয়া যাবে তার দিকে দৃষ্টি রাখো এবং তোমার বিপদ-আপদকে সওয়াবের মাধ্যম বলে মনে করো। (তিরমিযি)

● মুমিন কামনা করে আল্লাহর দীদার

(٢٦٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، فَقُلْتُ اَكِرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ لَيْسَ كَذَالِكَ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَابُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَ رِضْوَانِهٖ وَجَنَّتِهٖ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهٖ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ - (مسلم)

২৬৯. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করাকে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করাকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করাকে অপছন্দ করার অর্থ কি? এর অর্থ কি - মৃত্যুকে অপছন্দ করা? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রত্যেকেই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার কথার অর্থ তা নয়। বরং এর অর্থ হলো, যখন মুমিনকে আল্লাহর নি'আমত, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের কথা শুনানো হয়, তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চায়, আর এ ধরনের লোকের সাথে আল্লাহও সাক্ষাত করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। অন্যদিকে যখন কাফিরকে আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তুষ্টির সংবাদ প্রদান করা হয়, তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করাকে অপছন্দ করে, তখন আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করেন। (সহীহ মুসলিম)

● সর্বশক্তি দিয়ে জান্নাতের সন্ধান করো

(٢٧٠) عَنْ كُلَيْبِ بْنِ حَزْنٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اُطْلُبُوْا الْجَنَّةَ جُهْدَكُمْ وَاهْرَبُوْا مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ، فَاِنَّ الْجَنَّةَ لاَيَنَامُ طَالِبُهَا، وَاِنَّ النَّارَ لاَ يَنَامُ هَارِبُهَا، وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ

www.bjilibrary.com

الْيَوْمَ مَحْفُوْفَةٌ بِالْمَكَارِهِ، وَاِنَّ الدُّنْيَا مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ، فَلاَ تُلْهِيَنَّكُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ -

২৭০. অর্থ ঃ কুলাইব ইবনে হাযন্ রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমারা যথাসাধ্য ও যারপর নাই প্রচেষ্টার সাথে জান্নাতের আকাঙ্খী হও, আর জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। কারণ, জান্নাত এমন লোভনীয় জিনিস যার আকাঙ্খাকারী শুয়ে থাকতে পারেনা। আর জাহান্নাম এমন ভয়াবহ জিনিস যা থেকে পলায়নকারী শুয়ে থাকতে পারেনা (অর্থাৎ উদাসীন হতে পারেনা)।

আখিরাতকে দুঃখ ও অশান্তি দ্বারা ঘিরে দেয়া হয়েছে। দুনিয়া মজা ও লোভ লালসার আকর্ষণ দ্বারা পরিবৃত। তাই দুনিয়ার আস্বাদ ও আকর্ষণ যেনো আখিরাত সম্পর্কে তোমাদের গাফিল না করে দেয়। (তিবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ আখিরাতের সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন হলো, মানুষ যেনো দুনিয়ার মজা আস্বাদনের দিকে ঝাঁপিয়ে না পড়ে। আখিরাতের সাফল্য লাভের জন্যে এমন অনেক কাজ করতে হবে, যা দুঃখ ও কষ্টকর। যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এসব দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম না করে, ততোক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছাতে পারবেনা।

● **পরকালের পয়লা মনযিল কবর**

(٢٧١) وَعَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ (رض) اِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِىْ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ - تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِىْ وَتَذْكُرُ الْقَبْرَ فَتَبْكِىْ؟ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ، اَلْقَبْرُ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ، فَاِنْ نَجَامِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ، قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَارَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ - (ترمذى)

قَالَ هَانِئٌ : وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ يَنْشُدُ عَلَى قَبْرٍ. فَاِنْ تَنْجُ مِنْ ذِىْ عَظِيْمَةٍ وَاِلاَّ فَاِنِّىْ لاَ اَخَالُكَ نَاجِيًا -

২৭১. অর্থ ঃ উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-এর মুক্ত গোলাম হানী বর্ণনা করেছেনঃ উসমান রা. যখন কোনো কবরের কাছে দাঁড়াতেন তখন খুব কাঁদতেন, এমনকি তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ জান্নাত

www.bjilibrary.com

ও জাহান্নামের স্মরণে তো আপনি এতো কাঁদেন না, কিন্তু কবরকে স্মরণ করে কেন এতো কাঁদেন?

তিনি জবাব দেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। যদি মানুষ এখানে পরিত্রাণ পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী সব মনযিল সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যদি এখানে নিষ্কৃতি না হয়, তবে পরবর্তী ধাপগুলো অধিকতর শক্ত হয়।

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথাও বলতে শুনেছি ঃ কবর অপেক্ষা অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কিছু হবেনা। (তিরমিযী)

হানী বর্ণনা করেন, এক কবরের কাছে দাঁড়িয়ে উসমান রা. এই পংক্তিটি আবৃত্তি করতে থাকেন ঃ

যদি পেয়ে যাও কবর থেকে পরিত্রাণ
পেলে তুমি মস্তবড় বিপদ থেকে পরিত্রাণ,
আর তা না হলে ধারণা আমার
পাবেনা তুমি বিপদ থেকে কোনো পরিত্রাণ।

● মুমিন ও কাফিরের কবর জীবন

(২৭২) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ، اِنَّهٗ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ يُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ، فَاِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلٰوةُ عِنْدَ رَاْسِهٖ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهٖ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصَّلٰوةِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالْاِحْسَانِ اِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رَاْسِهٖ فَيَقُوْلُ الصَّلٰوةُ : مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتٰى عَنْ يَّمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ الصِّيَامُ مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتٰى عَنْ يَّسَارِهٖ فَيَقُوْلُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُوْلُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالْاِحْسَانِ اِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ، فَيُقَالُ لَهٗ اِجْلِسْ فَيَجْلِسُ قَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ، وَقَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ فَيُقَالُ لَهٗ : اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ

عَلَيْهِ؟ فَيَقُوْلُ : دَعُوْنِىْ حَتّٰى اُصَلِّىَ، فَيَقُوْلُ اِنَّكَ سَتَفْعَلُ، اَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَاذَا تَقُوْلُ فِيْهِ وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَاَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلٰى ذَالِكَ حَيِيْتَ، وَعَلٰى ذَالِكَ مِتَّ، وَعَلٰى ذَالِكَ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَمَا اَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ وَمَا اَعَدَّاللّٰهُ لَكَ فِيْهَا لَوْ عَصَيْتَهُ فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِىْ قَبْرِهٖ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا وَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ كَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَتُجْعَلُ نَسَمَتُهُ فِى النَّسِيْمِ الطَّيِّبِ وَهِىَ طَيْرٌ تَعَلَّقُ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ فَذَالِكَ قَوْلُهُ، "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ" اَلْاٰيَةَ، وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا اُتِىَ مِنْ قِبَلِ رَاْسِهٖ لَمْ يُوْجَدْ شَىْءٌ، ثُمَّ اُتِىَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ فَلاَ يُوْجَدُ شَىْءٌ، ثُمَّ اُتِىَ عَنْ شِمَالِهٖ فَلاَ يُوْجَدُ شَىْءٌ، ثُمَّ اُتِىَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلاَ يُوْجَدُ شَىْءٌ، فَيُقَالُ لَهُ اِجْلِسْ فَيَجْلِسُ مَرْعُوْبًا خَائِفًا فَيُقَالُ : اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ كَانَ فِيْكُمْ مَّاذَا تَقُوْلُ فِيْهِ وَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ فَيَقُوْلُ : اَىُّ رُجُلٍ وَّلاَ يَهْتَدِىْ لِاِسْمِهٖ، فَيُقَالُ لَهُ! مُحَمَّدٌ (ص) فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوْا قَوْلاً فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ! عَلٰى ذَالِكَ حَيِيْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا اَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَّ ثُبُوْرًا - ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ

www.bjilibrary.com

فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا لَوْ أَطَعْتَهُ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوْرًا، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلَاعُهُ ـ

২৭২. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মানুষ মরে গিয়ে নিজের কবরে (বরযখে) পৌঁছে যায়, তখন দাফন করে যারা ফিরে আসে তাদের জুতোর শব্দ সে শুনতে পায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরই তার মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। যদি সে মুমিন হয়, তাহলে তার আদায়কৃত ফরয নামায তার মাথার দিকে, ফরয রোযা তার ডানদিকে, যাকাত তার বাম দিকে এবং নফল নামায, নফল দান এবং অন্যান্য মানব কল্যাণ মূলক ভালো কাজ তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কাজ তার রক্ষাকারী হয়ে যায়, এগুলো তাকে চারদিক থেকে আশ্রয় দিয়ে রাখে। তখন তাকে উঠে বসার আদেশ দেয়া হয়। সে উঠে বসে। এ রকম মনে হতে থাকে, যেনো সময়টা আসরের পরের সময়, সূর্য ডুবে যাবার উপক্রম।

ফেরেশতারা তাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ যে পয়গম্বরকে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে তুমি কি সাক্ষ্য দান করছো? তখন ঐ মু-মিন বলে ঃ প্রথমে আমাকে আসরের নামায পড়তে দাও। দেখো, সূর্য ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছে, আমার নামায যেনো কাযা হয়ে না যায়। তখন ফেরেশতারা বলে ঃ প্রথমে প্রশ্নের জবাব দাও, পরে নামায পড়ে নিয়ো।

সে বলে ঃ তিনি হলেন মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি সাক্ষ্য দান করছি, তিনি আল্লাহর রসূল। তিনি সত্য কিতাব নিয়ে এসেছিলেন।

ফেরেশতারা (সন্তুষ্ট হয়ে) তাকে বলে ঃ তুমি এই সত্য নবীর দীন অনুযায়ী জীবন কাটিয়েছো, এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর ইনশাআল্লাহ এই অবস্থায়ই কিয়ামতের দিনে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে হাযির হবে।

তারপর তাঁরা জান্নাতের একটি দরজা খুলে দিয়ে তাকে বলে ঃ দেখো, এই হলো জান্নাতে তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান এবং সেসব নি'আমত যা তোমার জন্যে তৈরি করে রাখা হয়েছে। এতে সে খুব সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হবে।

তারপর তার সামনে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে যাবে। ফেরেশতারা তাকে বলবে ঃ দেখো দুনিয়াতে তুমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করতে, তাহলে এই আগুনের ঘরই তোমার বাসস্থান হতো। এতে তার খুশি ও আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে। তারপর তার কবর সত্তর হাত প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তা আলোকিত করে দেয়া হবে। অতপর তার থেকে পুনরায় রূহ বেরিয়ে যাবে। রূহ (হিসাব-কিতাবের দিন পর্যন্ত) স্বাধীন পাখীর মতো জান্নাতের গাছে গাছে উড়ে বেড়াতে

থাকবে। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ "তিনি মুমিনদের পার্থিব জীবনেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখেন আর আখিরাতেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবেন কালেমা তৌহিদের বদৌলতে।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ২৭)

পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি যদি কাফির হয়, তাহলে তাকে রক্ষা করার জন্যে কোনো জিনিস থাকবেনা, না মাথার দিকে, না ডানদিকে, না বাম দিকে আর না পায়ের দিকে। তাকে উঠে বসার আদেশ করা হবে। সে উঠে বসবে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে।

ফেরেশতারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে ঃ যে ব্যক্তিকে তোমার কাছে পয়গম্বর হিসাবে পাঠানো হয়েছিল তাঁর ব্যাপারে কি সাক্ষ্য দান করছো? সে হতভম্ব হয়ে বলবে ঃ কোন্ ব্যক্তি? কাকে পয়গম্বর হিসাবে পাঠানো হয়েছিল? আমি তো এ বিষয়ে কিছু জানিনা।

তারপর মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে জবাবে বলবে ঃ আমি তাঁকে জানিনা। মানুষকে তার কথা বলতে শুনেছি এবং না বুঝে-সুঝে আমি তার নাম উচ্চারণ করেছি মাত্র।

ফেরেশতারা বলবে ঃ তুমি এ রকম উদাসীনতার সঙ্গে পুরো জীবন কাটিয়েছো, এই অবস্থাতেই মরেছো আর ইনশাআল্লাহ্ এই অবস্থাতেই তোমাকে কবর থেকে জীবিত করে তোলা হবে।

তারপর ফেরেশতারা তার সামনে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দেবেন এবং বলবেন ঃ এই হচ্ছে তোমার বাসস্থান, আর এই হলো সেই শাস্তি যা তোমাকে প্রদান করা হবে। এতে তার দুঃখ ও মনোকষ্ট আরো বেড়ে যাবে।

তারপর তাঁরা তার সামনে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেবেন এবং বলবেন, তুমি যদি দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাহলে এই জান্নাতই তোমার বাসস্থান হতো এবং এর সব নি'আমত তুমি পেতে। এতে তার দুঃখ ও মনোকষ্ট আরো বেড়ে যাবে। তারপর তার কবরকে এতোটা সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, তার একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরের সঙ্গে মিলে যাবে। (তারগীব ও তারহীব ঃ মনযেরী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের শেষের দিকে দেখা যায়, এতে সেসব লোকের পরিণামের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর আহকাম জানার জন্যে কোনো চিন্তা করেনি। মানুষ কালেমা পড়তো, সেও না বুঝে-সুঝে কেবল মুখে মুখে তা পড়তো। মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা আলোচনা করতো, সেও তা শুনে থাকতো। কিন্তু যেহেতু, সে আল্লাহকে নিজের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পয়গম্বর হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের বিধান মতো জীবন যাপন করেনি, সেহেতু সে মরার পর আল্লাহ্ কি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এবং রসূলের প্রদত্ত শিক্ষা কি এসব জানতে পারবেনা।

www.bjilibrary.com

● যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে

(٢٧٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لَتَقُوْمُ السَّاعَةُ وَثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا لا يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُوْمُ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ لاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُوْمُ السَّاعَةُ يَلُوْطُ حَوْضَهُ لاَ يَسْقِيْهِ، وَلَتَقُوْمُ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ لُقْمَتَهُ اِلٰى فِيْهِ لاَ يَطْعَمُهَا ـ

২৭৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি কাপড় বেচাকেনা করছে, কাপড় সামনে রাখা আছে। এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে। তারা কাপড়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেনা - এমনকি কাপড় গুটিয়ে রাখতেও পারবেনা।

এক ব্যক্তি উটনীর দুধ দুয়ে ঘরে নিযে গেছে। এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে, তা আর পান করার সুযোগ তার মিলবে না। এক ব্যক্তি হয়তো পানির জন্যে আধার তৈরী করছে, এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে, সে ঐ আধার থেকে আপন পশুকে পানি খাওয়াতেও পারবেনা। কেউ খাবারের গ্রাস মুখে তুলছে, এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে। ঐ গ্রাস তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছাতেও পারবেনা। (আহমদ ও ইবনে হিব্বান)

● হাশরের ভয়াবহতা

(٢٧٤) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) جَالِسٌ اِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ؟ قَالَ : رَجُلاَنِ مِنْ اُمَّتِىْ جَثَيَا بَيْنَ يَدَىْ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا : يَا رَبِّ خُذْلِىْ مَظْلَمَتِىْ مِنْ اَخِىْ، فَقَالَ اللّٰهُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِاَخِيْكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَئٌ؟ قَالَ يَا رَبِّ فَلْيَحْمِلْ مِنْ اَوْزَارِىْ، وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِالْبُكَاءِ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّ ذَالِكَ لَيَوْمٌ عَظِيْمٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ اَنْ يَحْمِلَ عَنْهُمْ مِنْ اَوْزَارِهِمْ ـ

২৭৪. অর্থ ঃ আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সভায় বসেছিলেন। এমন সময় তিনি হেসে উঠেন,

www.bjilibrary.com

এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। সভার উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে উমর বললেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, ইয়া রসূলুল্লাহ! কোন্ জিনিস আপনাকে হাসিয়েছে?

তখন তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের দুই ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত-এর নিকট উপস্থিত হবে। তাদের একজন বলবে ঃ হে আমার প্রভু! এই ব্যক্তির কাছ থেকে আমার হক আদায় করে দিন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ এই ব্যক্তির আমলনামায় তো আর কোনো নেকী অবশিষ্ট নেই। তুমি এর কাছ থেকে কিভাবে হক আদায় করে নেবে?

সে বলবে ঃ হে প্রভু! যদি ওর কোনো নেকী অবশিষ্ট না থাকে, তবে আমার গুনাহের বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিন। একথা বলার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দেন এবং বলেন ঃ নিঃসন্দেহে সে দিনটি এক ভয়াবহ দিন হবে। প্রত্যেক মানুষ এই আকাঙ্খা করবে যে, তার উপর থেকে গুনাহর বোঝা দূর করে দেয়া হোক। (মুসতাদরকে হাকিম)

● সুবিচার লাভের দিন

(٢٧٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوْكَهُ سَوْطًا ظُلْمًا نِ اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

২৭৫. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের গোলামকে (বা ঘরের চাকরকে) দুনিয়াতে অযথা একটি আঘাতও করে থাকে, কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে সে জন্য প্রতিশোধ নেয়া হবে। (বায্যার, তাবরানী)

● যমীন সাক্ষ্য দেবে

(٢٧٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَرَءَ رَسُوْلُ (ص) هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا) (سوره زلزال، ايت : ٤) قَالَ : اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ـ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى عَبْدٍ وَّاَمَةٍ عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا تَقُوْلُ : عَمِلَ كَذَا وَكَذَا ـ

২৭৬. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এ আয়াত পড়েন ঃ 'ইয়াওমাইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা' (যমীন সেদিন তার সর্ব খবর বর্ণনা করবে) তারপর তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসা

www.bjilibrary.com

করেন ঃ যমীনের নিজের খবর বর্ণনা করার অর্থ কি? সবাই বললো ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই তা অধিক জানেন।

তখন তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যমীনের খবর বর্ণনা করার অর্থ হলো, সে আল্লাহর সামনে প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা পৃথিবীতে থাকার সময় যেসব কাজ করেছে তার সাক্ষী দেবে। যমীন বলবে, সে এরকম এরকম কাজ করেছে। (ইবনে হিব্বান)

(٢٧٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كَمْ مِّنْ جَارٍ مُّتَعَلِّقٌ بِجَارِهٖ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ سَلْ هٰذَا لِمَ اَغْلَقَ عَنِّىْ بَابَهٗ، وَمَنَعَنِىْ فَضْلَهٗ؟ (ترغيب وترهيب)

২৭৭. অর্থ ঃ ইবনে উমার রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কতোই না প্রতিবেশী আপন প্রতিবেশীকে ধরে আল্লাহর কাছে এই ফরিয়াদ করবে ঃ হে আমার প্রভু! একে জিজ্ঞাসা করুন, এ কেন তার দরজা বন্ধ করে নিয়েছিল এবং আমার দারিদ্র্যে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত রেখেছিল? (তারগীব ও তারহীব)

(٢٧٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يُّقَالَ لَهٗ : اَلَمْ اُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ، وَاُرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ـ

২৭৮. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দাহকে সর্বপ্রথম যা জিজ্ঞাসা করা হবে তা হলো ঃ আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আমি কি তোমাকে দৈহিক সুস্থতা দান করিনি? আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি দান করিনি? (তারগীব তারহীব, ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে স্বাস্থ্যবান ও ধনবান হয়ে কি ধরনের কাজ করেছে।

● পরকালের ব্যাপারে গাফলতির পরিণতি

(٢٧٩) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : يُجَاءُ بِابْنِ اٰدَمَ كَاَنَّهٗ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهٗ : اَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَاَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ جَمَعْتُهٗ وَثَمَّرْتُهٗ، فَتَرَكْتُهٗ اَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِىْ اٰتِكَ بِهٖ،

www.bjilibrary.com

فَيَقُوْلُ لَهُ مَا قَدَّمْتَ؟ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ، فَتَرَكْتُهُ اَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِىْ اٰتِكَ بِهٖ، فَاِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا - (ترمذى)

২৭৯. অর্থ ঃ আনাস রা. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। আতংক ও পেরেশানির কারণে তাকে ছাগলের বাচ্চা বলে মনে হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আমি যে তোমাকে ধন-দৌলত এবং চাকর-বাকর দান করেছিলাম, সেগুলোর সাথে তুমি কি আচরণ করে এসেছো? সে বলবে ঃ হে আমার প্রভু! আমি ধন-দৌলত উপার্জন করেছি এবং বৃদ্ধি করেছি কিন্তু তা আমি দুনিয়াতে ছেড়ে এসেছি। আমাকে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে দুনিয়া থেকে সেগুলো আপনাকে এনে দিই।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমার নি'আমতসমূহ পেয়ে তুমি কি রকম আমল করেছিলে (আমি তোমার মাল বেশী হওয়া বা বাড়ানোর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি না)? সে উত্তর দেবে, হে আমার রব! আমি ধন জমা করেছিলাম, তা বৃদ্ধি করেছিলাম আর তা পূর্বের থেকে বেশী হয়েছিল। কিন্তু আমি সেসব দুনিয়াতে ছেড়ে এসেছি। আমাকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন আমি গিয়ে সেসব নিয়ে আসি।

এই দুর্ভাগা ব্যক্তি অর্থ উপার্জন করে করে জীবন কাটিয়ে এসেছে আর নিয়ে এসছে নেকীশূন্য আমলনামা। (তিমমিযী)

● পরিপূর্ণ সুবিচার

(২৮০) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ - (ترمذى)

২৮০. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াতে যাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, কিয়ামতের সময় তাদের অধিকার আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি যে শিং-বিশিষ্ট ছাগল শিং-বিহীন ছাগলকে মেরেছিল সেই শিং-বিশিষ্ট ছাগলের থেকে ঐ শিং-বিহীন ছাগলের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, কিয়ামতের দিন পরিপর্ণ সুবিচার হবে। যদি কেউ কারো অতি নগণ্য অধিকারও ছিনিয়ে নিয়ে থাকে, তাতেও অত্যাচারির কাছ থেকে অত্যাচারিতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

www.bjilibrary.com

● গীবত নেক আমল মিটিয়ে ফেলে

(٢٨١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتِىْ كِتَابَهُ مَنْشُوْرًا، فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ فَاَيْنَ حَسَنَاتُ كَذَاوَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِىْ صَحِيْفَتِىْ؟ فَيَقُوْلُ : مُحِيَتْ بِاغْتِيَابِكَ النَّاسَ -

২৮১. অর্থ ঃ আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের কাছে উন্মুক্ত আমলনামা নিয়ে আসা হবে। (সে তা পড়বে) আর বলবে ঃ হে আমার প্রভু! আমি দুনিয়াতে অমুক অমুক নেক কাজ করেছিলাম, কিন্তু তা এতে লেখা নেই।

তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ মানুষের গীবত করে তোমার আমলানামা থেকে ঐ নেকী তুমি মুছে দিয়েছো। (তারগীব ও তারহীব)

● শাফা'আত

(٢٨٢) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَنْ يَّشْفَعَ لِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ : اَنَا فَاعِلٌ اِنْ شَاءَاللّٰهُ تَعَالٰى، قُلْتُ : فَاَيْنَ اَطْلُبُكَ، قَالَ : اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِىْ عَلَى الصِّرَاطِ - قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ : فَاطْلُبْنِىْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ، قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ، قَال : فَاطْلُبْنِىْ عِنْدَ الْحَوْضِ، فَاِنِّىْ لَا اُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلَاثَةَ مَوَاطِنَ - (ترمذى)

২৮২. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করি, আপনি কিয়ামতের দিন আমার জন্যে সুপারিশ করবেন। তিনি বললেন ঃ ইনশাল্লাহ অবশ্যই করবো।

আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ আমি হাশরের ময়দানে আপনাক কোথায় খুঁজবো, আপনাকে কোথায় পাবো? তিনি বললেন ঃ সর্ব প্রথম আমাকে পুলসিরাতে খুঁজে দেখবে। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ যদি আপনাকে সেখানে না পাই, তাহলে কোথায় খুঁজবো? তিনি বললেন ঃ যেখানে মানুষের আমল ওজন করা হবে, সেখানে খুঁজে দেখবে। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ যদি সেখানে না পাই তাহলে? তিনি বললেন ঃ তাহলে হাউযে কাওসারে আসবে। এই তিন স্থানের এক স্থানে আমি অবশ্যই থাকবো। (তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

(٢٨٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ض) مَاذَا رَدَّ اِلَيْكَ رَبُّكَ فِىْ الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ (ص) بِيَدِهٖ لَقَدْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَوَّلُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ عَنْ ذَالِكَ مِنْ اُمَّتِىْ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَمَا يَهُمُّنِىْ مِنِ انْقِصَافِهِمْ عَلٰى اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اَهَمُّ عِنْدِىْ مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِىْ لَهُمْ، وَشَفَاعَتِىْ لِمَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا وَّاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ لِسَانَهُ قَلْبَهُ وَقَلْبُهُ لِسَانَهُ ـ

২৮৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি ঃ হে রসূলুল্লাহ! উম্মতের শাফাআতের ব্যাপারে আপনার রব আপনার কাছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?

তিনি বললেন ঃ যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এ ব্যাপারে তুমিই সর্ব প্রথম জিজ্ঞাসা করবে। কারণ আমি জানি তুমি জ্ঞানের খুব বেশী লোভী। যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম, আমার উম্মতের জান্নাতে যাবার চিন্তা আমার সবচেয়ে বেশী। আমি এ ব্যাপারে চিন্তিত নই যে, লোকেরা উঁচু মর্যাদা লাভ করুক বরং তারা জান্নাত লাভ করুক এটাই আমার চিন্তা।

যেসব লোক নিষ্ঠার সাথে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসূল। আর সাক্ষ্য এমনভাবে দেয় যে, তাদের অন্তর যবানকে এবং যবান অন্তরকে সত্যায়ন করে, আমি তাদের জন্যে সুপারিশ করবো। (ইবনে হিব্বান ও মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখা ঃ এর অর্থ হলো, অকপটভাবে আল্লাহ্ ও রসূলকে বিশ্বাস করতে হবে। অন্তর ও মুখ উভয় স্থানে ঈমান থাকতে হবে। এই সাক্ষ্য অন্তর থেকে বেরিয়ে মুখে আসবে এবং কথা ও কাজের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকবেনা।

(٢٨٤) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ ـ (ابوداؤد، بيهقى)

২৮৪. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যারা বড় বড় গুনাহ্ করেছে আমি তাদের জন্যে সুপারিশ করবো। (আবু দাউদ, বাযযার, তাবরানী, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, এক ব্যক্তি পূর্ণ ইখলাসের সাথে ঈমান এনেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জীবনভর বড় বড় গুনাহ্ করতে থাকে, এমনকি তওবা না করেই মরে গেছে। এমতাবস্থায় এটা স্পষ্ট কথা যে, সে জান্নাত পাবে না, তাকে জাহান্নামের আগুনে অবশ্যই নিক্ষেপ করা হবে। জীবনভর গুনাহ্ করার ফলে যদি ঈমান নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ করার অনুমতি হবেনা এবং তিনি সুপারিশ করবেনও না। আর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাবার প্রশ্নই উঠে না।

তবে হ্যাঁ, যদি সে জীবনভর গুনাহ্ করে থাকে এবং তার ফলে জাহান্নামে চলে যায় আর মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর জানা থাকে যে, তার অন্তরে ঈমান অবিশিষ্ট আছে, একেবারে নিঃশেষ হয়নি, যদিও তা অতি সামান্য, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তখন তিনি সুপারিশ করবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হবে।

আল্লাহর নিকট ঈমানের মূল্য খুব বেশী। কোন্ মুসলমান-জাহান্নামীর মধ্যে ঈমান অবশিষ্ট আছে আর কার ঈমান গুনাহ্ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তা মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ ছাড়া আর কে জানতে পারে? এ জন্যে প্রয়োজন হলে খুব শীঘ্র সজ্ঞান অবস্থায় তওবা করো এবং আপন প্রভুর দিকে ফিরে আসো। এই হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস, যেগুলোতে শাফাআতের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে, খুব বেশী ভয় প্রদানকারী হাদীস। কিন্তু আফসোস হলো এইযে, এসব হাদীসকে আমল না করার ও ভ্রান্ত আমল করার সহায়ক মনে করা হয়েছে। এসব লোকের চোখ আখিরাতে যখন প্রকৃত সত্য দেখবে, সেদিন কাঁদবে এবং কাঁদতেই থাকবে।

● জাহান্নাম ও আহলে জাহান্নাম

(٢٨٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَحِلُّ اَنْ يَّصْطَرَ مَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَاِنِ اصْطَرَ مَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لَمْ يَجْتَمِعَا فِى الْجَنَّةِ اَبَدًا، وَاَيُّهُمَا بَدَأَ صَاحِبَهُ كُفِّرَتْ ذُنُوْبُهُ، وَاِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ، وَرَدَّ عَلٰى ذَالِكَ الشَّيْطَانُ -

২৮৫. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন মুসলমানের পক্ষে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে রাখা ঠিক নয়। যদি এর চেয়ে বেশী দিন সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে রাখা হয়, তাহলে তারা কখনো জান্নাতে একত্রিত হবেনা। আর তাদের মধ্যে যে প্রথম সালাম করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যদি সে মীমাংসার জন্যে হাত বাড়াতে চায় এবং

www.bjilibrary.com

অন্যজন তার সালাম গ্রহণ না করে এবং সম্পর্ক স্থাপন না করে, তাহলে ফেরেশতা সালামকারীর সালামের জবাব দেবে, আর সালামের জবাব যে দেয়নি শয়তান তার সাথী হবে। (আবু বকর ইবনে আবু শায়বা)

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোনো দীনি কারণ না থাকে, তাহলে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা জায়েয নয়। যদি কোনো দীনি কারণ থাকে, তাহলে তার থেকে বেশী দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস যাবত স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন, কারণ তাঁর সামনে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ছিলো। সে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন এখানে নেই।

(٢٨٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَاِذَا اَوْصٰى حَافَ فِىْ وَصِيَّتِهٖ فَيُخْتَمُ لَهٗ بِشَرِّ عَمَلِهٖ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِىْ وَصِيَّتِهٖ، فَيُخْتَمُ لَهٗ بِخَيْرِ عَمَلِهٖ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ -

২৮৬. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি সত্তর বছর ধরে নেক কাজ করতে থাকে, কিন্তু মরার সময় ধন-সম্পদের বিষয়ে ভ্রান্ত অসীয়ত করে মন্দ কাজের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে, ফলে জাহান্নামে চলে যায়।

এভাবে অন্য এক ব্যক্তি সত্তর বছর ধরে মন্দ কাজ করতে থাকে, কিন্তু মরার সময় সে তার অসীয়তে ইনসাফ ও সুবিচার অবলম্বন করে এবং এভাবে নেক কাজের মধ্যে তার মৃত্যু হয়, ফলে সে জান্নাতে চলে যায়। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ সত্তর বছর ধরে মন্দ কাজ করেছে এমন ব্যক্তি তওবা করে নেক জীবন যাপন করা শুরু করে এবং এমন নেক হয়ে যায় যে, নিজের ধন সম্পদের বিষয়ে অন্যায় অসীয়ত করেনা, এরকম ব্যক্তির জান্নাত পাওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, সে জীবনভর বড় বড় গুনাহ করতে থাকে এমনকি মরার সময় পর্যন্তও তওবা করেনা, কেবল এই এক ন্যায় অসীয়ত করার জন্যে জান্নাত পেয়ে যাবে।

(٢٨٧) وَعَنِ الْحَسَنِ (رض) قَالَ : اِنَّ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ بِالنَّاسِ يُفْتَحُ لِاَحَدِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهٗ هَلُمَّ، فَيَجِئُ بِكَرْبِهٖ وَغَمِّهٖ، فَاِذَا جَاءَهٗ اُغْلِقَ دُوْنَهٗ، فَمَا يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى اَنَّ اَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ : هَلُمَّ، فَمَا يَاْتِيْهِ مِنَ الْاِيَاسِ -

www.bjilibrary.com

২৮৭. অর্থ ঃ হাসান রা. (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব লোক দুনিয়াতে অন্যের প্রতি বিদ্রূপ করতো, আখিরাতে তাদের সামনে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, এসো (এর মধ্যে প্রবেশ করো)। তারা পেরেশান হয়ে দরজার দিকে যাবে। যখন দরজার কাছে পৌছাবে তখন দরজা বন্দ করে দেয়া হবে।

তারপর তাদের সামনে অন্য এক দরজা খুলে দেয়া হবে এবং বলা হবে ঃ এসো এসো। তারা পেরেশান হয়ে সেদিকে যাবে। যখন নিকটে পৌছাবে তখন সে দরজাও বন্ধ করে দেয়া হবে। বরাবর এরকম হতে থাকবে, এমনকি পরিশেষে জান্নাতের এক দরজা উন্মুক্ত হবে এবং তাদের ডাকা হবে। কিন্তু তারা হতাশার কারণে সেদিকে আর যাবেনা। (তারগীব ও তারহীব, বায়হাকী)

(٢٨٨) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) : عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَّجُلٌ فِيْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِيْ الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ - (بخارى، مسلم)

২৮৮. অর্থ ঃ নুমান ইবনে বশীর রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ জাহান্নামে যে ব্যক্তিকে সবচেয়ে কম শাস্তি প্রদান করা হবে তার দুই পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দুটি অঙ্গার রেখে দেয়া হবে, যার ফলে কোনো চুলোর ওপর ডেকচি যেমন তার ভেতরের জিনিস ফুটা'তে থাকে তার মাথার ঘিলু তেমনিভাবে ফুটতে থাকবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

● মানুষের বিরুদ্ধে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য

(٢٨٩) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَضَحِكَ، فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ اَضْحَكُ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَلَمْ تُجِرْنِيْ مِنَ الظُّلْمِ؟ يَقُوْلُ بَلٰى، فَيَقُوْلُ اِنِّيْ لاَ اُجِيْزُ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِيْ شَاهِدًا اِلاَّ مِنِّيْ، فَيَقُوْلُ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا وَالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا، قَالَ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَيَقُوْلُ لِاَرْكَانِهِ انْطِقِيْ فَتَنْطِقُ بِاَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلِّيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ، فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَّكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ اُنَاضِلُ - (مسلم)

২৮৯. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম। এমন সময় তিনি হাসলেন। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি জানো কেন আমি হাসলাম?

আমরা বলি ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ আমার এ জন্যে হাসি পেয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এক অভিযুক্ত ব্যক্তি আল্লহকে বলবে ঃ হে আমার প্রভু! তুমি কি আমাকে যুলুম থেকে বাঁচাবেনা? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ না, আজ তোমার ওপর কোনো যুলুম হবেনা।

তখন সে বলবে ঃ আজ আমি কাউকেও আমার বিষয়ে সাক্ষী দেবার অনুমতি দেবোনা। আমি নিজেই সাক্ষী দেবো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব নেবার জন্যে যথেষ্ট এবং তোমার আমলনামা লেখক ফেরেশতারা সাক্ষী দেবার জন্যে যথেষ্ট।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আদেশ দেয়া হবে, তোমরা এর কাজের সাক্ষ্য প্রদান করো। তখন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার প্রত্যেক কাজের সাক্ষ্য প্রদান করবে। তারপর তার মুখ খুলে যাবে এবং বলার শক্তি ফিরে আসবে।

তখন সে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তিরস্কার করতে করতে বলবে, তোমাদের উপর আল্লাহর লানত হোক, আমি তো দুনিয়ায় তোমাদের রক্ষা করে এসেছি আর তোমরা আজ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে?

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, আমি দুনিয়াতে তোমাদের মোটা তাজা করার জন্যে হারাম ও হালালের প্রভেদ করিনি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ধারণাকে স্থান দিইনি, অথচ তোমরাই ঠিক সময় আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে। আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ছাড়লে।

● বিভিন্ন পাপের কঠিন কঠিন আযাব

(২৯০) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِنَبِىِّ اللّٰهِ (ص)، نَظَرَ فِى النَّارِ، فَاِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ الْجِيَفَ، قَالَ : مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ : هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ -

২৯০. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাতে মিরাজে যান, সে রাতে তিনি জাহান্নাম দেখেন। সেখানে তিনি দেখেন, কিছু লোক পচা মৃতদেহ খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে জিব্রীল, এরা কারা? তিনি বলেন ঃ এসব লোক হলো তারা, যারা মানুষের অনুপস্থিতিতে তাদের গোস্ত খেতো (অর্থাৎ তাদের গীবত করতো)। (আহমদ)

www.bjilibrary.com

(٢٩١) عَنْ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسًا فِيْ صُوَرِ الذَّرِّ يَطُؤُهُمُ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ، فَيُقَالُ، مَا هٰؤُلَاءِ فِيْ صُوَرِ الذَّرِّ؟ فَيُقَالُ، هٰؤُلَاءِ الْمُتَكَبِّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا ـ

২৯১. অর্থ ঃ জাবির রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কিছু লোককে ছোট পিপিলিকার আকারে তুলবেন। সব লোকেরা তাদের পদপিষ্ট করতে থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ পিলিকার আকারে এসব লোক কারা? আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বলা হবে ঃ দুনিয়াতে যারা অহংকার করতো, এসব লোক তারা। (মুসনাদে বাযযার)

ব্যাখ্যা ঃ অহংকারের হাকীকত জেনে নেয়া উচিত। কুরআন এবং হাদীসে যে হাকীকত বর্ণিত হয়েছে, তা হলো ঃ মানুষ আল্লাহকে নিজের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু বলে স্বীকার করে এবং মুখে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু বলে থাকে, কিন্তু তাঁর হুকুম মানেনা। এটা খুব পরিষ্কার কথা, আল্লাহর তুলনায় যে নিজের বড়াই প্রকাশ করে, সে নিজের তুলনায় অন্য মানুষকে অবশ্যই নীচ মনে করবে। ইবলীস আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে, তাঁকে অনুগ্রহকারী ও নিআমতদাতা বলেও স্বীকার করে এবং বারংবার মুখে রবও বলে থাকে, কিন্তু যখন আদমকে সিজদা করার আদশ দেয়া হয়, তখন সে তা অমান্য করে। এটাকে আল্লাহ্ তা'আলা অংহকার বলে অভিহিত করেছেন। হাদীসেও এই কথা বলা হয়েছে। মুসলমান অহংকারীরা আল্লাহকে নিজের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা বলে স্বীকার করে এবং জানে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা নামাযকে ফরয করে দিয়েছেন, রোযা ফরয করে দিয়েছেন, যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, হজ্ব ফরয করে দিয়েছেন এবং জিহাদ ফরয করে দিয়েছেন। কিন্তু তারা না নামায পড়ে, না রোযা রাখে, না যাকাত দেয় আর না হজ্ব আদায় করে। এরা সবচেয়ে বড় অহংকারী।

(٢٩٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) : اُتِىَ بِفَرَسٍ يَجْعَلُ كُلَّ خَطْوٍ مِنْهُ اَقْصٰى بَصَرِهٖ فَسَارَ وَسَارَ مَعَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَاَتٰى عَلٰى قَوْمٍ يَزْرَعُوْنَ فِىْ يَوْمٍ وَّ يَحْصُدُوْنَ فِىْ يَوْمٍ كُلَّمَا حَصَدُوْا عَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ، يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ، قَالَ، هٰؤُلَاءِ الْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَمَا اَنْفَقُوْا مِنْ شَيْئٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ثُمَّ اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ تُرْضَخُ رُءُوْسُهُمْ بِالصَّخْرِ كُلَّمَا

www.bjilibrary.com

رَضَخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ، وَلاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَالِكَ شَئٌ، قَالَ : يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ : هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ تَثَاقَلَتْ رُءُوْسُهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ عَلٰى اَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ، وَعَلٰى اَقْبَالِهِمْ رِقَاعٌ يَسْرَحُوْنَ كَمَا تَسْرَحُ الْاَنْعَامُ اِلٰى الضَّرِيْعِ وَالزَّقُّوْمِ وَرَضْفِ جَهَنَّمَ، قَالَ : مَا هٰؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لاَ يُؤَدُّوْنَ صَدَقَاتِ اَمْوَالِهِمْ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ، وَمَا اللّٰهُ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ ، ثُمَّ اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ قَدْ جَمَعَ حُزْمَةً عَظِيْمَةً لاَ يَسْتَطِيْعُ حَمْلَهَا وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّزِيْدَ عَلَيْهَا، قَالَ : يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذَا؟ قَالَ، هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اُمَّتِكَ عَلَيْهِ اَمَانَةُ النَّاسِ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَدَاءَهَا وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّزِيْدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ وَاَلْسِنَتُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ حَدِيْدٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ، لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَالِكَ شَئٌ، قَالَ : يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ : خُطَبَاءُ الْفِتْنَةِ، ثُمَّ اَتٰى عَلٰى جُحْرٍ صَغِيْرٍ يَخْرُجُ مِنْهُ ثَوْرٌ عَظِيْمٌ فَيُرِيْدُ الثَّوْرُ اَنْ يَّدْخُلَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ، قَالَ : مَا هٰذَا يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ : هٰذَا الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيْمَةِ فَيَنْدَمُ عَلَيْهَا فَيُرِيْدُ اَنْ يَّرُدَّهَا فَلاَ يَسْتَطِيْعُ -

২৯২. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, মিরাজের রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে এমন একটি ঘোড়া নিয়ে আসা হয়, যার গতি প্রতি পদক্ষেপে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ঘোড়ায় চড়ে জিবরীল আ.-এর সঙ্গে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে তিনি এমন কিছু লোককে দেখেন, তারা প্রত্যেক দিন বীজ বপন করছিল এবং সেদিনই ফসল কেটে নিচ্ছিল। কেটে নেবার পর পুনরায় তাদের চাষ আগের মতো তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে জিবরীল! এসব লোক কারা? তিনি বললেন, এরা হলো আল্লাহর পথের মুজাহিদ। এরা তাদের প্রত্যেক ভালো কাজের বদলে সাত শত গুণ পুরস্কার পেয়ে থাকে। তাছাড়া এরা দুনিয়াতে যা কিছু খরচ করেছিল তার প্রতিদানও তারা পাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

তারপর তিনি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন, যাদের মাথা পাথর দিয়ে থেতলে ফেলা হচ্ছিল এবং থেতলে দেবার পর মাথা আবার, পূর্বাবাস্থায় ফিরে আসছিল। লাগাতার তাদের সাথে এরকম করা হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে জিবরীল! এসব লোক কারা? তিনি বলেন ঃ এসব লোক হলো তারা, যারা দুনিয়াতে নামাযের বিষয়ে অলসতা দেখাতো।

তারপর তিনি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন, যারা কেবল ছেড়া নেকড়া পরেছিল এবং জানোয়ারের মতো গাছ-গাছড়া, কাঁটাঝাড় ও জাহান্নামের গরম পাথর খাচ্ছিল (শরীরে বস্ত্রের নাম নেই, কেবল ছেড়া নেকড়া জড়ানো। খাওয়ার নাম মাত্র নেই, সে জন্য ক্ষুধায় কাতর হয়ে তারা যা খাচ্ছিল তা কোনো খাবার জিনিস নয়)।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরীল! এসব লোক কারা? তিনি বলেন ঃ এরা হলো তারা, যারা সম্পদের যাকাত দিতোনা। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি, আল্লাহ তো বান্দাহর উপর আদৌ যুলুম করেননা। তারপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন, যে খুব বড় বোঝা একত্রিত করছিল। সে তা তুলতে অক্ষম, কিন্তু ক্রমাগত বোঝা বাড়িয়ে যাচ্ছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ এ হলো আপনার উম্মতের সেই ব্যক্তি যে বহু লোকের আমানত নিজের কাছে রেখেছিল, কিন্তু তা আদায় করার ক্ষমতা তার ছিলনা। তা সত্ত্বেও সে আরও অধিক আমানত নিতে থাকতো।

তারপর তিনি এমন কিছু লোকের কাছে উপস্থিত হন, যাদের ঠোঁট ও জিভ কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল এবং কাটার পর তা আবার পূর্বের ন্যায় জোড়া লেগে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে এ রকম লাগাতার করা হচ্ছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরীল! এসব লোক কারা? তিনি বললেন ঃ এরা হলো সেসব বক্তা, যারা মানুষের মাঝে ফিতনা ও গুমরাহী ছড়াতো। তারপর তিনি এক ছোট গর্তের কাছে উপস্থিত হন। ঐ ছোট গর্ত থেকে এক বলদ বের হয়ে পুনরায় তার মধ্যে প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু প্রবেশ করতে পারেনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরীল! এটা কি? তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি জঘন্য জঘন্য কথা বলতো, তারপর পস্তাতো এবং তা শুধরে নিতে চাইতো, কিন্তু একবার যে কথা বেরিয়ে যায়, তা কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পারে? (তারগীব ও তারহীব)

(٢٩٣) عَنْ شَفِيِّ بْنِ مَاتِعِ نِ الْاُصْبَحِيِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهٗ قَالَ : اَرْبَعَةٌ يُؤْذُوْنَ اَهْلَ النَّارِ عَلٰى مَا بِهِمْ مِّنَ الْاَذٰى يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيْمِ وَالْجَحِيْمِ يَدْعُوْنَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ، يَقُوْلُ اَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا بَالُ هٰؤُلَاءِ قَدْ اٰذَوْنَا عَلٰى مَابِنَا

مِنَ الْأَذٰى؟ قَالَ فَرَجُلٌ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوْتٌ مِنْ جَمْرٍ، وَرَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ، وَرَجُلٌ يَسِيْلُ فُوْهُ قَيْحًا وَّ دَمًا، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ، قَالَ فَيُقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوْتِ مَابَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ أَذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْأَذٰى، فَيَقُوْلُ اِنَّ الْأَبْعَدَ مَاتَ وَفِىْ عُنُقِهٖ أَمْوَالُ النَّاسِ مَايَجِدُ لَهَا قَضَاءً أَوْ وَفَاءً، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِىْ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ مَابَالَ الْأَبْعَدِ قَدْ أَذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْأَذٰى، فَيَقُوْلُ اِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ لَا يُبَالِىْ أَيْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ لَا يَغْسِلُهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِىْ يَسِيْلُ فُوْهُ قَيْحًا وَّدَمًا، مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ أَذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْأَذٰى؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَقِفُ عَلٰى كَلِمَةٍ فَيَسْتَلِذُّهَا كَمَا يُسْتَلَذُّ الرَّفَثُ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِىْ يَأْكُلُ لَحْمَهُ مَابَالَ الْأَبْعَدِ قَدْ أَذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْأَذٰى؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ بِالْغِيْبَةِ وَيَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ - (ترغيب وترهيب)

২৯৩. অর্থ ঃ শফী ইবনে মাতি রা. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে চার ব্যক্তি এমন হবে যাদের জন্যে জাহান্নামবাসীরাও অসুবিধার মধ্যে পড়বে। তারা ফুটন্ত গরম পানি ও লেলিহান আগুনের মাঝে দৌড়াতে থাকবে এবং হায় হায় করে চিৎকার করতে থাকবে। জাহান্নামীরা একে অপরকে বলবে, আমরা তো এমনিতেই কষ্টের মধ্যে পড়ে আছি, এসব দুর্ভাগা তো আমাদের আরো অধিক বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই চার ব্যক্তির মধ্যে একজনকে আগুনের সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা হবে। অন্য ব্যক্তির নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়বে। সে সেই বেরিয়ে পড়া নাড়িভুড়ি নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তির মুখ দিয়ে রক্ত ও পুঁজ বের হতে থাকবে এবং চতুর্থ ব্যক্তি নিজের গোস্ত নিজেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকবে।

সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ জাহান্নামীকে দেখে অন্যান্য লোকেরা বলবে, এই দুর্ভাগা ব্যক্তির পেরেশানির কারণে তো আমরাও কষ্টের মধ্যে পড়েছি, দুনিয়াতে সে কি করেছিল। কোন্ অপরাধের কারণে তাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে? বলা হবে ঃ এ ব্যক্তি এমন অবস্থায় মরেছে যে, তার কাছে অনেকের অর্থ ছিলো, তার সামর্থ ছিলো কিন্তু সে মানুষের আমানত ফিরিয়ে দেয়নি এবং ঋণ পরিশোধ করেনি।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় ব্যক্তির বিষয়ে জাহান্নামবাসীরা জানতে চাইলে বলা হবে ঃ এ ব্যক্তি নিজের প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতোনা। (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার বিষয়ে উদাসীন ছিলো)।

এভাবে যখন তারা তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে, তখন বলা হবে ঃ যেমনভাবে ব্যভিচারীরা অশ্লীল কথা থেকে আনন্দ পায়, তেমনভাবে এ ব্যক্তি মন্দ কথার প্রতি আকৃষ্ট হতো।

আর পরিশেষে জাহান্নামবাসী যে নিজের গোস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। তখন বলা হবে ঃ এ ব্যক্তি মানুষকে অন্যের চোখে হেয় করার জন্যে তার পিছনে তার দোষ বলে বেড়াতো এবং যাতে মানুষের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারা যেনো পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করে তার জন্যে এদিকি ওদিক চুগলখুরী করে বেড়াতো। (তারগীব ও তারহীব)

● জান্নাতবাসীদের শুভ পরিণাম

(٢٩٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ اِلَيْهِمْ فِىْ حَوَائِجِهِمْ، اُوْلٰئِكَ الْاٰمِنُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ـ

২৯৪. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ কিছু লোককে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নিজ নিজ প্রয়োজন নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে থাকে এবং তারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেন। এ ধরনের লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। (তাবরানী)

(٢٩٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ بَنِىْ عُذْرَةَ ثَلاَثَةً اَتَوُ النَّبِىَّ (ص) فَاَسْلَمُوْا ، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص)، مَنْ يَّكْفِيْهِمْ؟ قَالَ طَلْحَةُ اَنَا، قَالَ، فَكَانُوْا عِنْدَ طَلْحَةَ، فَبَعَثَ النَّبِىُّ (ص) بَعْثًا، فَخَرَجَ فِيْهِ اَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ اٰخَرُ فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلٰى فِرَاشِهٖ، قَالَ طَلْحَةُ فَرَاَيْتُ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ الَّذِيْنَ كَانُوْا عِنْدِىْ فِى الْجَنَّةِ، فَرَاَيْتُ الْمَيِّتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ اَمَامَهُمْ، وَرَاَيْتُ الَّذِىْ اسْتُشْهِدَ اٰخِيْرًا يَلِيْهِ، وَرَاَيْتُ اَوَّلَهُمْ اٰخِرَهُمْ، قَالَ. فَدَاخَلَنِىْ مِنْ ذَالِكَ، فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ

www.bjilibrary.com

(ص) فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ، وَمَا اَنْكَرْتَ مِن ذَالِكَ؟ لَيْسَ اَحَدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِى الْاِسْلَامِ لِتَسْبِيْحِهٖ وَتَكْبِيْرِهٖ وَتَهْلِيْلِهٖ -

২৯৫. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ রা. বর্ণনা করেছেন, বনী উযরা গোত্রের তিন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কে আছো এই তিন জনকে নিজের দায়িত্বে রেখে মেহমানদারি করবে? তালহা রা. বললেন ঃ আমি এদের দায়িত্ব গ্রহণ করবো। সুতরাং তারা তালহা রা.-এর ওখানে থাকে। পরে কোনো এক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে এক জিহাদে পাঠান। তাদের মধ্যে একজন মুজাহিদদের সাথে যায় এবং শাহাদাত লাভ করে। তারপর এক দ্বিতীয় মুজাহিদ বাহিনী পাঠানো হয়। তাদের আরেকজন এদের সঙ্গে যায় এবং সেও শাহাদত লাভ করে। তৃতীয় ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।

তালহা রা. বলেন ঃ আমি ঐ তিন ব্যক্তিকে স্বপ্নে জান্নাতের মধ্যে দেখি। যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে বিছানায় মারা যায়, সে তাদের সকলের আগে ছিলো। তার পরে দ্বিতীয় শহীদ এবং যে প্রথমে শহীদ হয়েছিল সে সকলের পিছনে ছিলো।

তালহা রা. বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমার খটকা লাগে এবং আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ স্বপ্নের কথা বলি।

তিনি বলেন ঃ এতে তুমি অবাক হচ্ছো কেন? এটা খুব পরিষ্কার কথা, যে মুমিন দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে, সে তসবীহ, তকবীর ও তাহলীল-এর দ্বারা উঁচু স্থানই পাবে। (মুসনাদে আহমদ ও আবু ই'আলী)

ব্যাখ্যা ঃ তৃতীয় ব্যক্তি জিহাদের আকাংখা রাখতো, কিন্তু সে সে সুযোগ পায়নি। এ ধরনের লোককে কিয়ামতের দিন শহীদদের মধ্যে গণ্য করা হবে। অন্যদিকে সে নিজের অন্য দুই সঙ্গী অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং সে জীবনটা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাটায়। সুতরাং আখিরাতে ঐ দু'জন অপেক্ষা তার উঁচু স্থানই পাওয়া উচিত।

(٢٩٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : تَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ اَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ فَيَقُوْمُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ، مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَوَلَّيْتَ الْاَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا،

www.bjilibrary.com

فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ، صَدَقْتُمْ، قَالَ : فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ وَتَبْقٰى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلٰى ذَوِى الْاَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ، قَالُوْا فَاَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ تُوْضَعُ لَهُمْ كَرَاسِىُّ مِنْ نُوْرٍ، وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ يَكُوْنُ ذَالِكَ الْيَوْمُ اَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ سَاعَةٍ مِّنْ نَّهَارٍ -

২৯৬. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ উম্মতের অভাবী ও দরিদ্ররা কোথায়? এ কথা শুনে অভাবী ও দরিদ্ররা আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তোমরা দুনিয়াতে কি কাজ করেছো? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতার পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিলেন। আমরা সবর করেছিলাম। আর অন্যদের আপনি ধন-দৌলত ও ক্ষমতা দান করেছিলেন (আমরা ঐ জিনিস থেকে বঞ্চিত থেকে যাই, কিন্তু আমরা দীনের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।)

আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছো। এ লোকেরা অন্য লোকদের অপেক্ষা আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা ক্ষমতা লাভ করেছিল ও ধন-দৌলত লাভ করেছিল, তারা হিসাব দেবার জন্যে আল্লাহর আদালতে থেকে যাবে। তাদের হিসাব দীর্ঘ ও কঠিন হবে।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ ঐ দিন মুমিনদের অবস্থা কি হবে? তিনি বলেন ঃ তারা আলোর সামনে বসে থাববে এবং তাদের উপর ঘন মেঘের ছায়া হবে। হিসাবের দিনটি (যা দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে) মুমিনদের জন্যে খুব ছোট হবে। তাদের মনে হবে এতো দিনের এক প্রহর। (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

(২৯৭) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، فَقَالَ اَبُوْ مَالِكِ نِ الْاَشْعَرِىُّ، لِمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ -

www.bjilibrary.com

২৯৭. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে এমন স্বচ্ছ বালাখানা আছে যার ভিতরের অংশ বাইরে থেকে ও বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যায়। আবু মালিক আশ'আরী রা. জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে রসূলুল্লাহ! এসব বালাখানা কাদের ভাগ্যে পড়বে। তিনি বললেন ঃ যারা সুন্দর কথাবার্তা বলে তাদের ভাগ্যে, যারা গরীবকে খানা খাওয়ায় তাদের ভাগ্যে এবং যারা মানুষ যখন ঘুমুতে থাকে তখন তাজাজ্জুদের নামাযের জন্যে ওঠে। (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

(٢٩٨) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنْ شِئْتُمْ اَنْبَأْتُكُمْ مَا اَوَّلَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا اَوَّلُ مَا يَقُوْلُوْنَ لَهُ؟ قُلْنَا. نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ، اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ اَحْبَبْتُمْ لِقَائِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ، نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُوْلُ، لِمَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ، رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ، فَيَقُوْلُ، قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِىْ -

২৯৮. অর্থ ঃ মু'আয ইবনে জাবাল রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি চাও তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সর্ব প্রথম কি জিজ্ঞাসা করবেন এবং তারা কি জবাব দেবে, তা আমি বলতে পারি।

আমরা বলি ঃ অবশ্যি হে আল্লাহর রসূল, বলুন। তিনি বলেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ মুমিনদের জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তোমরা কি আমার সাথে সাক্ষাতের আকাংখা রাখতে ? মুমিনরা বলবেন ঃ হ্যাঁ হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের আকাংখী ছিলাম।

আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন ঃ কেন? তারা বলবে ঃ আমরা এ আশা করতাম যে, আপনি আমাদের ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেবেন। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তোমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেয়াকে আমি আমার উপর জরুরি করে নিয়েছি (সুতরাং তিনি তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)। (তারগীব ও তারহীব, আহমদ)

(٢٩٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِىْ (رض) عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ قَالَ، هَلْ تَدْرُوْنَ اَوَّلَ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالُوْا، اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ، اَلْفُقَرَاءُ

الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ، وَتُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوْتُ اَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهٗ فِىْ صَدْرِهٖ لاَ يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ مَّلاَئِكَتِهٖ، ائْتُوْهُمْ فَحَيُّوْهُمْ؛ فَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ، رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَخِيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، اَفَتَأْمُرُنَا اَنْ نَاْتِىَ هٰؤُلاَءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُمْ، اِنَّهُمْ كَانُوْا عِبَادًا يَّعْبُدُوْنِىْ وَلاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا، وَّ تُسَدُّبِهِمُ الثُّغُوْرُ، وَتُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُوْتُ اَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهٗ فِىْ صَدْرِهٖ لاَ يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ، فَتَاْتِيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ ذَالِكَ، فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ -

২৯৯. **অর্থ ঃ** আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছন, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা কি জানো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? সবাই বললো ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই তা ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ সর্ব প্রথম গরীব মুহাজিররা যাবে, যারা ইসলামের সীমান্ত রক্ষার ও বিপদের সম্মুখীন হবার ক্ষেত্রে সকলের আগে ছিলো। তারা মনের সাধ অপূর্ণ রেখে মরে গেছে, তা পূরণ করতে পারেনি।

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ কিছু ফেরেশতাকে বলবেন, তোমরা ওদের কাছে যাও এবং তাদের মোবারকবাদ জানাও। ফেরেশতারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা আকাশবাসী এবং আপনার উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। আপনি কি আমাদের ওদের কাছে গিয়ে তাদের সালাম করতে আদেশ দিচ্ছেন?

আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ এরা হলো আমার সেসব বান্দাহ, যারা কেবল আমারই দাসত্ব করতো, আমার সাথে কাউকেও অংশীদার বানাতো না, ইসলামের সীমান্ত রক্ষা করতো এবং সব রকমের বিপদের সম্মুখীন হবার কাজে সকলের আগে উপস্থিত থাকতো। এরা এমন অবস্থায় মরে যায় যে, ওরা দুনিয়াতে নিজেদের ত্যাগ ও কুরবানীর পুরস্কার পেতে পারেনি।

তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ফেরশতারা একথা শুনে জান্নাতের প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে যাবে এবং বলবে ঃ দীনের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত হোক। এ হলো আখিরাতের সর্বোত্তম পুরস্কার যা তোমরা পেলে। (মুসনাদে আহমদ ও বুখারী)

www.bjilibrary.com

(٣٠٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِىْ مُنَادٍ، اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلاَ تَسْقَمُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَ تَحْيَوْا فَلا تَمُوْتُوْا اِبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلا تَهْرَمُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْأَسُوْا اَبَدًا، وَذَالِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : (وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) - (مسلم و ترمذى)

৩০০ . অর্থ ঃ আবু সাঈদ খুদরী রা. ও আবু হুরাইরা রা. উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন জান্নাতী লোকেরা জান্নাতে পৌছে যাবে, তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ

হে জান্নাতবাসীরা! এখন আর তোমরা কখনো অসুস্থ হয়ে পড়বেনা, সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকবে। কখনো তোমাদের মৃত্যু হবেনা, সর্বদা জীবিত থাকবে। তোমরা সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে, কখনো তোমাদের বৃদ্ধাবস্থা আসবেনা।

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ আর জান্নাতবাসীকে বলা হবে, যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দান করা হয়েছিল তা হলো এই ঃ তোমাদের আমলের ফলে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

(٣٠١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يُنَعَّمُ وَلاَ يَبْأَسُ، لاَ يَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنٰى شَبَابُهُ، فِى الْجَنَّةِ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ -

৩০১. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা সচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র্য ও অনাহারে কষ্ট পাবেনা, তাদের পোষাক পুরাতন হবেনা এবং তাদের যৌবন শেষ হবেনা। জান্নাতে এমনসব নিআ'মত আছে, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শুনেনি এবং কোনো মানুষের ধারণায় যা কখনো আসেনি। (সহীহ মুসলিম)

(٣٠٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو(رض) قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَوْمًا، فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَأْتِىْ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْرُهُمْ كَنُوْرِ الشَّمْسِ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ، نَحْنُ هُم يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟

www.bjilibrary.com

قَالَ لاَ، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيْرٌ، وَلٰكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ - (مسند احمد)

৩০২. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম, এমন সময় সূর্য উদয় হয়। তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে, যাদের মুখ সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল হবে।

আবু বকর রা. জিজ্ঞাসা করেন, হে রসূলুল্লাহ! আমরা কি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো? তিনি বললেন, না। তোমরাও অনেক কিছু পাবে। কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি তারা হবে এমন লোক যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে চলে এসেছিল এবং তারা ছিলো গরীব। (আহমদ ও তাবরানী)

(٣٠٣) وَعَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السَّمْطِ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ هَلْ اَنْتَ مُحَدِّثِيْ حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) لَيْسَ فِيْهِ نِسْيَانٌ وَّلاَ كَذِبٌ؟ قَالَ، نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَحَابُّوْنَ مِنْ اَجْلِيْ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَزَاوَرُوْنَ مِنْ اَجْلِيْ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَبَاذَلُوْنَ مِنْ اَجْلِيْ. وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُوْنَ مِنْ اَجْلِيْ - (مسند احمد)

৩০৩. অর্থ ঃ শুরাহবীল ইবনে শামত রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনে আবাসাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আপনি কি আমাকে এমন হাদীস শুনাবেন যা আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন এবং যা সত্য ও ভুলভ্রান্তি মুক্ত?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি সেসব ব্যক্তিকে ভালবাসি যারা আমার জন্যে একে অপরকে ভালোবাসে। কেবল আমারই জন্যে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে। কেবল আমারই জন্যে একে অপরের জন্য খরচ করে এবং কেবল আমারই জন্যে একে অপরের বন্ধু হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমদ)

(٣٠٤) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ،

www.bjilibrary.com

فَيَقُوْلُوْنَ، لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ، فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ، وَمَا لَنَا لاَ نَرْضٰى يَا رَبَّنَا وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، فَيَقُوْلُ اَلاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ، وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا - (بخارى)

৩০৪. অর্থ ঃ আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদের বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা হাযির আছি, সব রকম কল্যাণ ও মঙ্গল আপনার হাতে, কি আদেশ বলুন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি তোমাদের আমলের পুরস্কার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা জবাব দেবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি তো আমাদের এমন সব নিআমত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে অধিক উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করবো না?

তারা বলবে, এর থেকে অধিক উত্তম আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি চিরকাল তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো। তোমাদের ওপর আর অসন্তুষ্ট হবোনা। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অন্য কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতবাসীরা এ ঘোষণা শুনে এতো খুশী হয়ে যাবে যে, তারা জান্নাতের নিআমতের কথা ভুলে যাবে। কেননা এ সুসংবাদ হবে তাদের কাছে সবচেয়ে বড় নি'আমত।

◆◆◆

www.bjilibrary.com

১৪

প্রিয় নবীর উত্তম আদর্শ

● সালাতে প্রশান্তি

(٣٠٥) عَنْ اَنَسٍ قَالَ، قَالَ النَّبِىُّ (ص) حُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ ـ (نسائى)

৩০৫. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার অতি প্রিয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে ঃ নিজের স্ত্রী, সুগন্ধি, আর নামাযকে বানিয়ে দেয়া হয়েছে আমার চক্ষু শীতলকারী।

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, দুনিয়ার আকর্ষণীয় জিনিসের মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধি এ দুটি জিনিস আমার প্রিয়। কিন্তু নামায এই দুই জিনিস থেকে আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। নামায হলো, আমার আত্মার জীবিকা আর হৃদয়ের আনন্দ। কারণ, আল্লাহর স্মরণ, একান্তে তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন এবং তাঁর সাথে কথোপকথন করার নামই হলো নামায। এই একই সত্য অন্য এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে 'আরেহ্না ইয়া বেলাল' - 'হে বেলাল আমার শান্তির (নামাযের) ব্যবস্থা করো।'

● সালাতে খুশূ-খুযূ

(٣٠٦) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الشِّخِّيْرِ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ (ص) وَهُوَ يُصَلِّىْ وَلِجَوْفِهٖ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ ـ (مشكوة)

৩০৬. অর্থ ঃ মুতার্‌রেফ ইবনে আব্দুল্লাহ শিখ্খীর রা. বর্ণনা করেছেন, আমি-একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখি তিনি নামায পড়ছিলেন, আর তাঁর বুকের ভিতর রান্নার হাড়ির শব্দের মতো (কান্নার) শব্দ হচ্ছিল। (মিশকাতুল মাসাবীহ্)

www.bjilibrary.com

● কির'আতে তারতিল

(٣٠٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ، يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ يَقِفُ -

৩০৭. অর্থ ঃ উম্মে সালমা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদ থেমে থেমে পড়তেন। 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পড়ে থেমে যেতেন, তারপর 'আর রাহমানির রাহীম' পড়তেন এবং থেমে যেতেন। অতপর এভাবেই ... । (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ উচ্চ শব্দের নামাযে (মাগরিব, এশা এবং ফজরে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল হামদ' সূরায় প্রত্যেক আয়াত পড়ে থেমে যেতেন। 'আল হামদ' ছাড়া অন্য সূরা পড়ার সময়ও তিনি প্রত্যেক আয়াতের পরে থেমে যেতেন। তিনি কিছু কিছু রমযানী হাফিযদের (যারা রমযান মাসে তারাবীর নামাযে খুব তাড়াতাড়ি কুরআন পড়ে শেষ করে) মতো খুব তাড়াতাড়ি কুরআন পড়তেননা - নামাযের মধ্যেও না এবং নামাযের বাইরেও না।

(٣٠٨) عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ (ص) فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا - (ترمذى)

৩০৮. অর্থ ঃ ই'আলী রা. বর্ণনা করেছেন, আমি উম্মে সালমা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কিভাবে কুরআন পড়তেন? তিনি বললেন ঃ তাঁর পড়া পরিষ্কার ও স্পষ্ট হতো, প্রত্যেক হরফ আলাদা আলাদা পড়তেন। (তিরমিযী)

● সালাতের ব্যাপারে সতর্কতা

(٣٠٩) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلٰى كَفِّهِ - (مسلم)

৩০৯. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে কোথাও রাত্রে অবস্থান করতেন, তখন যদি রাত অধিক হতো তাহলে ডান পাশে শুয়ে পড়তেন। আর যদি ফজরের কিছু পূর্বে কোথাও অবস্থান করতেন তা হলে হাত খাড়া করে হাতের তালুতে মাথা রাখতেন। (আবু কাতাদা ঃ মুসলিম)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ আসলে ফজরের পূর্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতেন না, হাত উঁচু করে তার উপর মাথা রাখতেন। তিনি এ জন্যে এরকম করতেন যে, রাতব্যাপী পরিশ্রান্ত হয়েছেন এবং সকাল হতে বেশী দেরী নেই, যদি কোনো পাশে শুয়ে পড়েন তবে ফজরের নামায কাযা হয়ে যাবার আশংকা থাকতো। এ জন্যে তিনি এভাবে শুতেন, যাতে ঘুমিয়ে পড়ার আশংকা না থাকে।

● **দীর্ঘরাত ধরে তাহাজ্জুদ পড়তেন** -

(৩১٠) قَامَ النَّبِيُّ (ص) حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ؟ (بخارى)

৩১০. অর্থ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, দুই পা ফুলে যেতো। কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, আপনি এতো পরিশ্রম কেন করেন? তিনি বলেন ঃ আমি কি তবে আল্লাহর শোকরগুযার বান্দাহ হবোনা? (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করেছেন এবং নবী বানিয়ে আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাই তাঁর অনুগ্রহের দাবি হলো আমি তাঁর অধিক থেকে অধিকতর শোকর আদায় করবো। মুমিন যতো বেশী নি'আমত পায়, তার মধ্যে ততো বেশী শোকরের মনোভাব ও অনুভূতি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর বন্দেগীতে সে ততো অধিক নিজেকে নিবিষ্ট করে।

(৩১১) عَنْ عَبْدِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ (رض) قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ (رض) لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ لَا يَدَعُهُ، وَكَانَ اِذَا مَرِضَ اَوْ كَسِلَ صَلّٰى قَاعِدًا - (ابوداؤد)

৩১১. অর্থ ঃ আবদ ইবনে আবি কায়স রা. বর্ণনা করেন, আয়েশা রা. বলেছেন, রাতে দাঁড়ানো (তাহাজ্জুদ) ছেড়ে দিওনা। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো ছাড়তেননা। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন, বা শরীরে ক্লান্তি এসে যেতো তখন তিনি বসে বসে পড়তেন। (আবু দাউদ)

● **কুরআনের অনুরূপ চরিত্র**

(৩১২) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ خُلُقُ نَبِىِّ (ص) اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ - (صحيح مسلم)

৩১২. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈতিক চরিত্র ছিলো কুরআন। (মুসিলম)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কুরআন মজীদের মধ্যে যেসব উন্নত নৈতিক শিক্ষা আছে তা সবই তাঁর চরিত্রের মধ্যে বর্তমান ছিলো। তিনি ছিলেন কুরআনে বর্ণিত সর্বোত্তম চরিত্রের বাস্তব নমুনা।

(٣١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا - (بخارى، مسلم)

৩১৩. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। তার মুখ দিয়ে মন্দ কথাও উচ্চারিত হতোনা। (বুখারী, মুসলিম)

(٣١٤) عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِىْ قَطُّ اُفٍّ وَّلاَ قَالَ لِشَئٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلاَ لِشَئٍ لَمْ اَفْعَلْهُ اَلاَ فَعَلْتَ كَذَا - (بخارى، مسلم)

৩১৪. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, আমি দশ বছর যাবত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা করেছি, কিন্তু কখনো তিনি আমাকে উহ্ পর্যন্ত বলেননি। যদি আমি কোনো ভুল করে বসতাম, তবু তিনি জিজ্ঞাসা করতেননা, এমনটি করলে কেন?

আর যে কাজ আমার করা উচিত ছিলো তা যদি আমি না করতাম, তবু তিনি জিজ্ঞাসা করতেননা, তুমি কেন সে কাজটি করনি। (বুখারী, মুসলিম)

● বন্ধু সুলভ ভালোবাসা

(٣١٥) اِنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرَبْنَ حَرَامٍ، وَّ كَانَ يُهْدِىْ لِلنَّبِىِّ (ص) مِنَ الْبَادِيَةِ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ، وَكَانَ النَّبِىُّ (ص) يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيْمًا، فَاَتَى النَّبِىُّ (ص) يَوْمًا وَّ هُوَ يَبِيْعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لاَ يُبْصِرُهُ، فَقَالَ اَرْسِلْنِىْ مَنْ هٰذَا؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِىَّ (ص) فَجَعَلَ لاَ يَأْلُوْا مَا اَلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِىِّ (ص) حِيْنَ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّبِىُّ (ص) يَقُوْلُ مَنْ يَّشْتَرِى الْعَبْدَ، فَقَالَ لِلنَّبِىِّ (ص)

www.bjilibrary.com

اِذًا وَّاللّٰهِ تَجِدُنِىْ كَاسِدًا، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ - (مشكوة)

৩১৫. অর্থ ঃ যাহের ইবনে হারাম রা. নামে একজন বেদুঈন ছিলেন। তিনি যখন গ্রাম থেকে আসতেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে উপহার স্বরূপ কিছু জিনিস নিয়ে আসতেন। আবার যখন গ্রামে ফিরে যেতেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শহরের কিছু জিনিস উপহার স্বরূপ তাঁকে প্রদান করতেন। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাহের আমার গ্রাম্য বন্ধু এবং আমি যাহেরের শহুরে বন্ধু।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালবাসতেন। তিনি কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন। একদিন যখন তিনি মদীনার বাজারে নিজের গ্রামের জিনিসপত্র বিক্রি করছিলেন, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছন দিক দিয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। যাহের তাঁকে দেখতে পাননি। তিনি বলেন, তুমি কে? আমাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু তিনি যখন পিছন ফিরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পান, তখন পূর্ণ চেষ্টা করতে থাকেন যাতে করে তার পিঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকে লেগে থাকে। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠেন ঃ এই গোলামটি কে কিনবে?

যাহের রা. বলে উঠেন ঃ হে রসূলুল্লাহ! আপনার খুবই ক্ষতি হবে। কারণ আমাকে বিক্রী করে খুবই অল্প দাম পাবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে কম দামের হলেও আল্লাহ্‌র কাছে তোমার দাম অনেক। (মিশকাত ঃ আনাস রা.)

(٣١٦) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ، فَاَدْرَكَهٗ اَعْرَابِىٌّ، فَجَذَبَهٗ بِرِدَائِهٖ جَذْبَةً شَدِيْدَةً، فَنَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَقَدْ اَثَّرَ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهٖ ، ثُمَّ قَالَ، يَا مُحَمَّدُ مُرْلِىْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهٗ بِعَطَاءٍ -

৩১৬. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। তিনি তখন নাজরানে তৈরি মোটা পাড়

www.bjilibrary.com

বিশিষ্ট চাদর গায়ে দিয়েছিলেন। পথে এক বেদুঈনের সাথে সাক্ষাত হয়। সে তাঁর চাদর ধরে এমন জোরে টান দেয় যে, তাঁর ঘাড়ে দাগ পড়ে যায়।

সে বলে, হে মুহাম্মদ! আমাকে বায়তুলমাল থেকে কিছু পাইয়ে দাও। (তার জোরে চাদর টানার ফলে তিনি অসন্তুষ্ট হননি) তিনি মুচকি হাসেন এবং তাকে বায়তুলমাল থেকে দেবার আদেশ দান করেন। (বুখারী, মুসলিম)

● শিশুদের প্রতি ভালোবাসা

(٣١٧) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اِنَّكُمْ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ وَمَا نُقَبِّلُهُمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ -

৩১৭. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বলেন, একবার এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। তখন তিনি একটি শিশুকে চুমু খাচ্ছিলেন। লোকটি বলে, আপনারা বাচ্চাদের চুমু খান? আমরা তো এমনটি করিনা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার হৃদয় থেকে দয়া ও ভালবাসা কেড়ে নেন, তবে আমি কি করতে পারি? (বুখারী, মুসলিম)

● শিশুদের সাথে হাস্যরস

(٣١٨) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ اِنْ كَانَ النَّبِىُّ (ص) لَيُخَالِطُنَا، حَتّٰى يَقُوْلَ لِاَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ يَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهٖ فَمَاتَ - (متفق عليه)

৩১৮. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে সহজ-সাধারণভাবে মেলামেশা করতেন (নিজেকে আলাদা করে রাখতেননা)। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাই উমায়রকে বলতেন ঃ হে উমায়ের! তোমার নুগায়েরের কি হলো? উমায়রের একটি ছোট নুগায়ের (পাখি) ছিলো। সে পাখিটিকে নিয়ে খেলা করতো। সেই পাখিটি মরে গিয়েছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথা বলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

● শিশুদের চুমু খেতেন

(٣١٩) اِنَّ النَّبِىَّ (ص) اُتِىَ بِصَبِىٍّ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ، اَمَا اِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ، وَاِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّٰهِ - (مشكوة)

www.bjilibrary.com

৩১৯. অর্থ ঃ একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি শিশু আনা হয়। তিনি তাকে চুম্বন করেন এবং বলেন ঃ এরা মানুষকে ভীরু ও কৃপণ বানিয়ে দেয়, আর এরা হলো আল্লাহর ফুল। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ সন্তানের প্রতি মানুষের ভালবাসা স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময় সন্তানের প্রতি ভালবাসা আল্লাহর পথে ব্যয় করা এবং আল্লাহর জন্যে কুরবানী করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মূল হাদীসে 'রায়হান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ সুগন্ধী ফুল। এর অর্থ আল্লাহর পুরস্কার এবং দানও বটে। এখানে এই উভয় অর্থ গ্রহণ করা যায়। শিশুরা আল্লাহর সুগন্ধী ফুল এবং পুরস্কারও বটে।

● হাসি খুশি

(٣٢٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ اِنِّىْ لاَ اَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا - (ترمذى)

৩২০. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, লোকেরা বিস্ময়ের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে, হে রসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে হাসি তামাশা করছেন! তিনি বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু কোনো অসত্য ও প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনা। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণত ধর্মীয় নেতাগণ আপন অনুগামীদের সভায় গম্ভীরভাবে বসে থাকে, তাদের সাথে হাসি-তামাশার কথা বলেননা। এই হাদীস বলে, নির্দোষ হাসি-খুশীর কথা বলা পবিত্রতা ও বিজ্ঞতার পরিপন্থী নয়।

● আপন ঘরে

(٣٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ- (ابن ماجه)

৩২১. অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর নিজ স্ত্রীর কাছে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (ইবনে মাজাহ্)

(٣٢٢) عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رض) مَا كَانَ النَّبِىُّ (ص) يَصْنَعُ فِىْ بَيْتِهِ : قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ تَعْنِىْ خِدْمَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ- (بخارى)

৩২২. অর্থ ঃ আসওআদ ইবনে ইয়াযীদ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করি, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে উপস্থিত থাকতেন, তখন কী করতেন? তিনি জবাব দেন, তিনি ঘরের লোকদের কাজে সাহায্য করতেন এবং যখন নামাযের সময় হতো তখন মসজিদে চলে যেতেন। (বুখারী)

(٣٢٣) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِىْ بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ اَحَدُكُمْ فِىْ بَيْتِهِ، وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ -

৩২৩. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজের জুতো মেরামত করতেন, নিজের কাপড়ও সেলাই করতেন এবং মানুষ নিজের ঘরে যেসব কাজ করে তিনিও তা করতেন।

আয়েশা রা. আরো বলেছেন, তিনি একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাপড় থেকে পোকামাকড় বাছতেন, নিজের ছাগলের দুধ নিজেই দুইতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন। (তিরমিযী)।

(٣٢٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ (ص) يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّتِىْ اَسْاَمُهُ، فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ -

৩২৪. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখতেন আর আমি মসজিদে হাবশী লোকদের খেলা দেখতাম। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি তৃপ্ত না হতাম ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি চাদর আড়াল করে রাখতেন। সুতরাং যদি তোমরা কোনো কম বয়সের মেয়েকে বিবাহ করো, তবে তার অনুভূতির প্রতি খেয়াল ক'রো। কারণ কম বয়সের মেয়েরা খেলাধূলা ও চিত্ত বিনোদনের সখ পোষণ করে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাবশী লোকেরা মসজিদের অঙ্গণে বর্শা, লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের অনুশীলন করতো। হযরত আয়েশা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদরের আড়াল থেকে তাদের এসব খেলা দেখতেন। যখন তার মন ভরে যেতো তখন তিনি চলে যেতেন। যেহেতু হযরত আয়েশা যুবতী মহিলা ছিলেন এবং এই বয়সের মেয়েদের কেমন অনুভূতি হয়ে থাকে তা রসূল

www.bjilibrary.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিলো, সেহেতু তিনি নিজের চাদর দিয়ে আড়াল করে দিতেন আর তিনি ঐ যুদ্ধের অনুশীলন দেখতেন। তাই কারো স্ত্রী কম বয়সের হলে বৈধ সীমার মধ্যে তার অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

এ হাদীস থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, মহিলাদের দেখার ব্যাপারে পুরুষদের প্রতি যেরূপ বাধা নিষেধ আছে, পুরুষদের দেখার ব্যাপারে মহিলাদের উপর ততোটা নিষেধ নেই।

(٣٢٥) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ نِّسَاءِ النَّبِيِّ (ص) مَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيْجَةَ (رض) وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، وَلٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَانَ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيْجَةُ، فَيَقُوْلُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ - (متفق عليه)

৩২৫. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে খাদীজা রা.-এর প্রতি আমার যেরকম ঈর্ষা হতো অন্য কারোর প্রতি তেমনটি হতোনা। আমি তাঁকে দেখিনি, কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা খুব বেশী বলতেন। তিনি ছাগল যবেহ করলে গোস্ত তৈরী করে প্রায়ই খাদীজা রা.-এর বন্ধুদের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। আমি অনেক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতাম, মনে হয় দুনিয়াতে খাদিজা রা. ছাড়া আপনার আর কোনো স্ত্রী নেই!

তিনি বলতেন ঃ নিঃসন্দেহে সে খুবই উত্তম মহিলা ছিলো, সে এমন ছিলো, সে ওমন ছিলো, সে একাজ করে গেছে, সে ওকাজ করে গেছে। আর তার থেকে আমি সন্তান লাভ করেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত খাদিজা রা. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী ছিলেন। দাও'আত ও রিসালাতের প্রারম্ভ থেকেই সবরকম অবস্থাতে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করে গিয়েছেন। দাও'আতের পথে সব রকমের কষ্টকে তিনি হাসি মুখে সহ্য করেছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহ-াসিক লিখেছেন, রিসালাতের শুরুতে হযরত খাদীজা রা.-এর নিকট ২৫ হাজার দিরহাম ছিলো, কিন্তু ৮/৯ বছরে সমস্ত সঞ্চয় তিনি দাও'আতের কাজে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। যেসব মুসলমান ঈমান আনার অপরাধে ঘর থেকে বিতাড়িত হতো তিনি তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এরকম একজন স্ত্রীকে জীবনভর না ভুলে থাকেন, তাতে বিস্ময়ের কি আছে?

www.bjilibrary.com

● স্ত্রীদের প্রতি সমতা ও সুবিচার

(٣٢٦) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ، يَعْنِي الْقَلْبَ - (ابوداؤد، ترمذى، نسائى)

৩২৬. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের কাছে থাকার এবং তাদের অন্যান্য অধিকারের বিষয়ে ন্যায় ও সুবিচার করতেন। তিনি দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! এই ন্যায় বিভাজন তো আমি করতে পারি, কিন্তু অন্তরের ভালবাসা আমার হাতের বাইরে, তাই আমি যদি কোনো স্ত্রীর সাথে অধিক ভালবাসার সম্পর্ক রেখে থাকি, তাহলে তুমি আমার হিসাব নিওনা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তবে ভরণ-পোষণ, খোরাক-পোষাক ও অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণ সুবিচারের সাথে কাজ করা উচিত। অবশ্য যদি কোনো স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অধিক হয় সেই আকর্ষণের প্রভাব ন্যায়-বিভাজনের উপর যদি না পড়ে, তবে কিয়ামতের দিন তার জন্য পাকড়াও হবেনা।

● স্ত্রীদের তরবিয়ত প্রদান

(٣٢٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَلَّ بَعِيْرُ صَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِزَيْنَبَ اَعْطِيْهَا بَعِيْرًا، فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِيْ تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَهَجَرَهَا ذَالْحِجَّةَ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرَ - (ابو داؤد)

৩২৭. অর্থ ঃ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সুফিয়া রা.-এর উট অসুস্থ হয়ে পড়ে। যয়নব রা.-এর কাছে একটি অতিরিক্ত উট ছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব রা.কে বললেন ঃ সুফিয়াকে একটি উট দিয়ে দাও। (যয়নবও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ছিলেন) যয়নব রা.-এর মুখ দিয়ে একথা বেরিয়ে যায় ঃ ঐ ইহুদীকে আমার উট কেন দেবো? এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হন এবং যিলহজ্ব, মুহরম ও সফর মাসের কয়েকদিন পর্যন্ত যয়নব রা.-এর নিকট থেকে দূরে থাকেন। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ থেকে জানা যায়, তিন দিনের বেশী সময়ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখা যেতে পারে, কিন্তু শর্ত হলো, কোনো দীনি কারণ থাকতে হবে। তাঁর এই রাগ

নিজের জন্যে ছিলোনা, বরং এ কথার জন্যে তাঁর রাগ হয়েছিল যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে ইহুদী বলে খোঁটা দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্তা এক স্ত্রীর মুখ দিয়ে অন্য স্ত্রীর সম্পর্কে এমন গলদ কথা বেরুলো কিভাবে?

● দানবীর

(٣٢٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ (ص) شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ ـ

৩২৮. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রার্থীকে কখনো 'না' বলেননি। (বুখারী ও মুসলিম)

● সুপারিশ-এর প্রেরণা দান

(٣٢٩) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ اَوْصَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا، وَيَقْضِى اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ ـ (بخارى، مسلم)

৩২৯. অর্থ ঃ আবু মূসা আশ'আরী রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন, যখন কোনো ভিক্ষা প্রার্থী বা অভাবগ্রস্ত লোক তাঁর কাছে আসতো তখন তিনি বলতেন ঃ এর পক্ষে যদি তোমরা সুপারিশ করো, তবে তোমরা প্রতিদান ও সওআব পাবে এবং আল্লাহ্ যা চান তাই তাঁর নবীর মুখ দিয়ে সিদ্ধান্ত করিয়ে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের তাৎপর্য হলো, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো ব্যক্তি কিছু চাইতে আসতো, তখন তিনি সবাইকে এ হিদায়াত করতেন যে, এর সম্পর্কে ভালো কথা বলো, একে অপরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করো। এটা পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেবার দিয়ে দিতেন।

● মিষ্টি হাসি

(٣٣٠) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى تُرٰى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ، اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ-(بخارى، مسلم)

৩৩০. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালু দেখা যায় এমনভাবে কখনো হাসতে দেখিনি। তিনি সব সময় মুচকি হাসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.bjilibrary.com

● তরবিয়ত পদ্ধতি

(٣٣١) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ص) قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِشَىْءٍ يَكْرَهُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَّجُلٌ وَّ عَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ لَوْ غَيَّرَ اَوْنَزَعَ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ ـ (الادب المفرد)

৩৩১. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, মন খুব নরম হবার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে তার অপছন্দনীয় কাজের জন্যে সরাসরি টুকতেননা। একদিন হলুদ কাপড় পরিধানকারী এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। যখন সে খাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, তখন তিনি সভার সাথিদের বলেন, যদি এ ব্যক্তি হলুদ কাপড় পরিবর্তন করে নেয় বা কাপড় থেকে হলুদপনা দূর করে দেয়, তাহলে কতোই না ভালো হতো। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

(٣٣٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) أَتٰى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلٰى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ الاَّ بَدَأَ بِهَا، قَالَ فَجَاءَ عَلِىٌّ فَرَاٰهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ جَاءَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَىَّ، فَاَتَاهُ عَلِىٌّ، فَقَالَ، يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا، فَقَالَ وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَةُ، قَالَ : فَذَهَبَ إِلٰى فَاطِمَةَ فَاَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنِىْ بِهٖ؟ فَقَالَ، قُلْ لَّهَا تُرْسِلُ بِهٖ إِلٰى بَنِىْ فُلَانٍ ـ (مسند احمد)

৩৩২. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, এক দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা রা.-এর ঘরে যান, কিন্তু তাঁর সাথে দেখা না করে দরজা থেকে ফিরে আসেন। কারণ, তিনি তাঁর দরজায় রঙিন চিত্রিত পর্দা টাঙানো দেখতে পান। যখন তিনি কোনো সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন সাধারণত সর্ব প্রথম ফাতিমা রা.-এর সাথে দেখা করতেন।

www.bjilibrary.com

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আলী ঘরে এসে ফাতিমা রা.কে দুঃখিত এবং বিচলিত দেখতে পান এবং তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ফাতিমা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে এসেছিলেন, তবে দরজা থেকেই ফিরে গেছেন, আমার কাছে আসেননি।

এ কথা শুনে আলী রা. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে রসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন আর ফাতিমার সাথে দেখা করেননি, সে জন্যে ফাতিমা খুবই দুঃখিত। তিনি বললেনঃ দুনিয়ার প্রতি আমার কি আকর্ষণ? আমার রঙিন নক্সা করা পর্দার কি দরকার? বর্ণনাকারী বলেন, আলী রা. ফাতিমা রা.-এর কাছে ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন, তা তাঁকে জানান। ফাতিমা রা. আলী রা. কে বলেন, আপনি যান এবং রসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি, পর্দার বিষয়ে আমাকে কি হুকুম দিচ্ছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বললেন ঃ যাও এবং ফাতিমাকে বলো যেনো ঐ পর্দা অমুকের সন্তানদের দিয়ে দেয় (যাতে মেয়েরা জামা তৈরী করে পরে নিতে পারে। সম্ভবতঃ তাদের প্রয়োজন ছিলো)। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ দরজায় রঙিন পর্দা লাগানো শরীআত অনুযায়ী কোনো গুনাহ নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সময়ের মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে আদর্শ ও নমুনা তৈরী করতে চাইতেন। এ জন্যে তিনি যে এটা অপছন্দ করেন তা প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি নিজের জন্যে এবং নিজের কন্যার জন্যে শান শওকত পছন্দ করতেননা।

● পানাহারের আদব

(٣٣٣) مَاعَابَ النَّبِيُّ (ص) طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ، وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ- (متفق عليه)

৩৩৩. অর্থ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো খাবার জিনিসের ব্যাপারে কখনো কোনো অভিযোগ করেননি এবং কখনো তার মধ্যে দোষ ধরেননি। যদি তা খেতে তাঁর মন চাইতো খেতেন। আর যদি মন না চাইতো তবে খেতেননা। (বুখারী ও মুসলিমঃ আবু হুরাইরা রা.)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে খাবারের অর্থ হলো ঘরে যে খাবার রান্না হতো তা এবং কোনো নিমন্ত্রণে তাঁর খাবার জন্য যা দেয়া হতো তা।

www.bjilibrary.com

(٣٣٤) اِنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ اِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا -

৩৩৪. অর্থ ঃ আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাওয়া শেষ করতেন এবং দস্তরখান তুলে ফেলা হতো, তখন তিনি বলতেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর - অনেক বেশী, উত্তম এবং বরকত ওয়ালা প্রশংসা। এমন প্রশংসা, যা আমরা নিজেরাই করি, এমন প্রশংসা যা আমরা কখনই ছাড়িনা। এমন প্রশংসা যার বিষয়ে আমরা কখনই বেপরোয়া নই। এমন প্রশংসা, আমাদের প্রভু যার পরিপূর্ণ মালিক। (বুখারী)

● বিনয়

٣٣٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، مَارُءِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ - (ابو داؤد)

৩৩৫. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেলান দিয়ে খানা খেতে (যেমন রাজা বাদশাহরা খেয়ে থাকে) কেউ কখনো দেখেনি। তাছাড়া তাঁর পিছনে পিছনে দুজন রক্ষী যাচ্ছেন এমনো কেউ দেখেনি। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ নিজের সাথে রক্ষী রাখা শাসক ও রাজা বাদশাহদের রীতি, যারা সরে যাও সরে যাও বলে চেঁচাতে থাকে।

٣٣٦- عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا اِلَيْكَ اِلَيْكَ -

৩৩৬. অর্থ ঃ কুদামা ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি কুরবানীর দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধূসর রং-এর উটনীতে চড়ে শয়তানকে পাথর মারতে দেখেছি। সেখানে না ছিলো সিপাহীদের দৌড়াদৌড়ি আর না ছিলো 'হটে যাও' 'সরে দাঁড়াও' আওয়াজ। (ইবনে খুযায়মা)

ব্যাখ্যা ঃ এটা হলো শেষ হজ্জের ঘটনা যখন সমগ্র আরব ভূখন্ড ছিলো তাঁর শাসনাধীন।

● রোগীর সেবা

٣٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

www.bjilibrary.com

(ص) اِذ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اَدْبَرَ الْاَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اَخَا الْاَنْصَارِ، كَيْفَ اَخِيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ فَقَالَ صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ يَّعُوْدُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَّلَاخِفَافٌ وَّلَاقَلَانِسُ وَلَاقُمُصٌ، نَمْشِيْ فِيْ تِلْكَ السِّبَاخِ حَتّٰى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتّٰى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ - (مسلم)

৩৩৭. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম। এমন সময় এক আনসার সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেয়। যখন সে ফিরে যেতে উদ্যত হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ঃ ভাই সা'আদ ইবনে উবাদার অবস্থা কি? ঐ আনসার সাহাবী জবাব দেয়, তিনি ভালো আছেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সভায় উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কে কে সা'আদকে দেখতে যাবে?

অতপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সাথে উঠে দাঁড়াই। আমরা দশজনের অধিক ব্যক্তি ছিলাম। আমাদের পায়ে না ছিলো জুতো আর না চামড়ার মোজা। না মাথায় কোনো টুপি ছিলো আর না গায়ে কোনো জামা। এ অবস্থায় আমরা কঙ্করময় বন্ধুর পথে চলতে থাকি এবং সা'আদ ইবনে উবাদার বাড়ি এসে পৌঁছাই। তার কাছ থেকে তার পরিবারের লোকজন সরে যায়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিরা সবাই তাঁর কাছে যান এবং তার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেন। (মুসলিম)

● শোকবার্তা

(٣٣٨) عَنْ مُعَاذٍ (رض) اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) التَّعْزِيَةَ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَاِنِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الْاَجْرَ، وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَ،

www.bjilibrary.com

وَرَزَقَنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ، فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيْئَةِ وَعَوَرِيْهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ، مَتَّعَكَ اللّٰهُ بِهِ فِيْ غِبْطَةٍ وَّسُرُوْرٍ وَّقَبَضَهُ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرٍ، اَلصَّلٰوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدٰى اِنِ احْتَسَبْتَهُ، فَاصْبِرْ وَلَا يُحْبِطْ جَزَعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ، وَاَعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مَيِّتًا وَلَا يَدْفَعُ حُزْنًا وَّمَاهُوَنَازِلٌ فَكَانَ قَدْ، وَالسَّلَامُ - (المعجم الكبير)

৩৩৮. অর্থ ঃ মু'আয রা.-এর এক ছেলে মারা গেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি শোকবার্তা পাঠান (খুব সম্ভব মু'আয তখন ইয়েমেনে ছিলেন)। তিনি পত্রে লিখেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মু'আয ইবনে জাবালকে এই পত্র। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তুমিও আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করো।

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বড় পুরস্কার দান করুন এবং সবর দান করুন। তিনি তোমাকে ও আমাকে শোকর করার তৌফিক দান করুন। আমাদের নিজের প্রাণ, সন্তান ও সম্পদ আল্লাহর আনন্দময় দান। এসব আমাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহর আমানত। এ দান যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে থাকে ততোক্ষণ পর্যন্ত আনন্দ পাও আর চলে যাবার পর আল্লাহ্ তোমাকে মহাপুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। যদি তুমি আখিরাতে পুরস্কার লাভের নিয়্যতে সবর করো, তবে তোমার জন্যে রয়েছে আল্লাহর রহমত, পুরস্কার ও হিদায়াত। সুতরাং তুমি সবর করো। তোমার অস্বস্তি ও অধৈর্য যাতে তোমাকে ঐ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখো। এ কথায় পূর্ণ আস্থা রাখো যে, অধৈর্যের ফলে মৃত ব্যক্তি ফিরে আসতে পারেনা। আর দুঃখও দূর হতে পারেনা। যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা তো ঘটতই। ওয়াসসালাম। (আল মু'জামুল কবীর, তাবরানী)

(٣٣٩) وَعَنْ قُرَّةَ ابْنِ اِيَاسٍ (رض) قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ (ص) اِذَا جَلَسَ جَلَسَ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ، فِيْهِمْ رَجُلٌ لَّهُ ابْنٌ صَغِيْرٌ يَّاتِيْهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ يُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلَكَ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ اَنْ يَّحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِابْنِهِ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ، مَالِيْ لَا اَرٰى فُلَانًا ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)، عَنْ بُنَيَّهُ الَّذِيْ رَاَيْتَهُ

www.bjilibrary.com

هَلَكَ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ (ص) فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا فُلاَنُ! أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ أَنْ تَتَمَتَّعَ بِهِ عُمْرَكَ، أَوْ تَأْتِيَ إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ. قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ (ص)، بَلْ يَسْبِقُنِيْ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا، لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ : فَذَاكَ لَكَ - (نسائى)

৩৩৯. অর্থ ঃ কুররা ইবনে ইয়াস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও বসতেন, তাঁর সাহাবীদের কিছু সাহাবীও তাঁর নিকট বসতেন। ঐসব সাহাবীদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁর একটি ছোট ছেলে ছিলো। ছেলেটি প্রায়ই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন দিক দিয়ে তাঁর নিকট আসতো। তিনি তাকে নিজের সামনে এনে বসাতেন। একদিন ছেলেটি মরে যায়। তার পিতা শোকাতুর হয়ে কয়েকদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভায় আসেননি। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, অমুক ব্যক্তি আর আসেনা কেন? তার কি হয়েছে? তারা বলেন ঃ তার ছোট ছেলেটি যাকে আপনি দেখেছেন সে মরে গেছে। সম্ভবত এই কারণে তিনি আসছেন না।

এ খবর শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং ছেলের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন, তোমার কি পছন্দ হয় বলো। তোমার ছেলে বেঁচে থাকুক তুমি কি এটা বেশি পছন্দ করো, নাকি এটা বেশি পছন্দ করো যে, ছেলে প্রথমে যাক এবং তোমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দিক এবং তুমি যখন সেখানে পৌঁছবে, সে তোমাকে স্বাগত জানাক? ঐ ব্যক্তি জবাব দেন, হে আল্লাহর নবী! সে আমার আগে জান্নাতে চলে যাক এবং আমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দিক এটাই আমার অধিক পছন্দ। তখন তিনি বললেন, তোমার ছেলে তোমার জীবিত অবস্থায় মরেছে। এখন তাই হবে। সে গিয়ে তোমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দেবে। (নাসায়ী)

● সফরকালীন আদর্শ

(٣٤٠) عَنْ جَابِرٍ قَالَ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ، فَيُزْجِي الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْلَهُمْ - (ابو داؤد)

৩৪০. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.bjilibrary.com

ওয়াসাল্লাম সফরে কাফেলার পিছনে থাকতেন, দুর্বল লোককে এগিয়ে নিয়ে যেতেন, নিজের বাহনের উপর বসিয়ে নিতেন এবং তাদের জন্যে দু'আ করতেন। (আবু দাউদ)

● সাথিদের মাঝে

(٣٤١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ، كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلاَثَةٍ عَلٰى بَعِيْرٍ، فَكَانَ اَبُوْ لَبَابَةَ وَعَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ زَمِيْلَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ فَكَانَتْ اِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)، قَالاَ نَمْشِىْ عَنْكَ، قَالَ مَا اَنْتُمَا بِاَقْوٰى مِنِّىْ، وَمَا اَنَا اَغْنٰى عَنِ الْاَجْرِ مِنْكُمَا - (مشكوة)

৩৪১. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধকালে আমরা এক এক উটে তিন জন করে আরোহণ করেছি। (কারণ, বাহনের সংখ্যা কম ছিলো)। আবু লাবাবা ও আলী ইবনে আবি তালিব রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হাঁটার পালা আসতো তখন তাঁরা দু'জনে বলতেন, আপনি উটে বসেই চলুন, আমরা পায়ে হেঁটে যাবো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তোমরা দু'জন আমার থেকে অধিক শক্তিশালী নও। তাছাড়া আমি তোমাদের দু'জনের অপেক্ষা পায়ে হেঁটে যাবার পুরস্কারের অধিকতর আকাঙ্খী। (মিশকাত)

(٣٤٢) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : تَكَلَّمَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَلِمَةً فِيْهَا مَوْجِدَةٌ عَلَى النَّبِىِّ (ص) فَلَمْ تُقْرِرْنِىْ نَفْسِىْ اَنْ اَخْبَرْتُ بِهَا النَّبِىَّ (ص) فَلَوَدِدْتُّ اَنِّىْ افْتَدَيْتُ مِنْهَا بِكُلِّ اَهْلٍ وَّمَالٍ، فَقَالَ : قَدْ اٰذَوْا مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَصَبَرَ، ثُمَّ اَخْبَرَ اَنَّ نَبِيًّا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ وَشَجُّوْهُ حِيْنَ جَاءَهُمْ بِاَمْرِ اللّٰهِ فَقَالَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَّجْهِهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ - (مسند احمد)

৩৪২. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, একবার এক আনসার আমার সামনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক কথা বলে, যা থেকে আমি বুঝলাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর

www.bjilibrary.com

তার ক্রোধ আছে। একথাটি আমি সহ্য করতে পারিনি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে বলে দিই। কথাটি তাঁকে বলতে আমার খুবই দুঃখ হয়। তিনি বললেন ঃ মুসা আ. কে এর থেকে অধিক দুঃখ দেয়া হয়েছে আর তিনি সবর করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ এক নবী ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে এবং তাঁকে মেরে আহত করে দেয়। তখন সেই নবী নিজের মুখমন্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানেনা। (মুসনাদে আহমদ)

● বিপদকালে সম্মুখভাগে

(٣٤٣) قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (رض) كُنَّا وَاللّٰهِ اِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِىْ بِهٖ، وَاِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِىْ يُحَاذِىْ بِهٖ يَعْنِى النَّبِىَّ (ص)،

৩৪৩. অর্থ ঃ বারা ইবনে আযিব রা. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম, যখন লড়াই হতো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার আগে থাকতেন এবং তাঁর আড়ালে আমরা আত্মরক্ষা করতাম। আর যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতো তাকেই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী বলে স্বীকার করা হতো। (বুখারী)

● তরবিয়তের জন্যে দোষ প্রকাশ

(٣٤٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا اَظُنُّ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا - (بخارى)

৩৪৪. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমার ধারণা অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দীনের কিছু বুঝেনা। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'জন ব্যক্তির কারা তাদের নাম হযরত আয়েশা রা. বলেননি। আমাদের মনে হয় তারা খুব সম্ভব মুনাফিকদের মধ্যের কেউ হবে। দীনের ব্যাপারে এ ধরনের লোকদের থেকে সতর্ক করার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে একথা বলেছেন। বিপজ্জনক লোকদের সম্পর্কে সতর্ক করা গীবত নয়।

● সহকর্মীদের সাথে চমৎকার ব্যবহার

(٣٤٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا، فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ - (ابو داؤد)

৩৪৫. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীদের কেউ যেনো অপর সাহাবীর কোনো ত্রুটি আমাকে না বলে। আমি তোমাদের সাথে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার অন্তরে সাক্ষাত করতে পছন্দ করি। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রসূল সা. চাইতেন কেউ যেনো কারো বিষয়ে তাঁর কাছে কিছু না বলে। কারণ সকলেই আমার সাথে আছে। কেউ যদি কারো দোষত্রুটি আমাকে বলে তবে আমার মনে তার প্রভাব পড়বে এবং তার বিষয়ে আমার মনে কোনো না কোনো রকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।

(٣٤٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَخَادِمًا الاَّ اَنْ يُّجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْئٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ اِلاَّ اَنْ يُّنْتَهَكَ شَيْئٌ مِّنْ مَّحَارِمِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ تَعَالٰى - (مسلم)

৩৪৬. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে কাউকে মারেননি, না কোনো স্ত্রীকে মেরেছেন, না কোনো গোলামকে আর না অন্য কাউকে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সময় দীনের শত্রুকে অবশ্যই মেরেছেন। তিনি তাঁকে কষ্ট দানকারী কোনো ব্যক্তির থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কেবল আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে শাস্তি দিয়েছেন। (মুসলিম)

● পরিচ্ছন্ন লেনদেন

(٣٤٧) عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ كَتَبَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كِتَابًا، "هٰذَا مَا اشْتَرٰى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اشْتَرٰى مِنْهُ عَبْدًا اَوْ اَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ" - (ترمذى)

৩৪৭. অর্থ ঃ আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠানো এক পত্রে লিখেন ঃ আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের নিকট থেকে একটি দাস বা দাসী ক্রয় করেছে, যার মধ্যে না কোনো নৈতিক খারাপী আছে আর না খিয়ানত আছে। এটা এক মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের ক্রয় বিক্রয়। এতে কোনো রকমের ধোকাবাজি নেই। (তিরমিযি)

(٣٤٨) عَنِ السَّائِبِ بْنِ اَبِى السَّائِبِ اَنَّهٗ قَالَ لِلنَّبِىِّ (ص)، كُنْتَ

www.bjilibrary.com

شَـرِيْكِيْ فِيْ الْجَاهِلِيَّـةِ، فَكُنْتَ خَيْـرَ شَـرِيْكٍ لاَ تُدَارِيْنِيْ وَلاَ تُمَارِيْنِيْ - (ابو داؤد)

৩৪৮. অর্থ : সায়েব ইবনে আবীস্ সায়েব একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে আমি আপনি শরীকানা ব্যবসা করতাম। আপনি আমাকে কখনো ধোঁকা দেননি আর কখনো আমার সাথে ঝগড়াও করেননি। (আবু দাউদ)

(٣٤٩) عَنْ اُمِّ سَلَمَـةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَـانَ فِىْ بَيْـتِـهَـا، فَدَعَا وَصِيْفَةً لَّهُ اَوْلَهَا، فَاَبْطَاَتْ فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِه، فَقَامَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِلَى الْحِجَابِ فَوَجَدَتِ الْوَصِيْفَةَ تَلْعَبُ، وَمَعَهُ سِوَاكٌ، فَقَالَ لَوْلاَ خَشْيَـةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ لَاَوْجَعْتُكِ بِهٰذَا السِّوَاكِ - (الادب المفرد)

৩৪৯. অর্থ : উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (উম্মে সালমার) ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি দাসীকে ডাকেন (সে উম্মে সালমার দাসী ছিলো অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসী ছিলো।) সে তাঁর কাছে আসতে দেরী করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের মুখে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পায়। উম্মে সালমা তা অনুভব করেন এবং উঠে পর্দার নিকটে যান। তিনি দাসীটিকে খেলা করতে দেখতে পান। যা হোক, তারপর বাঁদী তাঁর কাছে আসে। তাঁর হাতে ছিলো একটি মিসওয়াক তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন যদি তোমার প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় আমার না হতো তবে এই দাঁতন দিয়ে আমি তোমাকে মারতাম। সে সময় তাঁর হাতে দাঁতন ছিলো। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা : এ রাগটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিলো। এমতাবস্থায় যদি দাসীকে শাস্তি দিতেন তবে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাবাদ হবার আশংকা ছিলো। সে জন্য তিনি শাস্তি দেননি। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের জন্যে কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

● মানবাধিকারের গুরুত্ব

(٣٥٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تُخْلِفَنِيْهِ، فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ، فَاَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اٰذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ،

لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلٰوةً وَزَكٰوةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (بخاری ومسلم : ابو هريرة)

৩৫০. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছি (দু'আ কবুল করার প্রতিশ্রুতি) যা তুমি কোনোক্রমে ভঙ্গ করবেনা। আমি তো একজন মানুষ, তাই কোনো মুসলমানকে যদি কষ্টদায়ক কথা বলে থাকি, লজ্জা দিয়ে থাকি, অভিশাপ দিয়ে থাকি, কিংবা মেরে থাকি, তবে আমার এ কাজকে ঐ মযলুমের জন্যে কিয়ামতের দিন রহমত ও মাগফিরাতের কারণ এবং তোমার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিও। (বুখারী ও মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা)

ব্যাখ্যা ঃ এর দ্বারা বান্দার অধিকারের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যদি কাউকেও অন্যায়ভাবে দুঃখ কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে, বা প্রহার করা হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্টভাবে না জানার কারণে ক্ষমা চাওয়া না হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন যে, তার উপর যে যুলুম হয়েছে আল্লাহ তা'আলা যেনো সেটাকে তার মাগফিরাতের উপায় করে দিন।

এ ঘটনা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু ব্যাধির সময়কার ঘটনা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব জ্বর হয়েছিল। মাথায় খুব তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল। যন্ত্রণার আধিক্যের ফলে তিনি মাথায় রুমাল বেঁধে রেখেছিলেন। এই অবস্থায় তিনি ফযল বিন আব্বাস রা. কে বলেন, আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো এবং সবাইকে একত্রিত করো।

সব লোক উপস্থিত হলে তিনি মিম্বরে উঠেন এবং আল্লাহর হাম্দ ও সানা পড়ার পর বলেন, আমি শীঘ্রই তোমাদের মাঝ থেকে চলে যাবো। সুতরাং আমি যদি কারো পিঠে কোড়ার আঘাত করে থাকি, তবে এই আমার পিঠ হাযির আছে, আমার থেকে এখনই তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

যদি আমি কাউকেও অন্যায়ভাবে মন্দ কথা বলে থাকি, তবে আমি এখানে উপস্থিত আছি, সে তার প্রতিশোধ নিয়ে নিক।

আমার কাছে যদি কারো কোনো সম্পদ থেকে থাকে, তবে সে তা নিয়ে নিক।

আমার তরফ থেকে শত্রুতার আশঙ্কা যেনো কেহ না করে, (যে আমি পরে এর শোধ নিয়ে নেবো) কারণ তা আমার পক্ষে অশোভনীয়।

আমি যাতে হাসি খুশীর সাথে আপন প্রভুর কাছে চলে যেতে পারি, তার জন্যে তোমাদের মধ্যে যে নিজের অধিকার এই দুনিয়াতে আদায় করে নেবে অথবা খুশী হয়ে ক্ষমা করে দেবে, সেই আমার সবচেয়ে অধিক প্রিয়।

হে মানুষ! যে ব্যক্তি অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে সে তার অধিকার ফিরিয়ে

www.bjilibrary.com

দিক এবং তাতে যেনো দুনিয়াতে অপমানের আশঙ্কা না করে। অন্যথায় আখিরাতের অপমানের জন্যে তৈরী থাকুক, সেখানকার অপমান দুনিয়ার অপমান অপেক্ষা অধিকতর কঠিন হবে।

● দারিদ্র ও দুঃখ কষ্ট

(٣٥١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) النَّقِىَّ مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ، وَقَالَ مَا رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مُنْخُلاً مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ، قِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ؟ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِىَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ - (بخارى)

৩৫১. অর্থ ঃ সহল বিন সা'আদ রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যতের পর সমগ্র জীবনভর ময়দার আটা দেখেননি। যখন থেকে আল্লাহ্ তাঁকে নবী করেছেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি চালা আটা দেখেননি। জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ আটা না চেলে আপনারা কিভাবে খেতেন? তিনি বলেন ঃ আমরা যব পিষে নিতাম এবং আটাকে ফু দিয়ে নিতাম। কিছু ভূষি উড়ে যেতো আরা বাকী অংশের রুটি তৈরী করে নিয়ে খেতাম। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্ন হলো তিনি ময়দার আটা কেন দেখেননি? চালা আটার রুটি কেন খাননি? তা কি তিনি সংগ্রহ করতে পারতেননা? আসল কথা হলো, তিনি সবকিছু সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেননি। কারণ উম্মতকে সাদাসিধে জীবন-যাপন করার শিক্ষা দেয়া এবং আরামপ্রিয়তা থেকে রক্ষা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। এ জন্যেই তিনি এ রকম করেছিলেন।

একথা বুঝে নেয়া দরকার, যাঁরা দীনের কাজের জন্যে উত্থিত হন, তাদের জীবন-যাত্রার মান নিম্নতর রাখতে হয় এবং ক্ষুধা দারিদ্র ও অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিক্রম করতে হয়।

(٣٥٢) عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (ص) مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِىْ مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ - (مسلم)

৩৫২. অর্থ ঃ নুমান ইবনে বশীর রা. বর্ণনা করেছেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর মনে পড়ে যে, মানুষের কাছে আজ কতো ধন দৌলত আছে। তখন তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি,

www.bjilibrary.com

ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় তাঁর সারা দিন কেটে গেছে। অথচ এতো পরিমাণে শুকনো খেজুরও পেতেন না যা দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত করতে পারতেন। (মুসলিম)

(٢٥٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : اِنْ كَانَ لَيَمُرُّ بِالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَلْاَهِلَّةُ مَا يُسْرَجُ فِىْ بَيْتِ اَحَدٍ مِّنْهُمْ سِرَاجٌ، وَلَا يُوْقَدُ فِيْهِ نَارٌ اِنْ وَجَدُوْا زَيْتَانِ ادَّهَنُوْا بِهٖ -

৩৫৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার বর্গের মাসের পর মাস কেটে যেতো, অথচ তাদের কারুর ঘরে বাতি জ্বলতনা। চুলো জ্বালানোর পরিস্থিতিও দেখা দিতোনা। যয়তুনের তেল পেলে তা তাঁরা মাথায় মেখে নিতেন। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এটা সেই সময়কার কথা যখন কুফর ও ইসলামের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। সমস্ত মনোযোগ তারা দীনের কাজে নিয়োগ করেন। তাঁরা কেবলমাত্র পানি ও খেজুরের উপর কালাতিপাত করতেন। রান্না করার মতো সচ্ছলতা দেখা দিতোনা।

(٣٥٤) عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ اِلَىَّ، وَاَنَا اَلُوْمُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلٰى ابْنَتِىْ، وَهِىَ تَحْتَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ فَوَجَدْتُ شُرَحْبِيْلَ فِى الْبَيْتِ، فَقُلْتُ : قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَاَنْتَ فِى الْبَيْتِ؟ وَجَعَلْتُ اَلُوْمُهُ، فَقَالَ يَا خَالَةُ، لَا تَلُوْمِيْنِىْ، فَاِنَّهُ كَانَ لِىْ ثَوْبٌ فَاسْتَعَارَهُ النَّبِىُّ (ص) : فَقُلْتُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ كُنْتُ اَلُوْمُهُ مُنْذُ الْيَوْمَ؛ وَهٰذِهٖ حَالُهُ، وَلَا اَشْعُرُ؛ فَقَالَ شُرَحْبِيْلُ، مَا كَانَ اِلَّا دِرْعٌ رَقَّعْنَاهُ -

৩৫৪. অর্থ ঃ শেফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, একবার আমি কিছু অর্থের জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। (এতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি) । যখন জামা'আতে নামাযের সময় হয়ে যায়, তখন আমি বেরিয়ে পড়ি এবং আমার মেয়ের বাড়িতে যাই। তার স্বামী শুরাহ্বীল ইবনে হাসানাকে ঘরেই দেখতে পাই। আমি বলি, নামাযের সময় হয়ে গেছে আর তুমি ঘরে বসে আছো? একথা বলে আমি তাকে তিরস্কার করতে থাকি।

www.bjilibrary.com

সে বলে ঃ খালাম্মা! আমাকে তিরষ্কার করবেননা। আমার কাছে মাত্র একটি কাপড় ছিলো, তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ থেকে ব্যবহার করার জন্য চেয়ে নিয়েছেন (আমার কাছে আর কোনো কাপড় নেই যা পরে আমি মসজিদে যেতে পারি)।

তখন আমি বলি, আমার মাতা পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে কুরবান হোক। আজ আমি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হচ্ছিলাম। অথচ তাঁর এ অবস্থা আমার জানা ছিলোনা।

শুরাহ্‌বীল বলে, আমার কাছে মাত্র ঐ একটি ছেঁড়া জামা-ই ছিলো, যাতে আমি তালি দিয়ে রেখেছিলাম। (তাবরানী ও বায়হাকী)

(٣٥٥) نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى حَصِيْرٍ، فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِىْ جَنْبِهٖ، فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، فَقَالَ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا؟ مَا اَنَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ كَرَاكِبٍ نِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا -

৩৫৫. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইতে শুয়েছিলেন। যখন তিনি উঠেন তখন আমি তাঁর গায়ে চাটাইয়ের দাগ দেখতে পাই এবং বলি হে আল্লাহর রসূল! আমরা যদি আপনার জন্যে ভালো বিছানা তৈরি করে দিই তবে কেমন হয়?

তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে আমার আরামের কি দরকার? আমি তো দুনিয়াতে সেই মুসাফিরের মতো, যে কোনো গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্যে আরাম করে তারপর ঐ গাছ ও তার ছায়া পরিত্যাগ করে পুনরায় পথ চলা শুরু করে। (তিরমিযী ঃ ইবনে মাসউদ)

ব্যাখ্যা ঃ খুব সম্ভব এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন আরবে কুফর ও ইসলামের মধ্যে সংঘর্ষ শেষ হয়ে গিয়েছিল, জাহেলিয়াত ও জাহেলী জীবন ব্যবস্থার দীপ নিভে গিয়েছিল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে গিয়েছিল। এই অবস্থায় তাঁর সাদাসিধে জীবনের নমুনা আগামী দিনের উম্মতের চিন্তাধারা কেমন হওয়া উচিত তা শিক্ষা দেয়।

(٣٥٦) رُوِىَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : حَجَّ النَّبِىُّ (ص) عَلٰى رَحْلٍ رَثٍّ وَّقَطِيْفَةٍ خَلِقَةٍ تُسَاوِىْ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْلاَ تُسَاوِىْ - (ترمذى)

৩৫৬. অর্থ ঃ আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটিমাত্র ছেঁড়া হাওদা ও পুরাতন চাদরে হজ্জ করেন, ঐ চাদরের দাম চার দিরহাম ছিলো, বা চার দিরহামের সমানও ছিলোনা। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এটা বিদায় হজ্জ। এখানে তার সাদাসিধে জীবনের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যখন সমগ্র দেশ ইসলামের শাসনাধীনে এসে গিয়েছিল।

(٣٥٧) مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَّلاَ دِيْنَارًا وَّلاَ عَبْدًا وَّلاَ اَمَةً وَّ لاَ شَيْئًا اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِىْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا لِاِبْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً - (بخارى)

৩৫৭. অর্থ ঃ আমর বিন হারিস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় কোনো দিরহাম বা কোনো দীনার রেখে যাননি। কোনো গোলাম বা বাঁদী, বা অন্য কোনো জিনিস রেখে যাননি। কেবলমাত্র একটি সাদা রঙের স্ত্রী খচ্চর রেখে গিয়েছিলেন যাতে তিনি চড়তেন। নিজের অস্ত্রশস্ত্র আর সামান্য জমিও রেখে গিয়েছিলেন, আবার তাও তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে গিয়েছিলেন। (বুখারী ঃ আমর বিন হারিস রা.)

(٣٥٨) عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَقَدْ اُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَايُخَافُ اَحَدٌ، وَلَقَدْ اُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُؤْذِىْ اَحَدٌ، وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَىَّ ثَلٰثُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، وَمَالِىْ وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ، اِلاَّ شَيْئٌ يُوَارِيْهِ اِبِطُ بِلاَلٍ - (ترمذى)

৩৫৮. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দীনের দা'ওয়াত দানের ব্যাপারে আমাকে যতো বেশী ভয় দেখানো হয়েছে আর কাউকে ততোটা ভয় দেখানো হয়নি। আল্লাহর দীনের দা'ওয়াতের পথে আমাকে যতো কষ্ট দেয়া হয়েছে অন্য কাউকে ততো কষ্ট দেয়া হয়নি। এমন ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত আমাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলাল যা কিছু নিজের বাহুপুটে বহন করেছিল তাছাড়া আমার ও আমার সহযাত্রী বেলালের কাছে খাবার কোনো জিনিস ছিলোনা। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং কষ্ট করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ পথে আতঙ্ক দুঃখ কষ্ট এবং অনাহার দেখা দিয়ে থাকে এ সবই এ পথের চির সাথি।

(٣٥٩) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ (ص)

فَرَأَيْتُهُ مُتَغَيِّرًا، فَقُلْتُ : بِأَبِيْ أَنْتَ، مَالِيْ أَرَاكَ مُتَغَيِّرًا؟ قَالَ مَا دَخَلَ جَوْفِيْ يَدْخُلُ جَوفَ ذَاتَ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ، قَالَ فَذَهَبْتُ فَاِذَا يَهُوْدِيٌّ يُسْقِيْ اِبِلاً لَّهُ، فَسَقَيْتُ لَهُ عَلَىٰ كُلِّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، فَجَمَعْتُ تَمْرًا، فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ (ص)، فَقَالَ : مِنْ اَيْنَ لَكَ يَا كَعْبُ؟ فَاَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَتُحِبُّنِيْ يَا كَعْبُ؟ قُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ نَعَمْ : قَالَ اِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مَعَادِنِهٖ، وَاِنَّهٗ سَيُصِيْبُكَ بَلَاءٌ، فَاَعِدَّ لَهٗ تِجْفَافًا ـ

৩৫৯. অর্থ ঃ কা'আব ইবনে উজরা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হই এবং তাঁকে ম্লান অবস্থায় দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার পিতা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হোক। আপনার চেহারা ম্লান কেন? তিনি বললেন ঃ তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে পেটে এক কণাও খাবার যায়নি।

কাআব বিন উজরা রা. বলেন, আমি তাঁর জন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে চলে যাই। দেখি এক ইহুদী কুয়ো থেকে পানি উঠিয়ে নিজের উটকে পান করাচ্ছে। আমি তার সাথে প্রতি বালতির জন্যে একটি খেজুরের শর্ত স্থির করে পানি উঠাতে শুরু করে দিই। এভাবে আমি কিছু খেজুর সংগ্রহ করি। তারপর সেগুলো নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এসব তুমি কোথায় পেলে? আমি সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে কা'আব! তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? আমি বলি অবশ্যি, আপনার জন্যে আমার পিতা কুরবান হোক।

তিনি বলেন ঃ যারা আমাকে ভালোবাসে, দারিদ্র ও অনাহার নিম্নদিকে প্রবাহিত বন্যার পানি অপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। হে কা'আব তোমাকেও পরীক্ষার মধ্যে পড়েতে হবে। তাই উপবাস ও অনাহার এবং আর্থিক অনটনের মুকাবিলা করার জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আখিরাতের চিন্তা, হিসাবের দিনের স্মরণ, জাহান্নামের ভয়, জান্নাতের আগ্রহ এবং দয়াময় প্রভুর সাথে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্খা আর বাসনাই হলো সেসব হাতিয়ার, যা দিয়ে আর্থিক আঘাত ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার মুকাবিলা করা যেতে পারে।

◆◆◆

www.bjilibrary.com

১৫

সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ

● সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ অনুসরণ করো

٣٦٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ، مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا، فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَاِنَّ الْحَيَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (ص) كَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا، وَاَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَاَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهِ، فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اَثَرِهِمْ، وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدٰى الْمُسْتَقِيْمِ - (مشكوة)

৩৬০. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ কারুর সুনীতি অনুকরণ করতে চায়, তবে যারা মরে গেছেন তাদের সুনীতিই অনুকরণ করা উচিত। কারণ মানুষ যতোক্ষণ বেঁচে থাকে, ততোক্ষণ ফিতনায় পড়ার ও হক দীন থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকে।

যাদের অনুকরণ করতে হবে তাঁরা হলেন আসহাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁরা ছিলেন এই উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট লোক। তাঁদের অন্তরে ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য। তাদের ছিলো দীনের গভীর জ্ঞান। তারা লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা থেকে দূরে থাকতেন। আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর নবীর সাহায্য করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন। সুতরাং, হে মুসলমানগণ! তোমরা তাঁদের মর্যাদা জেনে নাও,

www.bjilibrary.com

তাদের অনুসরণ করো এবং যথাসাধ্য তাদের নীতি ও চরিত্রকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। কারণ তাঁরা সোজা রাস্তায় ছিলেন, আল্লাহর নির্দেশিত সরল পথে ছিলেন। (মিশকাতুল মাসাবিহ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি দেখেন যে নব্যুয়তের যুগ যতোই দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছিল মানুষের মধ্যে ততো বেশী খারাবী সৃষ্টি হচ্ছিল। বিভিন্ন দল বিভিন্ন মানুষকে আপন পথ-প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করছিল। সে জন্যে তিনি উপদেশ দেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গি সাথিদের (আসহাবদের) অনুসরণ করো, তাদেরকে অগ্রণী ও পথ-প্রর্দশক হিসেবে গ্রহণ করো এবং তাদের চরিত্র ও নীতির অনুসরণ করো।

● **সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করো**

(٣٦١) وَعَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَاِذَا فَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَاِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَاِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ شَيْئٍ اَسْنَدُوْهُ اِلَيْهِ، وَصَدَرُوْعَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيْلَ : هٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِىْ بِالتَّهْجِيْرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ فَانْتَظَرْتُهُ حَتّٰى قَضٰى صَلاَتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهٖ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ لِلّٰهِ، فَقَالَ : آللّٰهِ، فَقُلْتُ : اَللّٰهِ، فَقَالَ : آللّٰهِ فَقُلْتُ : اَللّٰهِ، فَاَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِىْ فَجَذَبَنِىْ اِلَيْهِ، فَقَالَ : اَبْشِرْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ، وَلِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ، وَلِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ ـ (مؤطا امام مالك)

৩৬১. অর্থ ঃ আবু ইদ্‌রীস খাওলানী বর্ণনা করেন, একদিন আমি দামেস্কের জামে মসজিদে যাই। সেখানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যার দাঁত খুব চকচকে সাদা। তাঁর চারপাশে অনেক লোক। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল এবং যখন মতানৈক্য দেখা দিতো, তখন সবাই তাঁর মত চাইতো এবং তাঁর কথা স্বীকার করে নিতো। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইনি কে? জবাবে বলা হয়, ইনি হচ্ছেন মুআয ইবনে জাবাল রা.।

পরদিন আমি যুহরের নামাযের জন্যে সকাল সকাল মসজিদে পৌঁছাই। দেখি, মুআয ইবনে জাবাল আমার আগেই পৌঁছে গেছেন এবং নামায পড়ছেন। আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। যখন তিনি নামায শেষ করেন, আমি তাঁর সামনে গিয়ে সালাম করি। আমি বলি, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর জন্যে আপনাকে ভালবাসি। তিনি তিনিবার জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর জন্যে? আমি তিনবার বলি হ্যাঁ, আল্লাহর জন্যে।

তখন তিনি আমার চাদর ধরে নিজের দিকে টানেন এবং বলেন ঃ তোমার জন্যে আনন্দ সংবাদ, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ যারা আমার জন্যে কাউকে ভালবাসে এবং আমার জন্যেই এক সাথে মিলিত হয় আর কেবল আমারই খাতিরে একে অপরের জন্যে খরচ করে, আমি অবশ্যই তাদের ভালবাসি। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক র.)

● শয়তানী অসঅসায় অস্বস্তি

٣٦٢- اِنَّ النَّبِىَّ (ص) جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ اِنِّىْ اُحَدِّثُ نَفْسِىْ بِالشَّيْئِ لَاَنْ اَكُوْنَ حُمَمَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اَمْرَهُ اِلَى الْوَسْوَسَةِ - (ابو داؤد)

৩৬২. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। সে বলে, হে রসূলুল্লাহ! আমার মনে এতো মন্দ চিন্তা উদয় হয় যে, তা উচ্চারণ করার আগেই জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে উত্তম বলে মনে হয়। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মুমিনের এ ধরনের মন্দ চিন্তাকে অসঅসাতে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ ঐ ব্যক্তির মনে ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী চিন্তা জন্ম লাভ করছিল। সে জন্যে সে অস্বস্তি বোধ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন, ঘাবড়াবার ও অস্বস্তিবোধ করার কারণ নেই মুমিনের ঈমানের উপর ডাকাতি করার জন্য শয়তান এধরনের অসঅসা সৃষ্টি করে। শয়তান তো নিজের কাজ অবশ্যই করবে, আর মুমিনের কাজ হলো, যখন ঐ ধরনের চিন্তা মনে দেখা দেবে, তখন সে তা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করবে। এ ধরনের চিন্তার উদয় মানুষের মনে হবেই। কিন্তু মন্দ চিন্তার জন্যে মন ও মস্তিস্কের দরজা খোলা রাখা এবং মনের মধ্যে তা লালন করাই খারাপ কথা।

www.bjilibrary.com

● খারাপ চিন্তায় মনোকষ্ট

٣٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَسَاَلُوْهُ اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ، فَقَالَ اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ،

৩৬৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর কিছু সাহাবা উপস্থিত হন এবং তারা তাঁকে বলেন ঃ কখনো কখনো আমাদের মনে এমন খারাপ চিন্তার উদয় হয়, যা আমরা মুখে প্রকাশ করতে পারিনা। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, প্রকৃতপক্ষেই কি তোমাদের মনে এ ধরনের চিন্তার উদয় হয়? তাঁরা বলেন- হ্যাঁ, তখন তিনি বলেন, এটা তোমাদের বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তোমাদের মনে এভাবে খারাপ চিন্তার উদয় হওয়ার অর্থ হলো তোমাদের কাছে ঈমানের পুঁজি আছে। শয়তান এ ধরনের অসঅসা সৃষ্টি করে ঐ পুঁজিকে লুট করতে চায়। তাই তোমরা সতর্ক থাকো, সর্বদা শয়তানের অসঅসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে যাও, এটাই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট।

● আল্লাহ ও রসূলের বিধান সহজ

٣٦٤- عَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ (رض) قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِىَّ (ص) فِىْ نِسْوَةٍ، فَقَالَ فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ، قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَرْحَمُ بِنَا بِاَنْفُسِنَا ـ (مشكوة)

৩৬৪. অর্থ ঃ উমাইমা বিনতে রুকাইকা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি কিছু মহিলার সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দীন ও দীনি আহকাম অনুযায়ী আমল করার প্রতিজ্ঞা করি।

আমাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নেয়ার সময় তিনি বলেন ঃ যতোটা তোমাদের সাধ্যে কুলায় এবং যতোটা তোমাদের দ্বারা সম্ভব'। আমি বলি, আল্লাহু ও তাঁর রসূল আমদের প্রতি আমাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিক দয়াশীল। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ হযতর উমাইমা রা. এর এ বর্ণনার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিজেদের অপেক্ষা আমাদের অধিক মঙ্গলকামী এবং আমাদের উপর দয়াশীল। তাঁদের তরফ থেকে আসা হিদায়াত

www.bjilibrary.com

কখনো আমাদের সামর্থ ও শক্তির বাইরে হতেই পারেনা। এই হলো সাহাবা রা. গণের চিন্তা ভাবনার ধরণ। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. কতোই না সত্যি কথা বলেছেন এরা গভীর জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

● মুনাফেকী থেকে দূরত্ব

٣٦٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِجَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رض) : اِنَّنَا نَدْخُلُ عَلٰى سُلْطَانِنَا فَنَقُوْلُ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ اِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهٖ، فَقَالَ كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) -

৩৬৫. অর্থ ঃ মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক আমার দাদা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরের কাছে আসে। তারা তাঁকে বলে, আমরা বাদশার দরবারে গেলে এক রকম কথা বলি এবং সেখান থেকে চলে এসে অন্য কিছু বলি (এ কেমন কথা?)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. জবাব দেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটাকে মুনাফেকী বলে গণ্য করতাম। (তারগীব ও তারহীব, বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে সুলতান বলতে বনু উমাইয়া বংশের শাসকগণকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ইয়াযিদ প্রমুখ উমাইয়া শাসকদের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। উমাইয়া শাসন সম্পূর্ণরূপে খিলাফতে রাশেদার রূপরেখা অনুযায়ী ছিলোনা। অনেক কিছু বিচ্যুতি ঘটে গিয়েছিল।

● সাহাবাদের দিনরাত

٣٦٦- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ (رض) هَلْ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَضْحَكُوْنَ؟ قَالَ نَعَمْ، وَالْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ اَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ، وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ اَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّوْنَ بَيْنَ الْاَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَاِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوْا رُهْبَانًا - (مشكوة)

৩৬৬. অর্থ ঃ কাতাদা (তাবেঈ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ

www.bjilibrary.com

কি হাসতেন? তিনি জবাব দেন হাঁ, তাঁরা হাসতেন এবং তাঁদের অন্তরে ঈমান ছিলো পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ় মূল।

আর বেলাল ইবনে সা'আদ বলেছেন, আমি সাহাবাগণকে দিনে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি এবং তাদেরকে পরস্পরের মধ্যে হাসতেও দেখেছি। কিন্তু যখন রাত হয়ে যেতো তখন তাঁরা রাহেব হয়ে যেতেন। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণভাবে মনে করে নেয়া হয় যে, আল্লাহকে যাঁরা ভয় করেন তাঁদের হাসা উচিত নয় এবং দৌড় প্রতিযোগিতা বা এ ধরনের কোনো কাজ করা উচিত নয়। কারণ এসব কিছুকে দুনিয়ার কাজ মনে করা হয়। এ জন্যে প্রশ্নকারী একথা জিজ্ঞাসা করে। জবাব থেকে জানা যায় যে, হাসা ও দৌড় প্রতিযোগিতা করা এবং তীর ও বর্শা চালানোর অভ্যাস করা দুনিয়াদারী নয়, বরং এসব হলো দীনের কাজ। সুতরাং সাহাবা গণ দিনে এসব কাজ করতেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাঁরা কেবল আল্লাহর কাছে দু'আ ও মুনাজাত করতেন এবং নফল নামায ও কুরআন পাঠে নিযুক্ত থাকতেন। দিনে ঘোড়সওয়ার এবং রাতে সন্যাসী হয়ে যেতেন।

● সত্যের সম্মানবোধ

٣٦٧- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مُتَحَزِّقِيْنَ وَلاَ مُتَمَاوِتِيْنَ، وَكَانُوْا يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ اَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ، فَاِذَا اُرِيْدَ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَلٰى شَيْئٍ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ، دَارَتْ حَمَالِيْقُ عَيْنَيْهِ كَاَنَّهُ مَجْنُوْنٌ -

৩৬৭. অর্থ ঃ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সংকীর্ণমনা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ছিলেননা। তাঁরা নিজেদেরকে লৌকিকতার মধ্যে আবদ্ধ করে মৃতবৎ হয়ে থাকতেননা। তাঁরা তাদের বৈঠকাদিতে কবিতা শুনতেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। জাহেলি জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করতেন। কিন্তু যখন আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো অশোভনীয় দাবি রাখা হতো, তখন ক্রোধে তাঁদের চোখের তারা এমনভাবে নাচতে থাকতো যেনো তারা পাগল হয়ে গেছেন। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবাগণ অন্যান্য ধর্মের নেতাদের মতো নিজেদেরকে জনগণ থেকে এমনভাবে আলাদা করে রাখতেননা যে, কারো সাথে কথা বলতেননা, কারো কাছে বসতেননা এবং সর্বদা মোরাকাবায় পড়ে থাকতেন। বরং তাঁরা অতিশয়

খোলা মনের লোক ছিলেন, সকলের সাথে মেলামেশা করতেন। কোনো এক কোণে তারা মাথা নিচু করে বসে থাকতেননা। যখন সুযোগ হতো তাঁরা সভায় কবিতা শুনতেন ও শুনাতেন। জাহেলিয়াতের সময়কার নিয়ম-কানুন এবং খারাবীর কথা বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিলো এইযে, তাঁরা আল্লাহর দীনকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। দীনের পরিপন্থী কোনো কথা শুনলে তাঁরা রাগে লাল হয়ে যেতেন, চোখের তারা নাচতে থাকতো, মনে হতো যেনো তাঁরা পাগল হয়ে গেছেন।

● সাহাবীগণের সমাজ

٣٦٨- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) يَتَبَادَحُوْنَ بِالْبِطِّيْخِ، فَاِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوْاهُمُ الرِّجَالَ -

৩৬৮. অর্থ : বাকর বিন আব্দুল্লাহ্ বা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ একে অন্যের উপর তরমুজের ছাল ছুঁড়তেন। কিন্তু যখন ইসলামের প্রতিরক্ষার সময় এসে যেতো, তখন তাঁরা খুব গম্ভীর হয়ে যেতেন। (আল আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা : সাহাবা রা.গণ মানুষ ছিলেন এবং মানুষের মতো পরস্পরের মধ্যে হাসি তামাশা করতেন। কিন্তু যখন দীন ও মিল্লাতের প্রতিরক্ষার প্রশ্ন উঠতো, তখন খুব বেশী গম্ভীর হয়ে যেতেন এবং অতিশয় বাহাদুর হয়ে যেতেন।

● রসূলুল্লাহ স. এর অনুকরণ

٣٦٩- شَكَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا، يَعْنِىْ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (ص) فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتّٰى ذَكَرُوْا اَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّىْ، فَقَالَ يَا اَبَا اِسْحَاقَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ يَزْعَمُوْنَ اَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّىْ، فَقَالَ اَمَّا اَنَا وَاللّٰهِ فَاِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ بِهِمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) لاَ اَخْرِمُ عَنْهَا، اُصَلِّىْ صَلٰوتَىِ الْعِشَاءِ فَاَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاُخِفُّ فِى الْاُخْرَيَيْنِ، قَالَ ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَااَبَا اِسْحَاقَ، وَاَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً اَوْ رِجَالاً اِلَى الْكُوْفَةِ يَسْاَلُ عَنْهُ اَهْلَ الْكُوْفَةِ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا اِلاَّ سَاَلَ عَنْهُ يُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا - (ترغيب)

www.bjilibrary.com

৩৬৯. অর্থ : কুফাবাসিরা দ্বিতীয় খলীফা ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর কাছে সা'আদ বিন আবি ওক্কাস রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন তিনি তাঁর স্থানে আম্মার বিন ইয়াসের রা.-কে গভর্নর মনোনীত করে পাঠান। কুফাবাসিরা তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করে এবং বলে, তিনি যথাযথভাবে নামায পড়েননা। উমর রা. তাঁকে বলেন, হে আবু ইসহাক (আম্মার রা.-এর কুনিয়াত) এরা বলছে যে, তুমি যথাযথভাবে নামায পড়োনা।

আম্মার রা. জবাব দেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের ঠিক সেইভাবে নামায পড়াই, যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়াতেন। আমি ইশা ও মগরিবের নামাযের প্রথম দুই রাকা'আত খুব ধীরে ধীরে পড়ি এবং ইশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত হালকাভাবে পড়ি।

তখন উমর রা. বলেন, হে আবু ইসহাক, তোমার সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমার ধারণা ছিলো যে, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী নামায পড়ো।

তারপর তিনি আম্মার রা.-এর ব্যাপারে কুফাবাসীদের জিজ্ঞাসা করার জন্যে আম্মার রা.-এর সঙ্গে কিছু লোককে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা সেখানে প্রত্যেক মসজিদে গিয়ে অনুসন্ধান করেন এবং সমস্ত মানুষকে আম্মার রা.-এর প্রশংসা করতে দেখেন। (তারগীব ও তারহীব)

٣٧٠- قَالَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ نِ الْاَسَدِيُّ لَوْلَا طُوْلُ جُمَّتِهٖ وَاِسْبَالُ اِزَارِهٖ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا، فَاَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهٗ اِلٰى اُذُنَيْهِ وَرَفَعَ اِزَارَهٗ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ - (رياض الصالحين)

৩৭০. অর্থ : ইবনুল খানযালিয়া রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খুরায়ম উসায়দী খুবই ভালো লোক, যদি তাঁর মাথার চুল লম্বা না হতো এবং তার ইজার টাখনুর নিচে না থাকতো।

যখন খুরায়ম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা জানতে পারেন, তখন তিনি খুর দিয়ে নিজের বড়ো বড়ো চুলকে কান পর্যন্ত কেটে নেন এবং লুঙ্গি পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠিয়ে দেন। (রিয়াদুস সালেহীন)

٣٧١- وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَنِىْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اَنْ قَالَ، يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ، قَالُوْا : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)، فَقَالَ :

كُنْتُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذْ لاَ تَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَحْمِلُوْنَ الْكَلَّ وَتَفْعَلُوْنَ فِىْ اَمْوَالِكُمْ الْمَعْرُوْفَ، وَتَفْعَلُوْنَ اِلَى ابْنِ السَّبِيْلِ حَتّٰى اِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ بِالْاِسْلاَمِ وَبِنَبِيِّهِ اِذَا اَنْتُمْ تُحْصِنُوْنَ اَمْوَالَكُمْ، فِيْمَا يَاْكُلُ ابْنُ اٰدَمَ اَجْرٌ، وَفِيْمَا يَاْكُلُ السَّبُعُ وَالطَّيْرُ اَجْرٌ، قَالَ فَرَجَعَ الْقَوْمُ فَمَا مِنْهُمْ اَحَدٌ هَدَمَ مِنْ حَدِيْقَتِهِ ثَلاَثِيْنَ بَابًا ـ

৩৭১. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রের মহল্লায় উপস্থিত হন। সেদিন বুধবার ছিলো। সেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আনসার! তারা বলে, হে আল্লাহর রসূল! আমরা উপস্থিত।

তিনি তাদের বললেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে যখন তোমরা আল্লাহর উপাসনা করতেনা, তখন তোমরা দুর্বল ও সহায় সম্বলহীন মানুষের বোঝা তুলে দিতে, নিজেদের ধন দৌলত গরীবকে দান করতে, মুসাফিরকে সাহায্য করতে; কিন্তু এখন যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ইসলাম ও নবীর উপর ঈমান আনার তৌফিক দান করেছেন এবং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অথচ তখন তোমরা বাগান রক্ষা করার জন্যে চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে দিচ্ছ। দেখ, যদি মানুষ ও পশুপাখি তোমাদের বাগানের ফল খায় তবে তোমরা এর প্রতিদান পাবে।

জাবির রা. বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে তারা নিজ নিজ খেজুর বাগানের দরজা ভেঙ্গে ফেলে, সেদিন তিরিশটি দরজা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। (তারগীব ও তারহীব, হাকিম)

٣٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُعْطِيْنِىَ الْعَطَاءَ، فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اِلَيْهِ اَفْقَرُ مِنِّىْ، قَالَ فَقَالَ خُذْهُ، اِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْئٌ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، فَاِنْ شِئْتَ فَكُلْهُ، وَاِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَالاَ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَلِاَجْلِ ذٰلِكَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَسْاَلُ اَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا اُعْطِيَهُ ـ

৩৭২. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো মাল দান করতেন তখন আমি বলতাম,

www.bjilibrary.com

যে আমার থেকে অভাবী তাকে দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, এ মাল তুমি গ্রহণ করো। যখন তোমার কাছে কোনো মাল আসে এবং তা অযাচিতভাবে আসে, তুমি তা পাবার আশাও রাখতেনা, তখন সে মাল গ্রহণ করো এবং রেখে দাও। যদি তোমার প্রয়োজন থাকে তবে ব্যবহার করো। যদি মন চায় তবে দান করো। আর যে মাল তুমি পাওনি তার জন্যে লোভ করোনা।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর পুত্র সালিম রা. বর্ণনা করেছেন এই কারণে আব্বা কখনো কারুর কাছে কিছু চাইতেননা এবং অযাচিতভাবে যদি কেউ কিছু দিতো তবে তিনি তা ফিরিয়েও দিতেননা। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা গেলো যদি অযাচিতভাবে ও লোভ ছাড়া কোনো বৈধ মাল পাওয় যায়, তবে তা নিতে অস্বীকার করা উচিত নয়। আর মনে যদি কারুর কাছ থেকে মাল পাবার আশা ও আকাঙক্ষা জাগে আর সে যদি দেয় তবে তা গ্রহণ করা উচিত নয়।

● তারা ছোটদের সালাম দিতেন

٣٧٣- عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ص) يَفْعَلُهُ - (متفق عليه)

৩৭৩. অর্থ ঃ আনাস রা. একবার শিশু কিশোরদের কাছে দিয়ে যাবার সময় তাদের সালাম দেন এবং বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটদের সালাম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

● রসূলুল্লাহ সা.-এর পদাংক অনুসরণ

٣٧٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ كَانَ يَاتِىْ شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَيَقِيْلُ تَحْتَهَا، وَيُخْبِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَفْعَلُ ذٰلِكَ -

৩৭৪. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্পর্কে এক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, যখন তিনি মক্কা ও মদীনার মাঝখানে এক গাছের কাছে উপস্থিত হতেন, তখন তার নীচে আরাম করতেন এবং সবাইকে বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এলে এরকম করতেন। (মুসনাদে বাযযার)

٣٧٥- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِىْ سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ عَنْهُ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ؟ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَعَلَ هٰذَا فَفَعَلْتُ - (مسند احمد)

www.bjilibrary.com

৩৭৫. অর্থ ঃ প্রখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রা. বর্ণনা করেন, এক সফরে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সাথে ছিলাম। যখন আমরা কোনো একটি স্থানে পৌঁছাই, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. একদিকে চলে যান।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি এ রকম কেন করেন? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই স্থানে এরকম করতে দেখেছি, সে জন্যে আমিও এরকম করেছি। (মুসনাদে আহমদ, তারগীব)

٣٧٦- عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَتّٰى اَتَى الْاِمَامُ فَصَلّٰى مَعَهُ الْاُوْلٰى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ وَاَنَا وَاَصْحَابٌ لِّيْ حَتّٰى اَفَاضَ الْاِمَامُ فَاَفَضْنَا مَعَهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى الْمَضِيْقِ دُوْنَ الْمَازِمَيْنِ، فَاَنَاخَ وَاَنَخْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ اَنَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّصَلِّيَ، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِيْ يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ اَنَّهُ لَيْسَ يُرِيْدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَمَّا انْتَهٰى اِلٰى هٰذَا الْمَكَانِ قَضٰى حَاجَتَهُ فَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّقْضِيَ حَاجَتَهُ - (مسند احمد)

৩৭৬. অর্থ ঃ প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবনে সিরীন রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর সাথে আরাফাতে উপস্থিত ছিলাম। যখন দুপুরের পর তিনি মসজিদে নামেরায় যান, তখন আমিও তাঁর সাথে যাই। পরে ইমাম সাহেব আসেন এবং তিনি ইমাম সাহেবের সাথে এক সাথে যোহরের ও আসরের নামায পড়েন। তারপর আমরা সবাই আরাফাতে অবস্থান করি। যখন আমীরে হজ্জ মুযদালাফার্ এর উদ্দশ্যে রওয়ানা হন, আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হই। রাস্তায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর যখন এক সংকীর্ণ গিরি পথের নিকট উপস্থিত হন, তখন সেখানে উটনীকে বসান এবং আমরাও বসাই। আমাদের মনে হয় যে, তিনি সেখানে নামায পড়তে চান।

তাঁর গোলাম, যে তাঁর উটনীর লাগাম ধরেছিল, সে বলে, তাঁর এখানে নামায পড়ার ইচ্ছা নেই, বরং তাঁর একথা স্মরণ হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ যাত্রার সময় যখন এ স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন উটনী থামিয়ে প্রসাব-পায়খানার জন্যে গিয়েছিলেন, সে জন্যে ইবনে উমর রা.ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসায় সে রকম করছেন। (মুসনাদে আহমদ)

www.bjilibrary.com

٣٧٧- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُشَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِىْ رَهْطٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَاِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْاَزْرَارِ، فَاَدْخَلْتُ يَدِىْ فِىْ جَيْبِ قَمِيْصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَاَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ فِىْ شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ اِلَّا مُطْلَقِىْ الْاَزْرَارِ - (ابن ماجه)

৩৭৭. অর্থ ঃ উরওয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন কুশায়র বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ইবনে কুররাহ্ রা. তার পিতার সূত্রে আমাকে বলেছেন ঃ তাঁর পিতা বলেন, আমি মুযায়না গোত্রের একদল লোকের সাথে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হই এবং আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনি। সে সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার বোতাম খোলা ছিলো। আমি আমার হাত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিই এবং নবুয়্যতের মোহর স্পর্শ করি।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, এই কারণে আমি মুআবিয়া এবং তার ছেলেকে সর্বদা জামার বোতাম খোলা অবস্থায় দেখতে পাই, শীতের সময়ও গরমের সময়ও। (ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবাগণ রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত পদ্ধতিকে কেমন শক্ত ও দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতেন এই হাদীসে সেকথা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা তর্কবিজ্ঞান ও দর্শন জানতেননা, তাঁরা শুধু এটাই দেখতেন,যে, তাঁদের প্রিয় নেতা কি করছেন। তাঁরা খুব ভালভাবেই জানতেন যে, বোতাম কখন খোলা থাকে আর কখন বন্ধ থাকে।

٣٧٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ : رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّىْ مَحْلُوْلًا اَزْرَارُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَفْعَلُه -

৩৭৮. অর্থ ঃ যায়েদ বিন আসলাম র. বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে বোতাম খোলা অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি। আমি এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমি রসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রকম করতে দেখেছি। (সহীহ্ ইবনে খোযায়মা)

● সফর সংগীদের সেবা

٣٧٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ فِىْ سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِىْ فَقُلْتُ لَهٗ لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ رَأَيْتُ الْاَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) شَيْئًا فَالَيْتُ اَنْ لَّا اَصْحَبَ اَحَدًا مِّنْهُمْ اِلَّا خَدَمْتُهٗ - (بخارى، مسلم)

৩৭৯. অর্থ ঃ আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজাল্লীর সাথে এক সফরে বের হই। সফরকালে তিনি আমার সেবা করতে থাকেন। আমি তাঁকে বলি এরকম করবেননা। তিনি বলেন, আমি আনসারদের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরকম সেবা করতে দেখেছি। সেজন্যে আমি কসম খেয়েছি, আনসারদের মধ্যে যার সাথেই আমি সফর করবো, তাকে সেবা করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

● বন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার

٣٨٠- عَنْ اَبِىْ عَزِيْزِ بْنِ عُمَيْرٍ اَخِىْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ فِى الْاُسَارٰى يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اسْتَوْصُوْا بِالْاُسَارٰى خَيْرًا، وَكُنْتُ فِىْ نَفَرٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ، فَكَانُوْا اِذَا قَدَّمُوْا غَدَاءَهُمْ اَوْ عَشَاءَهُمْ اَكَلُوْا التَّمْرَ وَاَطْعَمُوْنِى الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) -

৩৮০. অর্থ ঃ মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর ভাই আবু আযীয বিন উমায়র রা. বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধে আমিও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দান করেছিলেন। আমি আনসারদের কিছু লোকের দায়িত্বে ছিলাম। দুপুর ও রাতের খাবার সময় তারা নিজেরা খেজুর খেয়ে থাকতো আর আমাকে রুটি খাওয়াতো। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছিলেন। (তাররানী)

● রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য

٣٨١- عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ فَرَفَعَهٗ حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ،

www.bjilibrary.com

فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ اُوْلٰئِكَ الْعُصَاةُ ـ (مسلم)

৩৮১. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথে রওনা হন এবং কুরাউল গুমায়ম নামক স্থানে উপস্থিত হন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুজাহিদগণ রোযা রেখেছিলেন। যখন তাঁরা উক্ত স্থানে উপস্থিত হন তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পেয়ালা পানি আনতে বলেন। তিনি সেটাকে উঁচু করেন যেনো সমস্ত লোক তা দেখতে পায়। তারপর তিনি ঐ পানি পান করেন (রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। কারণ তিনি মুসাফির ছিলেন।) পরে তাঁকে জানানো হয় যে, কিছু কিছু লোক রোযা রেখেছেন, ভাঙ্গেনি। তখন তিনি বলেন, এসব লোক অবাধ্য। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে পরিষ্কার হলো যে, আসল জিনিস হলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা। সুন্নত থেকে বিচ্যুত হয়ে কেউ যতোই ইবাদত করুক না কেন তার কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই।

৩৮২- اِنَّ النَّبِىَّ (ص) شَاوَرَ حِيْنَ بَلَغَنَا اِقْبَالُ اَبِىْ سُفْيَانَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْاَمَرْتَنَا اَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لَاَخَضْنَاهَا، وَلَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَضْرِبَ اَكْبَادَهَا اِلٰى بَرْكِ الْغُمَادِ لَفَعَلْنَا ـ (مسلم)

৩৮২. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণরা করেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর জানতে পারেন যে, প্রচুর খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে রওনা হয়েছে, তখন তিনি সাহাবা রা. গণের সাথে পরামর্শ করেন। সা'আদ ইবনে উবাদাহ উঠে দাঁড়ান এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! যদি আপনি আমাদের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ করেন তবে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো, আর আপনি শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্যে যদি বারকুল গুমাদ পর্যন্ত যেতে আদেশ করেন, তবু হাসিমুখে আমরা সে পর্যন্ত চলে যাবো। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বারকুল গুমাদ মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

৩৮৩- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ

www.bjilibrary.com

لَقَدْ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِبْنِ الْاَسْوَدِ مَشْهَدًا لَاَنْ اَكُوْنَ اَنَا صَاحِبَهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، اَتَى النَّبِيُّ (ص) وَهُوَ يَدْعُوْا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ، لَانَقُوْلُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اِذْهَبْ اَنْتَ وَلٰكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ، فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ ذٰلِكَ ـ

৩৮৩. অর্থ ঃ তারিক বিন শিহাব রা. বর্ণনা করেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে বলতে শুনেছি, আমি মিকদাদ ইবনে আসওআদ রা.-এর এমন একটি কাজ দেখেছি, তা যদি আমার দ্বারা সম্পন্ন হতো হায়। সে কাজ সব কাজ থেকে আমার অধিক প্রিয়! যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, সেই সময় মিকদাদ ইবনে আসওআদ রা. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, মূসার জাতি যেমন তাঁকে বলেছিল ঃ "হে মূসা, যাও তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করো", আমরা আপনাকে সে রকম বলবোনা। আমরা আপনার ডানদিকে থেকে যুদ্ধ করবো, বামদিকে থেকে যুদ্ধ করবো, আপনার সামনে থেকে যুদ্ধ করবো এবং আপনার পিছনে থেকেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যখন মিকদাদ রা. এ কথাগুলো বলেন, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা বদর যুদ্ধের ঘটনা। পূর্বেই তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসম্ভার নিয়ে সিরিয়া থেকে আসছে। তিনি সেই দলের প্রতিরোধের ব্যাপারে যখন পরামর্শ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ খবর পান, মক্কার মুশরিকদের এক হাজার সৈন্য ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে যাত্রা শুরু করেছে। মিকদাদের একথা সেই সময়ের। তাঁর কথার অর্থ হলো, আমরা পলায়ন করবার লোক নই। আমরা আপনার প্রত্যেক আদেশ পালনে এবং সব রকমের উৎসর্গের জন্যে প্রস্তুত থাকবো, সব রকমের ত্যাগের প্রমাণ দেবো।

● ঈমান পুনরুজ্জীবনের আহ্বান

٣٨٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ اِذَالَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ، تَعَالَ نُؤْمِنْ

www.bjilibrary.com

بِرَبِّنَا سَاعَةً، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ فَغَضِبَ الرَّجُلُ، فَجَاءَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)، اَلاَ تَرٰى اِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ يَرْغَبُ عَنْ اِيْمَانِكَ اِلٰى اِيْمَانِ سَاعَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) يَرْحَمُ اللّٰهُ ابْنَ رَوَاحَةَ اِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِىْ تَتَبَاهٰى بِهَا الْمَلاَئِكَةُ - (مسند احمد)

৩৮৪. অর্থ ঃ আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীর সাথে মিলিত হতেন, তখন বলতেন ঃ এসো কিছুক্ষণের জন্য আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনি। একদিন তিনি যখন কোনো এক ব্যক্তিকে একথা বলেন, তখন তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন, হে রসূলুল্লাহ! ইবনে রাওয়াহাকে দেখুন, তিনি মানুষকে পূর্ণ জীবনব্যাপী ঈমান রাখার পরিবর্তে কিছুক্ষণের জন্যে ঈমান আনার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ইবনে রাওয়াহার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। সে তোমাদের দীনি ইজতেমা-এর দাওআত দান করছিল। সে সেইসব সভাকে ভালবাসে যার জন্যে ফেরেশতারাও গর্ব করে থাকেন। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা যে কথা বলেছিলেন, তার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, আসুন, কিছুক্ষণের জন্যে আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমানকে তাজা করে নিই, তাঁকে স্মরণ করি, দীনি জ্ঞান বৃদ্ধি করি। অন্য কথায় দীনি ইজতেমা করি, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা আলোচনা করা যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা-এর উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে রাওয়াহার উদ্দেশ্য কি তা বুঝিয়ে দেন।

● দীনি সভার মহত্ব

٣٨٥- عَنْ مُعَاوِيَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ، فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَاهَدَانَا لِلْاِسْلاَمِ وَمَنَّ عَلَيْنَا. قَالَ اللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ؟ قَالُوْا اللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذٰلِكَ، قَالَ اَمَا اِنِّىْ

لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلٰكِنَّهُ اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ، فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ - (مسلم، ترمذى، نسائى)

৩৮৫. অর্থ ঃ মুআবিয়া রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি সমষ্টির কাছে উপস্থিত হন। তারা একত্রে বসেছিলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এখানে কেন বসে আছো? তারা জবাব দেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তাঁর শোকর আদায় করছি। কারণ তিনি আমাদের ইসলামের রাস্তা দেখিয়েছেন এবং এভাবে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা কি এ কাজের জন্যেই এখানে বৈঠক করছো? তারা বলেন 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমরা এই কাজের জন্যে এখানে মিলিত হয়েছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের এ জন্যে কসম খাওয়াইনি যে, আমি তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি, বরং জিবরীল আ. এখন আমার কাছে এসে বলে গেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সভায় তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন। (মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে যিকরুল্লাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ আল্লাহকে স্মরণ করা। এই শব্দ কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ স্মরণ করা, আলোচনা করা ইত্যাদি। তাছাড়া দীন শেখা, শেখানো এবং দীনের দাওয়াত প্রদান করার সব কাজও যিকরুল্লাহ-এর অন্তর্গত।

● **জ্ঞান লাভ ও জ্ঞান প্রচারের উদ্যম**

٣٨٦- اَخْرَجَ الْبَيْهَقِىُّ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيْثَ النَّبِىِّ (ص) فَقَدْ كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ وَّاَشْغَالٌ وَّلٰكِنْ كَانَ النَّاسُ لَا يَكْذِبُوْنَ، فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ -

৩৮৬. অর্থ ঃ বারা ইবনে আযেব রা. বর্ণনা করেছেন, আমাদের সবাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তাঁর কাছে কাছে থেকে শুনতোনা। কারণ আমাদের সম্পত্তি ছিলো, তাতে আমরা কর্মব্যস্ত থাকতাম।

অবশ্য যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতো তারা মিথ্যা কথা বলতোনা। যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর কথা শুনতো, তারা ঐ সভায় যারা উপস্থিত থাকতোনা, তাদের অবহিত করতো। (বায়হাকী)

www.bjilibrary.com

● মিথ্যা ছিলো তাদের অজ্ঞাত

৩৮৭- اَخْرَجَ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)؟ قَالَ نَعَمْ، اَوْ حَدَّثَنِىْ مَنْ لَمْ يَكْذِبْ، وَاللّٰهِ مَا كُنَّا نَكْذِبُ وَلَا نَدْرِىْ مَاالْكَذِبُ -

৩৮৭. অর্থ ঃ কাতাদা রা. বলেন, আনাস রা. একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি এ হাদীস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন?

তিনি বলেন, হ্যাঁ। অথবা বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে এ হাদীস বলেছে যে মিথ্যা কথা বলেনা। আল্লাহর কসম আমরা মিথ্যা কথা বলতামনা আর মিথ্যা কি- তাও আমরা জানতামনা। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবাগণ হাদীস বর্ণনায় কেমন সতর্কতা অবলম্বন করতেন তা এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তাঁরা কখনো মিথ্যা বর্ণনা করতেননা। এই হাদীস থেকে একথাও জানা গেলো যে, যারা মিথ্যা বলে তাদের কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং তাদের কথা সত্যি মনে করে অন্যের কাছে বলাও উচিত নয়।

● মহিলাদের জ্ঞানার্জনে আগ্রহ

৩৮৮- جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)، فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ، فَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ نَّفْسِكَ يَوْمًا نَّاتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ، قَالَ اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَاوَكَذَا، فَاجْتَمَعْنَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلٰثَةً مِّنَ الْوَلَدِ اِلَّا كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاثْنَيْنِ - (متفق عليه)

৩৮৮. অর্থ ঃ এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করে, হে রসূলুল্লাহ! আপনার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাতো পুরুষরা শিখে নিচ্ছে। আমাদের জন্যেও একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আপনি আমাদেরকে আল্লাহর দীন শিক্ষা দেবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অমুক দিন তোমরা

www.bjilibrary.com

একত্রিত হয়ো। সুতরাং তারা সেদিন একত্রিত হয় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর দীন শিক্ষা দেন। সে সাথে একথাও বলেন, যে মহিলার তিনটি সন্তান মরে যায় এবং সে সবর করে থাকে, তবে তার সন্তানরা তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর মাধ্যম হবে।

তখন এক মহিলা জিজ্ঞাসা করে, যদি কারো দুটো মরে যায় তবে? তিনি বলেন, দুটোর ব্যাপারেও ঐ একই কথা। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের মহিলাদের নমুনা। তাঁরা দীন শেখার চিন্তা করতো। এজন্যে তারা এক মহিলাকে নিজেদের প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠায়। কারণ তারা জানতো, দীন যেমন পুরুষদের জন্যে এসেছে তেমনি তাদের জন্যেও এসেছে।

● যবানের হিফাযত

٣٨٩- انَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهٗ، فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَاللّٰهُ لَكَ، فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ انَّ هٰذَا اَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ - (مشكوة : اسلم مولى عمر)

৩৮৯. অর্থ ঃ উমর রা.-এর মুক্ত গোলাম আসলাম বর্ণনা করেছেন, একদিন উমর রা. আবুবকর সিদ্দিক রা.-এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি দেখতে পান আবুবকর নিজ জিহ্বা হাত দিয়ে ধরে টানছেন।

উমর বলেন, আপনি একি করছেন? আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আবু বকর বলেন, এই জিভ আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ জিহ্বা থেকে বহু ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায়, কারো গীবত হয়ে যায়, কখনো অশোভনীয় শব্দ বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ জিভ অনেক সময় অসংযত হয়ে যায়। এই জিভের দ্বারা বহু ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে। যদি মানুষের মধ্যে ঈমান থাকে তবে সে এর জন্যে আফসোস করতে থাকে। ঠিক মনের এরকম এক অবস্থায় হযরত আবু বকর রা. নিজের জিভকে শাস্তি দিচ্ছিলেন।

٣٩٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ النَّبِىُّ (ص) بِاَبِىْ بَكْرٍ وَّهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ، فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ، فَقَالَ لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَاَعْتَقَ اَبُوْ بَكْرٍ يَّوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ، ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ (ص)، فَقَالَ لَا اَعُوْدُ - (مشكوة)

www.bjilibrary.com

৩৯০. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সময় আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর কাছে উপস্থিত হন, যখন তিনি একটি গোলামকে তিরস্কার করছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ সিদ্দীক হয়ে তিরস্কার! কাবার প্রভুর কসম সিদ্দীক উপাধিপ্রাপ্ত মুমিন তিরস্কার করবে এরকম কখনই হতে পারেনা। তখন আবু বকর রা. ঐ গোলামকে মুক্ত করে দেন যাকে তিনি তিরস্কার করছিলেন। তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন আমি তওবা করছি, আমার দ্বারা এরকম ভুল আর কখনো হবেনা। (মিশকাত)

● সালামের ব্যাপক প্রচলন

٣٩١- وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَتَفَرَّقَ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ فَاِذَا الْتَقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ-

৩৯১. অর্থ ঃ আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, যখন আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে যেতাম তখন আমাদের কেউ কিছুক্ষণের জন্যে সরে গেলেও ফিরে এসে সালাম করতো। আমরা সবাই এরকম করতাম ঃ দুজন ব্যক্তির মধ্যে যদি একটি গাছ ক্ষণিকের জন্যে আড়াল হয়ে যেতো এবং তারপর তারা আবার মিলিত হতো তবে তারা সালাম বিনিময় করতো। (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

● ক্ষমা করতেন এবং উপেক্ষা করতেন

٣٩٢- قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلٰى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ (رض)، وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ (رض) وَمُشَاوَرَتِهٖ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ اَخِيْهِ يَابْنَ اَخِىْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ فَاسْتَاْذِنْ لِىْ عَلَيْهِ، فَاَذِنَ لَهٗ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ، قَالَ هِىَ يَابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَاتَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُّوْقِعَ بِهٖ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهٖ (ص) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ

www.bjilibrary.com

بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ، وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ، وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى-

৩৯২. অর্থ : উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন মদীনায় এসে তার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের আতিথ্য গ্রহণ করে। হুর ইবনে কায়েস সেসব ব্যক্তিদের একজন ছিলেন যারা হযরত উমর রা.-এর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। কুরআনের আলেমগণ প্রাপ্তবয়স্ক হন বা যুবক, তারা উমর রা.-এর সাথি ও পরামর্শদাতা হতেন। (হুর ইবনে কায়েস কুরআনের আলেম ছিলেন এবং হযরত উমর রা.-এর পরামর্শ সভার সদস্য ছিলেন।

উয়াইনা ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলে, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমিতো আমীরুল মুমেনীন-এর সান্নিধ্যে আছো, তুমি আমার সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও। খলীফা উমর রা. উয়াইনাকে তাঁর কাছে আসার অনুমতি দান করেন। উয়াইনা যখন হযরত উমর রা.-এর কাছে উপস্থিত হয় তখন কথোপকথনের সময় উমর রা.কে বলে, হে ইবনে খাত্তাব! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদেরকে বেশী ধন সম্পদ দান করেননা এবং অমাদের জন্যে ন্যায় বিচার করেননা। এতে হযরত উমর রাগান্বিত হয়ে উয়াইনাকে শাস্তি দেবার জন্যে উদ্যত হন।

তখন হুর ইবনে কায়েস বলেন, হে আমীরুল মুমেনিন! আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তার নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

'ক্ষমা ও উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করো, নেকী ও ইহসানের হুকুম দাও এবং অজ্ঞানতা অবলম্বনকারীর জ্ঞানহীনতাকে উপেক্ষা করো। (সূরাহ আরাফ, আয়ত-১৯৯)। ইনি তো একজন জাহিল (অজ্ঞ)। সুতরাং এর ভুলকে ক্ষমা করে দিন।'

একথা শুনে হযরত উমর রা.-এর সমস্ত ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে যায়। আয়াতটি শুনামাত্র হযরত উমর সে অনুষায়ী আমল করে তাকে ক্ষমা করে দেন। আর হযরত উমর রা. আল্লাহর কিতাবের কাছে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ব্যক্তি ছিলেন (অর্থাৎ আল্লাহর হিদায়াত থেকে বিচ্যুত হতেননা। (বুখারী : ইবনে আব্বাস)

٣٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ (رض) قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ (رض) كَلَامٌ، فَاَغْلَظْتُ لَهُ فِى الْقَوْلِ، فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُوْنِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)، فَجَاءَ خَالِدٌ وَهُوَ يَشْكُوْنِىْ اِلَى النَّبِىِّ (ص)، قَالَ فَجَعَلَ يَغْلُظُ لَهُ وَلَا يَزِيْدُهُ اِلَّا غِلْظَةً، وَالنَّبِىُّ (ص) سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، فَبَكٰى عَمَّارٌ

www.bjilibrary.com

وَقَالَ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَلاَ تَرَاهُ؟ فَرَفَعَ النَّبِىُّ (ص) رَاْسَهُ وَقَالَ، مَنْ عَادٰى عَمَّارًا عَادَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَ عَمَّارًا اَبْغَضَهُ اللّٰهُ، قَالَ خَالِدٌ فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ رِضٰى عَمَّارٍ فَلَقِيْتُهُ بِمَا رَضِىَ فَرَضِىَ - (مشكوة)

৩৯৩. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, খালিদ বিন ওলীদ রা. বলেছেন, একবার আমার ও আম্মার ইবনে ইয়াসের রা.-এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। আমি তাঁকে কড়া কথা বলে ফেলি। তখন আম্মার রা. আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। আবু হুরাইরা বলেন, তখন খালিদ রা.ও তার পিছনে পিছনে সেখানে গিয়ে পৌঁছান। তিনি হযরত আম্মার রা. কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করতে শুনে তাঁর সামনেই তাকে আরো কড়া কড়া কথা বলতে শুরু করেন। তাঁর শক্ত ভাষা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে ছিলেন, কিছুই বলছিলেননা। তাতে আম্মার রা. কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, হে রসূলুল্লাহ! আপনি কি খালিদের অবস্থা দেখেছেন না?

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠান এবং বলেন ঃ যে আম্মারের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তার শত্রু হয়ে যাবেন এবং যে আম্মারকে ঘৃণা করবে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন।

খালিদ রা. বলেন, তাঁর এই কথা শুনে আমি সভা থেকে বেরিয়ে আসি। তখন থেকে আমার কাছে আম্মারকে ভালোবাসা এবং তাকে খুশী করাটা সবচেয়ে প্রিয় হয়ে যায়। সুতরাং আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আমার শক্ত ভাষার জন্যে ক্ষমা চাই। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। (মিশকাত)

● **ক্ষমা করার শিক্ষা**

٣٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَجُلاً شَتَمَ اَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَبَسَّمُ، فَلَمَّا اَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِىُّ (ص) وَقَامَ، فَلَحِقَهُ اَبُوْبَكْرٍ وَقَالَ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَشْتِمُنِىْ وَاَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ

وَقَعَ الشَّيْطَانُ، (مشكوة)

৩৯৪. অর্থ ঃ আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, একবার এক ব্যক্তি আবু বকর রা.-কে যা তা বলছিল, তখন রসূল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসেছিলেন এবং বিস্ময়ের সাথে মুচকে হাসছিলেন। লোকটি যখন বাড়াবাড়ি করে, তখন আবু বকর রা. এক আধটা কথার জবাব দেন। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হন এবং সেখান থেকে উঠে চলে যান। তারপর আবু বকর রা. গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে রসূলুল্লাহ! সে আপনার উপস্থিতিতে আমাকে যা তা বলছিল, আপনি মুচকে মুচকে হাসছিলেন। কিন্তু যখন আমি এক আধটা কথার জবাব দিই তখন আপনি রাগান্বিত হয়ে যান।' তিনি বলেন, যখন সে তোমাকে যা তা বলছিল তখন এক ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে তার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু তুমি যখন তার পাল্টা জবাব দিলে তখন ফেরেশতা চলে যায় এবং সেখানে শয়তান এসে হাযির হয়।"

● সবর

٣٩٥- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ، كَانَ ابْنٌ لِاَبِىْ طَلْحَةَ (رض) يَشْتَكِىْ، فَخَرَجَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِىُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْطَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِىْ؟ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ، وَهِىَ اُمُّ الصَّبِىِّ، هُوَ اَسْكَنَ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ لَهُ الْعَشَاءَ فَتَعَشّٰى، ثُمَّ اَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوْا الصَّبِىَّ، وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، مَاتَ ابْنٌ لِاَبِىْ طَلْحَةَ مِنْ اُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لِاَهْلِهَا، لاَ تُحَدِّثُوْا اَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهٖ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا اُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ عَشَاءً فَاَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ اَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا اَنْ رَاَتْ اَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَاَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ، يَا اَبَا طَلْحَةَ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ قَوْمًا اَعَارُوْا عَارِيَتَهُمْ اَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ اَلَهُمْ اَنْ يَّمْنَعُوْهُمْ؟ قَالَ لاَ، قَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ -

৩৯৫. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, আবু তালহা রা.-এর এক ছেলে অসুস্থ ছিলো। সেই সময় আবু তালহা এক সফরে চলে যান, আর এদিকে ছেলেটি মারা

www.bjilibrary.com

যায়। আবু তালহা রা. সফর থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমার ছেলের অবস্থা কি? ছেলের মা উম্মে সুলাইম বলেন, সে আগের চাইতে এখন অনেক শান্তিতে আছে। তারপর তিনি আবু তালহা কে খাবার পরিবেশন করেন। অতপর স্ত্রী উম্মে সুলাইমের সাথে সহবাস করেন। তখন তিনি আবু তালহা কে বলেন, নিয়ে যান, ছেলেকে দাফন করে আসুন।'(ইমাম বুখারীর বর্ণনায় এতটুকুই আছে)

আর ইমাম মুসলিম এর বর্ণনা হলো ঃ আবু তালহা রা.-এর এক ছেলে যে উম্মে সুলাইমের গর্ভে জন্ম লাভ করেছিল, মারা যায়, সে সময় আবু তালহা রা. সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম ঘরের লোকজনদের বলে ঃ তোমরা ছেলের মরনের খবর আবু তালহাকে দিওনা, আমি নিজেই দেবো।

তারপর তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন সর্বাগ্রে তিনি (উম্মে সুলাইম) তাঁর সামনে রাতের খানা রাখেন। তিনি খানা খান। তারপর তিনি আগের তুলনায় অধিক সাজ সজ্জা করেন। আবু তালহা রা. তাঁর সাথে সহবাস করেন। যখন তিনি শান্তি অনুভব করেন তখন তাঁর স্ত্রী বলেন, আচ্ছা বলুন দেখি, যদি কোনো লোক কারো কাছে কিছু সম্পদ গচ্ছিত রাখে, তারপর তারা ঐ গচ্ছিত জিনিসকে ফেরত চায়, তাহলে অস্বীকার করার অধিকার তার আছে কি?

আবু তালহা রা. জবাব দেন, না ঐ গচ্ছিত জিনিস নিজেদের কাছে আটক রাখার কোনো অধিকার তাদের নেই।

তখন উম্মে সুলাইম বলেন ঃ আপনার ছেলে আপনার কাছে আল্লাহর আমানত ছিলো। আল্লাহ সে আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন। আপনি যেনো আখিরাতে পুরস্কারের অধিকারী হতে পারেন সে জন্যে আপনার সবর করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

● বৈঠকে বসার আদব

٣٩٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ (ص) جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِىْ - (ابو داؤد)

৩৯৬. অর্থ ঃ জাবির বিন সামুরা রা. বর্ননা করেছেন, আমাদের অভ্যাস ছিলো, যখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভায় উপস্থিত হতাম, তখন আমরা পিছনে বসতাম (আমাদের মধ্যে কেহই দেরীতে এসে মানুষকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসার চেষ্টা করতোনা।) (আবু দাউদ)

www.bjilibrary.com

● প্রতিশ্রুতি পালন

٣٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ قَالَ، خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثَلاَثًا اَوْاَرْبَعًا، ثُمَّ يَجِيْئُ قَوْمٌ يَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ، قَالَ وَكَانَ اَصْحَابُنَا يَضْرِبُوْنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ - (مسند احمد)

৩৯৭. অর্থ : আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার সময়ের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবীগণ) সর্বোত্তম লোক। তারপর উত্তম লোক তারা, যারা আমার সময়ের লোকদের পরে আসবে (অর্থাৎ তাবেঈন)। তারপর তারা, যারা তাদের পরে আসবে (অর্থাৎ তাবে তাবেঈন)।

এ কথা তিনি তিন বা চার বার বলেন। অতঃপর বলেন, এর পরে এমন কিছু লোক আসবে, যাদের সাক্ষ্য কসমের থেকে বেশী হবে। আর যাদের কসম সাক্ষ্যের থেকে বেশী হবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমাদের অভিভাবকগণ আমাদের ছেলেবেলায় মিথ্যা কসম খাওয়ার জন্যে, মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্যে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না করা জন্যে আমাদের মারতেন"। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : পরবর্তী সময়ের মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য থাকবেনা, তারা মিথ্যা সাক্ষী দেবে এবং ওয়াদা করে তা পালন করবেনা।

● সাধারণ জীবন যাপন

٣٩٨- عَنْ عَبْدِ الرُّوْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اُمِّ طَلْقٍ، فَقُلْتُ، مَا اَقْصَرَ سَقْفَ بَيْتِكِ هٰذَا، قَالَتْ يَا بُنَىَّ اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلَى عُمَّالِهِ اَنْ لاَ تُطِيْلُوْا بِنَاءَكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ شَرِّ اَيَّامِكُمْ - (لادب المفرد)

৩৯৮. অর্থ : আব্দুর রূমী রা. বর্ণনা করেছেন, 'আমি উম্মে তাল্ক রা.-এর কাছে যাই। তাঁর ঘরের ছাদ খুবই নিচু ছিলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : 'আপনার ঘরের ছাদ এতো নীচু কেন?

তিনি বলেন, বৎস! এক পত্রে আমীরুল মুমেনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

www.bjilibrary.com

গভর্ণরদের এই নির্দেশ লিখে পাঠিয়েছিলেন : 'তোমরা উঁচু অট্টালিকা তৈরি করবেনা। কারণ, এরকম করলে সেটা হবে নিকৃষ্ট যুগের নমুনা। (আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা : উঁচু শানদার অট্টালিকার মাধ্যমে ধন-দৌলতের গৌরব দেখানো হয়, আর সেটাতো দুনিয়া পূজারই লক্ষণ। এমনটি হলে আখিরাত পসন্দির মানসিকতা মরে যায়। হযরত উমর রা. উম্মতের এই দীনি অধঃপতনকে রোধ করার জন্যেই এই সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন।

● পশু পাখিদের প্রতি দয়া

٣٩٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً نُسَبِّحُ حَتّٰى نَحُلَّ الرِّحَالَ - (ابو داؤد)

৩৯৯. অর্থ : আনাস রা. বলেছেন, আমরা কোনো সফরে যখন কোনো স্থানে অবস্থান করতাম, তখন সোয়ারী পশুদের পিঠ থেকে মাল সামান ও বোঝা না নামিয়ে আমরা তসবীহ্তে মশগুল হতামনা। (আবু দাউদ)

● মেহেমানদারি

٤٠٠- وَعَنْ شِهَابِ بْنِ عِبَادٍ اَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ اَوْسَعُوْا لَنَا، فَقَعَدْنَا، فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِىُّ (ص)، وَدَعَا لَنَا، ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْنَا، فَقَالَ مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيْمُكُمْ؟ فَاَشَرْنَا جَمِيْعًا اِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ عَائِذٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اَهٰذَا الْاَشَجُّ؟ فَكَانَ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ الْاِسْمُ لِضَرْبَةٍ كَانَتْ بِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ، قُلْنَا، نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ، فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ اَخْرَجَ عَيْبَتَهُ، فَاَلْقٰى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَى النَّبِيِّ (ص)، وَقَدْ بَسَطَ النَّبِىُّ (ص) رِجْلَهُ، وَاتَّكَأَ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الْاَشَجُّ اَوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ، وَقَالُوْا هٰهُنَا يَا اَشَجُّ، فَقَعَدَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ

اللهِ (ص)، فَرَحَّبَ بِهِ وَأَلْطَفَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ بِلاَدِهِمْ، وَسَمَّى لَهُمْ قَرْيَةً قَرْيَةَ الصَّفَا وَالْمُشَقَّرِ، وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ قُرٰى هَجَرٍ، فَقَالَ بِأَبِىْ وَأُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللهِ (ص)، لَأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا، فَقَالَ : انِّىْ وَطِئْتُ بِلاَدَكُمْ، وَفُسِحَ لِىْ فِيْهَا، قَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَكْرِمُوْا اِخْوَانَكُمْ، فَانَّهُمْ اَشْبَاهُكُمْ فِى الْاِسْلاَمِ اَشْبَهُ شَيْئٍ بِكُمْ اَشْعَارًا وَّاَبْشَارًا، اَسْلَمُوْاطَائِعِيْنَ غَيْرَ مُكْرِهِيْنَ وَلاَمَوْتُوْرِيْنَ اِذْ اَبٰى قَوْمٌ اَنْ يُّسْلِمُوْا حَتّٰى قُتِلُوْا : قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحُوْا، قَالَ : كَيْفَ رَاَيْتُمْ كَرَامَةَ اِخْوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ اِيَّاكُمْ، قَالُوْا : خَيْرُ اِخْوَانٍ اَلاَنُوْا فُرُشَنَا وَاَطَابُوْا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوْا وَاَصْبَحُوْا يُعَلِّمُوْنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا (ص)، فَاَعْجَبَ النَّبِىُّ (ص) وَفَرِحَ - (مسند احمد)

৪০০. অর্থ ঃ শিহাব ইবনে ইবাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি শুনেছেন, আব্দুল কায়স গোত্রের যে প্রতিনিধিদল (নবম হিজরীতে ইসলাম কবুল করার জন্যে) রসূল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তার কিছু সদস্য বলেছেন ঃ যখন আমরা মদীনাতে উপস্থিত হই তখন মুসলমনগণ খুবই খুশি হন। তারা আমাদের খুব মর্যাদা দান করেন। আমাদের খুব ভালভাবে আদর আপ্যায়ন করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের স্বাগত জানান, আমাদের জন্যে দুআ করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের নেতা কে?

প্রতিনিধি দলের সমস্ত সদস্য মুনযির ইবনে আয়েয-এর দিকে ইশারা করে বলেন, ইনি আমাদের নেতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মুখে আঘাতের চিহ্ন আছে? গাধার ক্ষুরার আঘাতে তার মুখে দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বলি,'হ্যাঁ, হে রসূলুল্লাহ ! ইনিই আমাদের নেতা।

এর আগে আমরা তাঁকে দাগওয়ালা বলে অভিহিত করতাম না। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্যে আগেই তাঁর কাছে উপস্থিত হন (তারা নিজেদের জিনিস পত্র শৃঙ্খলার সাথে গুছিয়ে রাখেননি এবং কাপড়ও পরিবর্তন করেননি)।

কিন্তু প্রতিনিধিদলের নেতা মুনযির প্রথমে বাহনের পশুগুলো বেঁধে রাখেন এবং

www.bjilibrary.com

সকলের জিনিস-পত্র একস্থানে শৃঙ্খলার সাথে গুছিয়ে রাখেন। তারপর তিনি ব্যাগ খুলে নতুন কাপড় পরেন এবং অপরিষ্কার কাপড় থলের মধ্যে রেখে দেন। এভাবে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। যখন তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভায় উপস্থিত হন, তখন তাকে স্থান দেবার জন্যে লোকেরা সরে বসে এবং বলে আপনি এখানে আসুন। সুতরাং তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পাশে গিয়ে বসেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বাগত জানান, প্রেমপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তাঁর দেশের এক এক গ্রামের নাম ধরে জিজ্ঞাসা করেন, যেমন সফা, মুশক্‌র ও অন্যান্য গ্রামের নাম ধরে জিজ্ঞাস করেন।

মুনযির ইবনে আয়েয বলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হোক, হে রসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের অপেক্ষা আমাদের অঞ্চল সম্পর্কে অধিক জানেন।

তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে বারবার তোমাদের দেশে গেছি। সেখানকার মানুষ আমাকে খুব আদর যত্ন করেছে।'

তারপর তিনি আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সব ভাইদের আদর যত্ন করো। এরা ইসলাম কবুল করার বিষয়ে তোমাদের অনুরূপ এবং দেখতে শুনতেও তোমাদেরই মতো। অন্য লোকেরা ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে, এমন কি যুদ্ধ করে নিহত হয়, এরা কিন্তু কোনো রকম চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে ঈমান এনেছে।

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আনসার ভাইয়েরা তোমাদের কেমন আদর যত্ন করেছে? তারা বলে, 'এরা সর্বোত্তম খানা খাইয়েছে এবং রাতে ও সকালে এরা আমাদের আল্লাহর কিতাব ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ শিক্ষাদান করেছে। এ কথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই সন্তুষ্ট হন। (মুসনাদে আহমদ)

● সফরে কে উত্তম

٤٠١- وَعَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) قَدِمُوْا يُثْنُوْنَ عَلٰى صَاحِبٍ لَّهُمْ خَيْرًا، قَالُوْا : مَا رَاَيْنَا مِثْلَ فُلاَنٍ هٰذَا قَطُّ مَا كَانَ فِىْ مَسِيْرٍ اِلاَّ كَانَ فِىْ قِرَاءَةٍ، وَّلاَ نَزَلْنَا فِىْ مَنْزِلٍ اِلاَّ كَانَ فِىْ صَلاَةٍ، قَالَ : فَمَنْ كَانَ يَكْفِيْهِ ضَيْعَتَهُ حَتّٰى ذَكَرَ

وَمَنْ كَانَ يَعْلِفُ جَمَلَهُ أَوْدَابَّتَهُ؟ قَالُوْا، نَحْنُ، قَالَ فَكُلُّكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُ - (ابو داؤد)

৪০১. অর্থ ঃ আবু কিলাবা রা. বর্ণনা করেছেন, কয়েকজন সাহাবা সফর থেকে ফিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন এবং তাদের এক সফর সাথীর প্রশংসা করতে শুরু করে দেন। তাঁরা বলেন, আমরা আমাদের অমুক সাথীর মতো আর কাউকেও দেখিনি। সফর কালে সে সর্বদা কুরআন পড়েছে। আর যখন আমরা কোথাও অবস্থান করতাম, তখন সে নফল নামায পড়তে লেগে যেতো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে এর মালপত্র কে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, তার উটকে কে পানাহার করিয়েছে?

তারা বলেন ঃ আমরা সকলে তার এ মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করেছি এবং তার উটকে খেতে দিয়েছি। তিনি বলেন ঃ তাহলে তো তোমরা সবাই তার চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ)

● ইজতেমায়ী খানার আদব

٤٠٢- عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَّعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرُزِقْنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّبِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُوْلُ لاَ تُقَارِنُوْا، فَإِنَّ النَّبِيَّ (ص) نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُوْلُ إِلاَّ أَنْ يَّسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ - (بخارى، مسلم)

৪০২. অর্থ ঃ জাবালা ইবনে সুহাইম বর্ণনা করেন, দুর্ভীক্ষের বছর আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর সাথে ছিলাম। আমরা খেজুর পেয়ে বসে বসে তা খাচ্ছিলাম। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সেখানে উপস্থিত হন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো এক গ্রাসে দুটো দুটো খেজুর না খায়। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম খেতে নিষেধ করেছেন।

তবে হ্যাঁ, যদি সাথে যারা খায় তারা অনুমতি দেয় তাহলে এক গ্রাসে দুটো খাওয়া যেতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দুর্ভীক্ষের সময় যখন খাদ্য সামান্য থাকে, তখন এক সাথে যারা খায় তাদের মধ্যে কারুর নিজে বেশী খাবার মনোভাব থাকা উচিত নয়। কারণ এরূপ করাটা স্বার্থপরতা যা ইসলামী সৌভ্রাতৃত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শের সাথে

www.bjilibrary.com

সামঞ্জস্য রাখেনা। তবে হ্যাঁ, সাথীরা যদি খারাপ মনে না করে তবে এরকম করা যেতে পারে, অবশ্য এজন্যে সাথিদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া জরুরি।

٤٠٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْقَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ، جَمَعُوْا مَاكَانَ عِنْدَهُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ - (متفق عليه)

৪০৩. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে যায় এবং খাদ্য অল্প থাকে অথবা মদিনায় তাদের মধ্য খাদ্যের অনটন দেখা দেয়, তখন তাদের যার কাছে যা থাকে তারা তা এনে একত্রিত করে। তারপর তারা এক পাত্রে বসে সমাবভাবে খায়।

তিনি তাদের প্রশংসা করে বলেন, এরা আমার আর আমি তাদের। (বুখারী, মুসলিম ঃ আবু মূসা আশ'আরী)

● সাংগাঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা

٤٠٤- قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنْ كَلَامِنَا اَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، اَوْقَالَ تَغَيَّرُوْا لَنَا، حَتّٰى تَنَكَّرَتْ لِىْ فِىْ نَفْسِىَ الْاَرْضُ، فَمَا هِىَ بِالْاَرْضِ الَّتِىْ اَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، فَاَمَّا صَاحِبَاىَ، فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِىْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَاَمَّا اَنَا، فَكُنْتُ اَشَبَّ الْقَوْمِ وَاَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَشْهَدُ الصَّلٰوةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَطُوْفُ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِىْ اَحَدٌ، وَاٰتِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِىْ مَجْلِسِهٖ بَعْدَ الصَّلٰوةِ، فَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ اَمْ لَا؟ ثُمَّ اُصَلِّىْ قَرِيْبًا مِّنْهُ وَ اُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَاِذَا اَقْبَلْتُ عَلٰى صَلٰوتِىْ نَظَرَ اِلَىَّ، وَاِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ اَعْرَضَ عَنِّىْ، حَتّٰى اِذَا طَالَ ذٰلِكَ عَلَىَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِىْ قَتَادَةَ، وَهُوَ

ابْنُ عَمِّي وَاحَبُّ النَّاسِ الَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ يَااَبَا قَتَادَةَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ - (متفق عليه)

৪০৪. অর্থ : কাআব বিন মালিক রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে আমাদের তিন জনের সাথে (অর্থাৎ আমার, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রবীআ-এর সাথে) কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ, আমারা অলসতা বশত তাবুক যুদ্ধে যেতে পারিনি। তাই সবাই আমাদের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দেয়। তারা এমনভাবে পাল্টে যায়, যেনো তারা আমাদের চেনেই না। এমনকি মদীনার মাটি আমাদের জন্যে অচেনা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পঞ্চাশ রাত কেটে যায়।

আমার দুই সাথির (হেলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রবীয়ার) উপর এই বয়কটের অত্যন্ত প্রভাব পড়ে। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকে। আর আমি যেহেতু যুবক ছিলাম এবং আমার মন ছিলো শক্ত, সেহেতু আমি ঘরের বাইরে আসতাম, মুসলমানদের সাথে নামাযে যোগ দিতাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতোনা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়া শেষ করে মসজিদে নববীতে বসতেন, তখন আমি তাঁর নিকট যেতাম এবং সালাম করতাম। মনে মনে লক্ষ্য করতাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সালামের জবাব দিলেন কিনা? আবার আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে নফল নামায পড়তাম এবং চুপি চুপি তাঁর দিকে দেখতাম। যখন আমি নামায পড়তে থাকতাম, তখন তিনি আমাকে দেখতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে দেখতাম তিনি তখন মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে যখন মুসলমানদের বিমুখতা খুব বেশী দুঃসহনীয় হয়ে উঠে, তখন আমি একাদিন আবু কাতাদার বাগানের পাঁচিল টপকে আবু কাতাদার কাছে যাই। সে ছিলো আমার চাচাত ভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তাকে সালাম দিই, কিন্তু সে জবাব দিলনা।

আমি তাকে বলি, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমি যে আল্লাহ ও রসূলুল্লাহকে ভালবাসি, তা কি তুমি জাননা? কিন্তু সে যথারীতি নির্বাক হয়ে থাকে। তারপর আমি দ্বিতীয়বার আল্লাহর কসম

দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি, তবু সে চুপ থাকে। আমি তৃতীয়বার আল্লাহর কসম দিয়ে তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করি। তখন সে বলে, আল্লাহ এবং তার রসূল অধিক জানেন (তুমি আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাস কিনা, তাঁদের কাছ থেকে এর সার্টিফিকেট নাও) এ কথায় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে পড়ে। আমি দেয়াল টপকে ফিরে চলে আসি।' (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এটা দলীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার এক অতি উৎকৃষ্ট নমুনা। যখন আল্লাহর আদেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাআব বিন মালিক ও তাঁর উপরোল্লিখিত দুই সাথীকে বর্জনের ঘোষণা করেন এবং সবাইকে তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত রাখেন, তখন সমগ্র মদীনা তাদের জন্যে এক অচেনা অজানা স্থানের মতো হয়ে যায়। এমনকি কাআবের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং চাচাত ভাই আবু কাতাদাও গোপনে আল্লাহর কসম দেওয়া সত্বেও তার সাথে কথা বলেন না। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিযেছিলেন। সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে আরো বেশী তাফহীমূল কুরআন সূরা তওবার ১১৯নং টীকা দেখুন।

● দানে অগ্রগামীতা

٤٠٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ اَجْوَدَيْنِ مِنْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ، وَجُوْدُهُمَا مُخْتَلِفٌ، اَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ اِلَى الشَّيْءِ، حَتّٰى اِذَاكَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ، وَاَمَّا اَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ - (الادب المفرد)

৪০৫. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা রা. ও আসমা রা. (আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রা. এর খালা ও মা)-এর অপেক্ষা অধিক দাতা মহিলা দেখিনি। তাদের দুজনের দানের ধরণ ছিলো দু'রকম।

আয়েশা রা. এর অবস্থা ছিলো এইযে, তিনি প্রত্যেহ কিছু না কিছু জমা করতে থাকতেন এবং যখন তা বেশ কিছু পরিমান জমা হয়ে যেতো, তখন তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

আর আসমা রা.এর অবস্থা ছিলো এইযে, তিনি প্রত্যেহ যা কিছু পেতেন তা অভাবী লোকদের দিয়ে দিতেন এবং আগামী কালের জন্যে কিছুই রেখে দিতেন না। (আল আদাবুল মুফরাদ)

٤٠٦- اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ

وَادٍ مِّنْ اَوْدِيَةِ الْمَدِيْنَةِ، وَالنَّخْلُ قَدْ طُلِّلَتْ وَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا، فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَاَعْجَبَتْهُ، ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى صَلَاتِهٖ، فَاِذَا هُوَ لَا يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى، فَقَالَ لَقَدْ اَصَابَتْنِيْ فِيْ مَالِيْ هٰذَا فِتْنَةٌ، فَجَاءَ عُثْمَانَ (رض) وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةٌ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ وَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ فِيْ سَبِيْلِ الْخَيْرِ، فَبَاعَهٗ بِخَمْسِيْنَ اَلْفًا فَسَمّٰى ذٰلِكَ الْمَالَ الْخَمْسِيْنَ - (موطاء مالك، ترغيب)

৪০৬. অর্থ ঃ এক আনসার সাহাবী নিজের বাগানে নামায পড়ছিলেন। এই বাগান মদীনার বিখ্যাত উপত্যকা 'কুফ' এর মধ্যে ছিলো। খেজুর গাছ ফলে পরিপূর্ণ ছিলো। বাগানে নামায পড়ার সময় তাঁর দৃষ্টি ঐ ফলের দিকে যায় এবং তাতে তিনি আনন্দবোধ করেন। পুনরায় তিনি নামাযের দিকে মন দেন, কিন্তু কতো রাকা'আত পড়েছেন,তা বিস্মৃত হয়ে যান।

তখন তিনি চিন্তা করেন, আমার এই সম্পদই তো আমার জন্যে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর তিনি তখনকার খলীফা হযরত উসমান রা. এর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার এই বাগানকে ওয়াকফ করে দিলাম, আপনি এটাকে নেকীর কাজে লাগান।'

তারপর হযরত উসমান রা. ঐ বাগান পঞ্চাশ হাজার দিরহামে বিক্রী করে দেন এবং ঐ বাগনের নাম রাখেন 'খামসীন' (পঞ্চাশ হাজার)।" (মুয়াত্তায়ে মালিক)

٤٠٧- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِّنْ نَّخْلٍ، وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهٖ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ، قَالَ اَنَسٌ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ، قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ، وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا

www.bjilibrary.com

عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ، قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَخٍ، ذٰلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ، ذٰلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ -

৪০৭. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেন, আবু তালহা আনসারী মদীনার সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর যতো খেজুরের বাগান ছিলো, অন্য কারো তা ছিলনা। বায়রুহার বাগানটি তাঁর সবচেয়ে ভালো ও প্রিয় বাগান ছিলো। এই বাগানটি ছিলো মসজিদে নববীর সামনে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাগানে যেতেন এবং মিষ্টি পানি খেতেন। এই বাগানের কুয়ার পানি ছিলো অতি উত্তম।

আনাস রা. বর্ণনা করেন ঃ "তোমরা কখনই পূণ্য লাভ করতে পরবেনা, যতোক্ষণ না নিজেদের প্রিয় মাল আল্লাহর পথে খরচ করো।" (আলে ইমরান ঃ ৯২)

আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন আবু তালহা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহ ত'আলা বলেছেন ঃ "তোমরা কখনই পূণ্য লাভ করতে পরবেনা, যতোক্ষণ না নিজেদের প্রিয় মাল আল্লাহর পথে খরচ করো।" আর বায়রুহা আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। আমি এটাকে আল্লহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিলাম, যাতে আল্লাহর কাছে এটা আমার জন্যে সঞ্চিত থাকে। সুতরাং আপনি এটা আপনার রব যেখানে বলেন, সেখানে ব্যয় করুন।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাবাশ! তুমি খুব ভালো কাজ করেছো, এটা তোমার লাভদায়ক ব্যবসা, লাভদায়ক ব্যবসা। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠٨- عَنْ قَيْسِ بْنِ سِلْعٍ نِ الْاَنْصَارِيِّ (رض) اَنَّ اِخْوَتَهٗ شَكَوْهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالُوْا اِنَّهٗ يُبَذِّرُ مَالَهٗ وَيَنْبَسِطُ فِيْهِ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اٰخُذُ نَصِيْبِيْ مِنَ الثَّمَرَةِ فَاُنْفِقُهٗ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ صَحِبَنِيْ، فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَدْرَهٗ وَقَالَ اَنْفِقْ يُنْفِقُ اللّٰهُ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ خَرَجْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَعِيْ رَاحِلَةٌ وَّاَنَا اَكْثَرُ اَهْلِ بَيْتِيْ الْيَوْمَ وَاَيْسَرُهٗ - (طبرانى)

৪০৮. অর্থ ঃ কায়েস ইবনে সেলা আনসারী কতৃক বর্ণিত, তার ভাইয়েরা

www.bjilibrary.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি তাঁর ধনসম্পদ লুটিয়ে দেন এবং খুব বেশি বেশি দান করেন।

তিনি বলেন ঃ আমি বলি, হে রসূলুল্লাহ, আমি আমার নিজের অংশের খেজুর নিয়ে নিই এবং তা আল্লাহর রাস্তায় আমার সাথীদের জন্যে খরচ করি।

তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবাশ দিয়ে আমার বুক চাপড়ে বলেন, খরচ করো, আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে দেবেন এ কথা তিনি তিনবার বলেন।

এখন আমার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমি আমার উটনীতে চড়ে জিহাদ করতে যাই। আজ আমি আমার গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্পদশালী ও সচ্ছল। (তিবরানী)

٤٠٩- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ الْمُهَاجِرُونَ ذَهَبَ الاَنْصَارُ بِالاَجْرِ كُلِّهِ، مَارَأَيْنَا قَوْمًا اَحْسَنَ بَذْلاً لِكَثِيْرٍ، وَلاَ اَحْسَنَ مُوَاسَاةً فِى قَلِيْلٍ مِّنْهُمْ، وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، قَالَ اَلَيْسَ تُثْنُوْنَ عَلَيْهِمْ وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ قَالُوا بَلَى، قَالَ فَذَاكَ بِذَاكَ - (ابوداؤد)

৪০৯. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, একবার মুহাজিরগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আনসারগণ সমস্ত পুরস্কার হাতিয়ে নিলো। এরা প্রচুর সম্পদ ব্যয় করছে। যার কাছে অল্প পরিমাণে আছে সেও নিজের সামান্য সম্পদ থেকে গরীবকে অংশীদার করে নিজের পাল্লা ভারী করে নিচ্ছে। আমাদের সমস্ত খরচ তো তারা নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কি এদের জন্যে কৃতজ্ঞতার মনোভাব রাখনা? তোমরা কি এদের জন্যে দু'আ করোনা?

মুহাজিরগণ বলেন, হ্যাঁ, আমরা এদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাদের জন্যে দু'আ করি। তিনি বলেন, এটাই তার প্রতিদান। ওরা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাচ্ছে আর তোমরাও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করছো। তোমরাও পুরস্কারের অধিকারী, তারাও পুরস্কারের অধিকারী। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

www.bjilibrary.com

১৬

দলীয় ও সামাজিক জীবনের আদর্শ

● পিতামাতার বন্ধু বান্ধবীদের সাথে ভালো ব্যবহার

٤١٠- وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاَتَانِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرُ فَقَالَ أَتَدْرِىْ لِمَ اَتَيْتُكَ؟ قَالَ : قُلْتُ لاَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصِلَ اَبَاهُ فِىْ قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ اِخْوَانَ اَبِيْهِ بَعْدَهُ، وَاَنَّهُ كَانَ بَيْنَ اَبِىْ عُمَرَ وَبَيْنَ اَبِيْكَ اِخَاءٌ وَّوُدٌّ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَصِلَ ذٰلِكَ ـ

৪১০. অর্থ ঃ আবু বুরদা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি যখন মদীনায় উপস্থিত হই, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আসেন। তিনি বলেন, তুমি কি জানো, আমি তোমার কাছে কি জন্যে এসেছি?

আমি বলি, 'জী-না। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চায়, পিতার বন্ধু বান্ধবদের সাথে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। আর আমার পিতা (উমর রা.) এবং তোমার পিতার (আবু মুসা আশ'আরী রা.) মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ছিলো। আমি চাই আমার পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করি। সে জন্যে আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি।' (ইবনে হিব্বান)

٤١١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلٰى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَاَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ

www.bjilibrary.com

عَلٰى رَأْسِهٖ قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ : فَقُلْنَا لَهُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ اِنَّهُمُ الْاَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِنَّ اَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ -

৪১১. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কার রাস্তায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর সাথে (যখন তিনি হজ্জ করতে গিয়েছিলেন) এক বেদুঈনের সাক্ষাত হয়। আব্দুল্লাহ তাকে সালাম দেন। যে খচ্চরের উপর তিনি বসেছিলেন তার উপর তাকে রসিয়ে নেন এবং নিজের পাগড়ি তাকে দিয়ে দেন। ইবনে দীনার বলেন, আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, এরা গ্রামবাসী। এরা তো অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তবুও আপনি এতোসব কেন করলেন?

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর জবাব দেন ঃ এর পিতা আমার পিতা উমর ইবনে খাত্তাব এর বন্ধু ছিলেন। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিজের পিতার বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করা খুব বড় নেকী।' (মুসলিম)

● সেবক ও চাকর বাকরদের সাথে ভালো ব্যবহার

٤١٢- وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِنِ الْبَدْرِيِّ (رض) قَالَ : كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِّيْ بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِّنْ خَلْفِيْ "اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ" فَلَمْ اَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّيْ اِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)، فَاِذَا هُوَ يَقُوْلُ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلٰى هٰذَا الْغُلَامِ، فَقُلْتُ : لَا اَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَهُ اَبَدًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى، فَقَالَ اَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ - (مسلم)

৪১২. অর্থ ঃ আবু মাস্‌উদ বাদরী রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আমার এক গোলামকে কোড়া মারছিলাম, এমন সময় কেউ পিছন থেকে আওয়াজ দেয়, হে আবু মাস্‌উদ! জেনে নাও।

www.bjilibrary.com

কিন্তু ক্রোধের কারণে আমি বুঝতে পারিনি কে কথা বলছেন? তিনি কাছে এলে দেখি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলছিলেন, জেনে রাখো, আবু মাসউদ! তুমি এই গোলামের উপর যতোটুকু কর্তৃত্ব রাখো তার চেয়ে অনেক বেশী কর্তৃত্ব আল্লাহ তোমার উপর রাখেন। আমি বলি, আমি আর কখনো কোনো গোলামকে মারবোনা।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আমি বল্লাম ঃ হে রসূলুল্লাহ! আমি তাকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করে দিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তুমি তাকে মুক্ত না করে দিতে, তাহলে তুমি জাহান্নামের বেস্টনীতে পড়ে যেতে। অথবা জাহান্নাম তোমাকে গ্রাস করতো। (মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি)

● এতীমদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখা

٤١٣- قَالَ الْحَسَنُ الْبَصَرِىُّ لَقَدْ عَهِدْتُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُوْلُ يَا اَهْلِيَهْ يَا اَهْلِيَهْ يَتِيْمَكُمْ يَتِيْمَكُمْ ـ

৪১৩. অর্থ ঃ হাসান বসরী রা. বর্ণনা করেছেন, আমি মুসলমানদের (অর্থাৎ সাহাবাগণকে) এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তারা সকাল বেলা স্ত্রীদের বলতেন, হে আমার স্ত্রী! হে আমার স্ত্রী! প্রথমে এতীমদের খাওয়াও, প্রথমে ইয়াতিমদের খাওয়াও। (সহীফা আল হাক্)

● আত্মত্যাগ

٤١٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اُهْدِىَ لِرَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) رَأْسُ شَاةٍ فَقَالَ فُلَانٌ اَحْوَجُ مِنِّىْ اِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهِ اِلَيْهِ فَبَعَثَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانُ اِلٰى اٰخَرَ فَلَمْ يَزَلْ يَبْعَثُ بِهِ وَاحِدٌ اِلٰى اٰخَرَ حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْاَوَّلِ بَعْدَ اَنْ تَدَاوَلَتْهُ سَبْعَةٌ ـ

৪১৪. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাথীকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়া প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, আমার অমুক সাথী আমার চেয়ে অধিক অভাবী, মাথাটি তাকে দাও। সুতরাং সেটা তাঁর কাছে পাঠানো হয়। তিনি অন্য এক ব্যক্তির বিষয়ে বলেন যে, সে আমার চাইতে বেশি আভাবী এটা তাকে দিয়ে এসো। এভাবে সাতজন ব্যক্তির কাছে সেটা পাঠানো হয়। অবশেষে সেটা ঘুরে ফিরে প্রথম ব্যক্তির কাছেই আসে। (সহীফাতুল হাক্)

www.bjilibrary.com

● হালাল উপার্জন

٤١٥- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : كَانَ لِأَبِى بَكْرِنِ الصِّدِّيقِ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ اَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَاَكَلَ مِنْهُ اَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ اَتَدْرِى مَاهٰذَا ؟ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِانْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اُحْسِنُ الْكَهَانَةَ اِلاَّ اَنِّى خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِى فَاَعْطَانِى لِذٰلِكَ هٰذَا الَّذِى اَكَلْتَ مِنْهُ، فَاَدْخَلَ اَبُوبَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِى بَطْنِهِ -

৪১৫. অর্থ ঃ আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, আবুবকর সিদ্দিক রা.-এর এক গোলাম ছিলো, সে আয় করে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাঁকে প্রদান করতো এবং আবুবকর রা. তা কাজে লাগাতেন। একদিন সে কোনো এক জিনিস এনে তাঁকে দেয় এবং তিনি তা খান। গোলামটি জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি জানেন এটা কি এবং কোথা থেকে পেয়েছি? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোত্থেকে এনেছো?

সে বলে, ইসলাম কবুল করার পূর্বে আমি এক ব্যক্তির ভবিষ্যত বলে দিয়েছেলাম। আমি ঐ বিদ্যা জানতামনা। আমি তাকে ধোকা দিয়েছিলাম। এখন তার সাথে দেখা হয়েছে এবং সে তার পারিশ্রমিক দান করেছে যা আপনি খেয়েছেন। একথা শুনে আবু বকর রা. তাঁর পেটে যা গিলেছিল তা গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেলে দেন। (বুখারী)

● ঋণ ও আমানতের ব্যাপারে সতর্কতা

٤١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِى، فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ، فَقَالَ يَا بُنَىَّ اِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ اِلاَّ ظَالِمٌ اَوْ مَظْلُوْمٌ وَّ اِنِّىْ لاَ اُرَانِىْ اِلاَّ سَاُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا، وَاِنَّ مِنْ اَكْبَرِ هَمِّىْ لِدَيْنِىْ، اَفَتَرٰى دَيْنَنَا يُبْقِىْ مِنْ مَّالِنَا شَيْئًا ثُمَّ قَالَ يَا بُنَىَّ بِعْ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِىْ ..... قَالَ وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَاْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ اِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ لاَ، وَلٰكِنْ هُوَ سَلَفٌ اَخْشٰى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ - (بخارى)

৪১৬. অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বর্ণনা করেন, আমার পিতা যুবায়ের রা. জামাল যুদ্ধের সময় আমাকে ডাকেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালে তিনি বলেন ঃ প্রিয় পুত্র! আজ মানুষ হয় যালিম হিসেবে নিহত হবে, নয়তো মযলুম হয়ে নিহত হবে। আমি আমার ব্যাপারে মনে করি, আমি মযলুম হিসেবে নিহত হবো। আজ আমার কেবল মানুষের ঋণের চিন্তা হচ্ছে, তা যেনো পরিশোধ করা হয়। তুমি কি মনে করো, ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু অর্থ থাকবে কি? তারপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে দিও। আব্দুল্লাহ রা. বলেন, তাঁর যতো ঋণ ছিলো তা নিজের পরিবার পরিজনের খরচের জন্যে নেয়া হয়নি। বরং মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে আমানত রাখতে আসতো। তখন তিনি তাদের বলতেন, এসব আমানত হিসেবে রেখোনা বরং যাতে তোমার অর্থ মারা না যায় সে জন্যে এ অর্থ ঋণ হিসেবে আমার কাছে থাকবে। আমানত হিসেবে যদি রাখো আর তা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে আইনত তুমি তা ফিরিয়ে নিতে পারোনা। এ জন্য এটাকে ঋণ হিসেবে দাও। যাতে করে নষ্ট হয়ে গেলেও তোমার যেনো ক্ষতি না হয়, তুমি যেনো ফেরত পাও। (বুখারী)

٤١٧- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) اَنَّهُ طَلَبَ غَرِيْمًا لَهُ فَتَوَارٰى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ اِنِّىْ مُعْسِرٌ، قَالَ اللّٰهُ؟ قَالَ اللّٰهُ! قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ، مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْيَضَعْ عَنْهُ - (مسلم)

৪১৭. অর্থ ঃ আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, যখন তিনি তাঁর কাছে ঋণী এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান, তখন সে আত্মগোপন করে। পরে তার সঙ্গে দেখা হয় এবং তাকে ঋণ পরিশোধের কথা বলা হয়। সে বলে, আমার অবস্থা খুব অসচ্ছল। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, তুমি কি পরিশোধ করতে পারবে না? সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে, এখন ঋণ পরিশোধ করার মতো অবস্থা আমার নেই। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দুঃখ দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, সে যেনো অসচ্ছল ঋণী ব্যক্তিকে সময় প্রদান করে, অথবা যেনো ক্ষমা করে দেয়। (মুসলিম)

● দীনের পথে দুঃখ কষ্ট

٤١٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ : اَقَمْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةً فَقَالَ لِىْ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُجْرَةِ

عَائِشَةُ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَالَنَا ثِيَابٌ الاَّ الاَبْرَادُ الْخَشِنَةُ وَانَّهُ لَيَاتِىْ عَلَى اَحَدِنَا الاَيَّامُ مَايَجِدُ طَعَامًا يُقِيْمُ بِهِ صُلْبَهُ حَتَّى اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَاخُذَ الْحَجَرَ فَيَشُدُّ بِهِ عَلَى اَخْمُصِ بَطْنِهِ ثُمَّ يَشُدُّهُ بِثَوْبِهِ لِيُقِيْمَ صُلْبَهُ -

৪১৮. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাকীক্ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-এর সঙ্গে এক বছর মদীনা মুনাওয়ারাতে থাকি। একদিন যখন আমরা আয়েশা রা. এর ঘরের নিকট বসেছিলাম, তখন তিনি বলেন ঃ এক সময় আমাদের এমন অবস্থা ছিলো যে, আমাদের গায়ে খসখসে জীর্ণ মোটা চাদর ছাড়া নরম কাপড় ছিলোনা। কয়েক দিন কেটে যেতো, আমরা এতো পরিমাণ খাদ্য পেতামনা যা দিয়ে মানুষ পেট সোজা রাখতে পারে। আমরা পাথর নিতাম এবং আমাদের শরীর সোজা রাখতে কাপড় দিয়ে ঐ পাথর পেটে বেঁধে রাখতাম। (মুসনাদে আহমদ)

٤١٩- عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَمَّرَ عَلَيْنَا اَبَا عُبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِهَا؟ قَالَ نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا اِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَاكُلُهُ - (مسلم)

৪১৯. অর্থ ঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. বর্ণনা করেছেন, মক্কায় মুশরেকদের এক দলের রাস্তা অবরোধ করার জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু ওবায়দা রা.-এর নেতৃত্বে আমাদের প্রেরণ করেন এবং বেশী কিছু আমাদের জন্যে সংগ্রহ করে দিতে পারেননি। সুতরাং আবু ওবায়দা রা. আমাদেরকে প্রত্যহ একটি করে খেজুর দিতেন। কোনো এক ব্যক্তি জাবির রা. কে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা একটি খেজুর দিয়ে কি করতেন?

তিনি বলেন, আমরা সে খেজুর মুখে নিয়ে শিশুদের মতো অনেকক্ষণ ধরে চুশতাম, তারপর পানি খেয়ে নিতাম। এই একটা খেজুর সন্ধ্যা পর্যন্ত যথেষ্ট হয়ে যেতো। তারপর লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম। (মুসলিম)

٤٢٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ : اِنِّىْ لَاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى

بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَالَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقَ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُرَ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ - (بخارى، مسلم)

৪২০. অর্থ ঃ সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আরবদের মধ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহর পথে মুশরিকদের উপর তীর নিক্ষেপ করি। আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে জিহাদ করতাম। আমাদের অবস্থা এমন হতো যে, আমাদের কাছে খাবার কিছু থাকতো না, এই কাঁটা ঝাড়ের পাতা ও বাবলা পাতা আমাদের খাদ্য হতো. এমনকি আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা এমন ছিলো যে, আমাদের মল ছাগল-নাদির মত্রো হতো যা একটুও নরম হতোনা। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢١- عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ : نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلٰى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ مُّقْبِلاً عَلَيْهِ اِهَابُ كَبْشٍ قَدْ تَنَطَّقَ بِهٖ، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ، لَقَدْ رَأَيْتُهٗ بَيْنَ اَبَوَيْنِ يَغْذُوَانِهٖ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً شَرَاهَا اَوْ شُرِيَتْ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ، فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ، رَسُوْلِهٖ اِلٰى مَا تَرَوْنَ -

৪২১. অর্থ ঃ উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমায়ের রা. কে তাঁর নিকট আসতে দেখেন এবং তার অবস্থা ছিলো এইযে, সে মেষের চামড়া লুঙ্গি হিসেবে পরেছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তিকে দেখো, তার অন্তরকে আল্লাহ ইসলামের আলোকে আলোকিত করেছেন। আজ একে এ অবস্থায় দেখছি, অথচ কাল ইসলাম কবুল করার পূর্বে তার পিতামাতা তাকে খুব ভালো খাদ্য খাওয়াতো এবং তার শরীরে দু'শত দিরহামের পোশাক থাকতো। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালবাসায় আজ তার এ অবস্থা! (ইসলামের সম্পদ পেয়ে আজ সে খুশী। অতীতের আরামের কথা সে কখনো মনে করেনা, যদিও নবী স. এবং তার সাথিগণ তার অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলতেন)। (তাবরানী)

٤٢٢- وَعَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) قَالَ : خَرَجْتُ فِىْ غَدَاةٍ شَاتِيَةٍ جَائِعًا وَقَدْ اَوْ بَقَنِىَ الْبَرْدُ فَاَخَذْتُ ثَوْبًا مِّنْ صُوْفٍ قَدْ

www.bjilibrary.com

كَانَ عِنْدَنَا، ثُمَّ اَدْخَلْتُهُ فِىْ عُنُقِىْ، وَحَزَمْتُهُ عَلٰى صَدْرِىْ اَسْتَدْ فِئُ بِهٖ، وَاللّٰهِ مَا كَانَ فِىْ بَيْتِىْ شَيْئٌ اٰكُلُ مِنْهُ، وَلَوْكَانَ فِىْ بَيْتِ النَّبِىِّ (ص) شَيْئٌ لَبَلَغَنِىْ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اَنْ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فِىْ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مَعَ عِصَابَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِىْ بُرْدَةٍ مَّرْقُوْعَةٍ بِفَرْوَةٍ، وَكَانَ اَنْعَمَ غُلَامٍ بِمَكَّةَ وَاَرْفَهَهُ عَيْشًا، فَلَمَّا رَاٰهُ النَّبِىُّ (ص) ذَكَرَ مَا كَانَ فِيْهِ مِنَ النَّعِيْمِ، وَرَاٰى حَالَهُ الَّتِىْ هُوَ عَلَيْهَا، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَبَكٰى، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ "اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ اَمْ اِذَا غُدِىَ عَلٰى اَحَدِكُمْ، بِجَفْنَةٍ مِّنْ خُبْزٍ، وَّلَحْمٍ، وَّرِيْحَ عَلَيْهِ بِاُخْرٰى وَغَدَافِىْ حُلَّةٍ، وَّرَاحَ فِىْ اُخْرٰى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ، قُلْنَا : بَلْ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ، قَالَ بَلْ اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ -

৪২২. অর্থ ঃ আলী রা. বর্ণনা করেছেন, শীতের এক সকালে আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হই। শীত আমাকে মেরে ফেলছিল। আমার ঘরে একটা পশমী কাপড় ছিলো, সেটাকে আমি গলায় ফেলি এবং গরম পাবার জন্য বুকের সাথে বেঁধে নিই। আল্লাহর কসম, আমার ঘরে খাবার জিনিস কিছুই ছিলোনা। আর যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে খাবার কিছু থাকতো তবে তিনি অতি অবশ্যই তা আমাকে পাঠিয়ে দিতেন।

এই হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, এমতাবস্থায় আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মসজিদে উপস্থিত হই। সেখানে সাহাবাদের একদল আগে থেকেই বসেছিল। এমন সময় মুসআব ইবনে উমায়র রা. সেখানে উপস্থিত হয়। সে একটি চাদর গায়ে দিয়েছিল, যাতে চামড়ার তালি লাগানো ছিলো। ইসলাম কবুল করার পূর্বে সে মক্কায় এক অতি অবস্থাপন্ন যুবক ছিলো। আরাম উপভোগের জীবন অতিবাহিত করতো। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঐ অবস্থায় দেখেন, তখন তার ইসলাম কবুল করার পূর্বের অবস্থা তার মনে পড়ে এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু পড়তে তাকে। তারপর তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

তোমরা আজ উত্তম অবস্থায় আছ, না কি সেই সময় উত্তম অবস্থায় থাকবে যখন সকালে ও সন্ধায় তোমাদের সামনে থালা ভর্তি রুটি ও মাংস হাজির করা হবে? যখন সকালে তোমরা এক পোশাকে থাকবে আর সন্ধ্যায় আর এক পোশাকে? যখন তোমাদের ঘরে পর্দা ঝুলবে যেমন কা'বায় পর্দা ঝুলানো থাকে? তখন আমরা তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলি ঃ আমরা ঐরূপ সচ্ছলতায় উত্তম অবস্থায় থাকবো। তিনি বলেন ঃ না, বরং তোমরা এই অনাহার উপবাসের সময়েই উত্তম অবস্থায় আছো। (তারগীব ও তারহীব)

● দীনের কাজে পুরস্কার

٤٢٣- اِنَّ النَّبِىَّ (ص) خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِىْ ثَلْثِمِائَةٍوَّخَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاَشْبِعْهُمْ، فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهُمْ، فَانْقَلَبُوْا وَمَامِنْهُمْ رَجُلٌ اِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ اَوْجَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوْا۔

৪২৩. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩১৫ জন লোক নিয়ে মদীনা থেকে বের হন এবং এই দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ, এরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, এদের বাহন দাও। হে আল্লাহ, এদের শরীরে কাপড় নেই, এদের পোশাক দান করো। হে আল্লাহ, এরা ক্ষুধার্ত, এদের পরিতৃপ্ত করে দাও।

সুতরাং আল্লাহ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং যখন তারা মদীনায় ফিরে আসে, তাদের প্রত্যেকের কাছে একটা অথবা দুটো উট ছিলো এবং প্রত্যেকেই খাবার ও কাপড় পেয়েছিল। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ তাঁরা আল্লাহর দাসত্ব করার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহকে দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করেছিলেন এবং অভূতপূর্ব সবর ও সন্তুষ্টির সাথে তের চৌদ্দ বছর সব রকমের কুরবানী তাঁরা দিয়েছিলেন। যখন আল্লাহ দেখলেন, তারা জীবন ও সম্পদকে আল্লাহর কাছে যথাযথভাবে বিক্রি করেছে, তখন তিনি তাদের জন্যে সাহায্যের দরজা খুলে দিলেন। বদরে তারা পার্থিব পুরস্কারের প্রথম কিস্তি লাভ করে এবং ক্রমাগত লাভ করতে থাকে। আখিরাতে তারা যে পুরস্কার পাবে এই দুনিয়াতে তার আন্দাজ কিভাবে করা যেতে পারে? তাবুকের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তাদের প্রভু বলেন ঃ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিলেন (কারণ এরা নিজেদের বেচা কেনায় সাচ্চা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রত্যক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে)। দেখ, জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু হয়না। অথচ এরা বহু বছর ধরে জীবন হাতে নিয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করে

www.bjilibrary.com

আসছে, তাদের নিহত করছে, নিজেরাও শহীদ হচ্ছে। কিন্তু পিছু হটে আসেনি। তাদের প্রতি জান্নতের প্রতিশ্রুতি পাকা প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ তা পূরণ করার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন। তওরাতে, ইনজিলে এবং কুরআনে ঐ প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর সাচ্চা আর কে হতে পারে? সুতরাং হে ঈমানদারগণ! নিজেদের জীবন ও সম্পদের এই বেচা-কেনায় সন্তুষ্ট হয়ে যাও, কেননা ক্রেতা জান্নাতের বিনিময়ে তা ক্রয় করে নিয়েছেন, এখন বেচা-কেনা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা তওবা-এর ১১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ)

● ইসলামী কর্মীদের জীবনে অভাব

٤٢٤- عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا شَبِعْنَا مِنْ تَمَرٍ حَتّٰى فَتَحْنَا خَيْبَرَ -

৪২৪. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, খায়বার বিজয় হওয়া পর্যন্ত আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পেতামনা। (বুখারী)

٤٢٥- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَمَخَطَ فِىْ اَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ، "بَخٍ بَخٍ يَمْتَخِطُ اَبُوْهُرَيْرَةَ فِى الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ وَاِنِّىْ لَاَجِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ (رض) مِنَ الْجُوْعِ مَغْشِيًّا عَلَىَّ، فَيَجِئُ الْجَائِىْ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى عُنُقِىْ يَرٰى اَنَّ بِىَ الْجُنُوْنَ، وَمَا هُوَ اِلَّاالْجُوْعِ - (بخارى)

৪২৫. অর্থ ঃ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বর্ণনা করেছেন, আমরা আবু হুরাইরা রা.-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি কাতানের দুটো পাতলা কাপড় পরেছিলেন। একটি কাতানের কাপড়ে তিনি নাক মোছেন। তিনি বলেন ঃ

বাঃ বাঃ ! আবু হুরাইরা 'কাতান' দিয়ে নাক মুছছে! (তারপর তিনি পূর্বের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা উল্লেখ করে বলেন) অথচ এর পূর্বে আমার অবস্থা এ ছিলো যে, আমি ক্ষুধায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতাম, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর ও আয়েশা রা.-এর ঘরের মাঝখানে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। লোকেরা আসতো আর আমার ঘাড়ের উপর পা ফেলতো। তারা মনে করতো, আমি পাগল হয়ে গেছি, কিন্তু আসলে তা নয়, বরং ক্ষুধার কারণে আমার এ অবস্থা হয়ে যেতো"। (বুখারী, তিরমিযী)

٤٢٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ : اَرْسَلَ اِلَىَّ رَسُوْلُ

www.bjilibrary.com

اللّٰهِ (ص) اَنِ اجْمَعْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ وَثِيَابَكَ ثُمَّ ائْتِنِىْ قَالَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ يَا عَمْرُو اِنِّىْ اَرْسَلْتُ اِلَيْكَ لاَبْعَثَكَ فِىْ وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللّٰهُ وَيُغْنِمُكَ وَاَرْغَبُ لَكَ زَعْبَةً مِّنَ الْمَالِ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَا كَانَتْ هِجْرَتِىْ لِلْمَالِ وَمَا كَانَتْ اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ، قَالَ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ -

৩২৬. অর্থ ঃ আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আদেশ পাঠান ঃ তুমি তোমার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের পোষাক পরে আমার কাছে এসে যাও। যখন আমি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হই, দেখি তিনি ওযু করছিলেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ আমি তোমাকে ডেকেছি এ জন্যে যে, তোমাকে একটি যুদ্ধে পাঠাতে চাচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে এই যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন এবং তোমাকে গণিমতের মাল দেবেন। এছাড়া আমি তোমাকে কিছু পরিমাণ মাল পুরস্কার প্রদান করবো।' আমি বলি, হে রসূলুল্লাহ! আমি তো মাল লাভ করার জন্যে হিজরত করিনি, কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যেই আমার হিজরত হয়েছিল।' তিনি বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, নেক অর্থ তো নেক মানুষের জন্যে খুব ভালো জিনিস। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ কেবলমাত্র আমর ইবনে আস রা.-এরই এ অবস্থা ছিলোনা। সেই পবিত্র দলের প্রত্যেকেরই এ রকম অবস্থা ছিলো। তাঁরা যা কিছুই করেছেন, তা সবই আলাহর সন্তুষ্টির জন্যে করছেন। তাঁরা যা কিছু কুরবানী করেছেন তা আল্লাহর জন্যে করেছেন। তাদের সামনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আদৌ ছিলোনা। আখিরাতের পুরস্কারই তাঁদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিলো। এই জিনিসই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পরও তাঁদের পথভ্রষ্ট হতে দেয়নি।

٤٢٧- عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِنِ الْعَدَوِيِّ قَالَ : خَطَبَنَاعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ (رض) وَكَانَ اَمِيْرًا بِالْبَصْرَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى قَرِحَتْ اَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ اَصْبَحَ اَمِيْرًا عَلٰى مِصْرٍ مِّنَ الْاَمْصَارِ، وَاِنِّىْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ فِىْ نَفْسِىْ عَظِيْمًا وَعِنْدَ اللّٰهِ صَغِيْرًا -

৪২৭. অর্থ ঃ খালিদ বিন উমায়ের আদবী রা. বর্ণনা করেছেন, উতবা ইবনে গাযওয়ান রা. যিনি বসরার গভর্নর ছিলেন, এই ভাষণ দান করেন (যাতে তিনি আরো অনেক কথার মধ্যে একথা বলেন) ঃ

আমি আমাকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, আমি সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম এবং অন্য আরো ছয়জন ছিলো। আমাদের কাছে বাবলা পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা, এমন কি পাতা খেতে খেতে আমাদের মুখে দাগ পড়ে গিয়েছিল। কাপড় এতো কম ছিলো যে, একবার যখন আমি একটা চাদর পাই, তখন সেটাকে দু'টুকরো করি। এক টুকরো সা'আ-দ ইবনে মালিক পরেন এবং এক টুকরো আমি পরি। কিন্তু আজ আমরা সাতজন কোনো না কোনো অঞ্চলের গভর্নর। আমি এই পদে অধিষ্ঠত থাকার জন্য নিজেকে বড় বলে মনে করে আল্লাহর কাছে হীন ও নীচ হয়ে যাবো এ থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ (আশ্রয়) চাই। (মুসলিম)

٤٢٨- وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : رَاَيْتُ عُمَرَ (رض) وَهُوَ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلاَثٍ لُبِّدَ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ - (مؤطاء مالك)

৪২৮. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর রা.-কে খলীফা থাকাকালে এ অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর জামার দুই কাঁধের উপরে তিনটি তালি লাগানো আছে, একটার উপর আর একটা সেলাই করা। (মু'আত্তা)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ প্রথম তালি ছিঁড়ে যাবার পর তার উপর দ্বিতীয় তালি এবং দ্বিতীয় তালি ছিঁড়ে যাবার পর তার উপর তৃতীয় তালি লাগানো হয়েছিল।

٤٢٩- وَعَنْ طَارِقٍ قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ (رض) اِلَى الشَّامِ، وَمَعَنَا اَبُوْعُبَيْدَةَ فَاَتَوْا عَلٰى مَخَاضَةٍ، وَعُمَرُ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ وَخَلَعَ خُفَّيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَلٰى عَاتِقِهِ وَاَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ، فَقَالَ : اَبُوْ عُبَيْدَةَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْتَ تَفْعَلُ هٰذَا، مَا يَسُرُّنِيْ اَنَّ اَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوْكَ، فَقَالَ : اَوَّهْ، وَلَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ اَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالاً لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ، اِنَّا كُنَّا اَذَلَّ قَوْمٍ فَاَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالْاِسْلاَمِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا اَعَزَّنَا اللّٰهُ بِهِ اَذَلَّنَا اللّٰهُ - (حاكم)

৪২৯. অর্থ ঃ তারিক বর্ণনা করেছেন, খলীফা হযরত উমর রা. উটনীতে চড়ে সিরিয়ার দিকে রওনা হন। আবু ওবায়দা রা. আমাদের সাথে ছিলেন। পথে এক স্থানে নদী পার হতে হয়। তাতে পানি কম ছিলো। হযরত উমর রা. উটনী থেকে নেমে আসেন। চামড়ার মোজা খুলে নিয়ে কাঁধের উপর রাখেন। তারপর উটনীর লাগাম ধরে পানিতে নামেন। আবু ওবায়দা বলেন, আপনি আমীরুল মুমিনীন হয়ে এ রকম কাজ করছেন? শহরের (খৃষ্টান) বাসিন্দারা আপনাকে এ অবস্থায় দেখবে তা আমার ভালো লাগেনা।

হযরত উমর রা. বলেন, হে আবু ওবায়দা! তুমি এরকম কথা বলছো আর এরকম চিন্তা করছো! অন্য কেউ যদি একথা বলতো তবে আমি তাকে এই দুনিয়াপরস্ত কথার জন্যে কঠিন শাস্তি দিতাম। কিন্তু আমি জানি তুমি আল্লাহ পরস্ত ব্যক্তি, তাই এরকম কথা খুব সম্ভব না ভেবে চিন্তে বলে ফেলেছো।

দেখো আবু ওবায়দা, আমরা খুবই নীচু জাতি ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ ইসলামের বদৌলতে আমাদের সম্মান দান করেছেন। তাই যখন আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান পেতে চাইবো, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের অপমানিত করবেন (সম্মান ও ক্ষমতা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। কুফর ও শিরকের গোলামী ও অধীনতা আমাদের ভগ্যে এসে যাবে)। (হাকিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উমরের খিলাফতকালে হযরত আবু উবায়দার সেনাপত্তিত্বে ফিলিস্তিন বিজয় হয়। এ সময় ফিলিস্তিন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পতনের পর ফিলিস্তিনের খৃষ্টানরা শহর হস্তান্তরের জন্যে খলীফা হযরত উমর রা. কে ফিলিস্তিন আগমনের শর্ত আরোপ করে। সে উপলক্ষে তিনি মদীনা থেকে ফিলিস্তিন আসছিলেন এবং সেনাপতি আবু ওবায়দা কিছু দূর থেকে তাঁকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন।

১৭

পরকালের চিন্তা ও জান্নাতের তামান্না

['সাহাবা কিরামের আদর্শ' অধ্যায় পড়ে আপনারা জানতে পেরেছেন সাহাবা রা.-গণকে কেমন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। কোন্ জিনিসের কারণে বিপদের তুফান তাঁদেরকে তাদের অবস্থান থেকে সরাতে সক্ষম হয়নি? কোন্ জিনিস তাদেরকে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আপন স্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল? সবচেয়ে বড় আঘাত হলো অর্থনৈতিক আঘাত। তাতেও তাদের পা স্খলিত হয়নি। আর একটা প্রশ্ন হলো, কোন্ জিনিস তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার পরও দুনিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া থেকে বিরত করে রেখেছিল। এ অধ্যায়ে সেসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।]

● কবরের চিন্তা

٤٣٠- عَنْ عُثْمَانَ (رض) اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِىْ مِنْ هٰذَا، فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ، اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ، فَاِنْ نَّجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ، وَاِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ - (ترمذى)

৪৩০. অর্থ ঃ উসমান রা. সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি যখন কোনো কবরের কাছে দাঁড়াতেন তখন এতো কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখে আপনি কাঁদেননা, অথচ কবর দেখে কাঁদতে থাকেন, এর কারণটা কি?

www.bjilibrary.com

তিনি জবাব দেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবর হলো আখিরাতের অধ্যায় সমূহের প্রথম অধ্যায়। এখানে যদি কেউ পরিত্রাণ পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী অধ্যায়সমূহ তার জন্যে সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে পরিত্রাণ না পায়, তবে তার পরবর্তী অধ্যায় সমূহ আরো কঠিন হবে। তারপর তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ কোনো দৃশ্য নেই। (তিরমিযী)

٤٣١- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ، قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً - (بخارى)

৪৩১. অর্থ ঃ আবু বকর রা.-এর কন্যা আসমা রা. বর্ণনা করেন, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভাষণ দান করেন, তাতে কবরের শাস্তির কথা উল্লেখ করেন। তখন মুসলমানগণ ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। (বুখারী)

● কিয়ামতের চিন্তা

٤٣٢- عَنِ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلٰى عَهْدِ اَنَسٍ، فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ هٰذَا يُصِيْبُكُمْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)؟ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ - اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ اِلَى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اَنْ تَكُوْنَ الْقِيَامَةُ - (ابو داؤد)

৪৩২. অর্থ ঃ নাদর বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস রা.-এর জীবনকালে একবার কাল-ঝড় আসে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ হে আবু হামযা ! এ রকম ঝড় কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েও আসতো?

তিনি বলেন, আল্লাহর পানাহ, রসূল সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যদি সামান্য জোরে হাওয়া বইতে শুরু করতো, তখন আমরা কিয়ামত এসে যায়নি তো - এ মনে করে মসজিদের দিকে দৌড়াতে থাকতাম। (আবু দাউদ)

● পরকালের ভাবনা

٤٣٣- بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْ اَصْحَابِهٖ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ، عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ فَلَمْ اَرَكَا الْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، فَمَا اَتٰى

عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَوْمٌ اَشَدُّ مِنْهُ غَطَّوْا رُؤُوْسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ - (رياض الصالحين)

৪৩৩. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বিষয়ে কিছু অশোভনীয় কথা জানতে পারেন, তখন তিনি ভাষণ দান করেন এবং বলেন ঃ আমার সামনে জান্নাত আনা হয়েছে। সুতরাং আজ অপেক্ষা অধিক মন্দ ও ভাল দিন আর আমি দেখিনি। আর আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা অতি অল্প হাসতে এবং খুব বেশী কাঁদতে। আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের উপর এদিন অপেক্ষা অধিক কঠিন আর অন্য কোনো দিন আসেনি। তাঁরা নিজেদের মাথা ঢেকে নেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। (রিয়াদুস সালেহীন ঃ আনাস রা.)

ব্যাখ্যা ঃ অশোভনীয় কথার অর্থ গুনাহর কাজ নয়। বরং তা হলো এমন, যা তিনি আপন সাথীদের জন্যে অশোভনীয় মনে করতেন। এই হাদীসে কেবল জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্য দ্বারা বোঝা যায়, সম্ভবত জাহান্নামও দেখানো হয়েছিল, আর এই কম হাসার ও অধিক কাঁদার উল্লেখ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এসময় তারা খুব বেশী হেসে থাকবেন।

● তিনটি ভয়াবহ সময়

٤٣٤- عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا يُبْكِيْكِ؟ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ اَمَّا فِىْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا، عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ، حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِىْ يَمِيْنِهِ اَمْ فِىْ شِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ-

৪৩৪. অর্থ ঃ আয়েশা রা.-এর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একবার তাঁর জাহান্নামের কথা স্মরণ হলে তিনি কাঁদতে থাকেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আয়েশা। কোন্ জিনিস তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন,

www.bjilibrary.com

আমার জাহান্নামের কথা মনে হয়েছে, তাই কাঁদছি। আপনি কি কিয়ামতের দিন স্ত্রীদের স্মরণ করবেন?

তিনি বলেন, তিনটি সময় হবে এমন, যখন কেউ কাউকেও স্মরণ করবেনা : প্রথম সময়টি হবে তখন, যখন আমল ওজন করা হবে, তখন নেকীর পাল্লা হালকা হবে কি ভারী হবে, সেই চিন্তাই প্রত্যেককে পেরেশান রাখবে।

দ্বিতীয় সময়টি হলো, আমলনামা হাতে দেয়ার সময়। যখন আমলনামা হাতে দিয়ে বলা হবে : এই নাও পড়ো তোমার আমলনামা। তখন আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, নাকি পিছন দিক দিয়ে বাম হাতে, সেই চিন্তায় পেরেশানি থাকবে। আর তৃতীয় সময়টি হলো, পুলসিরাত পার হবার সময়, যখন তা জাহান্নামের উপর রাখা হবে আর মানুষ তার উপর দিয়ে পার হবে। (আবু দাউদ)

● বিনয় ও পরিশুদ্ধি

٤٣٥- عَنْ عَدِيٍّ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) اِذَا زُكِّيَ قَالَ، اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْلِيْ مَالاَ يَعْلَمُوْنَ -

৪৩৫. অর্থ : আদী রা. বর্ণনা করেছেন, কেউ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথিদের সামনে প্রশংসা করতো তখন তাঁরা বলতেন : হে আল্লাহ! এরা যা কিছু বলছে, তার ভিত্তিতে আমাকে পাকড়াও করোনা। আমার যেসব দোষ এরা জানেনা, তা ক্ষমা করে দাও। (আল আদাবুল মুফরাদ)

٤٣٦- عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَلَمَّانَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰ يَةُ، اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْوَلَمْ يَلْبِسُوْ اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُوْلٰئِكَ لَهُمُ الاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ، (الانعام : ٨٢) شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ، اِنَّمَا هُوَكَمَاقَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ يٰبُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৪৩৬. অর্থ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় : যেসব লোক ঈমান এনেছে আর তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে, এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক। (সূরা আল আনআ'ম : ৮২)

www.bjilibrary.com

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ভীত হয়ে পড়েন এবং বলেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের উপর যুলুম করেনি (অর্থাৎ তাঁর দ্বারা গুনাহ হয়নি)।

এসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই আয়াতের অর্থ তা নয়, যা তোমরা মনে করছো। এখানে যুলুম এর অর্থ হলো, শিরক, যেমন- সূরা লুকমানে বলা হয়েছে ঃ "অবশ্যি শিরক হলো বিরাট যুলম"। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগীদের আখিরাত-ভীতির অবস্থা বোঝা যায়।

● হালকা হয়ে যাও

٤٣٧- عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَتْ قُلْتُ لَهُ مَا لَكَ لَاتَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فُلَانٌ وَّفُلَانٌ؟ قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ وَرَائَكُمْ عَقَبَةً كَؤُوْدًا لَايَجُوْزُهَا الْمُثْقَلُوْنَ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ -

৪৩৭. অর্থ ঃ উম্মে দারদা তাঁর স্বামী আবু দারদাকে বলেন, অমুক অমুক ব্যক্তি যেমন অর্থ উপার্জনের জন্যে চেষ্টা করে, আপনি তেমন করেননা কেন?

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হে আখিরাতের পথের মুসাফিরগণ! তোমাদের সামনে খুব উচু এক পাহাড় আছে যা অতিক্রম করা খুবই কষ্টসাধ্য। ভারী মুসাফির (যার সঙ্গে বেশী মালপত্র আছে) তা অতিক্রম করতে পারবেনা।

আমাকেও এ পাহাড়ই অতিক্রম করতে হবে। সে জন্যে যাতে আমি সহজে ঐ পাহাড় অতিক্রম করতে পারি তার জন্যে আমি এই দুনিয়া থেকে হালকা হয়ে যেতে চাই। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ আমরা এই দুনিয়াতে মুসাফির হিসেবে আছি। আমাদের গন্তব্যস্থল হলো আখিরাত, যেখানে আমাদের যেতে হবে। মুসাফির নিজের সাথে হালকা মাল-পত্র রেখে থাকে। দুনিয়ার মাল-পত্র অধিক থেকে অধিক সংগ্রহ করে কি হবে? তা কেবল বোঝা হয়েই দাঁড়াবে। আর যখন সব কিছুর হিসাব দিতে হবে তখন তা কঠিন হবে।

٤٣٨- عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى أَبِى ذَرٍّ وَّهُوَ بِالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ مُشَنَّعَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَحَاسِنِ وَلَا

www.bjilibrary.com

الْخَلُوْقِ، فَقَالَ : اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَا تَاْمُرُنِىْ هٰذِهِ السُّوَيْدَاءُ؟ تَاْمُرُنِىْ اَنْ اٰتِىَ الْعِرَاقَ، فَاِذَا اَتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوْا عَلَىَّ بِدُنْيَاهُمْ، وَاِنَّ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّ دُوْنَ جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيْقًا ذَادَحْضٍ وَّ مَزَلَّةٍ، وَاِنَّا اَنْ نَاْتِىَ عَلَيْهِ وَفِىْ اَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ وَاضْطِمَارٌ اَحْرٰى اَنْ نَّنْجُوَ مِنْ اَنْ نَّاْتِىَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُوَاقِيْهُ -

৪৩৮. অর্থ ঃ আবু আসমা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রাবাযা নামক স্থানে আবুযর গিফারী রা.-এর নিকটে উপস্থিত হই। সে সময় তাঁর কাছে এক কৃষ্ণকায় মহিলা বসেছিল। তার না কোনো রূপ সৌন্দর্য ছিলো আর না সে কোনো সুগন্ধি মেখেছিল।

আবুযর গিফারী বলেন, তোমরা কি দেখছো না এই মহিলা আমাকে কি পরামর্শ দিচ্ছে? এ আমাকে ইরাক যেতে বলছে। আমি যদি ইরাক যাই তবে লোকেরা আমাকে অর্থ সম্পদ দেবার জন্যে সেখানে হিড়িক লাগিয়ে দেবে। অথচ আমার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই নসীহত করেছেন যে, জাহান্নামের পুলের উপর এক খুব পিচ্ছিল রাস্তা আছে, তার উপর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। তাই আমাদের কাছে যতো কম অর্থ সম্পদ থাকবে আমাদের পরিত্রাণের সম্ভাবনা ততোই বেশী। আর যদি মাল বোঝাই হয়ে আমরা যাই তবে পরিত্রাণের সম্ভাবনা কম হবে। (মুসনাদে আহমদ)

● পরকালীন মুক্তির পথ

٤٣٩- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا صَلّٰى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ، وَهُمْ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ، حَتّٰى يَقُوْلَ الْاَعْرَابُ هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنُ اَوْ مَجَانُوْنَ، فَاِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنْصَرَفَ اِلَيْهِمْ، فَقَالَ "لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَالَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَاَحْبَبْتُمْ اَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَّ حَاجَةً -

৪৩৯. অর্থ ঃ ফাজালা ইবনে উবাইদ রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়াতেন, তখন আসহাবে সুফ্ফার লোকেরা ক্ষুধার চোটে পড়ে যেতো, এমনকি গ্রাম থেকে আগত লোকেরা যারা তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতোনা মনে করতো, তারা পাগল হয়ে গেছে।

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করতেন, তাদের দিকে ফিরে বলতেন, হে সুফফাবাসীরা! তোমরা এই কুরবানীর যে পুরস্কার আখিরাতে পাবে, তা যদি এই দুনিয়াতে জানতে পারতে, তাহলে তোমরা আরো অধিক অনাহার ও উপবাস করার আকাঙ্ক্ষা করতে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ 'আসহাবে সুফ্ফা' হলেন সেসব সাহাবী যাঁরা ইসলাম কবুল করার অপরাধে ঘর বাড়ি থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন। তারা এমনভাবে বহিস্কৃত হয়েছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের সাথে কোনো সম্বল আনতে পারেননি। তাদের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করবেননা যে, তাঁরা কুঁড়ে ও অলস ধরনের লোক ছিলেন। তাঁরা কারো খেয়ে মানুষ হবার মতো লোক ছিলেননা। তাঁরা নিজেদের জীবিকা নিজেরা উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের কাজের জন্য তাদের সমস্ত সময় নিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতো। তাদেরকে বিভিন্ন বাহিনীরূপে পাঠানো হতো। আর কিছু লোককে দাওআত দেবার কাজে তৈরি করা হতো। মোটকথা, যখন রসূল সা. দীনের কাজের জন্য তাদের সমস্ত সময় নিয়ে নিয়েছিলেন, তখন তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় কেমন করে পাবে? জামাআত যথাসাধ্য তাদের ভরণ-পোষণ করতো। সেটা ছিলো পরীক্ষার যুগ। সম্পূর্ণ জামাআতই ক্ষুৎ-পিপাসার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল সে সময়।

٤٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ بَيْنَمَا اَنَا قَاعِدٌ فِى الْمَسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِّنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ قُعُوْدٌ، اِذْ دَخَلَ النَّبِىُّ (ص) فَقَعَدَ اِلَيْهِمْ فَقُمْتُ اِلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) لِيُبَشِّرْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوْهَهُمْ، فَاِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا، قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ اَلْوَانَهُمْ اَسْفَرَتْ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ اَوْمِنْهُمْ - (مشكوة)

৪৪০. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বর্ণনা করেছেন, আমি মসজিদে নববীতে বসেছিলাম। মসজিদে নিঃসম্বল মুহাজিরদের একটি দলও বসেছিল। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামরা থেকে বেরিয়ে মসজিদে

www.bjilibrary.com

আসেন এবং গরীব মুহাজিরদের মধ্যে গিয়ে বসেন। তখন আমিও উঠে সেখানে চলে যাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ গরীব মুজাহিরদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, তাদের বিমর্ষতা আনন্দে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ তারা অর্থশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, তখন গরীব মুহাজিরদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার মনে এই আকাঙ্খা জন্মায় যে, হায় আমি যদি এই গরীব মুহাজিরদের মধ্যে একজন হতাম। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই আকাঙ্ক্ষার কারণ হলো, এইসব লোক দীনের পথে নিজেদের সবকিছু লুটিয়ে দিয়ে ঘরদোর ছেড়ে মদীনায় এসে উপস্থিত হন। এ জন্য ইসলামের ইতিহাসে এদের স্থান অনেক উর্ধ্বে। আর এদের মধ্যে যে যতো বেশী কুরবানী দিয়েছে তার স্থান ততো বেশী উর্ধ্বে-এই দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। এখানে চিন্তার বিষয় হলো, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আনন্দ সংবাদ শুনিয়ে দেন, তখন তাঁদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কেন! আমরাও এইসব কিছু শুনি ও পড়ি, কিন্তু আমাদের এ অবস্থা হয় না কেন? এর কারণ হচ্ছে তাদের জাহান্নামের ভয় ছিলো ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ছিলো। আর নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা তাদের জান্নাতের পিপাসা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। ব্যবসায়ী যে দোকানে যতোবেশী মূলধন লাগিয়েছে এবং তার উন্নতির জন্য যতো বেশী পরিশ্রম করেছে, সেই দোকানের প্রতি তার আগ্রহ ও ভালবাসা ততো বেশী হয়ে হাকে।

● জান্নাতের তামান্না

٤٤١- عَنْ رُبَيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ : كُنْتُ اَخْدُمُ النَّبِىَّ (ص) نَهَارِىْ، فَاذَا كَانَ اللَّيْلُ اَوَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَبِتُّ عِنْدَهُ فَلاَ أَزَالُ اَسْمَعُهُ يَقُوْلُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ، سُبْحَانَ رَبِّىْ حَتّٰى اَمَلَّ اَوْتَغْلِبَنِىْ عَيْنِىْ فَاَنَامُ فَقَالَ يَوْمًا يَارَبِيْعَةُ سَلْنِىْ فَاُعْطِيْكَ، فَقُلْتُ اَنْظِرْنِىْ حَتّٰى اَنْظُرَ، وَتَذَكَّرْتُ اَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ مُنْقَطِعَةٌ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَسْأَلُكَ اَنْ تَدْعُوَ اللّٰهَ اَنْ يُنَجِّيَنِىْ مِنَ النَّارِ وَ يُدْخِلَنِى الْجَنَّةَ، فَسَكَتَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ثُمَّ قَالَ، مَنْ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قُلْتُ مَا اَمَرَنِىْ بِهٖ اَحَدٌ وَّ لٰكِنِّىْ عَلِمْتُ اَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ فَانِيَةٌ وَّ اَنْتَ مِنَ اللّٰهِ بِالْمَكَانِ الَّذِىْ اَنْتَ مِنْهُ فَاَحْبَبْتُ اَنْ تَدْعُوَ اللّٰهَ لِىْ، قَالَ اِنِّىْ فَاعِلٌ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ ـ (طبرانى)

৪৪১. অর্থ : রাবী'আ ইবনে কা'আব রা. বর্ণনা করেছেন, আমি দিনের বেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা করতাম। যখন রাত হতো তখনো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হতাম এবং সেখানেই রাত কাটাতাম। আমি তার মুখ থেকে সব সময় শুনতাম : "সুবহানাল্লাহ্, সুবাহানাল্লাহ্, সুবাহানা রাব্বী"-এমনকি আমি তা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আর আমার চোখ জুড়ে ঘুম আসতো এবং আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

একদিন তিনি বলেন, 'হে রাবী'আ, তুমি আমার কাছে চাও আমি তোমাকে দেবো।' আমি বলি, আমাকে কিছু সময় দিন, আমি চিন্তা করে দেখি আমার কি চাওয়া উচিত। তারপর আমার মনে হয়, এ দুনিয়া তো নশ্বর, এ তো ধ্বংস হয়ে যাবে। এর থেকে কি চাইবো? তাই আমি বলি, হে রসূলুল্লাহ! আমার কামনা হলো এইযে, আপনি আমার জন্যে দু'আ করুন 'আল্লাহ যেনো আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, তোমাকে একথা কে শিখিয়ে দিয়েছে?

আমি বলি, একথা আমাকে কেউ বলে দেয়নি। আমার মনে হয়েছে, এই দুনিয়া তো নশ্বর এবং এতো ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই এরকম জিনিস কেন চাই? আমি জানি, আপনি হচ্ছেন আল্লাহর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্দা। এ জন্যে আমি এটাই পছন্দ করেছি যে, আমি আখিরাতের পরিত্রাণের বিষয়টি আপনার সামনে তুলি এবং আপনি দু'আ করুন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি অতি অবশ্যি তোমার জন্যে দু'আ করবো। তবে তুমি বেশী বেশী সিজদা করে আমাকে সাহায্য করো। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা : ঐসব পবিত্র মানুষ যাদের আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা বলি, খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তাঁরা জানতেন, আখিরাতের সমস্যাই হচ্ছে আসল সমস্যা। সেখানে আল্লাহর ক্রোধের আগুন থেকে বেঁচে গিয়ে চিরস্থায়ী শান্তির ঘরে স্থান লাভ করতে পারাই আসল জিনিস।

www.bjilibrary.com

এই বিষয়ে হযরত রাবী'আ রা. কে হিদায়ত করা হলো যে, খুব বেশী সিজদার মাধ্যমে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে। তাই আখিরাতে পরিত্রাণ ও মঙ্গল যাদের লক্ষ্য, তাদের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ফরয নামায ছাড়া নফল নামাযও পড়া উচিত। সিজদা করা মানে-নামায পড়া।

● জান্নাত লাভের তীব্র চেতনা

٤٤٢- عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، قَالَ فَكَانَ اَبُوْ أُمَامَةَ يُرٰى فِىْ بَيْتِهِ الدُّخَانُ اِلاَّ اِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ - (ترغيب)

৪৪২. অর্থ ঃ আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হই এবং বলি ঃ হে রসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যার দ্বারা আমার জান্নাত লাভ হতে পারে। তিনি বলেন, তুমি অতি অবশ্যি রোযা রাখো, কারণ রোযা হচ্ছে এক তুলনাবিহীন ইবাদত। আবু উমামার ছাত্র বর্ণনা করেন, এরপর আবু উমামার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, অতিথি আসার সময় ছাড়া দিনের বেলা তাঁর ঘর থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়নি।

٤٤٣- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى سَبَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اِلٰى بَدْرٍ وَّجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَتَقَدِّمَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اِلٰى شَيْئٍ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَادُوْنَهُ، فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قُوْمُوْا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ، قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ بَخٍ، بَخٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا يَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، الاَّرَجَاءَ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِهَا، قَالَ فَاِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا، فَاَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِّنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَاْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ اِنْ اَنَا حَيِيْتُ حَتّٰى اٰكُلَ تَمَرَاتِىْ هٰذِهِ اِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ

www.bjilibrary.com

فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ رض -

৪৪৩. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ননা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে সাহাবা রা.-গণ মদীনা থেকে রওনা হন এবং মুশরিকদের আগেই বদরে উপস্থিত হন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুজাহিদ সাথিদের বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেনো আগে না যায়, আমি সকলের আগে থাকবো, সবাই আমার পিছনে থাকবে।

তারপর মুশরিকরা এগিয়ে এসে যখন ইসলামী সৈন্যদলের কাছে এলো তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাত লাভ করার জন্যে এগিয়ে যাও, যার দৈর্ঘ ও প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান।

উমাইর ইবনে হামাম রা. বলেন, জান্নাতের দৈর্ঘ ও প্রস্থ্ কি আকাশ ও পৃথিবীর সমান? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বলেন ঃ বাঃ বাঃ! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি বাঃ বাঃ কেন বলছো? তিনি বলেন ঃ আমি এজন্যে বাঃ বাঃ বলছি যে, আমার মধ্যে জান্নাতে যাবার আকাঙ্ক্ষা! তিনি বললেন ঃ তুমি জান্নাতে যাবে।

তারপর তিনি নিজের ঝুলি থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে শুরু করেন। তারপর চিন্তা করেন, খেতে তো অনেক সময় লাগবে। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন এতো সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকা বোঝা মনে হচ্ছে। তিনি সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এমনকি অনেককে নিহত করে শেষ পর্যন্ত শাহদাত লভ করেন (আল্লহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা গেলো যে, বদরের যুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আরামের সাথে ঘরে বসে জয় ও সাহায্যের জন্যে দু'আ করছিলেন, আর সাহাবা রা.-গণ যুদ্ধ করছিলেন - এরূপ নয়। বরং তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং সকলের আগে ছিলেন।

٤٤٤- عَنْ جَابِرٍ (رض) لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا جَابِرُ اَلاَ أُخْبِرُكَ مَاقَالَ اللّٰهُ لِاَبِيْكَ؟ قُلْتُ بَلٰى، قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا اِلاَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَّ كَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ تَمَنَّ عَلَيَّ اُعْطِكَ، قَالَ يَارَبِّ تُحْيِيْنِيْ فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً، قَالَ اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّيْ اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ

يَرْجِعُوْنَ، قَالَ يَارَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَّرَائِىْ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ ... الْاٰيَةَ كُلَّهَا - (آل عمران : ١٦٩-١٧٠)

৪৪৪. অর্থ ঃ জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, যখন আমার পিতা আব্দুল্লাহ্ ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেন ঃ হে জাবির, শহীদ হয়ে যাবার পর আল্লাহ্ তোমার পিতাকে যা বলেছেন তা কি আমি তোমাকে বলবো না? আমি বলি ঃ হ্যাঁ অবশ্যি বলুন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যার সাথেই কথা বলেন সর্বদা আড়াল থেকে কথা বলেন, কিন্তু তোমার পিতার সাথে তিনি সামনা-সামনি কথাবার্তা বলেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আব্দুল্লাহ! তোমার যা ইচ্ছা হয় আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেবো।

সে বলে ঃ হে আমার প্রভু! আমার আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র এই যে, আমি যেনো আবার দুনিয়াতে গিয়ে আপনার পথে নিহত হতে পারি সে জন্যে আমাকে দ্বিতীয় বার জীবন দান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা জবাব দেন, আমার পক্ষ থেকে একথা আগেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আমার কাছে যে ফিরে আসে, সে আর দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে যাবেনা।

তখন সে বলে ঃ হে আমার প্রভু, আমার এই আকাঙ্ক্ষা আমার জীবিত সাথিদের কাছে পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ১৬৯-১৭০নং আয়াত নাযিল করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করোনা; তারা মরেনি, তারা জীবিত আছে। তারা তাদের প্রভুর নিকট আছে। তারা পুরস্কার উপভোগ করছে। আল্লাহ্ তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট। তাদের যেসব সঙ্গী সাথি এখনো পর্যন্ত দুনিয়াতে আছে, তারা তাদের বিষয়ে এ চিন্তা করে তাঁরা আনন্দ পাচ্ছে যে, তারাও জীবন পণ করার ফলে এ রকমই পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

٤٤٥- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ غَابَ عَمِّىْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنْ اَشْهَدَنِىَ اللّٰهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا

أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَّانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اَللّٰهُمَّ انِّىْ اَعْتَذِرُ الَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ وَاَبْرَأُ الَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ يَعْنِى الْمُشْرِكِيْنَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُبْنُ مُعَاذٍ (رض) فَقَالَ يَاسَعْدَ بْنَ مُعَاذِ نِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ انِّىْ اَجِدُ رِيْحَهَا دُوْنَ اُحُدٍ، قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَصْنَعُ مَا صَنَعَ، قَالَ اَنَسٌ فَوَجَدنَا بِهٖ بِضْعًا وَّثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِسَيْفٍ اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْرَمْيَةً بِسَهْمٍ وَّوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ، فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ الاَّ اُخْتُهُ بِبَنَانِهٖ، فَقَالَ اَنَسٌ كُنَّا نَرٰى اَوْنَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِىْ اَشْبَاهِهٖ، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوْااللّٰهَ الخ، (الاحزاب، مسلم)

৪৪৫. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, মদীনায় উপস্থিত না থাকার কারণে আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর রা. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

এ কারণে তিনি বলেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। যদি আবার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ আমাকে তাতে অংশ গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন, তবে আমি কি করি তা আল্লাহ দেখে নেবেন। সুতরাং যখন ওহুদের যুদ্ধ হয় এবং মুসলমানরা পলায়ন করে, তখন আনাস ইবনে নাদর রা. বলেন ঃ হে আল্লাহ! মুসলমানরা যে কাজ করে বসেছে আমি তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আর মুশরিকরা যা করছে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।

তারপর তিনি আরো অগ্রসর হন এবং সা'আদ ইবনে মুআয রা.-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁকে বলেন ঃ হে সা'আদ ইবনে মুআয! সাহায্যকারী আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতের দিকে যাচ্ছি, আমি ওহুদের ওপার থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। সা'আদ ইবনে মুআয রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে রসূলুল্লাহ! আনাস ইবনে নাদর রা. যে কাজ করেছে আমি তা করতে পারতামনা।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস রা. বলেন ঃ আমি আমার চাচার শরীরে আশির অধিক অস্ত্রাঘাত দেখেছি, তার মধ্যে কিছু ছিলো তলোয়ারের আঘাত, কিছু বর্শার আঘাত আর কিছু তীরের আঘাত। তিনি মুশরিকদের হাতে শহীদ হয়েছেন এবং

www.bjilibrary.com

তাঁকে এমন নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে যে, তাঁকে চেনা যাচ্ছিলনা। তাঁর বোন তাঁর হাতের আঙ্গুল দেখে তাকে চিনতে পারেন।

আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন ঃ সূরা আহযাবের নিম্নো আয়াত এইসব ব্যক্তিদের জন্যেই প্রযোজ্য। আয়াতটির অর্থ হলো ঃ এই মুমিনদের একদল লোক আল্লাহর কাছে প্রদত্ত তাদের প্রতিশ্রুতিকে সত্যি প্রমাণ করে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক তো নিজেদের মানত পূরণ করে দিয়েছে আর কিছু লোক অস্থির আগ্রহে অপেক্ষা করছে, তারা তাদের প্রতিশ্রুতিতে সামান্যতম পরিবর্তন সাধন করেনি। (আল-আহযাব ঃ ২৩) (বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী)

٤٤٦- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ جَاءَ أُنَاسٌ اِلَى النَّبِيِّ (ص) اَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُوْنَا الْقُرْاٰنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِّنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، فِيْهِمْ خَالِىْ حَرَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُوْنَ، وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ، فَيَضَعُوْنَهُ فِى الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَهُ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لِاَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِىُّ (ص) اِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوْلَهُمْ فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغُوْاالْمَكَانَ، فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا، قَالَ وَاَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ اَنَسٍ مِّنْ خَلْفِهٖ فَطَعَنَهٗ بِرُمْحٍ حَتّٰى اَنْفَذَهٗ، فَقَالَ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوْا، وَاِنَّهُمْ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اَنَّا قَدْلَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا -

৪৪৬. অর্থ ঃ আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলে ঃ আমাদের সাথে এমন কিছু ব্যক্তিকে পাঠান যারা আমাদের কুরআন আর সুন্নাহর শিক্ষা দান করবে। সুতরাং তিনি আনাসারদের মধ্য থেকে ৭০ জন কুরআনের আলিমকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে আমার মামা হারামও ছিলেন। তাঁরা মদীনায় মসজিদে নববীতে বসে রাত্রে কুরআন পড়তেন এবং পরস্পরকে শিখাতেন। দিনের বেলায় পানি এনে মসজিদে নববীতে রাখতেন আর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ

www.bjilibrary.com

কেটে আনতেন এবং তা বিক্রি করে যে পয়সা পেতেন তা দিয়ে আহলে সুফ্ফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খাদ্য কিনে আনতেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা ও অনুশীলন দান করার জন্য এই ৭০ জন আলিমকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কুরআনের আলিম এই ৭০ ব্যক্তিকে রাস্তায় হত্যা করে। যখন তাঁদের হত্যা করা হচ্ছিল তখন তাঁরা এই দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীর কাছে এই খবর পৌছে দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছি এবং আমাদের প্রভু আমাদের উপর সন্তুষ্ট আর আমরাও আমাদের প্রভুর উপর সন্তুষ্ট।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এক ব্যক্তি আনাস রা.-এর মামা হারাম রা.-এর কাছে আসে এবং পিছন থেকে বর্শা মারে, এমনকি বর্শাবিদ্ধ হয়ে এপার-ওপার হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন, কা'বার প্রভুর কসম, আমি সফলতা লাভ করেছি।

ওহীর মাধমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে তা জানতে পারেন এবং সবাইকে বলেন, তোমাদের যেসব ভাইকে শিক্ষা প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে রাস্তায় মেরে ফেলা হয়েছে এবং তারা মরার সময় বলে গেছে ঃ হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আমদের নবীর কাছে এই খবর পৌছে দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছি। আমাদের প্রভু আমাদের কুরবানীতে সন্তুষ্ট এবং আমরাও আমাদের প্রভুর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করে সন্তুষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যে ৭০ জন আনসারের কথা এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা দিনের বেলা আহলে সুফ্ফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খানা ও পানির ব্যবস্থা করতেন এবং রাতে কুরআন পড়তেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, তাঁরা আমাদের সময়ের মানুষের মতো কেবল কুরআনের শব্দ পড়ে ক্ষান্ত হতেননা, বরং তারা এর অর্থ অনুধাবন করতেন এবং সেই মতো নিজেদের জীবনকে গড়ার চিন্তা করতেন।

٤٤٧- عَنْ اَبِىْ بَكْرِ نْ بْنِ اَبِىْ مُوسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ، فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ يَااَبَا مُوسَى، اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ هٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ، فَرَجَعَ اِلَى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اَقْرَءُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ ثُمَّ

www.bjilibrary.com

كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهِ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ - (مسلم، ترمذى)

৪৪৭. অর্থ ঃ আবু মূসা আশআরী রা.-এর পুত্র আবু বকর বর্ণনা করেছেন, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের দরজা তলোয়ারের ছায়ার নীচে। সাধারণ পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি উঠে আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ আপনি কি সত্যিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথা শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি আপন সাথিদের কাছে গিয়ে বলে ঃ তোমরা আমার শেষ সালাম গ্রহণ করো। তারপর সে নিজের তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করে। তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে এগিযে যায় এবং অনেক শত্রুকে নিধন করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সে শহীদ হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিযী)

٤٤٨- عَنْ شَدَّادِبْنِ الْهَادِ (رض) اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَعْرَابِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَاٰمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ اُهَاجِرُ مَعَكَ، فَاَوْصٰى بِهِ النَّبِيُّ (ص) بَعْضَ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزَاتُهُ غَنِمَ النَّبِيُّ (ص) فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَاعْطٰى اَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعٰى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوْهُ اِلَيْهِ، فَقَالَ مَا هٰذَا؟ قَالُوْا قَسَمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ (ص) فَاَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ مَا هٰذَا؟ قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ، فَقَالَ مَا عَلٰى هٰذَا اتَّبَعْتُكَ، لٰكِنِ اتَّبَعْتُكَ عَلٰى اَنْ اُرْمٰى اِلٰى هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ، فَاَمُوْتَ فَاَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ اِنْ تَصْدُقِ اللّٰهَ يَصْدُقْكَ، فَلَبِثُوْا قَلِيْلاً، ثُمَّ نَهَضُوْا اِلٰى قِتَالِ الْعَدُوِّ فَاُتِىَ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ (ص) يُحْمَلُ قَدْ اَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ اَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَهُوَ هُوَ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ صَدَقَ اللّٰهَ فَصَدَقَهُ ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ (ص) فِىْ جُبَّتِهِ الَّتِىْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ

www.bjilibrary.com

اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِىْ سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى ذٰلِكَ - (نسائى)

৪৪৮. অর্থ ঃ শাদ্দাদ ইবনে আল হাদ রা. বর্ণনা করেছেন, এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ঈমান আনে এবং তাঁর সাথে সাথে চলতে থাকে। সে বলে ঃ আমি আমার ঘরদোর ছেড়ে এখানে মদীনাতে আপনার কাছেই থাকবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিষয়ে সাহাবাদের রা. কিছু হিদায়াত দান করেন। তারপর যখন জিহাদ হলো এবং গনীমতের মাল পাওয়া গেলো, তার মধ্য থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বেদুঈনকে এক অংশ দান করেন এবং তা সাহাবীদের কাছে রেখে দিয়ে বলেন ঃ সে যখন আসবে তখন তাকে দিও। সেই সময় সে মুজাহিদদের উট চরাতে গিয়েছিল। যখন সে ফিরে এলো, তখন তারা তাঁর অংশ তাকে দিলেন।

সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ এসব কি? তারা বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে এই অংশ দান করেছেন। তখন সে ব্যক্তি আপন অংশ নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ হুযুর এসব কি? তিনি বলেন ঃ এটা তোমার অংশ যা আমি তোমাকে দান করেছি।

সে বলে ঃ আমি তো এই মালের জন্য আপনার সাথি হইনি। আমি তো এই আশায় আপনার আনুগত্য স্বীকার করেছি যে, শত্রুর তীর আমার গলায় এসে বিদ্ধ হোক আর আমি শহীদ হয়ে যাই এবং জান্নাতে প্রবেশ করি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমার নিয়্যত সত্যি হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তোমর সাথে এ রকমই ব্যবহার করবেন।

তার কিছুদিন পর সাহাবাগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বের হন। সেও তাদের সাথি হয় এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করে। তারপর তার মৃত দেহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হয়। তার গলায় শত্রুর তীর বিদ্ধ হয়েছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ কি সেই ব্যক্তি যে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করেছিল? তারা বলে ঃ হ্যাঁ, এ সেই ব্যক্তি। তিনি বলেন ঃ এ আল্লাহর কাছে সত্যি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল আর আল্লাহ তা পূরণ করে দিয়েছেন। তারপর তিনি নিজের পবিত্র জুব্বা খুলে ফেলেন এবং তা দিয়ে তার কাফন করেন। তিনি তার জানাযা পড়ান এবং তার জন্যে এই ভাষায় দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! এ আপনারই বান্দাহ। এ আপনারই রাস্তায় হিজরত করেছে

www.bjilibrary.com

এবং আপনারই রাস্তায় শাহাদত লাভ করেছে, আমি এর সাক্ষী।'(নাসায়ী)

৪৪৯- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْحَبَشَةِ اَتَى النَّبِىَّ (ص) فَقَالَ : "يَارَسُوْلُ اللّٰهِ، فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا بِالْاَلْوَانِ وَالنُّبُوَّةِ اَفَرَاَيْتَ اِنْ اٰمَنْتُ بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتَ بِهٖ، وَعَمِلْتُ بِمِثْلِ عَمِلْتَ بِهٖ اِنِّىْ لَكَائِنٌ مَّعَكَ فِى الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) "مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَانَ لَهٗ بِهَا عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ، وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ مِائَةُ اَلْفِ حَسَنَةٍ". فَقَالَ رَجُلٌ : "يَارَسُوْلَ، كَيْفَ نَهْلِكُ بَعْدَ هٰذَا؟ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) "وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلٍ لَوْوُضِعَ عَلٰى جَبَلٍ لَاَثْقَلَهٗ، فَتَقُوْمُ النِّعْمَةُ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ، فَتَكَادُ تَسْتَنْفِدُ ذٰلِكَ كُلَّهٗ، لَوْلَا مَا يَتَفَضَّلُ اللّٰهُ مِنْ رَحْمَتِهٖ ثُمَّ نَزَلَتْ : (هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا) اِلٰى قَوْلِهٖ : (وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا) فَقَالَ الْحَبَشِىُّ "يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَهَلْ تَرٰى عَيْنِىْ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَ مَاتَرٰى عَيْنُكَ" فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) نَعَمْ، فَبَكَى الْحَبْشِىُّ حَتّٰى فَاضَتْ نَفْسَهٗ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ " فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يُدْلِيْهِ فِىْ حُفْرَتِهٖ -

৪৪৯. অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, আফ্রিকার এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে, হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাদের নবুয়্যত ও সুন্দর বর্ণ দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন। আমাকে বলুন, আমি যদি ঈমান আনি এবং সেইমতে আমল করি, তবে কি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে পারবো? তিনি বলেন ঃ যারা 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নাই' বলে ঘোষণা দেবে, তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে আমার সাথে রাখবেন। তিনি তার কিতাবে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ্' বলে ঘোষণা দেবে তার আমলনামায় এক লক্ষ নেকী লেখা হবে।

www.bjilibrary.com

এ সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ হে রসূলুল্লাহ! এরপর আমরা কিভাবে জাহান্নামে যাবো? তিনি বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, কিয়ামতের দিন মানুষ এতো নেকী নিয়ে যাবে যে, তা যদি কোনো পাহাড়ের উপর রাখা হয় পাহাড় তা বহন করতে পারবেনা। কিন্তু যদি আল্লাহর কোনো নি'আমতের সাথে এসব নেক আমলের তুলনা করা হয়, তবে ঐ নি'আমত তার সমস্ত আমল অপেক্ষা ভারী হবে। এ জন্য নেক আমলের জন্যে কারো অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহর রহমত ও দয়ার ফলেই জান্নাত পাওয়া যাবে। তারপর তিনি সূরা দাহার পড়েন ঃ প্রথম আয়াত থেকে 'মূলকান কাবীরা' পর্যন্ত। এতে অকৃতজ্ঞদের মন্দ পরিনাম ও জান্নাতবাসীদের পুরস্কারের কথা উল্লেখ হয়েছে।

এ কথাগুলো শুনে ঐ হাবশী ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করে, হে রসূলুল্লাহ! আপনি যেভাবে জান্নাতের নি'আমতকে দেখেছেন, যেভাবে এই সূরার মধ্যে সেসব নি'আমতের উল্লেখ করা হয়েছে, আমার চোখ তা কি জান্নাতে দেখতে পাবে? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। একথা শুনে হাবশী ব্যক্তিটি কাঁদতে শুরু করে দেয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তাকে কবরে নামাতে। (তাবরানী)

٤٥٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِامْرِئٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِّنْ نَفْسِهِ - (مسند للفردوس)

৪৫০. অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ কোনো বান্দাহকে মঙ্গল দান করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি তার অন্তরকে তার উপদেষ্টা বানিয়ে দেন।

তারপর তার আর অন্য কোনো উদেষ্টার প্রয়োজন হয়না। তার অন্তর এতো সজাগ থাকে যে, তাকে ভ্রান্ত পথে ঠেলে দেবার কোনো সুযোগ শয়তান পায়না। (মুসনাদে ফেরদৌস)

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

আবদুস শহীদ নাসিম

পরিচিতি ও লিখিত কয়েকটি বই

লেখক পরিচিতি

আবদুস শহীদ নাসিম
এর জন্ম
১৯৪৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
বর্তমান চাঁদপুর জেলার
ফরিদগঞ্জে।
তিনি ১৯৭২ সালে
ফরিদগঞ্জ
আলিয়া মাদ্রাসা থেকে
কামিল পাশ করেন।
১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে বাংলা সাহিত্যে
যথাক্রমে
অনার্স ও মাস্টার্স
ডিগ্রি লাভ করেন।
অবশ্য তিনি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও
কিছুকাল পড়া লেখা করেছেন।
ছাত্র জীবন থেকেই
তিনি বিভিন্ন
পত্র পত্রিকায়
লেখালেখি শুরু করেন।
আবদুস শহীদ নাসিম
একজন প্রতিষ্ঠিত
সৃজনশীল লেখক।
তাঁর মৌলিক রচনা
৪০-এর অধিক।
তাঁর অনূদিত গ্রন্থও
৪০-এর অধিক।
শিশু সাহিত্যিক
হিসেবেও
আবদুস শহীদ নাসিম
খ্যাতি অর্জন করেন।
তিনি এযাবত
অনেক গুলো
সাময়িকী সম্পাদনা
করেছেন।
সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন
প্রায় ২ ডজন গ্রন্থ।
এযাবত তাঁর লিখিত ও
অনূদিত ৮০-এর অধিক
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
তিনি এখনো লিখে যাচ্ছেন।

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআনের দু'আ
আসুন আমরা মুসলিম হই
কুরআন ও পরিবার
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অঙ্গীকার
ঈমানের পরিচয়
মুক্তির পথ ইসলাম
ইসলামের পারিবারিক জীবন
চাই স্থির ব্যক্তিত্ব চাই স্থির নেতৃত্ব
গুনাহ্ তাওবা ক্ষমা
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
নির্যাতনে জেতার উপায়
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম ও ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)

অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
এক্কেবারে হাদীস
যাদে রাহ্
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াত ইলাল্লাহ্ দা'ঈ ইলাল্লাহ্

প্রাপ্তিস্থান
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২